সহীহ
মুসলিম
ষষ্ঠ খণ্ড

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র)

সহীহ মুসলিম

[ষষ্ঠ খণ্ড]

অনুবাদ
মাওলানা আফলাতুন কায়সার

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

صحيح مسلم

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশকের কথা

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক দিক-নির্দেশনা লাভের প্রধান উৎস আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) সুন্নাহ। সহীহ হাদীস সংকলনসমূহ রাসূলের সুন্নাহর আকর গ্রন্থ। এক্ষেত্রে সু-প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম'-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক 'সহীহ মুসলিম' বাংলা অনুবাদের ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হলো। এর অনুবাদ সহজ ও প্রাঞ্জল। উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থে মূল হাদীসটি পূর্ণ সনদ সহকারে মুদ্রিত হয়েছে আর বাংলা অনুবাদে শুধু মূল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম-এর অনুবাদ, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শ্রমকে আল্লাহ তাঁর দীনের খিদমাত হিসাবে কবুল করুন এবং বাংলাভাষী পাঠক মহলকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সৌভাগ্যের অধিকারী হবার তাওফীক দান করুন!

সূচীপত্র

ছাব্বিশতম অধ্যায়

কিতাবুল অসিয়াত

অনুচ্ছেদ

ত্রিশতম অধ্যায়

কিতাবুল হুদূদ (দণ্ডবিধিসমূহের বর্ণনা)

একত্রিশতম অধ্যায়

কিতাবুল আক্‌যিয়াহ্‌ (বিচার ও সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত বর্ণনা)

বত্রিশতম অধ্যায়

কিতাবুল লুক্তাহ্ (পড়ে থাকা বস্তুর বর্ণনা) ॥ ১৬৭

তেত্রিশতম অধ্যায়

কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার (জিহাদ ও সফর অভিযান সংক্রান্ত বর্ণনা)

চৌত্রিশতম অধ্যায়

কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব)

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

শিকার এবং যবেহ প্রসঙ্গ

ছাব্বিশতম অধ্যায়

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

কিতাবুল অসিয়াত

অনুচ্ছেদ ঃ ১

অসিয়াতের বর্ণনা।

حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

৪০৫৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমানের নিকট অসিয়াতের উপযোগী অর্থ-সম্পদ রয়েছে, আর সে তা থেকে অসিয়াত করার ইচ্ছেও রাখে, এমতাবস্থায় অসিয়াতনামা তার নিকট লেখা অবস্থায় থাকা ব্যতীত তার জন্যে দু'রাত যাপন করা জায়েয নয়।

টীকা ঃ ইসলামের প্রথম যুগে অসিয়াত করার হুকুম ওয়াজিব ছিলো। কিন্তু সূরায়ে নিসায় মীরাসের আয়াত ও বিধান নাযিল হওয়ার পর তা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। সুতরাং এখন অসিয়াত করা মোস্তাহাব। তবে কোন দেনা-কর্জ বা আমানত এবং নামায, রোযা ইত্যাদি যিম্মায় বাকী থাকলে তখন সে বিষয়ে অসিয়াত করা ওয়াজিব।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ وَلَمْ يَقُولاَ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ

৪০৫৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে নুমাঈর এবং তার পিতা (নুমাঈ)– তাঁরা উভয়েই উক্ত সনদে উবাইদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা দু'জনেই বলেছেন ঃ "এবং তার কাছে

অসিয়াতের উপযোগী অর্থ-সম্পদ রয়েছে" এ বাক্যটি আছে কিন্তু "এবং সে অসিয়াত করার ইচ্ছেও রাখে"– এ কথাটি তারা কেউই বর্ণনা করেননি।

وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ» ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ» كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ «يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ» كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالُوا جَمِيعًا لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ كَرِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

৪০৫৯। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উবাইদুল্লাহর বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। আর উপরে বর্ণিত সমস্ত বর্ণনাকারীগণ তাদের হাদীসে বলেছেন ঃ "এবং তার কাছে অসিয়াতের উপযোগী অর্থসম্পদ রয়েছে"– এ বাক্যটি আছে কিন্তু আইয়ুবের হাদীসে উবাইদুল্লাহ্ থেকে ইয়াহ্ইয়ার হাদীসের ন্যায়, "এবং সে অসিয়াত করার ইচ্ছেও রাখে"– এ বাক্যটি এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو «وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

৪০৬০। সালেম (রা) তাঁর পিতা (ইবনে উমার রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, যে মুসলমানের নিকট অসিয়াতের উপযোগী অর্থসম্পদ রয়েছে, তখন অসিয়াত তার নিকট

লিখা অবস্থায় থাকা ব্যতীত তার জন্যে তিন রাত যাপন করা জায়েয নয়।

টীকা ঃ দুই অথবা তিন রাত দ্বারা কোনো একটি মুদ্দত বা সময়কাল নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। বরং গড়িমসি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখে নেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ লিখে নেয়ার অর্থ হলো লোকদেরকে সাক্ষী করে নেয়া। কেননা এটা একটি উত্তম কাজ তাই তার অবর্তমানে যেন কেউই তা বানচাল করার সুযোগ না পায়। যদিও তা মুস্তাহাব।

وَحَدَّثَنِيهِ

أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

৪০৬১। ইউনুস, ওকাঈল ও মা'মার– তারা প্রত্যেকেই যুহরী থেকে উক্ত সিলসিলায় আমর ইবনে হারিসের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ

اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ رَثٰى لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ

৪০৬২। আমের ইবনে সা'দ (রা) তাঁর পিতা (সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় মক্কাভূমিতে আমি এমনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, তা থেকে মৃত্যুর আশংকা করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচর্যার জন্যে আমার নিকট আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যে কি অবস্থায় রোগাক্রান্ত তাতো আপনি চাক্ষুস দেখছেন। অপরদিকে আমি একজন প্রচুর সম্পদশালী ব্যক্তি। অথচ একটি কন্যা-সন্তান ব্যতীত আমার অন্য কোনো ওয়ারিশ নেই। সুতরাং আমি আমার সম্পদের দু'-তৃতীয়াংশ সাদ্কা করতে পারি কি? তিনি বললেন, না। আমি আবার বললাম, আচ্ছা অর্ধেক সাদ্কা করতে পারি কি? তিনি বললেন, না। এবং বললেন, এক-তৃতীয়াংশ। এটাও প্রচুর। বস্তুতঃ তুমি তোমার ওয়ারিশদিগকে রিক্তহস্ত পরমুখাপেক্ষী করে ছেড়ে যাওয়ার চাইতে বিত্তবান সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক উত্তম। কেননা তুমি তাদের জন্যে যা কিছু আল্লহর ওয়াস্তে ব্যয় করবে এর ওপর তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি যে খাদ্য-গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে সে জন্যেও। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো আমার সঙ্গীদের থেকে পেছনে থেকে যাচ্ছি।* (অর্থাৎ আমার হিজরাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি) তিনি বললেন, তুমি কখনো পেছনে পড়ে থাকবে না। বস্তুতঃ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কোনো কাজ করবে না কেন, তজ্জন্যে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বুলন্দই হবে। এবং এটাও হতে পারে যে, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে জীবিত থাকবে। অবশেষে তোমার দ্বারা এক জাতির (মুসলমান) বিরাট লাভ হবে এবং অন্যেরা (কাফেররা) হবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।** অতঃপর তিনি এ দু'আ করলেন, হে আমার মা'বুদ! আমার সঙ্গীদের হিজরাত (এর সওয়াব) বহাল রাখো! তাদেরকে তাদের পেছনের দিকে ফিরিয়ে দিও না! কিন্তু সা'দ ইবনে খাওলার জন্যে চরম বিপর্যয়।*** বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে শোক প্রকাশ করেছেন, কেননা সে মক্কাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।

টীকা ঃ * অনেকের ধারণা ছিলো, যে স্থান থেকে হিজরাত করা হয়, পরে সে স্থানে এসে মারা গেলে তার হিজরত বাতিল হয়ে যায়। হযরত সা'দ (রা) ও সে ধারণা থেকে এ কথাটি বলেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন মুহাজির, আর উক্ত ঘটনাটি ছিলো ৮ম হিজরী মক্কা বিজয় সময়কালের।

টীকা ঃ ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। তা হচ্ছে এই ঃ দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা)-এর খিলাফত যুগে গোটা ইরাক তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানদের দখলে আসে, তাতে মুসলমানরা প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হন, আর অপরদিকে কাফেরদের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

টীকা ঃ *** কারো কারো মতে, সে মক্কা থেকে হিজরাত করেছিল বটে। কিন্তু মৃত্যুকালে মুনাফিকদের দলভুক্ত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। এ সা'দ ইবনে খাওলা বনী আমের ইবনে লুয়াঈ সম্প্রদায়ের লোক ছিল। অপরদিকে সে ছিল রিক্ত ও গরীব ব্যক্তি। এ হাদীস থেকেই ওলামাগণ বলেন, এক-তৃতীয়াংশের বেশী সাদ্কা বা অসিয়াত করা বৈধ নয়। হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস ইন্তেকাল করেছেন ৫৫ হিজরীতে। আর ইবনে খাওলা ১০ হিজরীতে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪০৬৩। সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা, ইউনুস ও মা'মার তাঁরা প্রত্যেকেই যুহ্রী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ يَعُودُنِي فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا

৪০৬৪। সা'দ (ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.) থেকে বর্ণিত। এক সময় আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরিচর্যার জন্যে আমার কাছে আসলেন। অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ যুহ্রীর হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে সা'দ ইবনে খাওলার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাটি বলেছেন, তা উল্লেখ করেননি। অবশ্য হিজরাত-ভূমিতে মৃত্যুবরণ করাটা তিনি অপছন্দ করতেন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ

فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ فَأَبَى قُلْتُ فَالنِّصْفُ فَأَبَى قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا

৪০৬৫। মুস্'আব ইবনে সা'দ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক সময় আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (লোক) পাঠালাম। (তিনি আসলে) আমি বললাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি আমাকে এ অনুমতি দিন যে, আমি আমার ধন-সম্পদ যেখানে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে বণ্টন (সাদ্কা) করবো। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি তাও অস্বীকার করলেন। পরে আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ? বর্ণনাকারী বলেন, এবার তিনি (অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের কথা শুনে) চুপ থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে (ইসলামী শরীয়াতে) এক-তৃতীয়াংশ সাদ্কা করার বিধান সাব্যস্ত হলো।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا

৪০৬৬। শো'বা (রা) সিমাক থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু "এরপর থেকে এক-তৃতীয়াংশ সাদ্কা বা অসিয়াত করার বিধান জায়েয হয়েছে"– এ অংশটি বর্ণনা করেননি।

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنِّصْفُ قَالَ لاَ فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

৪০৬৭। মুস্'আব ইবনে সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরিচর্যায় আসেন। তখন আমি বললাম, (হে আল্লাহ্র নবী!) আমি কি আমার সমস্ত মাল-সম্পদ অসিয়াত করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক? এবারও তিনি বললেন, না। পরে আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হাঁ। এক-তৃতীয়াংশও প্রচুর।

حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا الثقفي

عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار قال يارسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير ، أو قال بعيش ، خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده

৪০৬৮। হুমাঈদ ইবনে আবদুর রাহমান আল্‌-হিম্‌ইয়ারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ (ইবনে আবু ওয়াক্কাস) (রা) এর তিনজন সন্তান থেকে বর্ণনা করেন, তারা প্রত্যেকেই তাদের পিতা (সা'দ রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি মক্কায় রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিচর্যার উদ্দেশ্যে তার কাছে আসেন। তাঁকে দেখে সা'দ কেঁদে ফেলেন। তখন তিনি তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি (সা'দ) বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে, আমি যে ভূমি থেকে হিজরাত করেছি সেখানে মরে যাই নাকি, যেমন সা'দ ইবনে খাওলা মৃত্যুবরণ করেছে। তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করে তিনবার বললেন ঃ হে আল্লাহ, সা'দকে সুস্থ করে দাও! হে মা'বুদ সা'দকে আরোগ্য করে দাও! অতঃপর সা'দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। অথচ একটি কন্যা-সন্তান ব্যতীত আমার অন্য কোনো ওয়ারিশ নেই। সুতরাং আমি আমার সমস্ত সম্পদ অসিয়াত (সাদ্‌কা) করতে পারি কি? তিনি বললেন, না। সা'দ বললেন, দু'-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, না। সা'দ আবার বললেন, অর্ধেক? তিনি বললেন, না। পরে সা'দ বললেন, আচ্ছা এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হাঁ এক-তৃতীয়াংশ। এক-তৃতীয়াংশও প্রচুর।

বস্তুতঃ তুমি তোমার সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে যা সাদ্‌কা করবে তাও সাদ্‌কা। তুমি তোমার সন্তান-সন্ততির ওপর যা ব্যয় করবে সেটাও সাদ্‌কা। এমনকি তোমার স্ত্রী তোমার সম্পদ থেকে যা খাবে সেটাও সাদ্‌কা। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে পরমুখাপেক্ষী মানুষের কাছে হাত-পাতা অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে বিত্তবান অথবা তিনি বলেছেন, খোশ্‌-হাল অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক উত্তম।

وحدثني أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ

৪০৬৯। হুমাঈদ ইবনে আবদুর রাহমান আল-হিম্‌ইয়ারী (র) সা'দের তিনজন সন্তান থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন, একবার সা'দ মক্কায় রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিচর্যায় আসেন। হাদীসের বাকী ঘটনা সাকাফীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ثَلاَثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ

৪০৭০। মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হুমাঈদ ইবনে আবদুর রাহমান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে সা'দ ইবনে মালিকের (আবু ওয়াক্কাসের) এমন তিনজন সন্তান হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের হাদীস তার অন্য সঙ্গীর ন্যায়। তিনি বলেন, একবার মক্কায় সা'দ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিচর্যায় আসেন। হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ হিমইয়ারী থেকে আমর ইবনে সাঈদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ

৪০৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি লোকেরা এক-তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতো তাহলে কতইনা উত্তম হতো? কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ (সাদ্‌কা বা অসিয়াত করতে পারো) কিন্তু এটাও প্রচুর। আর ওয়াকীর হাদীসের মধ্যে সন্দেহের সাথে বর্ণিত হয়েছে– 'এটাও বিরাট' অথবা বলেছেন, 'প্রচুর'।

টীকা ঃ সাধারণভাবে আলেমদের অভিমত হচ্ছে যে, এক-তৃতীয়াংশের কম সাদ্‌কা করা মুস্তাহাব– এটাই ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত। তবে যদি ওয়ারিশ মালদার হয় তাহলে এক-তৃতীয়াংশ মুস্তাহাব। আবার অনেকের মতে, যদি ওয়ারিশ গরীব হয় এবং মৃতের সম্পদও কম হয় তখন সাদ্‌কা বা অসিয়াত পরিহার করাই উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

মৃতের কাছে সাদ্‌কার প্রতিদান পৌঁছার বর্ণনা* ।

টীকা ঃ * মৃতের পক্ষ থেকে সাদ্‌কা করা মুস্তাহাব, এ বিষয়ের ওপর আলোচনা এ কিতাবের মুকাদ্দামার (ভূমিকা) টীকায় বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ» عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

৪০৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার আব্বা মারা গেছেন, তিনি ধন-সম্পদও রেখে গেছেন কিন্তু কোনো অসিয়াত করে যাননি। সুতরাং যদি এখন তাঁর পক্ষ থেকে সাদ্‌কা করা হয়, তাহলে তা তাঁর (গুনাহ্‌র) কাফফারা হবে কি না? অর্থাৎ তিনি এর সওয়াব পাবেন কিনা? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ পাবে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

৪০৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বললো, আমার মা হঠাৎ মারা যান। আমার ধারণা, যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে সাদ্‌কা দিতেন, এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদ্‌কা দেই, তাহলে আমি প্রতিদান পাবো কি? তিনি বললেন, হাঁ পাবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

৪০৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা যান তাই তিনি অসিয়াত (সাদ্‌কা) করার সুযোগ পাননি। আমার ধারণা, যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে সাদ্‌কা করতেন। এখন যদি তার পক্ষ থেকে সাদ্‌কা করা হয় তাহলে তিনি সাদ্‌কার প্রতিদান পাবেন কি? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ পাবেন।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ خ وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا فَهَلْ لِي أَجْرٌ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ

৪০৭৫। আবু উসামা, শু'আইব, রাওহ্‌ ও জা'ফর তারা প্রত্যেকেই হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। তবে আবু উসামা ও রাওহ্‌– এই দু'জনের

হাদীসের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে, "আমি কি প্রতিদান পাবো (যদি আমি তার পক্ষ থেকে সাদ্‌কা করি?)"– যেরূপ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'আইব ও জা'ফর তাদের দু'জনের হাদীসে রয়েছে, "তিনি (আমার মা) কি সওয়াব পাবেন (যদি আমি সাদ্‌কা করি)?" যেমন রেওয়ায়েত করেছেন ইবনে বিশ্‌র।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

মানুষের মৃত্যুর পর যে সমস্ত কাজের প্রতিদান সংযোজন হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ «يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ» وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ» عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ

৪০৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মানুষ মরে যায় তখন তিনটি জিনিস ব্যতীত তার থেকে সমস্ত কাজ ছিন্ন হয়ে যায়। সে তিনটি ব্যতীত কোনো আমলই তার কাছে পৌছায় না। এমন কোনো সাদ্‌কার কাজ, যা সর্বদা প্রচলিত থাকে। কিংবা এমন কোনো ইল্‌ম বা জ্ঞান, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। অথবা নেক্‌-সন্তান, যে তার জন্যে দু'আ করে।

টীকা ঃ 'সাদ্‌কা জারিয়া' এটা হচ্ছে যেমন- জনকল্যাণমূলক কাজ, যা দীর্ঘদিন যাবত প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত থাকে। কিন্তু যদি কোনো অন্যায় কাজ প্রতিষ্ঠিত করে সেটার শাস্তিও তাকে ভোগ করতে হবে। ইল্‌মে নাফে'– যেমন কথার মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে কিংবা লেখনীর মধ্যমে যার ইল্‌ম প্রচলিত থাকে। 'সুসন্তান' পিতা-মাতার জন্যে দোয়া না করলেও মা-বাপ তার নেক কাজের বদৌলতে সওয়াব পেতে থাকে। অনুরূপ সন্তানের কুকর্মের আযাবও তাদেরকে ভোগ করতে হবে। তাই বলা হয়, সন্তান একদিকে দৌলত ও সম্পদ অপর দিকে আমানতও বটে। কাজেই সেই সুসন্তান, যে সর্বদা তার মাতা-পিতার জন্যে দু'আ করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا

فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِى بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَيُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُورَثُ وَلاَ يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هٰذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِى مَنْ قَرَأَ هٰذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً

৪০৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় উমার (রা) খাইবার এলাকার কিছু জমির মালিক হলে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সে সম্পর্কে পরামর্শ কামনা করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খাইবার এলাকায় এমন একটি সুন্দর সম্পত্তি পেয়েছি, তার চেয়ে সুন্দর ও উত্তম সম্পত্তি আর কখনো আমি পাইনি। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ করবেন? অর্থাৎ আমি তা সাদ্‌কা করতে চাই। উত্তরে তিনি বললেন, যদি ইচ্ছে করো তাহলে তার মূল অংশটি আটকিয়ে রেখো এবং ওটার ফসল সাদ্‌কা করে দাও। পরে তিনি বললেন, হে উমার! এমনভাবে তা সাদ্‌কা করো যেন তা বিক্রয় না করা যায়, দান না করা যায় এবং কেউ উত্তরাধিকার সূত্রেও যেন তা না পায়। বরং তার ফল-ফসল ব্যয় করা যেতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রা) তা গরীবদের মধ্যে, নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে, ক্রীতদাস মুক্তির ব্যাপারে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসাফির ও মেহ্‌মানদের জন্যে ব্যয় করা যেতে পারে– এমনভাবে সাদ্‌কা করেছেন। অবশ্য মুতাওয়াল্লী কিংবা তার বন্ধু-বান্ধবের জন্যে নিয়ম অনুযায়ী খাওয়ার ব্যাপারে কোনো দোষ হবে না। তবে সঞ্চয়ের মনোভাব রাখা যাবে না। ইবনে আওন বলেন, আমি উক্ত হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে বর্ণনা করলাম। যখন আমি غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ পর্যন্ত পৌছলাম, তখন মুহাম্মদ বললেন, غَيْرَ مُتَاثِلٍ مَالاً। পরে ইবনে আওন বলেন, যিনি এ কিতাবটি পড়েছেন তিনিও আমাকে বলেছেন, তন্মধ্য রয়েছে غَيْرَ مُتَاثِّلٍ مَالاً অর্থাৎ উভয় শব্দের মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক থেকে কোনো প্রভেদ নেই।

حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلَهُ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ

৪০৭৮। ইবনে আবু যায়েদা, আয্হারে সাম্মান ও ইবনে আবু আদী, তারা প্রত্যেকে ইবনে আওন থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, তবে ইবনে আবু যায়েদা ও আয্হারের হাদীস ঃ "অথবা কোনো বন্ধুকে খাওয়াতে পারবে কিন্তু সঞ্চয়ের মনোভাব রাখতে পারবে না"– এখানে সমাপ্তি টেনেছেন। এর পরের অংশটি বর্ণনা করেননি। কিন্তু ইবনে আবু আদী, তার হাদীসের মধ্যে সুলাঈম যে কথাটি বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ "পরে আমি এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে বর্ণনা করেছিলাম"– এ অংশটুকুরও উল্লেখ আছে।

وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ

৪০৭৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাইবারের ভূমি থেকে কিছু ভূমি পেয়ে গেলাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, আমি এমন এক জমির সন্ধান পেয়েছি যার চাইতে উত্তম ও মূল্যবান সম্পদের অধিকারী (এর পূর্বে) আমি কখনো হইনি। এরপর গোটা হাদীসটি তাদের (অন্যান্য বর্ণনাকারীদের) হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন, তবে "আমি পরে মুহাম্মাদকে হাদীসটি বর্ণনা করেছি" এবং এর পরের অংশটি বর্ণনা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

যার নিকট অসিয়াত করার মত জিনিস নেই, তার অসিয়াত না করা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৪০৮০। তাল্‌হা ইবনে মুসাররিফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (ওফাতের সময়) অসিয়াত করেছিলেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের ওপর অসিয়াত ফরয হলো? অথবা তাদেরকে অসিয়াতের আদেশ দেয়া হলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী আমল করার অসিয়াত করেছেন।

টীকা ঃ প্রশ্নকারী কুরআনের আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ.... اَلْوَصِيَّةُ -এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, অথচ এ আয়াতের বিধান মানসূখ হয়ে গেছে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ ابْنِ مِغْوَلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قُلْتُ فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ

৪০৮১। ওয়াকী ও ইবনে নুমাঈর, তারা উভয়ে মালিক ইবনে মিগওয়াল থেকে উক্ত সনদে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াকীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "আমি বললাম, তাহলে লোকদের ওপর কিভাবে অসিয়াত করা ফরয হলো?" আর ইবনে নুমাঈরের হাদীসের মধ্যে আছে, "আমি বললাম, তাহলে কিভাবে মুসলমানদের ওপর অসিয়াত ফরয করা হলো?"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ

৪০৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর মৃত্যুকালে) কোনো স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, বকরী ও উট রেখে যাননি সুতরাং কোনো জিনিসের অসিয়াতও করেননি।

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى «وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ» جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪০৮৩। জাবির ও আ'মাশ থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ «وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى» قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي «أَوْ قَالَتْ حَجْرِي» فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ

৪০৮৪। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (একদিন) আয়েশা (রা)-এর নিকট আলোচনা করলো যে, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসী ছিলেন। (অর্থাৎ তাঁর ইন্‌তেকালের পর আলীই (রা) খলিফা হবেন।) তাদের কথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কখন অসিয়াত করলেন? অথচ আমি তাঁকে নিজের বুকে অথবা বলেছেন, কোলে ঠেস্ দিয়ে রেখেছিলাম। তিনি পানির তস্‌তুরী চাইলেন, অতঃপর ধীরে ধীরে আমার কোলে ঢলে পড়লেন। অথচ আমি বুঝতেও পারলাম না যে, তিনি মারা গেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন তাঁকে (আলীকে) অসিয়াত করলেন। কাজেই এ কথা ভিত্তিহীন।

حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ «وَاللَّفْظُ

لِسَعِيدٍ » قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ وَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيتُهَا . قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

৪০৮৫। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আহ্ বৃহস্পতিবার দিন! আর কি বলবো সে বৃহস্পতিবার দিনের কথা? এ কথাগুলো বলেই তিনি এতো কাঁদলেন যে, প্রস্তরখণ্ডসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো। আমি বললাম, হে আবু আব্বাস! (আবদুল্লাহ্‌র কুনিয়াত বা পরিচিতি নাম) বৃহস্পতিবার দিন কি ঘটনা ঘটেছিলো, বলুন! তিনি বললেন, এই (বৃহস্পতিবার) দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লো। এ সময় তিনি (সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে) বললেন, আমার কাছে লেখার মতো কিছু উপকরণ নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্যে এমন কিছু লিখে দেবো, যা অনুসরণ করলে আমার অবর্তমানে তোমরা পথ হারাবে না। তখন সাহাবারা মতানৈক্য করে পরস্পর কথা কাটাকাটি করতে আরম্ভ করে দিলেন। অথচ নবীর নিকট বা নবীর কোনো নির্দেশের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি করা আদৌ সমীচীন নয়। তারা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের প্রকোপে অর্থহীন কথাবার্তা বলেন নাকি তা ভালোভাবে উপলব্ধি করুন। এ সময় তিনি বললেন, আমি যেমন আছি আমাকে তেমনই থাকতে দাও। কারণ তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছো, তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তা-ই উত্তম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি। আর তা হলো এই ঃ আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বহিষ্কার করবে। দূত বা প্রতিনিধি দলকে আমি যেভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। সাঈদ ইবনে জুবাঈর বলেন, ইবনে আব্বাস তৃতীয়টি কি নিজেই বলেননি কিংবা বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি।

আবু ইসহাক বলেন, হাসান ইবনে বিশ্‌র আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি আমাদেরকে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ «أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ» أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْجُرُ

৪০৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বললেন, আহ্ বৃহস্পতিবার দিন! অতঃপর তিনি এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর অশ্রু স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হতে লাগলো। অবশেষে আমি দেখতে পেলাম তাঁর উভয় গালে-চোয়ালে যেন মুক্তার দানা। তিনি বলেন, সেদিন তিনি বলেছেন, তোমরা আমার কাছে (লেখার উপকরণ) হাঁড় ও দোয়াত অথবা বলেছেন তক্‌তী ও দোয়াত নিয়ে এসো। আমি তোমাদেরকে এমন কিছু লিখে দিয়ে যাবো (এর অনুসরণ করে চললে) এরপর আর কখনো বিপথগামী হবে না। তখন সাহাবীরা মন্তব্য করে বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের প্রকোপে (তাড়নায়) অর্থহীন প্রলাপ করছেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ

ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاقَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَاحَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ

৪০৮৭। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসলো তখন সেখানে গৃহের মধ্যে অনেক লোকই উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাবও (রা) রয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে লিখবার উপকরণ এনে দাও, আমি তোমাদের জন্য এমন লিপি লিখে দেই যার পরে তোমরা পথ হারাবে না। তখন উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগের প্রকোপ এখন খুব প্রবল। তোমাদের কাছে তো কুরআনই আছে কাজেই আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। এ নিয়ে সেখানে গৃহে উপস্থিত লোকদের মধ্যে মতভেদ হলো এবং এক পর্যায়ে ঝগড়া-বিবাদ লেগে গেলো। তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন, লিখার উপকরণ নিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে এমন কিছু লিখে দেবেন, যার পরে তোমরা কখনো পথহারা হবে না। আবার অপর পক্ষে কিছুসংখ্যক লোকেরা সে কথাই বললো, যা উমার (রা) বলেছেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি ও শোরগোল বেড়ে গেলো। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের কাছেই তাঁরা হৈ চৈ করতে লাগলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও। বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) তখন এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের উপকারার্থে তাঁর লিখার মাঝে বিরাট হৈচৈ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিটা একটা বিপদই বিপদ"।

টীকা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আলেমদের ঐকমত্য যে, উমার (রা) একজন মর্যাদাসম্পন্ন ও গভীর দৃষ্টির অধিকারী সাহাবী ছিলেন। কারণ, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ **এবং** مَافَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ নাযিল হওয়ার পর শরীয়তের নতুন কোন বিধান বা হুকুম বর্ণনা করার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিলো না। অবশ্য কোনো কথা বা আয়াতের ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিতে চেয়েছেন। অথচ তিনি এখন ভীষণ রোগযন্ত্রণায় ভুগছেন। সুতরাং কুরআনই যখন আমাদের কাছে আছে তা থেকে আমরা গবেষণা ও কিয়াস দ্বারা সমাধা করবো। আর ইবনে আব্বাস (রা) গোটা পরিস্থিতিকে বিপদ এ জন্যই বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ওখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়াটাই এ কথা বুঝায় যে, তিনি তাঁদের আচরণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তবে উমার ও ইবনে আব্বাসের মধ্যে কোনোরূপ মনোমালিন্য যে ছিল না, তা বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

সাতাশতম অধ্যায়

كِتَابُ النَّذْرِ

কিতাবুন নয্‌র

(মানত সম্পর্কে বর্ণনা)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِهِ عَنْهَا

৪০৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ফতোয়া চাইলেন যে, তাঁর মায়ের ওপর একটি মানত ছিলো, কিন্তু তা পুরা করার পূর্বেই সে মারা গেছে (সুতরাং এখন তা পুরা করা যাবে কি-না)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তার মায়ের পক্ষ থেকে পুরা করার ফতোয়া দিলেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ

৪০৮৯। মালিক ইবনে উইয়াইনা, ইউনুস, মা'মার ও বাক্‌র ইবনে ওয়ায়েল তাঁরা প্রত্যেকেই লাইসের সনদে তাঁর হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ

৪০৯০। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মানত করতে নিষেধ করেছেন, এবং তিনি বলেন, বস্তুত এটা কোনকিছুর পরিবর্তন তো করতে পারেই না বরং এর দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু ব্যয় হয় মাত্র।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

৪০৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মানত কোনো বস্তুকে অগ্রসরও করে না কিংবা পিছিয়েও দেয় না। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় যা হবার তা-ই হয়। প্রকৃতপক্ষে মানত কৃপণ থেকে কিছু সম্পদ বের করার ব্যবস্থা বৈ কিছু নয়।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

৪০৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করা থেকে নিষেধ করেছেন, এবং তিনি এও বলেছেন, মানত দ্বারা কোনো সুফল হয় না। বস্তুত তা দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু সম্পদ ব্যয় করা ব্যতীত অন্য কোনো লাভ নেই।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ

৪০৯৩। মানসুর থেকে উক্ত সিলসিলায় জারিরের হাদীসের ন্যায়ই বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ « يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ » عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

৪০৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মানত করো না। কেননা নযর তাক্‌দীরের কোনো কিছুই পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। অবশ্য কৃপণ থেকে কিছু সম্পদ ব্যয় করারই ব্যবস্থা হয় মাত্র।

وحدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

৪০৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তাদ্বারা তাক্‌দীরের পরিবর্তন ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে মানত দ্বারা কৃপণের মাল-সম্পদই ব্যয় হয়।

حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ « وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ » عَنْ عَمْرٍو «وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو » عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنَ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلٰكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذٰلِكَ

مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ ‏.‏

৪০৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বস্তু যা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ কোন আদম সন্তানের জন্যে তাক্দীরে নির্ধারণ করেননি, মানত তা নিকটবর্তী করে দেবে না। অবশ্য তাকদীরে যা আছে, মানত কেবলমাত্র সেটারই সহায়ক হয়। ফলে কৃপণ যে সম্পদ খরচ করতে চায় না, মানত দ্বারা কেবলমাত্র তা-ই কৃপণ থেকে ব্যয় হয়ে থাকে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ « يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ » وَعَبْدُ الْعَزِيزِ « يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ » كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ‏.‏

৪০৯৭। ইবনে আবদুর রাহমান আল-কারী ও আবদুল আযীয– তাঁরা উভয়ে আমর ইবনে আবু আমর থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ « وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ » قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ بِمَ أَخَذْتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ « إِعْظَامًا لِذَلِكَ » أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَاسْقِنِي قَالَ هَذِهِ حَاجَتُكَ فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ

مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِى الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ
يَدَىْ بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الْإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا
فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِىَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِى عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا
فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ قَالَ وَنَذَرَتْ لِلّٰهِ إِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا
فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلّٰهِ إِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ

৪০৯৮। ইম্‌রান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। সাকীফ গোত্র ছিলো বনী উকাঈল গোত্রের বন্ধু (যুদ্ধে সাহায্যকারী) একদিন সাকীফ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন সঙ্গীকে (সাহাবী) কয়েদ করে নিয়ে যায়। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা বনী উকাঈলের এক ব্যক্তিকে বন্দী করে নিয়ে আসেন এবং এর সঙ্গে তাঁরা পেয়ে যান 'আয্‌বা' নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীটিও। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসলেন। সে ছিলো বন্দী অবস্থায়। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, হে মুহাম্মাদ! তিনি নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি অবস্থা? অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাও? সে বললো, আপনি কেনইবা আমাকে ধরে আনলেন আর কি কারণে 'সাবেকাতুল হাজ্জকেও' (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী 'আয্‌বা' এ নামে পরিচিত ছিলো যার অর্থ হলো, 'হাজ্জীদের পরিবহন')। উত্তরে তিনি বললেন, সাবেকাতুল হাজ্জকে এনেছি তার গুণ-মর্যাদায়, আর তোমাকে ধরেছি তোমার বন্ধু বনী সাকীফ্‌দের অপরাধে। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। সে আবারও হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! বলে তাঁকে ডাকলো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন স্বভাবগত দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের। সুতরাং তিনি তার কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমার কি হলো? সে বললো, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। উত্তরে তিনি বললেন, যখন তোমার কাজ তোমার অধিকারে ছিলো ঃ যদি তুমি এ কথাটি তখন বলতে, তাহলে তুমি পূর্ণ কামিয়াব ও

সফলকাম হতে (অর্থাৎ যদি বন্দী হবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতে, তাহলে কয়েদও হতে না এবং গোলাম হয়ে কারো ক্রীতদাসেও পরিণত হতে না।) অতঃপর তিনি তার নিকট থেকে চলে গেলেন, কিন্তু সে আবারও হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! বলে তাঁকে ডাকলো। **তাই তিনি পুনরায় তার কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হলো? সে বললো, আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে খাবার দিন! আমি পিপাসার্ত, আমাকে পান করতে দিন! উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ এটা তোমার প্রয়োজন ও চাহিদা! (সুতরাং তা সরবরাহ করা হলো।) পরে এক সময় (যে দু'জন মুসলমান (সাহাবী) বনী সাকীফের হাতে কয়েদ** হয়েছিল সেই) দু'জন লোকের বিনিময়ে এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন।

বর্ণনাকারী (ইম্‌রান) বলেন, অতঃপর আনসারী এক মহিলা (সম্ভবত হযরত আবু যার্ গিফারীর স্ত্রী) মুশরিকদের হাতে বন্দী হয় এবং এ সাথে আয্‌বা উষ্ট্রীটিও। উক্ত মহিলাটি ছিলো হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বন্দিনী, আর কাফের সৈন্যদের অবস্থা ছিল এ যে, তারা তাদের জানোয়ারগুলোকে রাত্রে তাদের গৃহের সামনে রাখতো। সুযোগ বুঝে মহিলাটি এক রাতে নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে নিলো এবং উটের পালের কাছে আসলো। কিন্তু যখনই সে কোনো একটি উটের কাছে যায় তখন ওটা শব্দ করে, তাতে সে বুঝে নিতো যে, ওটা 'আয্‌বা' নয়। তাই সে তাকে বাদ দিয়ে আরেকটির নিকট যেতো। এভাবে খোঁজাখুঁজি করতে করতে শেষ নাগাদ সে আয্‌বার নিকট গিয়ে পৌঁছলো। কিন্তু সে শব্দ করলো না। বর্ণনাকারী ইম্‌রান বলেন, আসলে উক্ত উষ্ট্রীটি ছিলো প্রভুভক্ত ও অনুরাগিনী। অতঃপর মহিলাটি তার পিঠের মধ্যে চেপে বসলো। আর তাকে হাঁকিয়ে চললো। এ দিকে কাফেররা টের পেয়ে তার খোঁজে বের হলো। কিন্তু মহিলাটি তাদেরকে হার মানালো। অর্থাৎ তারা একে ধরতে পারলো না। বর্ণনাকারী ইম্‌রান বলেন, এ সময় মহিলাটি মহান ক্ষমতাবান আল্লাহ্‌র নামে মানত করে নিলো যে, যদি আল্লাহ্ তাকে উক্ত উষ্ট্রীসহ ওদের নাগাল থেকে মুক্ত করে দেন, তাহলে সে উষ্ট্রীটি অবশ্যই (মুসলমানদের জন্যে) যবেহ্ করে দেবে। সুতরাং যখন সে মদীনায় আগমন করলো, আর লোকেরা উষ্ট্রীটিকে দেখতে পেলো, তখন তারা বলাবলি করলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী এসে গেছে। এ সময় মহিলাটি বললো, সে উষ্ট্রীকে এভাবে মানত করছে যে, যদি আল্লাহ্ তাকে ওদের নাগাল থেকে মুক্ত করে, তাহলে সে উষ্ট্রীটিকে যবেহ্ করে দেবে। পরে লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার ঐ কথাটি আলোচনা করলে, তিনি শুনে বললেন ঃ সুব্‌হানাল্লাহ! যদি আল্লাহ্ তাকে মুক্ত করে, তাহলে ওটা সে যবেহ্ করবে, এ মানতটি তার খুবই মন্দ। কেননা কোনো অন্যায় বা পাপের মানত পুরা করতে হয় না এবং বান্দাহ যে জিনিসের মালিক নয়, সেটির মধ্যেও মানত পূরণ করতে হয় না। ইবনে হুজ্‌রের বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্‌র নফরমানীতে মানতই সংঘটিত হয় না।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদ ব্যতীত সমস্ত ইমামের ঐকমত্য যে, গুনাহ্‌র কাজের মানত পুরা করতে হয় না এবং

তাতে কাফ্‌ফারাও ওয়াজিব নয়। তিনি বলেন, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব। আর কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের মানত করা, যেটার মালিক সে নয়– যেমন সে বললো, যদি আমি রোগমুক্ত হই তাহলে অমুকের বকরীটি লিল্লাহ্‌ দেবো। কিন্তু যদি বলে, একটি বক্‌রী দেবো, তখন ওয়াজিব হবে যদি তার কাছে বক্‌রী নাও থাকে।

حدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ» ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ وَهِيَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ

৪০৯৯। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও আবদুল ওহাব আস্‌ সাকাফী তারা উভয়ে আইয়ুব থেকে উক্ত সিল্‌সিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ তার হাদীসে বলেছেন, 'আয্‌বা' ছিলো বনী উকাঈল গোত্রীয় এক ব্যক্তির এবং হাজীদের পরিবহনকারিণী। আর তার হাদীসে এ কথাটিও রয়েছে, মহিলাটি একটি 'যালুলে মুজার্‌রাসা' উষ্ট্রীর ওপর আরোহণ করে এসেছে। কিন্তু সাকাফীর হাদীসের মধ্যে রয়েছে, সেটি ছিলো একটি 'মুদাররেবা' উষ্ট্রী! মূলত হাদীসে বর্ণিত مُنَوَّقَةٌ ، مُجَرَّسَةٌ ও مُدَرَّبَةٌ সবক'টি শব্দের অর্থ একই।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ

৪১০০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের ওপর ভর করে (পা হেঁচড়িয়ে) চলছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ বৃদ্ধের কি হয়েছে? তারা বললো, সে মানত করেছিল যে, পায়ে হাঁটবে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর আদৌ প্রয়োজন নেই যে, এ ব্যক্তি স্বীয় শরীরকে কষ্ট দিক। এ বলে তিনি তাকে একটি সাওয়ারীতে আরোহণ করার আদেশ করলেন।

টীকা : অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এ বৃদ্ধ পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করার মানত করেছিলো অথচ তার সে শক্তি ছিল না। তাই সে অন্যের কাঁধে ভর করে তাওয়াফ করছিলো।

وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل «وهو ابن جعفر» عن عمرو «وهو ابن أبي عمرو» عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك «واللفظ لقتيبة وابن حجر»

৪১০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধকে এমন অবস্থায় পেলেন, যে তার দুই ছেলের ওপর ভর করে চলছে। তিনি তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ বৃদ্ধের কি হয়েছে? তার পুত্রদ্বয় বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার ওপর মানত আছে। অর্থাৎ সে এভাবে চলার মানত করেছে। তাদের কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহে বৃদ্ধ! সওয়ারীতে আরোহণ করো! কেননা তোমার এভাবে চলা থেকে এবং তোমার মানত থেকে আল্লাহর আদৌ প্রয়োজন নেই। ইমাম মুসলিম বলেন, এ হাদীসের শব্দগুলো হচ্ছে কুতাইবা ও ইবনে হুজ্‌রের। ইয়াহইয়ার নয়।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز «يعني الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله

৪১০২। আবদুল আযীয আদ্ দেরাওয়ার্দী আমর ইবনে আবু আমর থেকে উক্ত সনদে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وحدثني زكرياء بن يحيى ابن صالح المصري حدثنا المفضل «يعني ابن فضالة» حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمش ولتركب

৪১০৩। উক্‌বা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভগ্নি এ মানত করেছে যে, সে খালি পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ (যিয়ারতে) যাবে। অতঃপর তার ব্যাপারে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করার জন্যে সে আমাকে আদেশ করলো। পরে আমি তাঁকে তা জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, সে পায়ে হেঁটে যাবে (যদি চলতে পারে), অন্যথা সওয়ারীতে।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة .

৪১০৪। উকবা ইবনে আমেরুল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার ভগ্নি মানত করেছিলো। এরপর মুফাজ্জালের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন, তবে হাদীসের মধ্যে 'হাফিয়াতান' (খালি পায়ে) এ শব্দটি বর্ণনা করেননি। কিন্তু এ কথাটি বর্ধিত করেছেন– "আবুল খায়ের সর্বদা উক্‌বার সাহচর্যে থাকতেন।"

টীকা ঃ যদি চলার শক্তি না থাকে, সওয়ারীতে যাবে, তবে 'দম' বা একটি কুরবানী (কাফ্‌ফারা) দিতে হবে। কিন্তু খালি পায়ে যাওয়া অপরিহার্য নয়। জুতা তথা 'না'লাঈন' পরতে পারবে।

وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف قالا حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الاسناد مثل حديث عبد الرزاق

৪১০৪(ক)। ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব বলেন যে, ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব তাকে উক্ত সিলসিলায় আবদুর রাজ্জাকের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

وحدثني هرون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين

৪১০৫। উক্‌বা ইবনে আমের (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মানতের কাফ্‌ফারা কসমের কাফ্‌ফারার ন্যায়ই।

আটাশতম অধ্যায়

كتاب الأيمان

কিতাবুল আইমান

(কসম সম্পর্কে বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

গায়রুল্লাহর নামে কসম করা নিষিদ্ধ।

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثني حرملة بن يحيي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا

৪১০৬। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহু তায়া'লা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমার (রা) বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন করা থেকে নিষেধ করতে শুনেছি, সে থেকে আমি আর এভাবে কসম করিনি। না স্বেচ্ছায় নিজের মন থেকে, আর না অন্যের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে।

وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا

৪১০৭। উকাঈল ইবনে খালেদ ও মা'মার তাঁরা উভয়েই যুহরী থেকে উক্ত সিল্‌সিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে উকাঈলের হাদীসের মধ্যে রয়েছে, যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন করা থেকে নিষেধ করতে শুনেছি, সে থেকে আমি আর এভাবে কসমও করিনি এবং এ দ্বারা কথাবার্তাও বলিনি। আর তিনি হাদীসের শেষে وَلَا اثِرًا ও لَا ذَاكِرًا শব্দগুলোও তার হাদীসে উল্লেখ করেননি।

وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ بِمِثْلِ رِوَايَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ

৪১০৮। সালেম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন, উমার (রা) তার বাপ-দাদার নামে কসম করছে। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইউনুস ও মা'মারের হাদীসের অনুরূপ।

وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

৪১০৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে সফররত অবস্থায় সাক্ষাত পেয়েছেন, আর উমার তার পিতার নামে কসম করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (কাফেলাকে) আহ্বান করে বললেন, সাবধান! আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কসম করতে চায় সে যেন অবশ্যই আল্লাহ্‌র কসম করে, অথবা সে যেন চুপ থাকে।

وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى «وَهُوَ الْقَطَّانُ» عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪১১০। নাফে' ইবনে উমার (রা) থেকে উক্ত ঘটনা অনুযায়ীই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا يحيى

ابْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

৪১১১। আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে বলতেশুনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহর নাম ব্যতীত কসম না করে। কুরাইশরা তাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতো। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে হলফ করো না।

حدثني أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ

بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

৪১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যে কেউ কসম করে এবং তার কসমের মধ্যে 'লাত-ওয্যার' নাম উচ্চারণ করে, (তার উচিত) সে যেন অবশ্যই (সঙ্গে সঙ্গে) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, 'এ দিকে এসো আমি তোমার সাথে জুয়া 'খেলবো'। (তার উচিত) সে যেন অবশ্যই সাদ্‌কা করে।

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى.

৪১১৩। আওযায়ী ও মা'মার– তারা উভয়ে যুহরী (র) থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। আর মা'মারের হাদীস ইউনুসের বর্ণিত হাদীসের মতই। তবে তিনি বলেছেন, 'সে যেন অবশ্যই কিছু জিনিস সাদ্‌কা করে' এবং আওযায়ীর হাদীসের মধ্যে রয়েছে, 'যে ব্যক্তি লাত ও উয্যার নামে কসম করে'।

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هٰذَا الْحَرْفُ « يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ » لاَ يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ

৪১১৪। আবুল হুসাইন ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হাদীসের বাণী– 'এদিকে এসো আমি তোমার সাথে জুয়া খেলবো, তার উচিত সে যেন অবশ্যই সাদ্‌কা করে'– এটা যুহরী ব্যতীত আর কেউই বর্ণনা করেননি। তিনি আরো বলেছেন ঃ যুহরীর এ ধরনের আরো প্রায় নব্বইটি হাদীস বা হাদীসের অংশ আছে যেগুলো তিনি উত্তম সনদে বর্ণনা করেন, যেখানে অন্য কেউ তাঁর সাথে শরীক নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ

৪১১৫। আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ভূতের (প্রতিমা) নামে কসম করো না, আর তোমাদের বাপ-দাদার নামেও না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

কসম করার পর যদি তার বিপরীত করাটা উত্তম মনে হয়, তখন কসম ভেঙ্গে কাফ্ফারা আদায় করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، وَاللَّفْظُ لِخَلَفٍ ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثْنَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا ، أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ ، لَا يُبَارِكُ اللّٰهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللّٰهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

৪১১৬। আবু মুসা আল-আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশ্‌য়ারী গোত্রের একদল লোকসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সওয়ারী চাইলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সওয়ারী দেবো না। বস্তুত তোমাদেরকে দেওয়ার মতো সওয়ারী আমার কাছে নেই।

আবু মুসা (রা) বলেন, এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, এমন সময় ওখানে ক'টি উট আনা হলো। আর তিনি আমাদের জন্য তিনটি চিত্রা উট প্রদানের আদেশ করলেন। যখন আমরা চলে আসলাম তখন আমরা একে অন্যকে বললাম ঃ

আল্লাহ্ এতে আমাদেরকে বরকত (কল্যাণ) দেবেন না। কেননা যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সওয়ারী চাইলাম, তখন তিনি কসম করে বলেছিলেন যে, আমাদেরকে সওয়ারী দেবেন না। অথচ পরে দিলেন (সুতরাং চলো আমরা তাঁর কাছে যাই এবং আমাদের এ কথাগুলো আলোচনা করি)। অবশেষে তারা তাঁর কাছে গেল এবং তাদের কথাগুলো তাঁকে জানালো। তখন তিনি বললেন, বস্তুত আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেইনি। বরং আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সওয়ার করিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! ইন্শাআল্লাহ্ আমি যখন (কোন ব্যাপারে) কসম করি এবং পরে তার বিপরীত জিনিসই উত্তম দেখি, তখন আমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করি এবং যা উত্তম তা করি।

টীকা ঃ চিত্রা উট এমন ধরনের উটকে বলা হয়, যার কপালের রং সাদা ,দেহের রঙের বিপরীত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ
بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ « وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ » قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ
إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ « وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ » فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي
إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ
حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي أَيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ
فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ « لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ
حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ » فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللّٰهَ « أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ » يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هٰؤُلاَءِ وَلٰكِنْ وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي
بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ
ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذٰلِكَ لاَ تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا
لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً

৪১১৭। আবু মুসা (আল্-আশ্আরী) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার সঙ্গীরা (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের জন্যে কিছু সওয়ারী চেয়ে আমাকে পাঠালেন। এ সময় তারা 'জাইশে উস্রাত', অর্থাৎ তাবুকের অভিযানে তাঁর সঙ্গেই ছিলো। আমি এসে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার সঙ্গীরা আপনার নিকট তাদের জন্যে ক'টি সওয়ারীর উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠিয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কোনো কিছুর ওপরই সওয়ারী করাতে পারবো না। আবু মুসা বলেন, এ সময় আমি তাঁকে ভীষণ ক্ষুব্ধ পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কেন যে বিষণ্ন ছিলেন, তার কারণ আমি জানতে পারিনি। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সওয়ারী দেবেন না বলে নিষেধ করে দিলেন, আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোনো কথায় নিজের অন্তরে কোনোরূপ ব্যথা পেয়েছেন কিনা– এ সমস্ত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি ফিরে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন, পরে আমার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সবকিছু বর্ণনা করলাম। ইত্যবসরে সামান্য সময় অতিবাহিত হতে না হতেই হঠাৎ আমি বেলালের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে 'হে আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস' (অর্থাৎ আবু মুসা) বলে আমাকে আহ্বান করছে। তৎক্ষণাৎ আমি জবাব দিলাম। সে আমাকে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ডাকছেন, সুতরাং তাঁর খেদমতে উপস্থিত হোন। আবু মুসা বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম, তখন তিনি (আমাকে) বললেন ঃ লও! এ জোড়া, এ জোড়া, এ জোড়া– এ ছ'টি উট নিয়ে যাও। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই আমি এগুলো সা'দ থেকে খরিদ করেছি। এগুলো নিয়ে তোমার সঙ্গীদেরকে বলো ঃ অবশ্যই আল্লাহ, অথবা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে এ সমস্ত উটের ওপর সওয়ার করিয়েছেন। কাজেই তোমরা এগুলোর ওপর আরোহণ করো। আবু মুসা (রা) বলেন, অতঃপর আমি এগুলোসহ আমার সঙ্গীদের কাছে গেলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ

فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

৪১১৮। যাহ্দামুল জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু মুসা (আশ্আরী রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি সে সময় তাঁর খাবার দস্তরখান আনালেন, তন্মধ্যে ছিলো মোরগের গোশ্ত। এমন সময় 'তাইমুল্লাহ' গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করলো, তার গায়ের রং ছিলো লাল বর্ণের, দেখতে মনে হচ্ছিল সে অনারব গোলাম। আবু মুসা তাকে বললেন, এদিকে এসো (অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে খাবারে শরীক হও।) সে কিছু খেতে অস্বীকৃতি জানালো। আবু মুসা তাকে আবারও বললেন, এদিকে কাছে এসো। (আমাদের সাথে খাও। এটা খেতে কোন দোষ নেই।) কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি থেকে খেতে দেখেছি। তখন লোকটি বললো, আসলে আমি এটাকে (মোরগকে) এমন এক জিনিস খেতে দেখেছি, যা আমি ঘৃণা করি। তখন আমি কসম করেছি যে, আমি কখনো তা খাবো না। তার কথা শুনে আবু মুসা বললেন, তুমি কাছে এসো। এ সম্পর্কে আমি তোমাকে একটি ঘটনা বলবো। তা হচ্ছে এই ঃ একদা আমি আশ্য়ারী গোত্রীয় ক'জন লোকসহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সওয়ারী চেয়েছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দিতে পারবো না। বস্তুতঃ তোমাদেরকে সওয়ার করাবো এমন সওয়ারীও (উট) আমার কাছে নেই। এরপর আল্লাহর ইচ্ছা, আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধলব্ধ কতগুলো উট এসে গেলো। তখন তিনি আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমাদেরকে মোটা-তাজা কপাল চিত্রা পাঁচটি উট দেয়ার নির্দেশ করলেন। আবু মুসা বলেন, যখন আমরা সেগুলো নিয়ে রওয়ানা হয়ে আসলাম, তখন আমাদের একে অন্যকে বললো, (সম্ভবতঃ তিনি কসমের কথা ভুলে গেছেন, কাজেই) যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কসমের ব্যাপারে অসতর্ক বা অমনোযোগী রাখি, তাহলে আমাদের জন্যে কল্যাণ হবে না। সুতরাং আমরা পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার নিকট এসে সওয়ারী চেয়েছিলাম। আর আপনি কসম করে বলেছিলেন আমাদেরকে সওয়ারী দেবেন না, অথচ পরে আমাদেরকে সওয়ার করালেন। তাই জিজ্ঞাস্য, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি (কসমের কথা) ভুলে গেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম। 'ইন্শাআল্লাহ্', আল্লাহ্র ইচ্ছায় (আমার নীতি হচ্ছে এই) যখন আমি কোনো কসম করি এবং পরে এর বিপরীত করাকে উত্তম দেখি, তখন সেটাই করি যা উত্তম ও কল্যাণকর এবং আমার কসম ভঙ্গ করি। (আর কাফ্ফরা আদায় করে দেই) অতএব তোমরা চলে যাও নিশ্চিন্তে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সওয়ার করিয়েছেন।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

৪১১৯। যাহ্‌দামুল জার্‌মী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই জার্‌ম ও আশ্‌আরী গোত্রদ্বয়ের মধ্যে এক সময় বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। সে সময় আমরা আবু মুসা আশ্‌য়ারীর (রা) নিকট ছিলাম, এমন সময় তাঁর জন্য এমন খাদ্য-খাবার আনা হলো যার মধ্যে ছিলো মোরগের গোশ্‌ত। অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

وحدثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَاقْتَصُّوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

৪১২০। যাহ্‌দামুল জার্‌মী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মুসা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর তারা সকলে গোটা হাদীসের বিবরণ হাম্মাদ ইবনে যায়েদের হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا شَيْبَانُ ابْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ «يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ» حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا زَهْدَمٌ الْجَرْمِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا

৪১২১। যাহ্‌দামুল জার্‌মী (রা) বলেন, একদা আমি আবু মুসা (রা)-এর নিকট গেলাম, এ সময় তিনি মোরগের গোশ্‌ত খাচ্ছিলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মতই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এর মধ্যে এ কথাটি বর্ধিত করেছেন ঃ

(লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি কসমের কথাটি ভুলে গেছেন?') উত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি তা ভুলে যাইনি।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن ضريب بن نقير القيسي عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير

৪১২২। আবু মুসা আশ্‌য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর কাছে সওয়ারী চাইলাম। তখন তিনি কসম করে বললেন যে, আমাদেরকে সওয়ারী দিতে পারবেন না। পরে আমরা এসে তাঁকে এ কথাটি জানালে, তিনি বললেন, আমি যখন কোন বস্তুর ওপর কসম করি এবং এর বিপরীত কাজ করাটা উত্তম দেখি, তখন সেটাই করি যেটি বেশী উত্তম।

حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدثه عن أبي موسى قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير

৪১২৩। আবু মুসা আশ্‌য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তাবুকের অভিযানে) আমরা ছিলাম পদাতিক সিপাহী, পরে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সওয়ারী চাইলাম। অবশিষ্ট অংশ জারিরের হাদীসের ন্যায়।

حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله

فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه

৪১২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি গভীর রাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করার পর বাড়ি ফিরে এসে দেখলো যে, তার বাচ্চাটি ঘুমিয়ে পড়েছে। স্ত্রী তার জন্যে খানা আনলে, সে বাচ্চাটির কারণে খানা খাবে না বলে কসম করে ফেললো। পরে তার কি যেন মনে জাগলো তাই খানা খেয়ে নিলো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার ঘটনাটি বর্ণনা করলো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যে কেউ কসম করার পর তার বিপরীত করাটাকে উত্তম মনে করে, তখন তার উচিত সে যেন (কসম ভেঙ্গে) সে কাজটি করে এবং পরে তার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে।

وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل

৪১২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ কসম করার পর (তার বিপরীত করাটা) সেটার চেয়ে উত্তম দেখে, তার উচিত সে যেন তার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে এবং উত্তম কাজটি করে নেয়।

টীকা ঃ যদি কেউ কসম করার পর দেখে যে, যেটার ওপর সে কসম করেছে তার বিপরীত করাটা উত্তম, তখন কসম ভেঙ্গে ফেলা মুস্তাহাব, কিন্তু কসমের কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব। তবে ইমাম আবু হানিফা বলেন, কসম ভাঙ্গার আগে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয নেই, যদি আদায় করেও এবং পরে কসম ভাঙ্গে, তখন পুনরায় কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা হলো এই ঃ (ক) দশজন মিস্কীনকে খাদ্য সরবরাহ করা কিংবা পরিধানের কাপড় দেয়া। (খ) একটি দাস বা দাসী মুক্ত করা। (গ) যদি এর কোনোটি সম্ভব না হয় তখন তিনটি রোযা রাখা।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبد العزيز ابن المطلب عن

سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

৪১২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করার পর তার বিপরীত করাটাকে সেটার চাইতে উত্তম মনে করে, তখন (কসম ভেঙ্গে) তার ঐ উত্তম কাজটিই করা উচিত এবং পরে তার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেবে।

وحدثنى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ «يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ» حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

৪১২৭। সুলাইমান ইবনে বেলাল বলেন, সুহাইল আমাকে উক্ত সিলসিলায় মালিকের হাদীসের অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, সে যেন তার কসমের কাফ্‌ফরা আদায় করে দেয় এবং সেই কাজটি করে নেয় যা উত্তম।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ «يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعٍ» عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا قَالَ فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِبَ عَدِيٌّ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي

৪১২৮। তামীম ইবনে তুরফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ভিখারী আদী ইবনে হাতেমের নিকট এসে একটি চাকরের পুরা মূল্য অথবা বলেছেন, একটি চাকরের আংশিক মূল্য পরিমাণ খরচ চাইলো। তিনি বললেন, তোমাকে দেয়ার মতো আমার লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যতীত আমার কাছে আর কিছুই নেই। সুতরাং আমি আমার পরিবারস্থ লোকদের কাছে লিখে দিচ্ছি তারা যেন উক্ত জিনিস দুইটি তোমাকে দিয়ে দেয়। বর্ণনাকারী তামীম বলেন ঃ লোকটি এতে সন্তুষ্ট হলো না। ফলে আদী অত্যন্ত

রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে কিছুই দেবো না। অতঃপর লোকটি রাজী হয়ে গেলো। তখন আদী বলেন, শুনে নাও, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনতাম, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কসম করার পর আল্লাহর জন্যে পরহেযগারী (অর্থাৎ তার চেয়ে উত্তমটি দেখতে পায়, তার উচিত সে যেন ওটা করে', তাহলে আমি আমার শপথ ভাঙতাম না।

وحدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ

৪১২৯। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করার পর দেখে যে, এর বিপরীত কাজটিই উত্তম, তখন তার উচিত সে যেন উত্তম কাজটিই করে আর নিজের কসমটি থেকে বিরত থাকে।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ طَرِيفٍ» قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

৪১৩০। আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ কোনো বস্তুর ওপর কসম করে এবং পরে তার চেয়ে (কোনো বস্তুকে) উত্তম দেখে, তখন তার উচিত কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে সে উত্তম বস্তুটিকে গ্রহণ করা।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

৪১৩১। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উক্ত কথাগুলো বলতে শুনেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لاَ أُعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

৪১৩২। তামীম ইবনে তুর্‌ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আদী ইবনে হাতেমকে বলতে শুনেছি, একদা এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে একশ' দিরহাম (ভিক্ষা) চাইলো। উত্তরে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তুমি আমার কাছে মাত্র একশ' দিরহামেরই সওয়াল করলে? অথচ আমি হলাম হাতেমের ছেলে! (অর্থাৎ এতো অল্প পরিমাণের সওয়াল করা হাতেম ও হাতেমের পুত্রের জন্যে অপমান বৈ কিছুই নয়।) কাজেই আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে দেবো না। অতঃপর বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনতাম, তিনি বলেছেন, 'যে কোন ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে শপথ করে পরে যদি দেখে যে, সেটা এর চাইতে উত্তম তখন তার উচিত সে যেন উক্ত উত্তমটি অবলম্বন করে'। (তা নাহলে আমি তোমাকে কিছুই দিতাম না।)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي

৪১৩৩। তামীম ইবনে তুর্‌ফা (রা) বলেন, আমি আদী ইবনে হাতেম (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলো। এর পরের অংশ অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, তবে এ কথাটি বেশী বলেছেন ঃ 'আমার দানের মধ্যে আমি তোমাকে চারশ' দিলাম' (অর্থাৎ আমার দানের ন্যূনতম পরিমাণ হলো এই)।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ

مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرْجِسِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ فَرُّوخَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

৪১৩৪। আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ হে সামুরার পুত্র আবদুর রাহমান। নেতৃত্বের প্রার্থনা করো না বা তা চেয়ে নিও না। কেননা যদি তা তোমাকে না চাইতে আপনাআপনি প্রদান করা হয়, তাহলে সে কাজে তোমার সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে। (অর্থাৎ আল্লাহই তোমার মদদ করবেন। আর যদি তা তোমার চাওয়ার কারণে দেয়া হয়, তাহলে সেটা তোমার ওপরই ন্যস্ত করা হবে।) আর যখন তুমি কসম করার পর এর বিপরীতকে তার চেয়ে উত্তম দেখো, তখন (তা ভঙ্গ করে) তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দাও এবং সে কাজটিই করো যেটি উত্তম।... শায়বান ৪ ইবনে ফার্‌রুখ বলেন, জারির ইবনে হাযেম আমাদেরকে হাদীসটি উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ কোন 'পদ' বা 'ক্ষমতা' যদি আপনাআপনিই এসে যায়, সেখানে প্রবৃত্তির লালসা না থাকে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর গায়েবী মদদ ও রহমতের আশা করা যায়। কিন্তু তা হাসিল করার চেষ্টা করলে তা নিঃস্বার্থ হয় না। কেননা সেখানে নফ্সানিয়াত বা স্বার্থপরতাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সর্বকালে বাস্তবতার নিরিখে এ হাদীসের সত্যতা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ ابْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ فِي آخَرِينَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الْإِمَارَةِ

৪১৩৫। হাসানুল বাস্‌রী (র) আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা (রা)-এর উদ্ধৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মু'তামের তাঁর পিতা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে "নেতৃত্বের" কথাটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

শপথ পরিচালনাকারীর উদ্দেশ্য অনুযায়ীই কসম প্রয়োগ হয়।

حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله ابن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمرو يصدقك به صاحبك

৪১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার সঙ্গী যে কথার উপর তোমাকে স্বীকারোক্তি দেয়, তোমার কসম সে মতেই হবে (অর্থাৎ তার নিয়ত ও উদ্দেশ্য মোতাবেক কসম প্রয়োগ হবে। ফলে তোমার নিয়ত ও উদ্দেশ্য কার্যকরী হবে না)। আর আমর বলেছেন, তোমার সঙ্গী যে নিয়তে তোমাকে স্বীকৃতি দেয়।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد ابن هرون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف

৪১৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শপথ পরিচালনাকারীর উদ্দেশ্য মোতাবেকই কসম প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ যে কসম দেয়ায়, সে যে নিয়তে কসম দিয়েছে যদি শপথকারী তার শপথে বিপরীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিহিত রাখে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

কসমের মধ্যে ইস্‌তিস্‌না* ইত্যাদি করার বর্ণনা।

حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين «واللفظ لأبي الربيع» قالا حدثنا حماد «وهو ابن زيد» حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال كان لسليمان ستون امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت

نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

৪১৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালামের ষাটজন স্ত্রী ছিলো। একদা তিনি বললেন, অবশ্যই আমি আজ রাতে তাদের সকলের সাথে সঙ্গম করবো। ফলে তাদের প্রত্যেকেই গর্ভ ধারণ করবে এবং তাদের প্রত্যেকেই এমন এক একটি সন্তান জন্ম দেবে, যারা সৈনিক হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। (তিনি সকলের সাথে সহবাস করেছেন বটে। কিন্তু একজন স্ত্রী একটি অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব করা ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রী গর্ভই ধারণ করেনি। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তিনি (সুলাইমান আ.) 'ইস্তিস্না' করতেন, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই সৈনিক সন্তান প্রসব করতো আর তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও করতো।

টীকা ঃ * একাধিক সংখ্যা থেকে কোনো একটি বা একটি অংশবিশেষকে নির্দিষ্ট করা। যেমন– বলা হয়, 'রহীম ব্যতীত বাড়ির সকলেই এসেছে'। এখানে সকলের থেকে রহীমকে 'ইস্তিস্না' করা হয়েছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللهِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ

৪১৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নবী সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস্ সালাম বলেছেন, আজ রাতে আমি সত্তর জন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবো। তাতে প্রত্যেক স্ত্রী এমন এক একটি সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। এ সময় তাঁর সঙ্গী (কোন মানুষ) অথবা ফেরেশতা তাঁকে বললেন, 'ইন্শাআল্লাহ্' বলুন! কিন্তু তিনি বলেননি এবং তাকে (তাঁর অন্তর থেকে) ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, ফলে তাঁর স্ত্রীদের থেকে একজন একটি অসম্পূর্ণ

সন্তান ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রী কিছুই প্রসব করেনি। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তিনি ইন্‌শাআল্লাহ্ বলতেন, তাহলে তাঁর কসমও ভঙ্গ হতো না এবং তাঁর উদ্দেশ্যও সফল হতো।

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه

৪১৪০। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হুবহু বা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود لأطيفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته

৪১৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) একদিন বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আজ রাতে সত্তর জন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবো, ফলে প্রত্যেক স্ত্রী এমন এক একটি সন্তান জন্ম দেবে যারা সৈনিক হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন কেউ তাকে বললো, 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলুন, কিন্তু তিনি বলেননি। ফলে তিনি তাদের সকলের সাথে সহবাস করেছেন বটে, কিন্তু একজন স্ত্রী একটি অসম্পূর্ণ মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রী কিছুই প্রসব করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তিনি 'ইন্‌শাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে তাঁর কসমও ভঙ্গ হতো না, অপরদিকে আশাও সফল হতো।

টীকা ঃ ষাট, সত্তর, নব্বই ও একশ' ইত্যাদি বিভিন্ন হাদীসে স্ত্রীদের সংখ্যা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ এমন হতে পারে, কিছু ছিলো স্ত্রী আর কিছু ছিলো বাঁদী।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ.

৪১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) কসম করে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি আজ রাতে নব্বই জন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবো, তাতে প্রত্যেক স্ত্রী এক একটি সৈনিক (সন্তান) জন্ম দেবে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তাঁর সঙ্গী তাঁকে বলেছিলেন, 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলুন। কিন্তু তিনি তা বলেননি। তিনি অবশ্য তাদের সকলের সাথে সঙ্গম করেছেন, কিন্তু কেবলমাত্র একজন স্ত্রী একটি মানুষের কিছু অংশ ব্যতীত তাদের অন্য আর কেউ গর্ভধারণ করেনি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ! যদি তিনি ইন্‌শাআল্লাহ্ বলতেন, তাহলে তারা সকলেই সৈনিক হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতো।

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৪১৪৩। মুসা ইবনে উকবা (র) আবু যিনাদ থেকে উক্ত সিল্‌সিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে সুলাইমান (আ) বলেছেন, 'তারা (স্ত্রীরা) সকলেই এমন সন্তান গর্ভধারণ করবে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

শপথকারীর (স্বামীর) আচরণে স্ত্রীর যাতনা হয় অথচ তা হারামও নয়– এমন কাজ কসম দ্বারা শক্ত করা নিষিদ্ধ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِى أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِى فَرَضَ اللّٰهُ

৪১৪৪। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ (র) বলেন, আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদেরকে যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা থেকে একটি হচ্ছে এই ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ পরিবার বা স্ত্রীর কোন ব্যাপারে কসমে অনুপ্রবেশ করে তার কাফফারা আদায় করা যা আল্লাহ নির্দিষ্ট করেছেন এর চেয়ে আল্লাহর নিকট তার অপরাধ অনেক বেশী (অর্থাৎ যদি কেউ এ ধরনের কসম ভঙ্গ না করে বরং তাতে বহাল থাকে তাহলে সে অন্যায় করবে। সুতরাং তার উচিত কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করা, যদিও তার কসম করাটা দূষণীয় নয়)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

কাফের থাকাকালীন মানত করার মানত করার পর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সে মানতের ব্যাপারে কি করবে?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ» قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى «وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ» عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

৪১৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার (রা) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জাহেলিয়াতের (ইসলামের পূর্বে) যুগে আমি এ মানত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত ইতেকাফ করবো (এখন কি করা?)। তিনি বললেন, যাও তোমার মানত পুরা করো।

টীকা ঃ কুফরী অবস্থার মানত পুরা করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়। যদিও সে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেননা, মানতও এক প্রকারের ইবাদাত। অথচ কাফের ইবাদাতের উপযোগী নয়। তবে তা আদায় করা মুস্তাহাব। অবশ্য উমার (রা) এর অন্তরে এ ব্যাপারে একটা অস্থিরতা ছিলো, তা নিরসন করার উদ্দেশ্যে তাঁকে সে মানত পুরা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

وحدثنا أبو سعيد الأشج

حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب «يعني الثقفي» ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحق بن إبراهيم جميعا عن حفص ابن غياث ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة

৪১৪৬। আবু উসামা, আবদুল ওহাব আস্-সাকাফী, হাফ্স ইবনে গিয়াস ও শো'বা– তাঁরা সকলেই উবায়দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নাফে'র উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তবে এদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র হাফস্ই উক্ত হাদীসটি উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু উসামা ও সাকাফী– এদের উভয়ের হাদীসে রয়েছে, 'একরাত্র ই'তেকাফ' করা। আর শো'বার হাদীসে আছে 'অতঃপর উমার (রা) বললেন, সে এ মানত করেছে যে, একরাত্র সেখানে ই'তেকাফ করবে'। কিন্তু হাফ্সের হাদীসে 'এক দিন ও এক রাত্রের' কথা উল্লেখ নেই।

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا

عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يارسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ مَاهٰذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا

৪১৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি তায়েফ থেকে ফেরার পথে ‘জিয়াররানা’ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহেলিয়াতের (ইসলামের পূর্বে) যুগে মানত করেছিলাম যে, এক রাত্র মসজিদুল হারামে ই'তেকাফ করবো। এখন আমাকে কি করার পরামর্শ দেবেন? তিনি বললেন, যাও, একদিন ই'তেকাফ্ করো। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ থেকে তাঁকে একটি দাসী দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কয়েদীগুলো আযাদ করে দিলেন, তখন উমার (রা) তাদের শব্দ শুনতে পেলেন যে তারা বলছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ সময় উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে কি হচ্ছে? লোকেরা বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কয়েদীগুলো মুক্ত করে দিয়েছেন। তখন উমার (রা) বললেন, হে আবদুল্লাহ্, ঐ দাসীর কাছে যাও এবং তাকে মুক্ত করে দাও।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ

৪১৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের অভিযান থেকে ফিরে আসলেন, তখন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সেই মানত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যা তিনি জাহেলী যুগে করেছিলেন যে, একদিন ই'তেকাফ করবেন। অতঃপর জাবির ইবনে হাযেমের হাদীসের অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذُكِرَ

عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ

৪১৪৯। নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবনে উমার (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'জিয়াররানা' স্থান থেকে উমরা করার ব্যাপারে আলোচনা করা হলে, তিনি বললেন, তিনি সেখান থেকে কোনো উমরা করেননি। পরে তিনি বলেন, উমার (রা) জাহেলী যুগে এক রাত ই'তেকাফ করার মানত করেছিলেন। অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ আইয়ুব থেকে বর্ণিত জারির ইবনে হাযেম ও মা'মারের হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا اعْتِكَافُ يَوْمٍ

৪১৫০। আইয়ুব ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক তাঁরা উভয়ে নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমার (রা) থেকে মানত সম্বন্ধে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের উভয়ের হাদীসের মধ্যে 'এক দিনের ই'তেকাফে'র কথা উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

গোলামদের অধিকার।

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

৪১৫১। যাযান আবু উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট এসে দেখি তিনি তাঁর একটি গোলামকে আযাদ করে দিয়েছেন। আবু

উমার বলেন, তিনি (ইবনে উমার রা.) মাটি থেকে একখানা কাষ্ঠখণ্ড অথবা অন্য কোন ক্ষুদ্র জিনিস হাতে তুলে বললেন, এ ধরনের গোলাম আযাদ করার মধ্যে এ পরিমাণ প্রতিদান (কল্যাণ)ও নেই যা এ ক্ষুদ্র বস্তুটির সমান হতে পারে। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি কেউ তার কোন গোলামকে চপেটাঘাত করে অথবা পিটায়, তাকে মুক্ত করে দেয়াটাই হচ্ছে এর কাফ্ফারা।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى» قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَالِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هٰذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

৪১৫২। যাযান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা ইবনে উমার (রা) তাঁর এক গোলামকে ডাকলেন, দেখলেন তাঁর পিঠের মধ্যে মারের চিহ্ন। অতঃপর বললেন, আমি তো তোমাকে ব্যথা দিয়েছি। সে বললো, না। অর্থাৎ আমি ব্যথা পাইনি। জবাবে ইবনে উমার (রা) বললেন, তুমি মুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি মাটি থেকে ক্ষুদ্র একটি জিনিস হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আমার এ ধরনের গোলাম আযাদ করার মধ্যে কোনো সওয়াব বা প্রতিদানই নেই, যে পরিমাণ এ ক্ষুদ্র তৃণের মধ্যে আছে। বস্তুতঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে নিজের গোলামকে অত্যধিক মারধর করে অথবা তাকে চপেটাঘাত করে, তাকে মুক্ত করে দেয়াই হচ্ছে তার কাফ্ফারা।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ

৪১৫৩। ওয়াকী' ও আবদুর রাহমান– তারা উভয়েই সুফিয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে ফেরাস থেকে শো'বা ও আবু আওয়ানার সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে মাহ্দীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে অন্যায় সে করেনি এমন দোষে তাকে শাস্তি দেয়'। এবং ওয়াকী'র হাদীসে আছে, 'যে ব্যক্তি তার নিজের কোনো গোলামকে চপটাঘাত করে'। 'হদ্দ' বা শাস্তির কথা উল্লেখ করেনি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ امْتَثِلْ مِنْهُ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا

৪১৫৪। মুয়াবিয়া ইবনে সুয়াইদ (রা) বলেন, একদা আমি আমাদের একটি গোলামকে চপেটাঘাত করেছিলাম, তাই আমি পালিয়ে যাই। পরে যোহরের অল্পক্ষণ পূর্বে ফিরে আসি এবং আমার আব্বার পেছনে নামায পড়ি। পরে তিনি আমাকে ও তাকে (গোলামকে) ডাকলেন। অতঃপর গোলামটিকে বললেন, তার (আমার) থেকে এর প্রতিশোধ নিয়ে নাও। অর্থাৎ তাকেও একটি চড় লাগিয়ে দাও। সে কিন্তু মাফ করে দিলো। আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলো না। অতঃপর তিনি (আমার আব্বা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আমাদের মুকাররেন গোত্রীয়দের একটি ছাড়া অন্য কোন খাদেমা (চাকরানী) ছিলো না। আমাদের কেউ তাকে চড় মেরেছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ খবর পৌঁছালে, তিনি বললেন, তোমরা তাকে আযাদ করে দাও। লোকেরা বললো, এটি ব্যতীত তাদের অন্য কোনো চাকরানী নেই। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আপাততঃ তাঁর থেকে খেদমত (কাজ) নিতে থাকো, পরে যখন তার প্রয়োজন তোমাদের থাকবে না, তখন তোমরা অবশ্যই তার পথ মুক্ত করে দেবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ «وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ» قَالَا حَدَّثَنَا

ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ يَسَافٍ قَالَ عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلاَّ حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَالَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا

৪১৫৫। হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন এক বৃদ্ধ তার খাদেম (চাকর)-কে চপেটাঘাত করেছিলো। তখন সুয়াইদ ইবনে মুক্‌রিন (রা) তাকে বললেন, তাকে আযাদ করে দেয়া ব্যতীত তোমার গত্যন্তর নেই (অর্থাৎ তোমার এ অপরাধের কাফ্‌ফারা হচ্ছে তাকে মুক্ত করে দেয়া।) অবশ্য আমি মুকাররিন পরিবারের সাতজনের সপ্তম ব্যক্তি। আমাদের একটি ঘটনা হলো এই, আমাদের পরিবারের একটি মাত্র চাকরানী ছিলো। আমাদের সর্বকনিষ্ঠ কেউ একদিন তাকে চড় মেরেছিলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযাদ করে দেয়ার জন্যে আমাদের আদেশ করলেন।

টীকা ঃ গোলাম, চাকর-চাকরানীকে সাধারণ অপরাধে মারধোর করা অন্যায়। দাস-দাসী ইত্যাদিকে আযাদ করে দেয়ার নির্দেশ মহানুভবতা ও মননশীলতার পরিচায়ক, অন্যথা অপরিহার্য বা ওয়াজিব নয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ ابْنِ مُقَرِّنٍ أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَغَضِبَ سُوَيْدٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ

৪১৫৬। হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নোমান ইবনে মুকরিনের ভাই সুয়াইদ ইবনে মুকরিন-এর বাড়িতে আমরা কাপড়ের ব্যবসা করছিলাম, এমন সময় একটি দাসী (ঘর থেকে) বের হয়ে আমাদের এক ব্যক্তিকে এমন একটি কথা বললো, (যাতে সে ক্রোধান্বিত হয়ে) অমনি তাকে এক চড় লাগিয়ে দিলো। (ব্যাপারটি দেখে) সুয়াইদ (রা) ভীষণ রেগে গেলেন। পরে... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে ইদ্রিসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي

أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ

৪১৫৭। সুয়াইদ ইবনে মুক্‌রিন (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈক ব্যক্তি তার (সুয়াইদের) এক বাঁদীকে চড় মারলে, তখন সুয়াইদ তাকে বললেন, তুমি কি অবগত নও যে, (মানুষের) মুখমণ্ডল হারাম? (অর্থাৎ মুখের ওপর আঘাত করা নিষিদ্ধ?) অতঃপর তিনি বলেন, একদিনকার ঘটনা। আমার সাত ভাই। এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আর আমাদের মাত্র একটি চাকরই ছিলো। আমাদের একজনে (কোনো এক কারণে) তাকে চপেটাঘাত করলো। ব্যাপারটা দেখে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযাদ করে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ করলেন।

وحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ

৪১৫৮। শো'বা (রা) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? অতঃপর আবদুস সামাদের হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا

৪১৫৯। ইব্‌রাহীম আত্‌-তাইমী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আবু মাস্‌উদ (রা) বলেন– একদিন আমি আমার একটি গোলামকে

ছড়ি দ্বারা মারধোর করছিলাম, এমন সময় 'হে আবু মাসউদ, সাবধান' বলে আমি আমার পেছন থেকে শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু রাগের বশে আমি আওয়াজটি শুনতে বা বুঝতে পারিনি। তিনি বলেন, আওয়াজ প্রদানকারী যখন আমার নিকটে আসলেন তখন দেখলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই। তখনও তিনি বলছেন, হে আবু মাসউদ সাবধান! হে আবু মাসউদ সাবধান! বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি আমার হাত থেকে ছড়িটি ফেলে দিলাম। তখনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু মাসউদ! ভালোভাবে জেনে নাও। এ গোলামের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্ তোমার থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে অনেক বেশী শক্তিশালী। বর্ণনাকারী বলেন, তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করে নিলাম যে, এরপর থেকে আর আমি কখনো গোলামকে মারধোর করবো না।

وحدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا محمد بن حميد «وهو المعمرى» عن سفيان ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يدى السوط من هيبته

৪১৬০। জারির, সুফিয়ান ও আবু আওয়ানা, তারা সকলে আ'মাশ থেকে আবদুল ওয়াহিদের সিলসিলায়, তাঁর হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর (জারিরের হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ 'অতঃপর তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে ছড়িটি নীচে পড়ে যায়।'

وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار

৪১৬১। আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার এক গোলামকে মারছিলাম। এমন সময়, 'হে আবু মাসউদ জেনে রেখো, আল্লাহ্ তার পক্ষ হয়ে তোমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অনেক বেশী শক্তিশালী'– এ বলে আমার পেছন থেকে আমি একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আমি সে দিকে লক্ষ্য করতেই দেখলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন আমি বললাম, হে

আল্লাহর রাসূল! সে আযাদ, আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, যদি তুমি এ কাজ না করতে তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করতো।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى» قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ قَالَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ فَأَعْتَقَهُ.

৪১৬২। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি তাঁর এক গোলামকে মারছিলেন। তখন সে গোলাম বলতে লাগলো, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে পানা চাই। এরপরও তিনি মারছিলেন। এবার সে বললো, আল্লাহর রাসূলের দোহাই! আমি পানা চাই। এবার তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তার পক্ষ থেকে এ কাজের ওপর তোমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য অনেক বেশী ক্ষমতাবান। আবু মাসউদ বলেন, এরপর আমি তাকে আযাদ করে দিলাম।

وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ «يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ» عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪১৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর শো'বা (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। তবে তার (গোলামের) কথা ঃ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে পানা চাই, আল্লাহর রাসূলের দোহাই পানা চাই– এ বাক্যটি আলোচনা করেননি।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

৪১৬৪। ফুযাঈল ইবনে গায্ওয়ান (রা) বলেন, আমি আবদুর রাহমান ইবনে আবু নু'ম (রা)-কে বলতে শুনেছি : তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার গোলামকে ব্যভিচারের অভিযোগ করে, কিয়ামতের দিন অভিযোগকারীর ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। তবে যদি ঘটনা তাই হয়, যা সে বলেছে, তাহলে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ كِلَاهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ التَّوْبَةِ

৪১৬৫। ওয়াকী' ও ইস্হাক ইবনে ইউসুফুল আয্রাক তাঁরা উভয়েই ফুযাঈল ইবনে গায্ওয়ান (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের উভয়ের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে– 'নবীয়ে তাওবাহ্ আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি'।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নবীয়ে তাওবাহ' নামেও পরিচিত ছিলেন। কেননা তাঁর উম্মাতের গুনাহ্ মৌখিক বাক্য ও আন্তরিক ই'তেকাদ দ্বারা মার্জনা হয়ে যায়। কিন্তু সাবেক উম্মাতের জন্যে 'প্রাণ সংহার' ব্যতীত তওবার অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। অথবা কুফর থেকে ঈমানের দিকে ফিরে আসা অর্থে 'নবীয়ে তাওবাহ' বলা হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

৪১৬৬। মা'রুর ইবনে সুয়াইদ (রা) বলেন, আমরা একবার 'রাবাযা' নামক স্থানে আবু যার (গিফারী রা.) এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। (দেখলাম) তিনি যে চাদর পরিহিত ছিলেন, অনুরূপ চাদর তাঁর খাদেমের পরনেও রয়েছে। আমরা তাঁকে বললাম, এ সাম্য না করে যদি উভয় চাদরটি একত্রিত করে তুমি একাই পরিধান করতে তাহলে তোমার পূর্ণ একটি পরিধানের জোড়া (Suit) হয়ে যেতো, আর সেটাই হতো উত্তম। উত্তরে তিনি বললেন, আমার ও আমার এক ভাইয়ের (গোলামের) মধ্যে একবার কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। আর তার মা ছিলো আযমী (অনারব) সুতরাং আমি তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম। পরে সে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলে, তিনি আমাকে বললেন, হে আবু যার! তুমি তো এমন লোক যার মধ্যে এখনও মূর্খতা রয়ে গেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন কোন ব্যক্তি অন্যকে গালি-গালাজ করে সে তার মা-বাপকে গালি শোনায়। তিনি আবারও বললেন, হে আবু যার! তুমি তো এমন লোক যার মধ্যে এখনও মূর্খতা রয়ে গেছে। তোমাদের চাকররা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পরে তাকেও যেন তাই খাওয়ায় ও পরায়। আর তাদেরকে সাধ্যাতীত কষ্টকর কাজ করতে দিও না। তবে কোনো কারণে এরূপ কাজ করতে দিলেও তোমরা তাদের সাহায্য করো।

টীকা ঃ এখানে মূর্খতার অর্থ হচ্ছে জাহেলী যুগের অভ্যাস। ইসলাম গ্রহণের পর কাউকে গালি দেয়া কিংবা কারো মা-বাপের নিন্দা করে লজ্জা দেয়া অজ্ঞতার পরিচয়। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত গুনাহর কাজই মূর্খতার অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, বরং জাত-গোত্র তুলে কাউকে নিন্দা বা তিরস্কার করা কুরআন মজীদেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

وحدثناه أحمد
ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ
زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ
قَالَ نَعَمْ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى فَإِنْ
كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَلْيَبِعْهُ
وَلَا فَلْيُعِنْهُ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ

৪১৬৭। যুহাইর, আবু মুয়াবিয়া ও ঈসা ইবনে ইউনুস তারা সকলেই আ'মাশ (রা) থেকে উক্ত সিল্‌সিলায় বর্ণনা করেছেন। আর যুহাইর ও আবু মুয়াবিয়া তাদের হাদীসের মধ্যে, "তুমি তো এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে মূর্খতা রয়েছে"– এরপর অতিরিক্ত রয়েছে, আমি বললাম, এ বৃদ্ধ বয়সেও কি আমার মধ্যে মূর্খতা রয়ে গেছে? তিনি বললেন, হাঁ। কিন্তু আবু মুয়াবিয়ার হাদীসের মধ্যে আছে ঃ 'হাঁ তোমার এ বৃদ্ধ বয়সেও'। আর ঈসার হাদীসের মধ্যে আছে, 'যদি তাকে সাধ্যাতীত কষ্টকর কাজের চাপ দিতে বাধ্য হও, তাহলে তাকে বিক্রি করে দাও'। এবং যুহাইরের হাদীসের মধ্যে রয়েছে, 'সে কাজে তাকে সাহায্য করো।' কিন্তু আবু মুয়াবিয়ার হাদীসের মধ্যে, 'তাঁকে বিক্রি করে দাও', বা 'তাকে সাহায্য করো' কোনোটিরই উল্লেখ নেই, বরং 'তাকে সাধ্যের বাইরে কাজের তাক্‌লীফ দিও না' এখান পর্যন্তই কথা শেষ হয়ে গেছে।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار «واللفظ لابن المثنى» قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه

৪১৬৮। মারুর ইবনে সুয়াইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি আবু যার (রা) কে দেখলাম যে, তাঁর গায়ে যে চাদর, অনুরূপ চাদর তাঁর খাদেমের পরনেও। আমি তাঁকে উক্ত সাম্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক ব্যক্তিকে (নিজের ক্রীতদাস) গালি দিয়েছিলেন এবং তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলেন। আবু যার (রা) বলেন, অতঃপর সে লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ঘটনাটি বললে, তিনি আবু যারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি তো এমন ব্যক্তি যার মধ্যে মূর্খতা রয়েছে।' তোমাদের চাকররা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পরে

তাকেও যেন তাই খাওয়ায় ও পরায়। আর তাদেরকে বেশী কষ্টকর কাজ করতে দিও না। যদি কোনো কারণে এরূপ কাজ করতে দিতে হয়, তখন তাদেরকে সাহায্য করো।

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

৪১৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোলাম চাকরদের ন্যায্য অধিকার হচ্ছে, খাওয়া ও পরা তাদেরকে সরবরাহ করা এবং সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্টকর কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে না দেয়া।

وحدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين قال داود يعني لقمة أو لقمتين

৪১৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর খাদেম বা চাকর যখন তার জন্যে খানা প্রস্তুত করে নিয়ে আসে, অথচ সে চাকরটাই পাকঘরে আগুনের উত্তাপ ও ধোঁয়া এবং খানা তৈরীর সমুদয় কায়-ক্লেশ বরদাশ্‌ত করেছে। তখন উচিত তাকেও নিজের সাথে খাওয়ায় বসিয়ে নেয়া। তবে হাঁ, যদি খানা এতো সামান্য হয় যে, অন্যান্য খানেওয়ালাদের তুলনায় খাদ্য কম, তখন তার হাতে অন্ততঃ দু'এক লোক্‌মা (গ্রাস) অবশ্যই দিয়ে দাও।

টীকা ঃ ইসলামে চাকর ও মালিকে কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই সমান। তাই পাচক খানা পাক করে নিয়ে আসলে তাকে সাথে বসিয়ে খাওয়ানোই ইসলামের নিয়ম। নিজে যা খাবে তাকেও তা খাওয়াবে, যা পরবে তাকেও তা পরাবে। যদি এতটুকু উদারতা দেখানোর মনোবল না থাকে তবে অবশ্যই সে যেন উক্ত খানা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হয়। কারণ মালিক যে খাবারের আস্বাদ ভোগ করছে, তা রান্না করতে আগুনের উত্তাপ এবং ধোয়ার যন্ত্রণা ইত্যাদি চাকর বা পাচককেই ভোগ করতে হয়েছে।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين

৪১৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে গোলাম বা ক্রীতদাস তার মালিকের কল্যাণ কামনা করে এবং নিষ্কলুষ ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদাত আদায় করে তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান অবধারিত।

وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى «وهو القطان» ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله ح وحدثنا هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك

৪১৭২। ইয়াহইয়া, ইবনে নুমাইর, উবায়দুল্লাহ্ ও উসামা তারা সকলে নাফে'র উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মালিকের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

حدثني أبو الطاهر

وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك.

৪১৭৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কল্যাণকামী নিষ্ঠাবান গোলামের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। সেই সত্তার কসম! যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের খেদমত করা (আমার ওপর) ফরয না হতো, তাহলে গোলাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাটাকে আমি অধিক প্রিয় মনে করতাম। বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন, আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, আবু হুরায়রা (রা) তাঁর মায়ের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তার খেদমতের কারণে হজ্জ করেননি। অর্থাৎ মায়ের মৃত্যুর পরই হজ্জ আদায় করেছেন। আবু তাহির তার হাদীসের মধ্যে 'শুধু আব্দে মুস্লিহ'

বলেছেন, পরে 'মাম্‌লুক' বলেননি। শাব্দিক প্রভেদ হলেও অর্থের দিক থেকে পার্থক্য নেই।

টীকা ঃ এখানে হজ্জ অর্থে নফল হজ্জ বুঝানো হয়েছে। কেননা আবু হুরায়রা নবী (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। তবে একথা ঠিক যে, নফল হজ্জের চেয়ে প্রয়োজনে মায়ের দেখমত ও পরিচর্যায় থাকা অত্যাবশ্যক। কেননা এটা ফরয।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ

৪১৭৪। ইউনুস, ইবনে শিহাব থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। তবে 'আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, থেকে শেষের অংশটি বর্ণনা করেননি।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ .

৪১৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে গোলাম (চাকর) আল্লাহর হক্ ও তার মালিকের হক আদায় করে, তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব বা প্রতিদান রয়েছে। তিনি বলেন, আমি এ হাদীসটি কা'ব (রা)-কে বর্ণনা করলে, জবাবে কা'ব বললেন ঃ তাকে অনেক কিছুর হিসাব দিতে হবে না। অনুরূপভাবে কম সম্পদের মালিক মু'মিনকেও হিসাব দিতে হবে না। (অর্থাৎ যার দায়িত্ব কম সম্পদও সামান্য তার গুনাহ্ কম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কুরআনে বলা হয়েছে, তাদের হিসাব হবে সহজতর)।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৪১৭৬। জারির (রা) আ'মাশ থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ

৪১৭৭। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেকগুলো হাদীস আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অতীব চমৎকার সে গোলাম যে উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত করে ও নিষ্ঠার সাথে তার মালিকের পরিচর্যার সাথে মৃত্যুবরণ করেছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

৪১৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের নিজের মালিকানার অংশটুকু মুক্ত করলো, যদি তার কাছে কৃতদাসটির পুরা মূল্য থাকে তবে পুরা মূল্য দিয়ে দাসটি মুক্ত করা তার জন্যে অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং একজন ন্যায়বিচারক ব্যক্তির নিরূপিত মূল্যের সমান অর্থ অন্যান্য মালিকদেরকে সে তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে কৃতদাসটিকে মুক্ত করে দেবে। আর যদি পুরা মূল্য তার কাছে না থাকে, তাহলে সে যতটুকু মুক্ত করেছে কেবলমাত্র ততটুকুই মুক্ত বলে গণ্য হবে।

টীকা ঃ যৌথ মালিকানাধীন কৃতদাসের কোনো একজন মালিক তার নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে তাকে পুরোপুরি মুক্তিদান করা ঐ আংশিক মুক্তি দানকারীর জন্যে ওয়াজিব হয়ে যায়। এটা একমাত্র সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যদি উক্ত কৃতদাসের ন্যায্যভাবে নির্ধারিত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ঐ আংশিক মুক্তিদানকারীর হাতে থাকে। অন্যথায় তা কার্যকর হবে না। বরং তার নিজের মুক্তি দেয়া অংশই কেবলমাত্র মুক্ত হবে। এখন প্রশ্ন হলো, মুক্তি দানকারী ব্যক্তির হাতে মূল্যের পুরা অর্থ থাকলে দাসটি কখন মুক্ত হবে? সঙ্গে সঙ্গে, না পরে? ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকসহ অধিকাংশ ইমামগণের রায় হলো, সে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

৪১৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যৌথ মালিকাধীন কৃতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করে

দেয়, যদি তার কাছে কৃতদাসটির পুরা মূল্য থাকে তবে পুরা মূল্য দিয়ে দাসটিকে মুক্ত করা তার জন্য ওয়াজিব। আর যদি পুরা মূল্য তার কাছে না থাকে তাহলে সে যতটুকু মুক্ত করেছে ততটুকুই মুক্ত বলে গণ্য হলো।

وحدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

৪১৮০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ যৌথ কৃতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করে দেয়, আর তার কাছে পুরা দাসের মূল্য থাকে, তখন একজন ন্যায়বিচারক নিরূপিত মূল্যের সমান অর্থ অন্যান্য অংশীদারকে আদায় করা তার অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি পুরা মূল্য তার কাছে না থাকে, তাহলে সে যতটুকু মুক্ত করেছে, ততটুকুই মুক্ত হবে।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ» ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ» كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ «يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ» كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَا

لَاندرى اهو شىء فى الحديث أو قاله نافع من قبله وليس فى رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى حديث الليث بن سعد

৪১৮১। নাফে' ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের হাদীসের মধ্যে "যদি তার কাছে অন্যান্য অংশীদারের অংশ পরিমাণ অর্থ না থাকে, তাহলে সে যে পরিমাণ মুক্ত করেছে, শুধুমাত্র তাই মুক্ত হবে"– এ কথাটি নেই। অবশ্য আইয়ুব ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের হাদীসের মধ্যে কথাটি উল্লেখ আছে। তবে তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদের জানা নেই, উক্ত কথাটি হাদীসের অংশ না কি নাফে' নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন? এ ছাড়া লাইস ইবনে সা'দ ব্যতীত তাদের কারোর হাদীসের মধ্যে এ কথাটি নেই যে, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।"

وحدثنا عمرو الناقد وابن أبى عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه فى ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا

৪১৮২। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন একজন কৃতদাসকে মুক্ত করতে চায়, যা তার ও অন্য আর এক ব্যক্তির মালিকানাধীন। এমতাবস্থায় একজন ন্যায়বিচারক ব্যক্তির দ্বারা তার মূল্য নিরূপণ করতে হবে, যা কমও না হয় কিংবা বেশীও না হয়। অতঃপর মুক্তিদানকারী ব্যক্তি যদি সচ্ছল হয়, তখন তার নিরূপিত মূল্যের অর্থে দাসটি মুক্ত হয়ে যাবে।

وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له فى عبد عتق ما بقى فى ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد

৪১৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ যৌথ মালিকানাধীন কৃতদাসের মধ্যে নিজের মালিকানার অংশটুকু মুক্ত করে দেয়, যদি তার কাছে কৃতদাসটির পুরা মূল্য অন্যান্য অংশীদারকে আদায় করার মত সচ্ছলতা থাকে, তখন দাসটি তার অর্থসম্পদ থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ তাদেরকে অংশহারে মূল্য প্রদান করতে হবে)।

وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار والللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن

৪১৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কৃতদাস সম্পর্কে বলেছেন, যা দু' ব্যক্তির মালিকানাধীন এবং তাদের একজন নিজের অংশ মুক্ত করে দিয়েছে। এমন ব্যক্তি অন্য অংশীদারের ক্ষতি করেছে, তাই জরিমানা আদায় করতে হবে।

وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الاسناد قال من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله

৪১৮৫। শো'বা (রা) উক্ত সিলসিলায় বলেছেন, যে কেউ (যৌথ মালিকানাধীন) কৃতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করলো, সে দাস তার সম্পদ থেকেই পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ অন্য অংশীদারকে তার অংশের মূল্য প্রদান করতে হবে।)

وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه

৪১৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি কোন দাসের তার নিজস্ব মালিকানার অংশ আযাদ করে দেয়, আর তার অর্থসম্পদ থাকে তবে নিজের অর্থ দিয়ে ঐ দাসকে মুক্ত করা তার প্রতি ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু দাসের মূল্যের সমান পরিমাণ অর্থসম্পদ তার কাছে না থাকলে, দাসটিকে সাধ্য পরিমাণ পরিশ্রম করানো হবে।

وحدثناه أبو بكر
ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعلي بن خشرم
قالا أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى
في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه

৪১৮৭। ইবনে আবু আরুবা (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণিত। আর ঈসার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কৃতদাসের যে পরিমাণ অংশ মুক্ত হয়নি, সে পরিমাণের জন্যে দাসটিকে তার সাধ্য পরিমাণ পরিশ্রম করানো যাবে।

حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن
أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة
عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن
له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق
اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا

৪১৮৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর প্রাক্কালে তার নিজস্ব দু'জন কৃতদাস মুক্ত করলো, অথচ এ দাস ব্যতীত অন্য কোন সম্পদও তার ছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (দাসগুলোকে) ডাকলেন এবং তাদের এক-তৃতীয়াংশ বের করলেন। (অর্থাৎ তাদেরকে দু'জন করে তিন ভাগে বিভক্ত করে) পরে তাদের মধ্যে লটারী দিয়ে দু'জনকে মুক্ত করে চারজনকে গোলাম রেখে দিলেন। আর ঐ ব্যক্তিকে খুব কঠোর ভাষায় শাসালেন।

টীকা ঃ ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমাদ বলেন, দাস মুক্ত করার ব্যাপারে লটারী দিয়ে মুক্ত করা জায়েয।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, এ ব্যাপারে লটারী দ্বারা নির্ধারণ করা জায়েয নেই। তিনি বলেন, লটারী হলো জুয়ার মত। ইসলামের প্রথম যুগে লটারী ব্যবস্থা জায়েয ছিল, পরে তা জুয়ার সাথে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথবা একথাও বলা হয় যে, প্রত্যেক দাসে তিন তিন অংশ নির্ধারণ করেছেন, ফলে ছ'জন দাসে আঠার অংশ হলো, তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ছ' অংশ আযাদ করেছেন, যা গোটা দু'জন দাসের সমপরিমাণ হয়েছে। সুতরাং বর্ণনাকারী উক্ত ছ' অংশকে দু'জন দাস এবং অবশিষ্ট বারো অংশকে চারজন দাস বলে প্রকাশ করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ

৪১৮৯। ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম ও ইবনে আবু উমার (রা) সাকাফী থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে উক্ত সিলসিলায় আইয়ুব থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে হাম্মাদের হাদীস ইবনে 'উলাইয়ার হাদীসের ন্যায়। কিন্তু সাকাফী তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আনসারী এক ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে অসিয়াত করে তার ছ'জন কৃতদাসকে মুক্ত করেছেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَحَمَّادٍ

৪১৯০। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রা) ইমরান ইবনে হুসাইনের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনে 'উলাইয়া ও হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

মুদাব্‌বার কৃতদাসের ক্রয়-বিক্রয়।*

টীকা ঃ * মুদাব্‌বার হলো ঐ কৃতদাস, যার প্রভু ঘোষণা করেছে যে, তার মৃত্যুর পর সে (দাসটি) দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ

৪১৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারী এক ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে তার একটি কৃতদাসকে মুদাব্বার করলো (অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর সে দাসমুক্ত বলে ঘোষণা করলো)। অথচ এই একটি গোলাম ছাড়া তার অন্য কোন মাল-সম্পদও ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি বললেন, আমার নিকট্ থেকে এ গোলামটি কে খরিদ করতে ইচ্ছুক? পরে নুয়াঈম ইবনে আবদুল্লাহ্ আটশ' দির্হামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করে নিলেন এবং সে দিরহামগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করলেন। আমর (রা) বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, উক্ত কৃতদাসটি ছিলো কিব্তী বংশের এবং প্রথম বছরই (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের খিলাফতের যুগেই) সে মৃত্যুবরণ করেছে।

টীকা ঃ যে সময় নবী (সা) আরবের বুকে ইসলামী বিপ্লবের ডাক দেন এবং এর ভিত্তিতে গোটা মানব সমাজ পুনর্বিন্যাস করার সংগ্রাম চালান, সে সময় আরব উপদ্বীপে তথা তৎকালীন সভ্য সমাজের সবখানেই অসংখ্য অন্যায়ের পাশাপাশি দাস কেনা-বেচাও চলত অবাধে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দাসবৃত্তি ও প্রথাকে উৎখাত করার সংকল্প করলেন। স্থায়ীভাবে দাসপ্রথাকে উৎখাত করতে হলে মানুষকে এ দিকে স্বতঃস্ফূর্ততাসহ এগিয়ে আসা দরকার, যাতে তারা নিজ হাতেই এ প্রথা ঘৃণাভরে উচ্ছেদ করে। এ জন্যে প্রথমে মানবিক দিক থেকে ব্যাপারটিকে তুলে ধরা হলো এবং পরে বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন তাদ্বীর, মোকাতাবা, আংশিক মুক্ত করে পরে সবটা মুক্ত করে দেয়া এবং উম্মে ওয়ালাদ প্রভৃতি পদ্ধতি চালু করলেন। এর ফলে অসংখ্য দাস মুক্তিলাভ করতে শুরু করলো। আর সেই অরাজক পরিবেশে সহায়-সম্বল ও আত্মীয়-বন্ধুহীন এ অসহায় মানুষগুলোকে আশ্রয়দান ও পৃষ্ঠপোষকতার একান্তই প্রয়োজন ছিলো। তাই যারা তাদেরকে মুক্তি দিতো, এ সমস্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দাসগুলো তাদের ছত্রছায়ায় সে সমাজেই বসবাস করতো। সুতরাং যে আযাদ করেছে সেই হতো তার অভিভাবক। ওয়ালী বা অভিভাবক তাদের দেখাশোনা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো। অবশ্য এর বিনিময়ে নগণ্য কিছু স্বার্থ লাভের আইনগত স্বীকৃতিও তাদের জন্য ছিল। ফলে যে ব্যক্তি যে দাস মুক্ত করতো তার পরিত্যক্ত মাল-সম্পদও সে মালিকেরা পেতো– ইসলামী ও হাদীসের পরিভাষায় এটাকে (وَلَاءٌ) ওলায়া বলা হয়। অনেক দেরীতে হলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ পদক্ষেপ সম্পূর্ণ কামিয়াব হয় এবং দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটে।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

৪১৯২। সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা (রা) বলেন, তিনি আমরকে বলতে শুনেছেন যে, জাবির (রা) বলেছেন, আন্‌সারী এক ব্যক্তি তার একটি গোলামকে 'মুদাব্‌বার' করেছিলো, অথচ সে ব্যতীত তার অন্য কোনো মাল-সম্পদও ছিলো না। (তার মৃত্যুর পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামটিকে বিক্রি করে দিলেন এবং নুয়াইম ইবনে নাহ্‌হাম তাকে খরিদ করে নিলো। জাবির (রা) বলেন, গোলামটি ছিলো কিব্‌তী সম্প্রদায়ের, ইবনে যুবাইরের খেলাফতের প্রথম বছরই সে মারা গেছে।

টীকা ঃ ইমাম শাফেয়ী বলেন, মনিব কোনো দাসকে 'মুদাব্‌বার' বলে ঘোষণা করলেও সে নিজের জীবদ্দশায় উক্ত দাসকে বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, মালিকসহ সমস্ত উলামাদের মতে এমন দাস বিক্রি করা জায়েয নেই। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মুদাব্‌বার গোলামকে তার ঋণ শোধ করার জন্যে বিক্রি করেছেন। অথবা উক্ত দাসটি مُدَبَّر مُقَيَّدْ ছিলো । অর্থাৎ "যদি আমি এ রোগে বা এ সময় মারা যাই, তবে তুমি মুক্ত।" যদি মনিব সে রোগে না মারা যায়, তবে সে 'মুদাব্‌বার' নামে আখ্যায়িত হলেও পরে আযাদ হবে না। অবশ্য مُدَبَّر مُطْلَقْ কে বিক্রি, দান, ইত্যাদি করা জায়েয নেই।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ

৪১৯৩। জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুদাব্‌বার গোলাম সম্পর্কে আমর ইবনে দীনার থেকে হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ « يَعْنِي الْحِزَامِيَّ » عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى « يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ » عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ

وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ كُلُّ هَؤُلَاءِ. قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ

৪১৯৪। আতা ইবনে আবু রাবাহ্, আবু যুবাইর ও আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ তাঁদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুদাব্বার দাস বিক্রি হয়েছে বলে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলে নবী (সা) থেকে হাম্মাদ ও ইবনে উইয়াইনার হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন, যা আমরের মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ঊনত্রিংশতম অধ্যায়

كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِيْنَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

‘আল-কাসামাহ্’, যুদ্ধকারী কাফের, জানের বদলে জান ও রক্তমূল্য ইত্যাদির বর্ণনা

অনুচ্ছেদ ঃ ১

আল্-কাসামাহ্।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى « وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ » عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ « قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ » وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ
عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ
مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ
عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرْ « الْكُبْرَ فِي السِّنِّ »
فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللّٰهِ
ابْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ « أَوْ قَاتِلَكُمْ » قَالُوا وَكَيْفَ
نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا
رَأَى ذٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ

৪১৯৫। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বুশাইর ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি সাহ্ল ইবনে আবু হাস্‌মা থেকে। ইয়াহইয়া বলেন, আমার ধারণা–রাফে‘ ইবনে খাদীজ থেকেও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে

সাহ্ল ইবনে যায়েদ ও মুহাইয়াসাহ্ ইবনে মাসউদ ইবনে যায়েদ (সন্ধি-চুক্তির বর্তমানে) রওয়ানা হলেন, যখন তারা খায়বার এলাকায় গেলেন (একটি ঘন খেজুর বনে), তখন তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে মুহাইয়াসাহ আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্লের কাছে এসে দেখেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে, অতঃপর তাকে দাফন করে নিলেন। পরে তিনি (অর্থাৎ মুহাইয়াসাহ্), হুয়াইয়াসাহ্ ইবনে মাসউদ ও আবদুর রাহমান ইবনে সাহ্ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। আবদুর রাহমান ছিলেন দলের মধ্যে সকলের চেয়ে কনিষ্ঠ। আবদুর রাহমান তার সঙ্গী দু'জনের পূর্বে কথা বলতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বয়সে যে বড় তাকে বলতে দাও। সুতরাং তিনি বিরত হলে বড় দু'জন কথা বললেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথে কথা বললেন। পরে তারা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবদুল্লাহ ইবনে সাহলের হত্যা হওয়ার কথাটি জানালেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, হত্যাকারী কে তা কি তোমরা শপথ করে বলতে সক্ষম? যদি তোমরা পঞ্চাশ জন লোক কসম করে বলতে পারো তাহলে তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তির রক্তপণের অধিকারী হবে। তারা বললেন, কেমন করে আমরা শপথ করে বলবো? আমরা তো (ওখানে) উপস্থিত ছিলাম না (কে তাকে হত্যা করেছে তা দেখিও নি)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ইহুদীরা পঞ্চাশবার শপথ করে তোমাদের মামলা প্রত্যাখ্যান করে দেবে। তখন তারা বললেন, আমরা কাফেরদের শপথ কি করে গ্রহণ করতে পারি? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অবস্থা বুঝতে পারলেন, তখন নিজের পক্ষ থেকে তার রক্তপণ আদায় করে দিলেন।

টীকা ঃ কোনো হত্যার ব্যাপারে যদি সাক্ষ্য না পাওয়া যায়, তবে সেই গোত্রের ৫০ পঞ্চাশ জন (নেতৃস্থানীয়) ব্যক্তির শপথ গ্রহণ করা। প্রাক ইসলামী যুগে এভাবে 'কাসামাহ্' করা হতো। পরে ইসলামে শাস্তির বিধান এসে যাওয়ার পর এ নিয়ম ও ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে।

وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر أو قال ليبدإ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يارسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه

৪১৯৬। সাহ্‌ল ইবনে আবু হাস্‌মা ও রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা সন্ধিচুক্তির সময়কালে মুহাইয়াসা ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্‌ল– তারা দু'জন খায়বারের দিকে যাত্রা করলেন। একটি ঘন খেজুর বনে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেন। পরে আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্‌লকে পাওয়া গেলো নিহত অবস্থায়। তার অলি-ওয়ারিশগণ এ ব্যাপারে ইহুদীদেরকে অভিযুক্ত করলেন। অতঃপর তার ভাই আবদুর রাহমান এবং তার চাচাতো ভাই হুয়াইয়াসাহ্‌ ও মুহাইয়াসাহ্‌– তারা সকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, এবং আবদুর রাহমান তার ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে উদ্যত হলেন। অথচ তিনি ছিলেন তাদের সকলের মধ্যে অল্পবয়স্ক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বড়কে বলতে দাও। অথবা তিনি বলেছেন, বড়জনই কথা আরম্ভ করা উচিত। সুতরাং (সে বিরত হলো) এবং অপর দু'জনই তাদের নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বললেন। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হত্যাকারী কে? তোমাদের থেকে পঞ্চাশজন লোক শপথ করে তাদের (ইহুদীদের) যে কোনো এক ব্যক্তির ওপর অভিযোগ রাখতে হবে। এরপর তার গলায় রশি লাগিয়ে তাকে তোমাদের কাছে দিয়ে দেয়া হবে (অর্থাৎ তাহলে রক্তপণের অধিকারী হবে)। তারা বললেন, কেমন করে আমরা শপথ করে বলবো? আমরা তো ওখানে উপস্থিত ছিলাম না (বা দেখিও নাই)। তখন তিনি বললেন, তাহলে ইহুদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের মামলা থেকে মুক্তিলাভ করে নেবে। তারা বললেন, তারা তো কাফের। কাজেই তাদের শপথ কেমন করে গ্রহণ করতে পারি? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তাদের রক্তপণ আদায় করে দিলেন। সাহ্‌ল বলেন, একদা আমি তাদের খোয়াড়ে প্রবেশ করেছিলাম। তখন সে সমস্ত উটের মধ্যে একটি উষ্ট্রী আমাকে তার পায়ের দ্বারা জোরে লাথি মেরেছিলো। হাম্মাদ বলেন, কথাটি অবিকল এটাই অথবা অনুরূপ।

وحدثنا القواريرى حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه وقال فى حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل فى حديثه فركضتنى ناقة

৪১৯৭। বুশাইর ইবনে ইয়াসার, সাহ্‌ল ইবনে আবু হাস্‌মার উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অবিকল হাদীসই বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার রক্তপণ (দীয়াত) আদায় করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি হাদীসের মধ্যে 'আমাকে একটি উষ্ট্রী লাথি মেরেছিল'– এ কথাটি বলেননি।

حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان ابن عيينة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب «يعنى الثقفى» جميعا عن يحيى ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة بنحو حديثهم

৪১৯৮। সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা ও আবদুল ওহাব আস্ সাকাফী তারা সকলে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি বুশাইর ইবনে ইয়াসার থেকে। তিনি সাহ্‌ল ইবনে আবু হাস্‌মাহ্ (রা) থেকে অন্যান্য বর্ণনাকারীদের হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بنى حارثة خرجا إلى خيبر فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد فى شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من

أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ «أَوْ صَاحِبَكُمْ» قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ

৪১৯৯। বুশাইর ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্ল ইবনে যায়েদ ও মুহাইয়াসাহ্ ইবনে মাসউদ ইবনে যায়েদ– এ দু'জন আনসারী, যারা বনী হারিসা গোত্রীয়ও বটে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় খায়বারের দিকে গেলেন। অবশ্য সে সময় খায়বার এলাকা (মুসলমানদের সাথে) সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ। আর সেখানের অধিবাসীরা ছিলো ইহুদী। পরে তারা দু'জন নিজ নিজ প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। পরে আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্লকে একটি কূপের মধ্যে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলো এবং তার সঙ্গীরা তাকে ওখানে দাফনও করে নিলো। অতঃপর সে মদীনায় আসলে, নিহত আবদুল্লাহর ভাই আবদুর রাহমান, মুহাইয়াসাহ্ ও হুয়াইয়াসাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে আবদুল্লাহর ঘটনা এবং কোথায় তার লাশ পাওয়া গেছে সবিস্তারে তাঁকে জানালেন। বুশাইর বলেন, তাঁর ধারণা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সাহাবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল, তিনি তাকে বলেছেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছেন, হত্যাকারী কে তা তোমাদের পঞ্চাশজন শপথ করে বলতে হবে। তবে তোমরা তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন, সঙ্গীর খুনের দাবীর অধিকারী হবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না। আর আমরা চাক্ষুস দেখিও নি (কাজেই আমরা কিরূপে কসম করবো)। বুশাইরের ধারণা, তখন তিনি বলেছেন, তাহলে ইহুদীরা পঞ্চাশজন কসম করে তোমাদের মামলা প্রত্যাখ্যান করে দেবে। এবার তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো কাফের সম্প্রদায়, সুতরাং আমরা কিরূপে তাদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? বুশাইরের ধারণা, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার রক্তপণ আদায় করে দিয়েছেন।

وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى

ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ

أبْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ

৪২০০। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রা) বুশাইর ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনসারের বনী হারিসা গোত্রের এক ব্যক্তি, যাকে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাহ্ল ইবনে যায়েদ বলা হতো, একবার তিনি ও তার এক চাচাত ভাই, যাকে মুহাইয়েসাহ্ ইবনে মাসউদ ইবনে যায়েদ বলা হতো, তারা রওয়ানা হলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লাইসের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়, "অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার রক্তপণ আদায় করেছেন", পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেন, বুশাইর ইবনে ইয়াসার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সাহ্ল ইবনে আবু হাস্‌মাহ্ আমাকে বলেছেন যে, উক্ত সাদ্‌কার (এখানে রক্তপণের) উটগুলো থেকে একটি উট খোয়াড়ের মধ্যে আমাকে লাথি মেরেছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

৪২০১। বুশাইর ইবনে ইয়াসার আল-আনসারী (রা) সাহ্ল ইবনে আবু হাস্‌মাহ (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি তাকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের একদল লোক খায়বারের দিকে যাত্রা করেছেন, পরে তারা পরস্পর ভিন্ন হয়ে গেছেন। অতঃপর তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেয়েছেন। এরপর গোটা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে এ কথাটিও বলেছেন, 'এভাবে একজন লোকের মূল্যবান প্রাণ ও তার রক্তকে বৃথা যেতে দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি, তাই তিনি সাদ্‌কার উট থেকে একশ' উট দিয়ে তার রক্তপণ আদায় করেছেন।'

حدثني إسحق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني
أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء
قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر
أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا
والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة
وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر «يريد السن» فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب
رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم
قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من
عنده فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار
فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء

৪২০২। সাহ্ল ইবনে হাস্‌মাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর স্বগোত্রীয় ক'জন প্রবীণ লোক তাঁকে বলেছেন যে, এক সময় আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্ল ও মুহাইয়াসাহ্– তারা দু'জন বিশেষ অভাব-অনটনের দরুন খায়বারের দিকে বের হলেন। পরে মুহাইয়াসাহ্ ফিরে এসে জানালেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্লকে হত্যা করা হয়েছে এবং একটি গভীর কূপের মধ্যে তার লাশকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি ইহুদীদের কাছে গিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরাই তাকে হত্যা করেছো। কিন্তু উত্তরে তারা বললো, আল্লাহর কসম আমরা তাকে হত্যা করিনি। পরে মুহাইয়াসাহ্ নিজের গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে এসে উক্ত ঘটনাটি জানালেন। অবশেষে তিনি নিজে, তার বড় ভাই হুয়াইয়াসাহ্ এবং আবদুর রাহমান ইবনে সাহ্ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন, আর মুহাইয়াসাহ্ যিনি (আবদুল্লাহর সঙ্গে) খায়বার ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কথা বলতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাইয়েসাহকে বললেন, বয়সে যিনি বড় তাকে কথা বলতে দাও। অতঃপর হুয়াইয়াসাহ্ প্রথমে এবং পরে মুহাইয়াসাহ্ আবদুল্লাহর নিহত হবার ঘটনাটি জানালেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের শপথ করে বলতে হবে, হত্যাকরী কে? তখন রক্তপণ আদায় করা হবে। আর যদি তারা আমাদের বিধান মেনে না নেয় তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ইহুদীদের কাছে লিখে পাঠালেন, জবাবে তারাও লিখে পাঠালেন যে, 'আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি'। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুয়াইয়াসাহ্, মুহাইয়াসাহ্ ও আবদুর রাহমান সবাইকে বললেন, তোমরা কি শপথ করে বলতে পারবে যে, আততায়ী কে? তবেই তোমরা তোমাদের খুনের দাবীর অধিকারী হবে। তারা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে ইহুদীরা শপথ করে তোমাদের মামলা প্রত্যাখ্যান করে দেবে। তখন তারা বললেন, ওরা তো মুসলমান নয় (সুতরাং তাদের শপথ কিরূপে গ্রহণ করবো?)। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার রক্তপণ (দীয়াত) আদায় করে দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একশ' উট পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, এবং আমি ঐ সমস্ত উটগুলো নিয়ে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করলাম। সাহ্ল বলেন, সে সমস্ত উটের একটি লালবর্ণের উট আমাকে লাথি মেরেছিলো।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

৪২০৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মুনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগে যে 'কাসামাহ' প্রচলিত ছিলো (এক সময়) তা প্রয়োগ করেছেন।

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب بهذا الاسناد مثله وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود

৪২০৪। ইবনে শিহাব উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য বর্ধিত বর্ণনা করেছেন। ইহুদীদের ওপর আনসারীদের এক হত্যা দাবীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে ঐভাবেই মীমাংসা করেছেন।

وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب «وهو ابن إبراهيم بن سعد» حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج

৪২০৫। ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার তারা উভয়ে আনসারী লোকদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনে জুরাইজের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
যুদ্ধকারী বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের বিধান সম্পর্কে বর্ণনা।

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم «واللفظ ليحيى» قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي

بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

৪২০৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হলো না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, যদি তোমাদের ইচ্ছে হয় তাহলে তোমরা সাদ্‌কার উটের কাছে গিয়ে তাদের দুধ ও পেশাব পান করো।* তারা তাই করলো এবং সুস্থও হয়ে গেলো। অতঃপর তারা রাখালদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করলো, অবশেষে তারা (মুর্‌তাদ) ধর্মত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে, তিনি তাদের পেছনে লোক পাঠালেন এবং শেষ নাগাদ তাদেরকে পাক্‌ড়াও করে আনা হলো। তারপর তাদের হাত-পা টুকরো টুকরো করে কাটলেন। আর তপ্ত লৌহ শলাকা তাদের চোখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন, এবং উত্তপ্ত বালুর ওপর তাদেরকে ফেলে রাখলেন। অবশেষে তারা এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।

টীকা ঃ * হালাল জানোয়ায়ের পেশাবের পবিত্রতা এবং তা খাওয়া যায় কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আহ্‌মাদ ছাড়া সমস্ত ইমামদের মতে উটের পেশাব অবশ্যই অপবিত্র ও হারাম। তবে ইমাম আবু ইউসুফের মতে, চিকিৎসার জন্যে ঔষধ হিসেবে তা ব্যবহার করা জায়েয আর এখানেও তাই করা হয়েছে। আবার কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন যে, তাদের এ রোগের চিকিৎসার জন্যে উটের পেশাবই ছিলো একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ।

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ «وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ» قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقُمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَقَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْاِبِلَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ

وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذُوا فِى الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِى رِوَايَتِهِ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ

৪২০৭। আবু কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) আমাকে বলেছেন যে, উক্‌ল গোত্রের আটজন লোকের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ইসলামের ওপর বাইয়াত করলো। কিন্তু সেখানকার (মদীনা ভূমির) আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হলো না, ফলে তাদের শরীরে নানা প্রকারের রোগ দেখা দিলো। পরে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলো। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমাদের রাখালদের সাথে তাদের উটগুলোর নিকট যেতে পারো না? (অর্থাৎ সেখানে চলে যাও) সেখানে গিয়ে উটের পেশাব ও দুধ গ্রহণ করো (অর্থাৎ পান করো)। তারা বললো, হাঁ আমরা ওখানে যেতে পারি। সুতরাং তারা সেখানে গেলো এবং উটের পেশাব ও দুধ পান করলো। তাতে তারা সুস্থও হয়ে গেলো। অবশেষে তারা রাখালদের হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌছলে, তিনি তাদের অন্বেষণে পেছনে পেছনে লোক পাঠালেন তারা তাদেরকে ধরে ফেললো এবং পাকড়াও করে নিয়ে আসলো। অতঃপর তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ করলেন, তখন তাদের হাত-পা টুকরো টুকরো করে কাটা হলো এবং তপ্ত লৌহ শলাকা তাদের চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে চোখ ফুঁড়ে দেয়া হলো। অতঃপর তাদেরকে উত্তপ্ত বালুর ওপর রোদের মধ্যে নিক্ষেপ করে ফেলে রাখা হলো। শেষ নাগাদ তারা এ অবস্থায় মরেই গেলো। ইবনে সাব্বাহ্ তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তারা জানোয়ারগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো এবং তাদের চোখগুলোকে লৌহ শলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দেয়া হয়েছে।

টীকা ঃ দীন ইসলামের কোন কাজের ওপর কোনো খোদাভীরু ইসলামী নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তির হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করাকে ইসলামের পরিভাষায় 'বাইয়াত' বলে।

وحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِى قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا بِمَعْنَى حَدِيثِ

حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ

৪২০৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, উক্‌ল অথবা তিনি বলেছেন উরাইনা গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুপযোগী হলো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দুধ প্রদানকারী উষ্ট্রীর কাছে যেতে নির্দেশ করলেন এবং তার পেশাব ও দুধ পান করতে হুকুম করলেন। হাজ্জাজ ইবনে আবু উসমানের বর্ণিত হাদীসের অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'আর লৌহ শলাকা দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়া হলো এবং মরুভূমিতে ফেলে রাখা হলো। তারা পানি চাইলো, কিন্তু তা পান করানো হলো না'।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّاجٍ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ سُبْحَانَ اللهِ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ فَقُلْتُ أَتَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لاَ هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَادَامَ فِيكُمْ هَذَا أَوْ مِثْلُ هَذَا

৪২০৯। আবু কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইবনে আবদুল আযীযের পেছনে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কাসামাহ' সম্বন্ধে তোমাদের কী অভিমত? তখন আন্‌'বাসা (রা) বললেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) আমাদেরকে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি বললাম, আনাস (রা) এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক সময় (কোনো এক সম্প্রদায়ের) একদল লোক এসেছিলো।... এরপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আইয়ূব ও হাজ্জাজের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। আবু কিলাবা বলেন, আমি যখন আমার বর্ণনা শেষ করলাম, তখন আন্‌বাসা বললেন, 'সুব্‌হানাল্লাহ'! এ সময় আবু কিলাবা বললেন, হে আন্‌বাসা! তাহলে আপনি কি আমার

ওপরে মিথ্যা বলার অভিযোগ করছেন? তিনি বললেন, না। আনাস (রা) আমাদেরকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। হে সিরিয়াবাসীগণ! যতদিন নাগাদ ইনি কিংবা ইনির মতো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তোমাদের মাঝে অবস্থান করবেন ততদিন পর্যন্ত হামেশা তোমরা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে।

وحدثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ «وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ» أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ

৪২১০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ল গোত্রীয় আটজন লোকের একটি দল এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো... অন্যান্য বর্ণনাকারীদের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন, এবং হাদীসের অতিরিক্ত এইটুকু বর্ণনা করেছেন ঃ 'তাদের ক্ষত স্থানে কোনো পট্টি লাগানো হয়নি'।

وحدثنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ «وَهُوَ الْبِرْسَامُ» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ

৪২১১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রীয় একদল লোক এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাঁর কাছে বাইয়াতও করলো। এ সময় মদীনায় হৃৎকম্প (Palpitation) রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিলো। অতঃপর অন্যান্য বর্ণনাকারীদের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। আর অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, "তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রায় বিশজন আনসারী যুবক উপস্থিত ছিলো। তিনি তাদেরকে ঐ লোকগুলোর দিকে পাঠালেন এবং তাদের সাথে পাঠালেন একজন 'কাইয়াফ' (পদচিহ্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তি), যে পদচিহ্ন দ্বারা তাদেরকে সনাক্ত করতে সক্ষম"।

حدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

৪২১২। হাম্মাম ও সাঈদ কাতাদাহ (রা) থেকে তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তবে হাম্মামের হাদীসে আছে, উরাইনা গোত্রীয় একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। আর সাঈদের হাদীসে 'উক্‌ল ও উরাইনা গোত্রের লোক' এসেছে, অন্যান্যদের হাদীসের ন্যায়।

وحدثني الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ

৪২১৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সমস্ত পলাতক বিদ্রোহীদের চোখ লৌহ শলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিয়েছেন। কেননা তারাও রাখালদের চোখ ফুঁড়ে দিয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

ধারাল কিংবা ভারী পাথর ইত্যাদি দ্বারা হত্যা হলে কিসাস সাব্যস্ত হয় এবং নারীর বদলায় পুরুষকে হত্যা করা যায়।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى» قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا

أَقَتَلَكَ فُلاَنٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

৪২১৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইয়াহুদী একটি বালিকার হার চুরির লোভে তাকে হত্যা করলো। সে তাকে পাথর দ্বারা আঘাত করলো এবং বালিকাটিকে এমন অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হলো, তার দেহে তখনও প্রাণ ছিলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা নেড়ে বললো, না। তিনি তাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, এবং সে এবারও মাথা নেড়ে নেতিবাচক জবাব দিলো। তখন তিনি তাকে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, সে এবার মাথা নেড়ে ইশারায় উত্তর দিলো, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীটাকে দু'খানা পাথরের মাঝখানে রেখে হত্যা করে দিলেন।

وحَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ «يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ» ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

৪২১৫। ইবনে হারিস ও ইবনে ইদরিস, তারা উভয়ে শো'বা থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে ইদরিসের হাদীসের মধ্যে আছে– 'অতঃপর তিনি ইয়াহুদীটির মাথাটিকে দু'টি পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ করে দিলেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ

৪২১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইয়াহুদী ব্যক্তি আনসারের একটি বালিকাকে একখানা আলংকার চুরি করার উদ্দেশ্যে হত্যা করে পরে তাকে একটি পরিত্যক্ত কূপের

মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং পাথর দ্বারা বালিকাটির মাথাটাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। অতঃপর উক্ত ইয়াহুদীটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে আনা হলো এবং তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার নির্দেশ করলেন। পরে (লোকজন) তাকে পাথর নিক্ষেপ করলো, শেষ পর্যন্ত সে মারাই গেলো।

وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله

৪২১৭। ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, মা'মার আমাকে আইয়ুব (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام

حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة

৪২১৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা একটি বালিকাকে এমন অবস্থায় পাওয়া গেছে যে, দু'খানা পাথর দ্বারা তার মাথা পিষিয়ে চূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, কে তোমাকে এমন করেছে? অমুকে অমুকে? অবশেষে তারা এক ইয়াহুদীর আলোচনা করলে, সে মাথা নেড়ে ইশারায় বললো, হাঁ। অতঃপর উক্ত ইয়াহুদীকে ধরে আনা হলো এবং সে স্বীকারও করলো (যে, সে তাকে হত্যা করেছে)। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথাটিকেও পাথর খণ্ড দ্বারা পিষিয়ে চূর্ণ করে দেয়ার নির্দেশ করলেন।

টীকা : কেবলমাত্র বিবাদিনীর দাবীতে কিসাস নেয়া হয়নি, বরং হত্যাকারীর স্বীকারোক্তির দরুনই কিসাস নেয়া হয়েছে। হানাফী আলেমগণের মতে, ধারাল অস্ত্রে নিহত না হলে কিসাস হয় না– অথচ এখানে পাথরের আঘাতে নিহত হওয়ায় কিসাস নেয়া হয়েছে, সুতরাং হানাফীরা বলেন– لاَ قَوَدَ اِلاَّ بِالسَّيْفِ এ হাদীস দ্বারা বর্ণিত হাদীসের বিধান মানসূখ হয়ে গেছে। অথবা এক্ষেত্রে কিসাস হিসাবে শাস্তি দেয়া হয়নি। বরং তাযীর ও শাসন হিসেবে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

কেউ যদি কারোর শরীর বা শরীরের কোনো অঙ্গ দাঁত দিয়ে কামড়ায়, আর এতে দংশনকারীর দাঁত নষ্ট হয়, তাতে জরিমানা দিতে হবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ

৪২১৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া'লা ইবনে মুনীয়াহ্ অথবা তিনি বলেছেন, ইবনে উমাইয়া এক ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করলে, তারা একজন অন্য জনকে দাঁত দিয়ে কাম্ড়ালো। যাকে কাম্ড়াচ্ছে সে তার হাতখানা দংশনকারীর মুখ থেকে জোরে টেনে বের করতেই (দংশনকারীর) দুটো দাঁত পড়ে যায়। ইবনে মুসান্না বলেন, সম্মুখস্থ দাঁত দু'টি। পরে তারা উভয়ে তাদের বিবাদের মোকদ্দমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের একজন অন্যজনকে এমনভাবে কামড়িয়েছে, যেমন পুরুষ উট কামড়িয়ে থাকে। (সুতরাং চলে যাও) এজন্যে তুমি কোনো (দীয়াত) রক্তমূল্য পাবে না।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৪২২০। ইবনে ই'য়ালা, ই'য়ালার উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ

৪২২১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অন্য আর এক ব্যক্তির বাহু কামড়ে দিয়েছে। এতে সে জোরে তার বাহুখানা টানতেই দংশনকারীর সম্মুখস্থ দাঁত দু'টি পড়ে যায়। পরে তাদের মোকদ্দমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলে, তিনি মোকদ্দমা বাতিল করে দেন এবং বললেন, তুমি কি তার গোশ্‌ত খেতে চেয়েছিলে?

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

৪২২২। সাফ্‌ওয়ান ইবনে ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি ই'য়ালার এক মজদুরের বাহু কামড়ে দেয়, তাতে সে এমন জোরে বাহু টেনে নিলো যে, এতে দংশনকারীর সম্মুখস্থ দাঁত দু'টি পড়ে যায়। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের বিবাদের মোকদ্দমা পেশ করা হলে, তিনি তার দাঁতের রক্ত বিনিময় বাতিল করে দেন এবং বললেন, তুমি কি তাকে পুরুষ উটের মতো কামড়াতে চাচ্ছো?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا

৪২২৩। ইম্‌রান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির হাত কামড়ে দেয়। সে তার মুখ থেকে এমন জোড়ে হাত বের করে আনলো যে, তাতে তার সম্মুখস্থ দাঁত দু'টি পড়ে যায়। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর নালিশ গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদীকে বললেন, তুমি কী বলতে চাও? তুমি কি একথা বলতে চাও যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে এ নির্দেশ করবো যে, সে তার হাতখানা তোমার মুখের ভেতর দিয়ে রাখুক আর তুমি পুরুষ উটের

ন্যায় তার হাতখানা কাম্‌ড়াতে থাকো? পরে তিনি (দংশনকারীর ওপর রাগ করে বিবাদীকে) বললেন, আরে ভাই! তোমার হাতখানা তার মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে রাখো, আর সে তা খুব কামড়াতে থাকুক, পরে হয় বের করে আনবে? (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ আচরণ, আবার সেটার বিচারপ্রার্থী হওয়া, সবকিছুকে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে উপেক্ষা করেছেন।)

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ «يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ» قَالَ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

৪২২৪। সাফওয়ান ইবনে ই'য়ালা ইবনে মুনীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, অথচ সে অন্য আর এক ব্যক্তির হাত কামড়িয়েছে। আর সে ব্যক্তি যখন জোরে তার হাতখানা টেনে নিয়েছে, তখন এ ব্যক্তির সম্মুখস্থ দাঁত দু'টি পড়ে গেলো। অর্থাৎ যে হাত কামড়িয়েছে, তার দাঁত পড়ে গেছে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ রক্তপণের দাবী বাতিল করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, তুমি কি এটা চাচ্ছো যে, পুরুষ উট যেভাবে কামড়ায় তুমিও তার মতো ঐ ব্যক্তিকে কামড়াতে থাকবে?

حدثنا أَبُو بَكْرِ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ «قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ» فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ

৪২২৫। আতা (রা) বলেন, সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা ইবনে উমাইয়া তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আতা বলেন, ই'য়ালা বলেছেন, উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটাই আমার সবচেয়ে মযবুত ও নির্ভরযোগ্য আমল বলে আমি মনে করি। পরে আতা বলেন, সাফ্‌ওয়ান বলেছেন, ই'য়ালা বলেন, আমার এক মজদুর ছিলো। একদা সে এক ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করলো। ফলে তাদের একজন অপর জনের হাত কামড়ে চিবিয়ে দিলো। আতা বলেন, সাফ্‌ওয়ান আমাকে বলেছেন যে, তাদের দু'জনের কে কার হাত কামড়ে দিয়েছে তার জানা নেই। তবে যার হাত কামড়ে দিয়েছে, সে দংশনকারীর মুখের ভেতর থেকে এমন জোরে হাত টেনে বের করলো যে, ফলে দংশনকারীর সম্মুখস্থ দাঁত দু'টির একটি উপড়ে গেলো। অবশেষে তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে মোকদ্দমা দায়ের করলে, তিনি তার দাঁতের রক্তপণ (দীয়াত) বাতিল করে দিলেন।

وحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪২২৬। ইসমাঈল ইবনে ইব্‌রাহীম (রা) বলেন, ইবনে জুরাইজ আমাকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

দাঁত এবং এ জাতীয় জিনিসের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ وَاللّٰهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللّٰهِ قَالَتْ لَا وَاللّٰهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ

৪২২৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় রুবাঈ-এর বোন উম্মু হারিসা এক লোকের উপর কিছু আঘাত করে। পরে তারা (আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আপনজনেরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর মোকদ্দমা পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিসাস, কিসাস (প্রতিশোধ) নিতে হবে। তখন উম্মু রুবাঈ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক (নারী) থেকে কি সত্যই প্রতিশোধ নেয়া হবে? আল্লাহ্র কসম! তার থেকে কিসাস নেয়া যাবে না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে উম্মু রুবাঈ! কিতাবুল্লাহ তো কিসাসের হুকুম দেয়। সে আবারও বললো, আল্লাহর কসম! তার থেকে কখনও কিসাস নেয়া যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, সে (উম্মু রুবাঈ) বার বার সে কথাই বলতে থাকলো! অবশেষে বাদীপক্ষ দীয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করতে রাযী হলো। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দাহ্ আছে যারা তার ওপর ভরসা রেখে কসম খেলে তিনি তাদের কসমের সম্মান রক্ষা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

কোন্ কাজে মুসলমানের প্রাণ বধ করা বৈধ, এর বর্ণনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

৪২২৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমান (ব্যক্তি) এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো 'ইলাহ্' (মা'বুদ) নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ সা.) নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। এমন ব্যক্তির রক্ত (জান) তিন কাজের যে কোনো একটি করা ব্যতীত হালাল (বৈধ) নয় ঃ বিবাহিত অবস্থায় যিনায় লিপ্ত হওয়া, (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করা এবং দীনত্যাগী মুসলমানদের জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্নকারী মুরতাদ হওয়া।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ

حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ

ابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪২২৯। সুফিয়ান ও আলী ইবনে খাশ্‌রাম তারা উভয়ে বলেন, ঈসা ইবনে ইউনুস আমাদেরকে বলেছেন, তারা সকলে আ'মাশ থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى «وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ» قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةَ «شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ» وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ

৪২৩০। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোনো 'ইলাহ্' নেই, কোনো মুসলমান ব্যক্তির রক্ত (প্রাণ বধ করা) বৈধ নয়, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নেই, আর আমি (মুহাম্মাদ) নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। অবশ্য তিন সম্প্রদায়ের লোকের প্রাণ বধ করা হালাল। তারা হলো ঃ ইসলামত্যাগী মুরতাদ– মুসলমানের জমায়াত থেকে বিচ্ছিন্নকারী অথবা বলেছেন, 'আল-জামায়াত' থেকে বিচ্ছিন্নকারী। আহমাদের সন্দেহ; বিবাহিত যিনাকারী (ব্যভিচারী) এবং জানের বদলে জান। আ'মাশ বলেন, আমি উক্ত হাদীসটি ইব্‌রাহীমকে বর্ণনা করলে, তিনি আমাকে আসওয়াদের মাধ্যমে আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ

৪২৩১। আ'মাশ থেকে উল্লিখিত দু'টি সিলসিলায়ই সুফিয়ানের হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসের মধ্যে 'লা ইলাহা গাইরুহু'– 'সে সত্তার কসম! যিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই'– এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

যে ব্যক্তি হত্যার রীতি চালু করলো, তার গুনাহ্র অবস্থা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ» قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

৪২৩২। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখনই কোনো ব্যক্তিকে না-হক হত্যা করা হয়, তখনই তার খুনের একটি অংশ আদমের প্রথম ছেলের (কাবীলের) ওপরও বর্তায়, কেননা সে-ই হত্যার রীতি প্রথম চালু করেছে।

টীকা ঃ হাদীসে হত্যার কথা উল্লেখ থাকলেও সমস্ত উলামাদের মতে এটা কেবলমাত্র এর মধ্যে সীমিত নয়। বরং যে কেউ কোনো মন্দ কাজের প্রতিষ্ঠা করলো বা খারাপ রীতি চালু করলো– চাই তা কথার দ্বারা কিংবা লিখার দ্বারা অথবা সংস্থা বা সংগঠনের দ্বারা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন। যতদিন তা চালু থাকবে কিংবা মানুষ সে মতে কাজ করবে, এর প্রতিষ্ঠাতাও সেই পাপের একভাগ বহন করবে।

وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يَذْكُرَا أَوَّلَ

৪২৩৩। জারীর, ঈসা ইবনে ইউনুস ও সুফিয়ান– তারা সকলে আ'মাশ থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। তবে জারীর ও ঈসার বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'কেননা সে-ই না-হক হত্যার রীতি চালু করেছে'। কিন্তু 'প্রথম' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

পরকালে রক্তপাতের প্রতিশোধ নেয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম এটারই বিচার করা হবে।

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

৪২৩৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা হবে তা হবে রক্তপাত বা হত্যা সম্পর্কিত।[৬]

টীকা ঃ হত্যাযজ্ঞের পরিণাম কিয়ামতের দিন কতইনা ভয়াবহ, এ হাদীস থেকে তা সহজেই অনুমেয়। অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন নামাযের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে সর্বপ্রথম। কিন্তু বর্ণিত হাদীস তার বিপরীত নয়। কারণ, আল্লাহর হকের মধ্যে নামাযের বিচার হবে সর্বপ্রথম এবং বান্দার হকের মধ্যে রক্তপাতের বিচার হবে সর্বপ্রথম।

حدثنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ «يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ» ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ يُقْضَى وَبَعْضُهُمْ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ

৪২৩৫। মুয়ায, ইবনুল হারিস, মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ও ইবনে আবু আদী– এরা সকলে শো'বা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদের)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেন। অবশ্য তাদের কেউ শো'বা থেকে বর্ণনা করেছেন,

'ইউক্‌যা'। আর কেউ বর্ণনা করেছেন 'ইউহ্‌কামো বাইনান্নাস'। কিন্তু অর্থের দিক থেকে দুইয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

রক্ত, ইজ্জত-আব্রু ও ধনসম্পদ মহা সম্মানিত।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي «وتقاربا في اللفظ» قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم «قال محمد وأحسبه قال» وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا «أو ضلالا» يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت. قال ابن حبيب في روايته ورجب مضر وفي رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي

৪২৩৬। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন যামানা ও কাল যেরূপ ছিলো, এখন চক্রাকারে ঘুরে তার সেই আসলরূপে আবার ফিরে এসেছে।

বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত বা পবিত্র। তিন মাস একসাথে পরপর যুল্‌কাদা, যুল-হাজ্জা ও মুহাররম এবং মুদার গোত্রের রজব মাস, যা জুমাদাল আখের ও শা'বানের মধ্যে অবস্থিত। অতঃপর তিনি বললেন, (তোমরা কি বলতে পারো) এটি কোন্ মাস? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন, এমন কি আমরা ধারণা করে বসলাম, তিনি হয়তো এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি যিল্‌হাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম হাঁ, এটি যিল্‌হাজ্জ মাস। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহ্‌র? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন, এমন কি আমাদের ধারণা হলো হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি মহাসম্মানিত শহর নয়? আমরা সবাই বললাম, জী হাঁ, এটা মহা সম্মানিত শহর। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ দিন? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তখন তিনি আবারও কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। আমাদের ধারণা হলো, হয়তো তিনি এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখবেন। পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি কোরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, জী হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল-সম্পদ,– বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ (ইবনে সীরীন) বলেছেন, আমার ধারণা তিনি এটাও বলছেন, এবং তোমাদের ইজ্জত-আব্‌রু তেমনি মহান ও পবিত্র, যেমনি পবিত্র তোমাদের এই দিন, এ শহরের মধ্যে, এ মাসের মধ্যে। আর অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত লাভ করবে তখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তোমাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট (অন্য হাদীসে আছে কাফের) হয়ে পরস্পরের হত্যা আর রক্তপাত করতে শুরু করো না। ভালোভাবে শুনে নাও! এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা অবশ্যই যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট এসব কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ কোনো কোনো উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবতঃ তার চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারীর নিকট পৌঁছাতে পারে। অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা বলতো, আমি কি তাহলে সবকিছু তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? ইবনে হাবীব তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, 'এবং মুদার গোত্রের রজব'। আর আবু বাক্‌রের বর্ণনায় রয়েছে, 'আমার পরে তোমরা (কুফরের দিকে) ফিরে যেও না'।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ

سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا
اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ قُلْنَا بَلَى يَارَسُولَ اللهِ
قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا
فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ
مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا

৪২৩৭। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যখন এ দিন আসলো অর্থাৎ যিলহাজ্জের দশম দিন (ইয়াওমে মিনা) তখন তিনি তার উষ্ট্রীর (কাস্‌ওয়ার) ওপর চড়ে বস্‌লেন। এ সময় এক ব্যক্তি (হযরত বেলাল রা.) তার উষ্ট্রীর লাগাম ধরে আছেন। এ সময় তিনি বললেন, তোমরা কি অবগত আছো যে, আজকের এ দিনটি কোন্‌ দিন? তারা সকলে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশী অবগত। এমনকি আমরা ধারণা করে বসলাম, সম্ভবতঃ অচিরেই এ দিনের বর্তমান নাম পাল্টিয়ে নতুন আর এক নাম রাখবেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা সকলেই বললাম, হ্যাঁ, এটা কুরবানীর দিন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পরে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন্‌ মাস? আমরা সবাই বলে উঠলাম, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি 'যিল্‌হাজ্জ' মাস নয়? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা এটি কোন্‌ শহর? আমরা সকলে বললাম, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে অধিক অবগত। এমন কি তখন আমরা ধারণা করলাম সম্ভবতঃ অচিরেই তিনি এর নাম পরিবর্তন করে নতুন কোনো নাম ঘোষণা করবেন। তিনি বললেন, এটা কি পবিত্র ও মহাসম্মানিত (মিনা কিংবা মক্কাভূমি) শহর নয়? আমরা সকলে বললাম, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তারপর তিনি বললেন, তোমাদের এ মহাসম্মানিত দিনে, এ মহাসম্মানিত মাসে এ শহরটি যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, তেমনি তোমাদের রক্ত, মাল-সম্পদ ও মান-ইজ্জতকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের জন্যে মহাসম্মানিত ও পবিত্র করে দিয়েছেন। তোমাদের এখানে উপস্থিত লোকেরা যেন এ সমস্ত কথাগুলো অনুপস্থিত লোকদের কাছে অবশ্যই পৌঁছিয়ে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঐতিহাসিক ভাষণ শেষ করে তিনি সাদা-কালো মিশ্রিত বর্ণের দু'টি মেষ ও একটি বক্‌রীর কাছে গেলেন এবং সেগুলোকে যবেহ্‌ করে আমাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه «أو قال بخطامه» فذكر نحو حديث يزيد بن زريع

৪২৩৮। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যখন এ দিন (কুরবানীর দিন) আসলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উষ্ট্রীর ওপর বসলেন, এ সময় এক ব্যক্তি (বেলাল রা) তাঁর উটের লাগাম ধরে রাখলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াযিদ ইবনে যুরায়ঈর বর্ণিত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن ابن أبي بكرة ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قالا حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة باسناد يحيى بن سعيد «وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن» عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا وساقوا الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وأعراضكم ولا يذكر ثم انكفأ إلى كبشين وما بعده وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد

৪২৩৯। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক খুত্‌বা (ভাষণ) দিলেন। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? অতঃপর হাদীসের বাকী অংশটুকু ইবনে আওনের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই। তবে 'তোমাদের মান-ইজ্জত' এবং 'অতঃপর দু'টি মেষ-বক্‌রীর দিকে গেলেন' এবং এর পরবর্তী অংশটুকু উল্লেখ করেননি। আর এ কথাও বলেছেন, তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ তোমাদের এই দিন, এ

মাস ও এ শহরের মতই ততদিন পর্যন্ত মহান ও মর্যাদাসম্পন্ন, যতদিন না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাক্ষাত লাভ করবে। আচ্ছা বলতো! আমি কি সবকিছু তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি? তারা সকলে বললো, হ্যাঁ, আপনি সবকিছু পৌঁছিয়েছেন। এ সময় তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাকো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০.

হত্যার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য। নিহত ব্যক্তির অলি-ওয়ারিশদেরকে কেসাস গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া এবং পরে ক্ষমা প্রার্থনা করা একটি উত্তম কাজ।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هٰذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ « فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ » قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَالِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي قَالَ فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ يَانَبِيَّ اللهِ « لَعَلَّهُ قَالَ » بَلَى قَالَ فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ

৪২৪০। আল্‌কামা ইবনে ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য আর এক ব্যক্তিকে রশি দ্বারা বেঁধে টেনে নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তাকে হত্যা করেছো? (সে কিছু বলার পূর্বে, যে ব্যক্তি তাকে বেঁধে নিয়ে আসছে) সে বললো, যদি সে স্বীকার না করে তবে আমি আমার দাবীর পেছনে প্রমাণ পেশ করতে পারবো। তখন ঐ ব্যক্তি বললো, হাঁ আমিই তাকে হত্যা করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপে তাকে হত্যা করেছো? সে বললো, আমি এবং সে এক বৃক্ষ থেকে পাতা ঝাড়ছিলাম। এমন সময় সে আমাকে গালি দেয়, তাতে আমি এতো ক্রুদ্ধ হই যে, আমার কুড়াল দ্বারা আমি তার মাথার পাশে আঘাত করি। এভাবে আমি তাকে হত্যা করি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার নিজের পক্ষ থেকে আদায় করার মতো কোনো সম্পদ তোমার কাছে আছে কি? সে বললো, আমার এ চাদর ও এ কুড়ালখানা ব্যতীত আমার কাছে আর কিছু নেই। পরে তিনি বললেন, যেয়ে দেখো তোমার গোত্রের লোকেরা তোমার থেকে এ জিনিসগুলো খরিদ করে কিনা? উত্তরে সে বললো, আমি আমার গোত্রের লোকদের কাছে এ জিনিসগুলোর চেয়েও নিকৃষ্ট মানের। তার এ কথার পর নবী (সা) বাদী পক্ষের দিকে তার রশিটা নিক্ষেপ করে দিলেন এবং বললেন, তুমি তোমার এ আসামীকে নিয়ে যাও। পরে ঐ লোকটি তাকে নিয়ে রওয়ানা হলো। যখন সে চলে গেলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে এ ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে সেও এর মতো হয়ে গেলো। অতঃপর লোকটি ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি না কি বলেছেন, যদি সে এ ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে সেও তার মতো হয়ে গেলো, অথচ আমি আপনার নির্দেশেই তাকে ধরে এনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এ কামনা করো যে, সে তোমার ও তোমার সঙ্গীর পাপ নিয়ে ফিরে যাক। সে বললো, হে আল্লাহর নবী, হাঁ আমি তাই কামনা করি। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা এমনই হবে। এ কথা বলে সে হাত থেকে রশিখানা নিক্ষেপ করে তার পথ মুক্ত করে দিল। অর্থাৎ তাকে ছেড়ে দিল।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى عَنْهُ

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى

৪২৪১। আল্‌কামা ইবনে ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো, যে অন্য আর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। আর নিহত ব্যক্তির ওলি-ওয়ারিশরা তার থেকে কিসাস নেয়ার জন্যে উদ্যত হলো এবং তাকে নিয়ে চললো। আর তার গলায় একখানা রশি লাগানো ছিল। তদ্বারাই তাকে টেনে নিয়ে গেলো। যখন সে চলে গেলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই দোযখী। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর জনৈক ব্যক্তি এসে উক্ত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্তব্যটি (কথাটি) জানালে, তখনই সে উক্ত আসামীকে ছেড়ে দিল। ইসমাঈল ইবনে সালেম বলেন, আমি উক্ত হাদীসটি হাবীব ইবনে সাবিতকে বললে, তিনি বললেন, ইবনে আশ্‌ওয়া আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে অস্বীকার করেছে।

টীকা ঃ হত্যাকারী এ জন্যে জাহান্নামী, সে একট পবিত্র প্রাণ হত্যা করেছে। আর নিহত ব্যক্তি তাকে হত্যা করার জন্যে তার অন্তরে লালসা ও সংকল্প রেখেছিল। এ হাদীস থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, গুনাহের কাজের দৃঢ় সংকল্প করাও গুনাহ। এটাই অধিকাংশ আলেমদের অভিমত। আর হাদীসের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, কিসাস দ্বারা হত্যার পাপ সমূলে মোচন হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

গর্ভবতী ভ্রূণ হত্যার রক্তমূল্য এবং ভুলবশতঃ ও ভারী অস্ত্রদ্বারা হত্যা করার দীয়াত (রক্তমূল্য) অপরাধীর 'আকেলা'দের (পিতার দিক থেকে আত্মীয়-স্বজন) ওপরই ওয়াজিব।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

৪২৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুসাইন গোত্রের দুই মহিলা (পরস্পর লড়াই করার প্রাক্কালে)– এক মহিলা অন্য মহিলার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে, যার ফলে

অপর মহিলাটির গর্ভপাত ঘটে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দিলেন যে, ভ্রূণ হত্যাকারিণী মহিলার একটি কৃতদাস অথবা কৃতদাসী (রক্তমূল্য হিসেবে) দিতে হবে।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها

৪২৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী লেহ্ইয়ান গোত্রের জনৈকা মহিলার গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করার ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন যে, হত্যাকারীর একটি কৃতদাস বা কৃতদাসী দীয়াত (রক্তমূল্য) দিতে হবে। কিন্তু যে মহিলার দাস বা দাসী দেয়া কর্তব্য ছিল সে মরে গেল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ফায়সালা জারি করলেন যে, তার মীরাস তার সন্তান এবং স্বামী পাবে এবং দীয়াত তার আসাবাদেরকে আদায় করতে হবে।

وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ح وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع

৪২৪৪। ইবনুল মুসাইয়াব ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, হুযাঈল গোত্রের দু' মহিলা পরস্পর লড়াই করল এবং তাদের একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করলো। যার ফলে সে ও তার গর্ভস্থ ভ্রূণের সন্তান নিহত হলো। অতঃপর হত্যাকারী ও নিহতের আত্মীয়রা উভয় পক্ষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাদের মোকদ্দমা দায়ের করলো। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় প্রদান করলেন যে, গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্তমূল্য হচ্ছে একজন কৃতদাস বা একজন কৃতদাসী এবং নিহত মহিলার রক্তমূল্য হত্যাকারিণী মহিলার আসাবাগণ (নিকটতম আত্মীয়) কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে। আর সে মহিলার সন্তান ও তাদের সঙ্গে যারা অংশীদার রয়েছে তারা তার সম্পদের মীরাস পাবে। এ সময় উক্ত হুযাঈল গোত্রের হাম্‌ল ইবনে নাবেগা নামক এক ব্যক্তি উক্ত রায়ের প্রতিবাদস্বরূপ একটা শ্লোকাকারে উক্তি করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন্‌ যুক্তিতে আমি এমন এক ভ্রূণ সন্তানের জারিমানা দেবো, যে কিছুই পানও করেনি এবং কিছু খায়ওনি। আর কথাও বলেনি এবং ক্রন্দনও করেনি (অর্থাৎ সে যে একটি প্রাণবিশিষ্ট জীব, এর কোন প্রমাণই পরিলক্ষিত হয়নি)। কাজেই এমন একটি বস্তুর রক্তপণ অহেতুক। তার শ্লোক শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি তো গণক-কবিদের অনুসারী বৈ কিছুই নয় (অর্থাৎ তার এই শ্লোক আবৃত্তির দরুন শরীয়াতের বিধানের পরিবর্তন হবে না)।

وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ وَقَالَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ

৪২৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন মহিলা পরস্পর লড়াই করেছে, এর পর গোটা হাদীসে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'তার সন্তানগণ ও তার সাথে অন্যান্য অংশীদাররা মীরাস পাবে'– এ অংশটুকু উল্লেখ করেননি। আরও বলেছেন ঃ 'অতঃপর কোনো এক বক্তা বলেছেন আমরা কিরূপে দীয়াত বা রক্তপণ আদায় করবো'। হামল ইবনে মালিকের নাম উল্লেখ করেননি ('নাবেগা' তার দাদার নাম। সে ইবনে নাবেগা, অর্থাৎ দাদার দিকে সংযোজিত হয়েই পরিচিত)।

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليهم الدية

৪২৪৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা তার সতীনকে তাঁবুর একটি খুঁটি দ্বারা পিটালো, সে ছিলো গর্ভবতী। এতে সে তাকে মেরেই ফেললো। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত দু' মহিলার একজন ছিলো 'লাহ্‌ইয়ান' গোত্রীয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত মহিলার জন্যে হত্যাকারিণী মহিলাটির আসাবার (নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের) ওপর দীয়াত (রক্তপণ) এবং পেটের ভেতরে যা ছিলো তার জন্যে একটি 'গুর্‌রাহ্' (একটি দাস কিংবা দাসী) ফায়সালা দিলেন। এ সময় হত্যাকারিণী মহিলাটির আসাবা থেকে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমরা কি এমন সন্তানের দীয়াত আদায় করবো, যে কিছুই খায়নি, পানও করেনি, আর একটু শব্দও করেনি? কাজেই এমন জিনিস তো বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি তো গ্রাম্য বেদুইনদের মতো শ্লোক আবৃত্তি করে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওপর দীয়াত আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل قال فقال سجع كسجع الأعراب

৪২৪৭। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক মহিলা তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা হত্যা করলো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে মোকাদ্দমা পেশ করা হলে তিনি হত্যাকারিণী মহিলাটির 'আকেলা' আসাবাদের ওপর রক্তমূল্য আদায় করার ফায়সালা দিলেন। উক্ত নিহত মহিলাটি ছিলো গর্ভবতী সুতরাং তার ভ্রূণ হত্যার জন্যে রায় দিলেন একটি 'গুর্‌রাহ' (একটি দাস অথবা দাসী)। এ সময় তার আসাবা থেকে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমরা কি এমন সন্তানের দীয়াত দেবো, যে (দুনিয়াতে) কিছুই খায়নি, পানও করেনি, এমনকি একটু শব্দ করে কাঁদেও নি। সুতরাং এ জাতীয় কিছু তো বাতুলতা বৈ কিছুই নয়! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি তো গ্রাম্য বেদুইনদের ন্যায় শ্লোক আবৃত্তি করলো (অর্থাৎ তার এ আবৃত্তিকৃত পংক্তি দ্বারা শরীয়াতের বিধান রহিত হবে না)।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمُفَضَّلٍ

৪২৪৮। মান্‌সুর (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় জারীর ও মুফাজ্জালের হাদীসের অর্থ অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِمُ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ

৪২৪৯। শো'বা (রা) মানসুর থেকে উপরে বর্ণিত বর্ণনাকারীদের সিলসিলায় হাদীসের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য শাব্দিক কিছু পার্থক্য রয়েছে : 'তাতে মহিলাটির গর্ভপাত হয়ে গেলো, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে মোকদ্দমা পেশ করা হলে তিনি উক্ত গর্ভের ভ্রূণের দীয়াত একটি 'গুর্‌রাহ্' ফায়সালা দিলেন এবং তা হত্যাকারিণীর ওলি-ওয়ারিশদের ওপরে ধার্য করে দিলেন'। তবে হাদীসের মধ্যে উক্ত মহিলাটির দীয়াতের কথা উল্লেখ করেননি।

وحدثنا أبو بكر بن

أبي شيبة وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم «واللفظ لأبي بكر» قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة

৪২৫০। মিস্ওয়ার ইবনে মাখ্রামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকদের থেকে নারীদের গর্ভপাত {Abortion বা Premature delivey) সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। তখন মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে একটি 'গুর্‌রাহ'– একটি কৃতদাস বা কৃতদাসী ফায়সালা দিয়েছেন। সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমার (রা) বললেন, এমন ব্যক্তিকে পেশ করো যে তোমার সাথে সাক্ষ্য দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাস্‌লামাহ্ (রা) তার সাক্ষ্য দিলেন।

টীকা ঃ 'গুররাহ' ঃ দাস অথবা দাসী যে কোনো একটি দিলেই চলবে। যদি বাচ্চা মায়ের পেট থেকে জীবিত বের হয়ে পরে মারা যায়, তখন পূর্ণ একটি মানুষের রক্ত মূল্য আদায় করতে হবে। সুতরাং যদি ছেলে হয় তাতে একশ' উট আর যদি মেয়ে হয় তবে পঞ্চাশ উট দিতে হবে। অবশ্য উক্ত দীয়াত কার দিতে হবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক বলেন, হত্যাকারী বা অপরাধীই দেবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, আবু হানিফা ও কুফার সমস্ত আলেমদের মতে, হত্যাকারীর (আসাবা) নিকটতম আত্মীয়দের ওপরই তা আদায় করা ওয়াজিব।

ত্রিশতম অধ্যায়

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

কিতাবুল হুদূদ

(দণ্ডবিধিসমূহের বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

চুরির শাস্তি ও তার পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ «وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى» قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

৪২৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনারের (স্বর্ণমুদ্রার) এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক পরিমাণ চুরির দায়ে হাত কাটতেন।

وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ

৪২৫২। মা'মার সুলাইমান ইবনে কাসীর ও ইব্রাহীম ইবনে সা'দ তাঁরা সকলেই যুহ্‌রী (রা) থেকে উক্ত-সিলসিলায় অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ «وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ» قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

৪২৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক পরিমাণ চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

وحدثنى أبو الطاهر وهرون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى «واللفظ لهرون وأحمد» قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرنى مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فما فوقه

৪২৫৪। আম্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘দীনার’ (স্বর্ণমুদ্রার) এক-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে অধিক পরিমাণ মূল্যের (চুরি করা) ব্যতীত হাত কাটা যাবে না।

حدثنى بشر بن الحكم العبدى حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبى بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا

৪২৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, স্বর্ণমুদ্রার (দীনার) এক-চতুর্থাংশ কিংবা ততোধিক পরিমাণ মূল্যের চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحق بن منصور جميعا عن أبى عامر العقدى حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور ابن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد مثله

৪২৫৬। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হাদ (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ

৪২৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় ঢালের চাইতে কম মূল্যের বস্তু চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হতো না। (বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসের মধ্যে 'হাজাফাতুন' অথবা 'তুরসুন' শব্দ দু'টি সন্দেহ স্থলে বলা হয়েছে, কিন্তু অর্থ উভয়টির একই) অবশ্য বস্তু উভয়টিই হচ্ছে মূল্যবান।

টীকা ঃ 'হাজাফাতুন' অর্থ হলো চামড়ার তৈরী ঢাল। একে 'মিজান্নুন'ও বলা হয়। 'তুরসুন' সব ধরনের ঢালকেই বলা হয়, তা যে কোনো বস্তু দ্বারাই তৈরী হোক না কেন।

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أُسَامَةَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ

৪২৫৮। হুমাইদ ইবনে আবদুর রাহমান, আবদুর রহীম ইবনে সুলাইমান ও আবু উসামা- তারা সকলে হিশাম থেকে উক্ত সিলসিলায় হুমাইদেব রাওয়াসী থেকে ইবনে নোমাঈরের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তবে আবদুর রহীম ও আবু উসামার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'সেটি (ঢালটি) সে সময় মূল্যবান বস্তুই ছিলো'।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

৪২৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একখানা ঢাল চুরির দায়ে এক চোরের হাত কেটেছেন, যার মূল্য ছিলো তিন দিরহাম।

حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قالا حدثنا يحيى «وهو القطان» ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل «يعني ابن علية» ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم

৪২৬০। হান্‌যালা ইবনে আবু সুফিয়ান আল্‌ জুমাহী, আব্‌দুল্লাহ্‌ ইবনে উমার, মালিক ইবনে আনাস ও উসামা ইবনে যায়েদ আল-লাইসী, তাঁরা সকলে নাফে'র উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইয়াহ্‌ইয়ার হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন, যা তিনি মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের কেউ বলেছেন, 'কীমাতুহু' এবং কেউ বলেছেন, 'সামানুহু' (অর্থাৎ মূল্য) তিন দিরহাম।

টীকা ঃ কি পরিমাণ মূল্যের মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক ও আহ্‌মাদ বলেন, এক-চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রার অথবা তিন দিরহামের কম মূল্যের বস্তুতে হাত কাটা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশের মূল্যেই কাটা যাবে, এর কমে নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, দশ দিরহামের কম মূল্যের জিনিসে হাত কাটা যাবে না। তবে চুরির শাস্তি হলো হাতকাটা এবং প্রথমে ডান হাত, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ একমত। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে জিনিসের মূল্য কম-বেশী হওয়াটা অসম্ভব নয়। তাই হাদীসের শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

৪২৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই চোরের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত (লা'নত) করেন, যে ডিম অথবা শিরস্ত্রাণ (লৌহনির্মিত টুপি) চুরি করলো এবং তার হাত কর্তিত হলো। আর রশি (দড়ি) চুরি করলো এবং সে জন্যেও হাত কাটা হলো।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى ابْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً

৪২৬২। ঈসা ইবনে ইউনুস থেকে বর্ণিত। তিনি আ'মাশ থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এখানে বলেছেন, আল্লাহর লা'নত যে একটি রশি চুরি করলো এবং একটি ডিম চুরি করলো।

টীকা ঃ কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট না করে অথবা নাম উল্লেখ না করে অভিশাপ দেয়া জায়েয। যেমন 'যালিমের ওপর আল্লাহর অভিশাপ' ইত্যাদি।
'বাইযাহ্' ও 'হাব্ল' অর্থ বিভিন্ন হতে পারে। যেমন, 'বাইযাহ্'– লৌহনির্মিত টুপি এবং 'হাব্ল'– নৌকা সাম্পান বাঁধার রশি। এগুলোর মূল্য দশ দিরহাম বা হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য বস্তুর মূল্যের চাইতে অনেক বেশী। আবার এটাও হতে পারে যে, কেউ প্রথমে ডিম বা সাধারণ রশি চুরি করলো, পরে এ চুরির বদ অভ্যাস তার বিরাট আকারের চুরির কারণ হয়ে হাত কর্তন পর্যন্ত পৌছালো। অথবা চুরির শাস্তি ও পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বের ঘটনা এখানে বর্ণনা হয়েছে। মোটকথা, কোনো গোনাহকে ছোট মনে করা উচিত নয়। কারণ পরে বিরাট ও মারাত্মক পরিণাম ডেকে আনার কারণ হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

সম্ভ্রান্ত ও ইতর (পক্ষপাতহীনভাবে) চোরের হাত কর্তন করা এবং প্রশাসকের নিকট পৌছার পর দণ্ডবিধিতে সুপারিশ করা নিষিদ্ধ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا

مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا وَفِى حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

৪২৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখ্যুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করলো, তা কুরাইশদেরকে অত্যন্ত অস্থির করে তুলেছিলো। লোকেরা বললো, কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলবে, অর্থাৎ সুপারিশ করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় উসামা (ইবনে যায়েদ) ব্যতীত আর কে নির্ভীকতা প্রদর্শন করবে? অতঃপর উসামা (রা) তাঁর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ থেকে কোন এক দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে মানুষেরা! শুনে নাও, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বকার লোকেরা এ জন্যেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের নীতি এই ছিলো যখন তাদের মধ্য থেকে কোনো ভদ্র-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর যখন তাদের মধ্যে কোনো অসহায় দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তারা তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করতো। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদ (সা)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করে তাহলে আমি নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দেবো। 'ইবনে রোম্হিন' তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন, 'তোমাদের থেকে যারা পূর্বে ছিলো, তারা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে'।

টীকা ঃ বিচারকের কাছে পৌছার পূর্বে সুপারিশ করা জায়েয, যদি প্রতিপক্ষের কোনো প্রকারের ক্ষতির আশংকা না থাকে। বরং কোনো ক্ষেত্রে সুপারিশ করা মোস্তাহাব। শরীয়াতের দৃষ্টিতে বিচারে পক্ষপাতিত্ব হারাম। কেননা কোনো মানুষই আইনের তথা শরীয়াতের উর্ধ্বে নয়। সবল-দুর্বল সকলেই সমান।

وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ» قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪২৬৪। নবীপত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে এক মহিলা চুরি করেছিলো এবং তা কুরাইশদেরকে অত্যন্ত অস্থির করে ফেলেছিলো। তারা বললো, কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? তারা আবারও বললো, উসামা ইবনে যায়েদ ব্যতীত আর কে এ নির্ভীকতা প্রদর্শন করবে? কেননা সে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়। অতঃপর উসামা ইবনে যায়েদ উক্ত মহিলাটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো এবং এ ব্যাপারে আলোচনা করলো। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেলো। আর তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ থেকে এক দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? তখন উসামা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্যে আল্লাহর কাছে মাফ চান। অতঃপর বিকেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত প্রশংসা

করলেন এবং পরে বললেন, জেনে নাও! তোমাদের পূর্বকার লোকদেরকে এ জন্যেই ধ্বংস করা হয়েছে যে, যখন তাদের কোনো ভদ্র-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর যখন তাদের মধ্যে কোনো নিরীহ-দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতো। আর আমার অবস্থা হলো এই, সেই সত্তার কসম যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! যদি (আমি) মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দেবো। অতঃপর তিনি উক্ত মহিলাটির হাত কর্তন করার নির্দেশ করলেন, যে চুরি করেছিলো। সুতরাং নির্দেশ মোতাবেক তার হাত কেটে ফেলা হলো। ইউনুস বলেন, ইবনে শিহাব বলেছেন, উরওয়ার বর্ণনা যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ এরপর মহিলাটি উত্তমভাবে তাওবাহ্ করেছে এবং তার বিয়েও হয়েছে। এমনকি সে কোনো প্রয়োজনে আমার কাছে আসলে, আমি স্বয়ং নিজেই তার প্রয়োজনের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতাম।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ

৪২৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখ্যুম গোত্রীয়া এক মহিলা কোনো বস্তু ধার নিয়ে পরে অস্বীকার করলো, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। পরে সে মহিলার পরিবারস্থ লোকেরা এসে উসামার শরণাপন্ন হলো এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উক্ত মহিলাটির ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। এরপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লাইস ও ইউনুসের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ

৪২৬৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনি মাখযুম গোত্রীয়া এক মহিলা চুরি করেছিলো। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হলো। কিন্তু সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা)-এর শরণাপন্ন হয়ে সুপারিশ কামনা করলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি ফাতিমাও হতো তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। অতঃপর উক্ত মহিলাটির হাত কর্তন করা হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

ব্যভিচারীর দণ্ডবিধি সম্পর্কে বর্ণনা।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

৪২৬৭। উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নিকট থেকে তোমরা (আল্লাহর বিধান) নিয়ে নাও, তোমরা আমার থেকে নিয়ে নাও, তোমরা আমার থেকে নিয়ে নাও। (তিনবার বলেছেন) আল্লাহ্ তাদের (ব্যভিচারী নারীদের) জন্যে সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে দিয়েছেন। তা হলো এই ঃ অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর যিনার শাস্তি হলো, একশ' দোর্‌রা (চাবুক) এবং এক বছরের জন্যে দেশান্তর করা। আর বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারীর যিনার শাস্তি হলো (প্রথমে) একশ' দোর্‌রা ও পরে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা।

টীকা ঃ প্রথমে ব্যভিচারী নারীদের ব্যাপারে বিধান ছিলো ঃ যদি তাদের যিনা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন তাদেরকে গৃহের মধ্যে আটক করে রাখো, হয়তো সেখানে তাদের মৃত্যু হবে। অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে কোনো বিধান নাযিল করবেন। অতঃপর রজমের আয়াত নাযিল করে উক্ত আয়াত 'মান্‌সূখ' করে দিয়েছেন। এটাই সমস্ত আলেমর ঐকমত্য। আর খারেজী ও মু'তাযিলী ব্যতীত সমস্ত উম্মাতের অভিমত যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা করা প্রমাণিত হলে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তাদেরকে দোর্‌রাও মারার বিধান যা হাদীসে উল্লেখ আছে, তাও 'রজমের' আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর অবিবাহিত নারী-পুরুষকে এক বছরের জন্যে দেশান্তর করাটা ইমাম শাফেয়ী বলেন ওয়াজিব। কিন্তু হানাফীদের মতে, যদি শাসক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে করেন তা করা যেতে পারে, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য নারীকে দেশান্তর করা কারোর মতে জায়েয নেই।

وحدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪২৬৮। হুশাঈম বলেন, মান্‌সুর আমাদেরকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة ابن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة

৪২৬৯। উবাদা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অহী নাযিল হতো তখন তিনি খুবই অস্থির হয়ে যেতেন। এমনকি তাঁর মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতো। বর্ণনাকারী বলেন, একদা তাঁর ওপর অহী নাযিল হতে থাকলে, তিনি অনুরূপ অবস্থায় পতিত হলেন। পরে যখন সে অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে (আল্লাহর বিধান) নিয়ে নাও। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের (ব্যভিচারী নারীদের) জন্যে বিধান নাযিল করেছেন। তা হলো এই ঃ

বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী এবং অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, বিবাহিতকে (পুরুষ হোক কিংবা নারী) প্রথমে একশ' চাবুক মেরে পরে তাদের উভয়কে পাথর নিক্ষেপ করা হবে। আর অবিবাহিতকে (পুরুষ হোক কিংবা নারী) একশ' চাবুক মেরে পরে এক বছরের জন্যে দেশান্তর করতে হবে। (অবশ্য বিবাহিত নারী বা পুরুষ যিনাকারীকে এক বছরের জন্যে দেশান্তর করার বিধান মানসূখ হয়ে গেছে। এখন কেবলমাত্র রজমের বিধান বহাল রয়েছে।)

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم لا يذكران سنة ولا مائة

৪২৭০। শো'বা ও হিশাম (রা) তাঁরা উভয়ে কাতাদাহ্ থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন, অবশ্য তাদের উভয়ের হাদীসের মধ্যে রয়েছে, অবিবাহিতকে (ছেলে হোক কিংবা মেয়ে) তাদেরকে চাবুক মারা হবে এবং দেশান্তর করতে হবে। আর বিবাহিত (ছেলে হোক অথবা মেয়ে) চাবুক মারা হবে এবং পরে রজম নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু তাদের কেউই 'এক বছর' এবং একশ' এ শব্দগুলো বর্ণনা করেননি।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ

৪২৭১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন এবং নাযিল করেছেন তাঁর ওপর পবিত্র কিতাব (আল-কুরআন)। তন্মধ্যে আল্লাহ্ নাযিল করেছেন তাঁর ওপর রজমের আয়াতও যা আমরা পাঠ করেছি, সংরক্ষণ করেছি এবং সুস্পষ্টভাবে তার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করেছি। সে অনুপাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও (ব্যভিচারীকে) রজম করেছেন এবং তাঁর লোকান্তরে আমরাও (এমন অপরাধীকে) পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, মানুষের ওপর দীর্ঘ যুগ (সময়) অতিবাহিত হবে, অবশেষে কোনো ব্যক্তি এ উক্তি করে বসবে যে, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে (ব্যভিচারীর শাস্তি) রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করার বিধান তো আমরা পাইনি। ফলে আল্লাহর একটি (বিধান) ফরয বর্জন করার দরুন তারা সবাই পথভ্রষ্ট ও গোম্‌রাহ হবে। অথচ আল্লাহ

তা নাযিল করেছেন। সাবধান! নিশ্চিত জেনে রেখো রজমের বিধান নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাবে সত্য ও অবধারিত সে ব্যক্তির ওপর যে বৈবাহিক জীবন যাপন করার পর যিনা করলো এবং এর প্রমাণও পাওয়া গেলো। চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। অথবা নারীর অবৈধ গর্ভ প্রমাণিত হলে কিংবা স্বীকারোক্তি করলে (মোটকথা এ তিনটির যে কোনো একটি পাওয়া গেলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে)।

টীকা ঃ আল্লাহর কালাম ঃ "বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিত নারী যখন যিনা করে তখন (সাক্ষ্য-প্রমাণের পর) তাদের উভয়কে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করো।" বিশেষজ্ঞ আলেমগণ, ফকীহ্ ও তাফ্সীরবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উল্লিখিত আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু এর হুকুম ও বিধান যথারীতি বহাল আছে ও কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ বিধানের ওপরই ইজমায়ে উম্মাত, তথা ইজ্মায়ে সাহাবায়ে কেরাম।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৪২৭২। সুফিয়ান (রা) যুহ্রী থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وحدثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ ابْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

৪২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। এ সময় তিনি মসজিদের ভেতরেই ছিলেন। তার কথা শুনে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর সে সরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে মুখ ফিরিয়েছেন, সেদিক থেকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আবারও বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শেষ পর্যন্ত সে চারবার উক্ত কথাটি পুনরাবৃত্তি করলো। যখন সে চারবার স্বীয় দেহের ওপর সাক্ষ্য দিলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি পাগল?* (অর্থাৎ তুমি কি কাণ্ডজ্ঞানহীন? কারণ তোমার এ কথার পরিণাম তো নিজের ধ্বংসই সুনিশ্চিত) সে বললো, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এ ব্যক্তিকে নিয়ে যাও এবং তাকে পাথর নিক্ষেপ করো। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, উক্ত লোকটিকে যারা পাথর নিক্ষেপ করেছিলো আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (মদীনার কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকী'সংলগ্ন) জানাযার নামায পড়ার নির্দিষ্ট স্থানে আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলাম। কিন্তু যখন তার শরীরে পাথরের আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিলো তখন সে দৌড়ে পলায়ন করলো। তবে আমরা 'হার্‌রা'** নামক স্থানে তাকে ধরে ফেললাম এবং সেখানেই তাকে কংকর মেরে নিঃশেষ করে দিলাম।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, লাইস ও আবদুর রাহমান ইবনে খালিদ ইবনে মুসাফির, ইবনে শিহাব (র) থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ* কোনো লোক স্বজ্ঞানে এমন কাজ করতে পারে না, যার পরিণামে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে। সাধারণতঃ এমনটি হওয়া অসম্ভব। তাই তিনি তার প্রকৃত অবস্থাটি যাচাই করার জন্য এ কথাগুলো বলেছিলেন। অথবা এও হতে পারে যে, তাঁর ইচ্ছে ছিলো সে যেন তার কথা থেকে ফিরে যায়। কেননা অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'যতটুকু সম্ভব দণ্ডবিধি প্রয়োগ না করারই নির্দেশ।' সামান্য পরিমাণে সন্দেহ শাস্তিকে রহিত করে দেয়। প্রকৃত বিচারক তো হচ্ছেন আল্লাহ তায়া'লা। তবুও দুনিয়াতে তা প্রয়োগ করতে হয় কেবলমাত্র শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে। তবে গোটা হাদীস থেকে এ সবক শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, একজন মুমিনের কাছে পরকালের শাস্তির চেয়ে দুনিয়ার শাস্তি অতীব নগণ্য ধারণা হওয়া উচিত।

** কালো পাথর বিশিষ্ট মরুভূমিকে 'হাররা' বলা হয়। এ পাথরগুলো সাধারণতঃ পিচ্ছিল হয়ে থাকে। ঘোড়ার পাও তাতে পিচ্ছিল খেয়ে যায়। খন্দকের যুদ্ধের সময় তাই এ বিরাট এলাকায় পরিখা খনন করতে হয়নি। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'আল-মাদীনাতু-বাইনাল হার্‌রাতাইনে'। কাজেই বলা যায়, এটা কুদরতী হেফাযত ব্যবস্থা মদীনার জন্যে।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ

الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ

৪২৭৪। ইবনে শিহাব (র) বলেন, যে ব্যক্তি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি অনুরূপই বলেছেন, যেভাবে উকাইল বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

৪২৭৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উকাইলের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন, যা তিনি যুহরী থেকে এবং তিনি সাঈদ ও আবু সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ قَالَ لَا وَاللّٰهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ أَمَا وَاللّٰهِ إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ

৪২৭৬। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মায়ে'য ইবনে মালিককে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হলো তখন আমি দেখেছি একেবারে খাটো বামন শক্ত দেহবিশিষ্ট একটি মানুষ। মনে হচ্ছে, শরীরের এক অঙ্গ

আরেক অঙ্গের ভেতরে ঢুকে রয়েছে। গায়ের উপর কোনো চাদর বস্ত্র কিছুই নেই। সে নিজের দেহের ওপর নিজেই চারবার সাক্ষ্য দিলো যে, সে যিনা করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সম্ভবত তুমি চুমু খেয়েছো বা খারাপ উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ করেছো (অর্থাৎ সে উক্ত কথা থেকে ফিরে যাক্ এমন কিছু ইঙ্গিত করতে চাইলেন)। কিন্তু সে বললো, না। বরং সে দৃঢ়তার সাথে বললো, যে কাজকে যিনা বলে, সে উক্ত চূড়ান্ত যিনায়ই লিপ্ত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যাই করা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ সাবধান! যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে চলে যাই, তখন তাদের কেউ কেউ পেছনে থেকে যায়, অভিযানে অংশ নেয় না। তখন তার কাম-প্রবৃত্তি ষাঁড়ের মতো শব্দ করে চাঙ্গা হয়ে সুরসুরি দিয়ে ওঠে, অবশেষে সামান্য দুগ্ধ প্রদানকারিণীর পেছনে দৌড়ায়। জেনে নাও, আল্লাহর কসম! যদি আমি তাদের এমন কাউকে ধরতে পারি, তাহলে তাকে এমন সাজা দেবো, তা যেন অন্যদের জন্যে উদাহরণ ও দৃষ্টান্তে পরিণত হয়।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

وَابْنُ بَشَّارٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا ، أَوْ نَكَّلْتُهُ ، قَالَ فَحَدَّثْتُهُ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

৪২৭৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো, উশ্‌কো খুশকো হাল, খাটো-বামন এবং শক্ত দৈহিক গঠন। পরনে একখানা মাত্র কাপড়। তার কথা যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দু'বার ফিরিয়ে দিয়েছেন। পরে নির্দেশ করলে, তাকে রজম করা হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাই, তখন তোমাদের কেউ ষাঁড়ের মতো আওয়াজ তুলে দু'এক ফোটা সামান্য দুধ নিয়ে

(নারীদের পেছনে) দৌড়ায়। অর্থাৎ পুরুষত্ব বা কাম প্রবৃত্তি যা আছে, তা হচ্ছে নামে মাত্র। কিন্তু আওয়াজ ও আচরণ, তা হচ্ছে ষাঁড়ের মতো। নিশ্চয়ই আল্লাহ যদি তাদের কাউকে আমার হাতের মুঠোয় এনে দেন, তাহলে তাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবোই। (বর্ণনাকারী) জাবির ইবনে সামুরা বলেন, আমি উক্ত হাদীসটি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে বর্ণনা করলে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে চারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

৪২৭৮। শাবাবা ও আবু 'আমের আল আকাদী (রা) তারা উভয়ে বর্ণনা করেছেন শো'বা থেকে, তিনি সিমাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনে জাফরের হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন। তবে শাবাবা তাঁর 'দু'বার ঐ লোকটিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন' এ কথার সাথে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু আবু 'আমেরের হাদীসে রয়েছে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দু' অথবা তিনবার ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ «وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ» قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ، بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

৪২৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয ইবনে মালিক-কে বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে তা কি সত্য? সে বললো, আমার সম্পর্কে আপনার কাছে কি সংবাদ পৌঁছেছে, তিনি বললেন, আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি অমুক পরিবারের বাদীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয়েছো? সে বললো, হাঁ, সংবাদটি সত্য। সে স্বীয় দেহের ওপর চারবার সাক্ষ্য দিলো। পরে তার সম্বন্ধে তিনি নির্দেশ করলেন। অতঃপর তাকে রজম করা হলো।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ قَالَ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ «يَعْنِي الْحِجَارَةَ» حَتَّى سَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ أَوَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ

৪২৮০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রীয় এক ব্যক্তি, যে মায়েয ইবনে মালিক নামে পরিচিত, সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, (হে আল্লাহ্র রাসূল!) আমি যিনায় (কু-কর্মে) লিপ্ত হয়েছি। সুতরাং আমার ওপর বিধান প্রয়োগ করুন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কয়েকবার ফিরিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তার সম্পর্কে তার গোত্রের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন (অর্থাৎ সে মাতাল-পাগল কিংবা মতিভ্রম কিনা)। তারা সকলে বললো, তার মাথায় কোনো দোষ আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে তার যা অবস্থা বর্তমানে আমরা দেখছি, তা হলো এই, যে পর্যন্ত না তার ওপর শাস্তি (দণ্ড) প্রয়োগ করা হবে, সে পর্যন্ত সে তার পূর্বকথা থেকে বিরত হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, পরে সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে, তিনি আমাদেরকে হুকুম করলেন এবং আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা (মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান) বাকীয়ে গার্কাছ-এর দিকে তাকে নিয়ে গেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাকে বাঁধিও নি এবং তার জন্যে গর্তও খুঁড়িনি। আমরা তাকে হাড়, মাটির ঢেলা এবং ইটের খণ্ড ইত্যাদি নিক্ষেপ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে দৌড়ে পালাতে লাগলো, আর আমরাও তার পেছনে পেছনে দৌড়ালাম। অবশেষে সে

হাররা নামক স্থানের পাশে এসে থেমে গেলো, তখন আমরা ভারী বড় পাথর তাকে নিক্ষেপ করলাম, শেষ পর্যন্ত সেখানেই সে নীরব হয়ে গেলো। (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করলো।) বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সেদিন অপরাহ্নে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আমরা যুদ্ধ অভিযানে চলে যাই, তখন কোনো ব্যক্তি আমাদের পরিবার-পরিজনদের (রক্ষণাবেক্ষণের জন্য) পেছনে থাকে আর সে ষাঁড়ের মত আওয়াজ দিয়ে ছুটে বেড়ায়। তবে জেনে নাও এমন কোন ব্যক্তিকে ধরে আনা হলে, আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবোই। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য আল্লাহর কাছে ইস্‌তিগ্‌ফারও (মাফ) চাইলেন না এবং তাকে মন্দ বা গালি-গালাজও করলেন না।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ وَلَمْ يَقُلْ فِي عِيَالِنَا

৪২৮১। দাউদ উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসের মধ্যে এ কথাও বলেছেন ঃ 'পরে সেদিন অপরাহ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআ'লার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। পরে বললেন, জেনে নাও! মানুষদের কি হলো? যখন আমরা যুদ্ধ অভিযানে বের হই তখন আমাদের কেউ ষাঁড়ের মতো আওয়াজ দিয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। তবে "আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে থাকে"– এ বাক্যটি বলেননি।

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ

ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

৪২৮২। আবু যায়েদা ও সুফিয়ান– তারা উভয়ে দাউদ থেকে উক্ত সিলসিলায় হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ানের হাদীসের মধ্যে আছে, 'সে ব্যক্তি তিন বার স্বীকার করেছে যে, সে যিনায় লিপ্ত হয়েছে'।

وحدثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ الهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَعْلَى « وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ المُحَارِبِيُّ » عَنْ
غَيْلاَنَ « وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ المُحَارِبِيُّ » عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ
ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ
ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتَّى إِذَا
كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَ أُطَهِّرُكَ فَقَالَ مِنَ الزِّنَى فَسَأَلَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِهِ جُنُونٌ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ أَشَرِبَ خَمْرًا فَقَامَ
رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزَنَيْتَ فَقَالَ
نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ
يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذٰلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ
اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ
لَوَسِعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكِ
ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
قَالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَ آنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ
قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ

وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذًا لاَ نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ فَرَجَمَهَا

৪২৮৩। সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা মায়েয ইবনে মালিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করে নিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুন! ফিরে যাও, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর কাছে তাওবাহ করো। সে অনতিদূরে গিয়ে আবার পুনরায় ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের মতই বললেন। অবশেষে যখন সে চতুর্থবার আসলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি কিসের থেকে তোমাকে পবিত্র করবো? সে বললো, যিনা (ব্যভিচার) থেকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদেরকে) জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং বললেন, লোকটির কি মতিভ্রম হয়েছে? লোকেরা বললো ঃ না, সে পাগল নয়। অতঃপর তিনি বললেন, সে কি মদপান করেছে? এমন সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকতে লাগলো। কিন্তু তার মুখ থেকে শরাবের কোনো দুর্গন্ধ পেলো না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি যিনা করছো? সে উত্তর দিলো, হাঁ, আমি যিনা করেছি। অতঃপর তিনি নির্দেশ করলেন এবং তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। এরপর লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে দু'ধরনের মন্তব্য হতে লাগলো। কেউ বললো, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়েছে, কেননা তার পাপ তাকে বেষ্টন ও অবগুণ্ঠন করে ফেলেছে। আবার কেউ বললো, মায়েযের তাওবার চাইতে উত্তম তাওবা হতে পারে না। কেননা সে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো এবং তাঁর হাতের মধ্যে নিজের হাত রেখে অত্যন্ত আবেগবিজড়িত কণ্ঠে ও কাকুতি-মিনতি স্বরে বললো, আমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ অবস্থায় তাঁরা দু'তিন দিন অতিবাহিত করলেন। পরে এক সময় তারা সকলেই বসে আছেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং সালাম করে বসে গেলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা মায়েয ইবনে মালিকের জন্যে ইস্তিগফার করো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা বললো ঃ আল্লাহ্ মায়েয ইবনে মালিককে মাফ করে দিয়েছেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মায়েয অবশ্য এমন এক তাওবাহ্ করেছে, যদি তা সমস্ত উম্মাতের মধ্যে বিতরণ করা হয় তাহলে সকলকে তা সামিল করে নেবে। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় ইয্দ সম্প্রদায়ের গামিদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট

এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন! তার কথা শুনে তিনি বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক! ফিরে যাও, আল্লাহর কাছে মাফ চাও এবং তাঁর নিকট তাওবাহ্ করো। তখন মহিলাটি বলে উঠলো, মায়েয ইবনে মালিককে আপনি যেভাবে হটিয়ে দিয়েছেন, আমিতো দেখেছি আপনি অনুরূপভাবে আমাকেও হটিয়ে দিতে চাচ্ছেন! এবার তিনি বলেন, আচ্ছা বলতো, তোমার কি হয়েছে? উত্তরে মহিলাটি বললো, তার নিজের গর্ভটি হচ্ছে যিনার দ্বারা অপগর্ভ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই ব্যভিচারিণী? সে বললো, হাঁ আমিই। অতঃপর তিনি বললেন, যে পর্যন্ত তোমার পেটের ভেতর যা আছে তা খালাস না হয় সে পর্যন্ত তোমার ওপর পবিত্রতার বিধান প্রয়োগ হবে না।* বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারী এক ব্যক্তি বললো, মহিলাটির গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত সে মহিলাটিকে নিজের দায়িত্বে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, পরে একদিন উক্ত লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, গামেদীয়া গোত্রের মহিলাটির প্রসব হয়ে গেছে। এবার তিনি বললেন, এখনও আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করতে পারবো না, আর আমরা তার দুগ্ধপোষ্য ছোট্ট শিশুটিকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেবো না যে, তাকে দুগ্ধপান করাবার কেউই থাকবে না। তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, হে আল্লাহ্র নবী! ঐ শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর উক্ত মহিলাটিকে রজম করা হলো।

টীকা : * গর্ভ যিনার দ্বারা হোক কিংবা বৈধভাবে, গর্ভবতী নারীকে শুধু রজম নয়, চাবুক মারা কিংবা এমন কোনো শাস্তিও দেয়া যাবে না, যেখানে মৃত্যুর আশংকা থাকে। কেননা তাতে একত্রে দু'টি প্রাণ বধ হবে। এটাই সব আলেমদের ঐকমত্য। ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ ও মালিকের প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, শিশুর দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব নেয়ার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মহিলার ওপর শাস্তি বা রজম করা যাবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, গর্ভ খালাস হলেই রজম বা শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ « وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ » حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ

منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل اليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت الغامدية فقالت يارسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يارسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يانبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا ياخالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت

৪২৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মায়েয ইবনে মালিক আল আস্‌লামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্বীয় দেহের ওপর অত্যাচার করেছি এবং আমি যিনা করেছি। আর আমি এখন চাচ্ছি যে, আপনি আমাকে পবিত্র করে নিন। কিন্তু তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। যখন আগামীকাল হলো সে আবার আসলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সত্যিই যিনা করেছি, এ দ্বিতীয়বারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তির গোত্রে তার সম্পর্কে তথ্য নেয়ার উদ্দেশ্যে লোক পাঠালেন এবং বললেন, এ ব্যক্তির আকল-বুদ্ধির মধ্যে কোনো দোষ আছে বলে তোমরা অবহিত আছো কি না? এমন কোনো বস্তু যা তোমরাও অপছন্দ কর? তারা সকলে বললো, আমরা তো তাকে আমাদের মধ্যে একজন পাকা বুদ্ধিমান নেহায়েত সৎলোক হিসেবেই জানি। তার অতীতের কার্যকলাপের মধ্যে আমরা তাকে এমনই তো দেখেছি। সে পুনরায় তৃতীয়বার আসলো। আর তিনিও তার গোত্রের লোকদের কাছে পুনরায় লোক পাঠালেন, এবং পূর্বের মতো তাদেরকে এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আর তারাও এ সংবাদ দিলো যে, তার মধ্যে কোনো দোষ নেই এবং

তার জ্ঞান-বুদ্ধির মাঝেও কোনো ত্রুটি নেই। অতঃপর যখন সে চতুর্থবার আসলো তখন তার জন্যে একটি গর্ত খনন করা হলো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে নির্দেশ করলেন, তাকে কংকর নিক্ষেপ করা হলো।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর গামেদ গোত্রীয়া এক মহিলা এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি, সুতরাং আমাকে পবিত্র করুন। কিন্তু তিনি তাকেও ফিরিয়ে দিলেন। যখন পরদিন হলো, সে পুনরায় এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিলেন? আমার মনে হচ্ছে সম্ভবতঃ আপনি আমাকে সেভাবেই ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন যেভাবে আপনি মায়েযকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি অপগর্ভীতা। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি মহিলাটিকে বললেন, তুমি এখন চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এরপর সে চলে গেলো এবং যখন সন্তান প্রসব করলো তখন বাচ্চাটিকে এক টুকরো কাপড়ের খণ্ডে পেঁচিয়ে নিয়ে এসে বললো এই তো সে সন্তান যা আমি প্রসব করেছি। এবার তিনি বললেন, চলে যাও এবং মায়ের দুধ ছাড়া পর্যন্ত তাকে দুগ্ধ খাওয়াতে থাকো। অতঃপর যখন বাচ্চাটি দুধছাড়া হলো তখন সে তার হাতে একখণ্ড রুটি দিয়ে নিয়ে আসলো এবং বললো, হে আল্লাহর নবী, এই দেখুন ছেলেটিকে! সে এখন দুধছাড়া হয়েছে। বস্তুতঃ সে এখন খাবার খেতেও অভ্যস্ত হয়েছে। (মোটকথা এখন সে মায়ের আদৌ মুখাপেক্ষী নয়।) এরপর তিনি বাচ্চাটিকে জনৈক মুসলমানের নিকট হাওয়ালা করলেন এবং মহিলাটির সম্পর্কে নির্দেশ করলে, তার বক্ষ পরিমাণ মাটি খুঁড়ে গর্ত করা হলো, এবং লোকদেরকে আদেশ করলে, তারা তাকে পাথর নিক্ষেপ করলো। আর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন, অমনি ফিন্‌কী মেরে রক্ত খালিদের মুখে এসে ছিটে পড়তেই তিনি তাকে গালি দিলেন। তিনি যে তাকে গালি দিয়েছেন তা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেয়ে বললেন, থামো হে খালিদ! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! প্রকৃতপক্ষে সে এমন তাওবাহ করেছে, যদি কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিও এমন তাওবাহ করে তাকেও মা'ফ করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি আদেশ করলে তার ওপর জানাযাও পড়া হলো এবং তার দাফনও করা হলো।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ «يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ» حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَانَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا

فَاذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِى بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا يَانَبِيَّ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ تَعَالَى

৪২৮৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রীয় জনৈকা নারী এমন অবস্থায় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো যে, সে যিনার দ্বারা অপগর্ভীতা। মহিলাটি এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমি সাজা পাওয়ার মতো কাজ করে ফেলেছি, সুতরাং আমার ওপর তা প্রয়োগ করুন। অতঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবকদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, যাও তোমরা এর সাথে ভালো ব্যবহার করো, যখন তার সন্তান খালাস হবে তখন মহিলাটিকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুতরাং তাই করলো। যখন তাকে আনা হলো তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করলে, তার শরীরের ওপর শক্ত করে কাপড় বাঁধা হলো। পড়ে তিনি নির্দেশ করলে, তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো এবং পরে তার ওপর তিনি জানাযাও পড়লেন। তখন উমার (রা) (প্রতিবাদের সুরে) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি তার জানাযা পড়লেন? অথচ সে ব্যভিচারী-যিনাকারিণী! উত্তরে তিনি বললেন ঃ সে এমন তাওবাহ্ করেছে, যদি মদীনাবাসীদের সত্তর জনের মধ্যে তা বণ্টন করা হয় তাহলে তাদের সকলের জন্যে যথেষ্ট হবে। বরং যে মহিলাটি স্বেচ্ছায় নিজের দেহকে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে পেশ করেছে তার চেয়ে উত্তম তাওবাহ্ তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪২৮৬। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنْشُدُكَ اللّٰهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَائْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

৪২৮৭। আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, একদা এক গ্রাম্য বেদুইন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, কেন আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করছেন না? পরে তার প্রতিপক্ষ লোকটি দাঁড়ালো, সে অবশ্য ঐ লোকটি থেকে বুদ্ধিমান ছিলো। সে বললো, হাঁ, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করুন এবং আমাকে ঘটনার বিবরণ বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বলো। সে বললো, আমার ছেলে এ ব্যক্তির নিকট চাকর ছিলো, তখন সে এর স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আর আমাকে এ ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, আমার ছেলেটিকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। সুতরাং আমি একশ' ছাগল ও একটি দাসী দেয়ার বিনিময়ে তার সাথে আপোষ করেছি। পরে আমি ক'জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁরা আমাকে ফাতোয়া দিয়েছেন যে, আমার ছেলের ওপর একশ' চাবুক পড়বে এবং এক বছরের জন্যে তাকে দেশান্তর করতে হবে। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। অবশ্যই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করবো। আর তা হচ্ছে এই ঃ ঐ একশ' ছাগল ও দাসীটি তোমার কাছে ফেরত আসবে এবং তোমার

ছেলের ওপর পড়বে একশ' চাবুক এবং নির্বাসিত হবে এক বছরের জন্যে। হে উনাইস! আগামীকাল ভোরে তুমি এ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও, যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করো। বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন ভোরে সে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে গেলো এবং সে স্বীকারও করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো।

وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ ح وحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪২৮৮। ইউনুস, সালেহ্ ও মা'মার– তাঁরা সকলে যুহরী থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِيَهُودِىٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِى يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ

৪২৮৯। নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন দু'জন ইয়াহুদী পুরুষ ও ইয়াহুদী নারীকে আনা হলো যারা উভয়ে যিনা করেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়ে ইয়াহুদীদের কাছে গেলেন এবং বললেন, আচ্ছা বলতো, যে ব্যক্তি যিনায় লিপ্ত হয় তার ব্যাপারে তাওরাতের মধ্যে তোমরা কি পেয়েছো? তারা বললো, (এ ব্যাপারে তাওরাতের মধ্যে কোনো কথাই উল্লেখ নেই, তবে) আমরা তাদের উভয়ের মুখে কালি লেপন করি এবং একটি সওয়ারীর (গাধার) ওপর আরোহণ করিয়ে তাদেরকে রাস্তায় রাস্তায় প্রদক্ষিণ করাই (অর্থাৎ এভাবে তাদেরকে অপমান করি)। অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা, যদি তোমরা তোমাদের এ দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত নিয়ে আসো। তারা তা নিয়ে আসলো এবং পাঠও করলো। অবশেষে যখন রজমের আয়াত পাঠের সময় হলো, তখন যে যুবকটি তা পড়ছিলো সে আয়াতে রজমের ওপর তার হাত দ্বারা চাপা দিয়ে রাখলো এবং তার সামনে ও পেছন থেকে পড়লো। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (যিনি প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এবং ইয়াহুদীদের প্রসিদ্ধ আলেমও ছিলেন), যিনি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন, তিনি তাঁকে বললেন, তাকে (তাওরাত পাঠকারীকে) হাতখানা ওঠাতে বলুন। সে হাত উঠালো, দেখা গেলো তন্মধ্যে সুস্পষ্টভাবে রজমের আয়াত রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করলেন, পরে তাদের উভয়কে রজম করা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, যারা তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলো আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি দেখেছি উক্ত পুরুষ লোকটি মহিলাটিকে আড়াল করে পাথর থেকে রক্ষা করে যাচ্ছে।

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ» عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَتَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

৪২৯০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দু'জন ইয়াহুদী পুরুষ ও নারীকে যিনার রজম করেছেন যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো। অতঃপর ইয়াহুদীরা উক্ত দু'জন যিনাকারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলো। এরপর গোটা হাদীসটি অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاؤا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع

৪২৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের নিকট এমন এক পুরুষ ও এমন এক নারীকে নিয়ে আসলো যারা উভয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো, অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ নাফে' থেকে উবাইদুল্লাহ্র বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يحيى بن يحيى

وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فان أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم

بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا

৪২৯২। বারা' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে (এক ব্যভিচারী) চাবুক মারা সাজাপ্রাপ্ত মুখে কালিমাখা ইয়াহুদী অতিক্রম করলো। এ অবস্থা দেখে তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবের (তাওরাতের) মধ্যে ব্যভিচারীর শাস্তি এরূপই পেয়েছো? উত্তরে তারা বললো, হাঁ। অতঃপর তিনি তাদের আলেমদের (পাদ্রী) এক ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে সেই মহান আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি মুসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! তোমরা কি তোমাদের (তাওরাত) কিতাবে ব্যভিচারীর শাস্তি অনুরূপই পেয়েছো? উত্তরে সে বললো, না। মূলতঃ যদি আপনি আমাকে উক্ত কথাটি শপথ বাক্যে জিজ্ঞেস না করতেন তাহলে আমরা আপনাকে এ সত্য কথাটি প্রকাশ করতাম না। প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচারীর শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা, এ বিধানটি (আমাদের কিতাবে) আমরাও পেয়েছি। কিন্তু আমাদের সম্ভ্রান্ত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে এ কুকর্মটি অধিক পরিমাণে সংঘটিত হতো। ফলে যখন আমরা সেসব তথাকথিত কোনো ভদ্র-সম্ভান্ত লোকদেরকে (?) পাকড়াও করতাম, তখন তাকে কোনো প্রকারের শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দিতাম। আর যখন কোনো অভদ্র দুর্বল ব্যক্তিকে পাক্ড়াও করতাম তখন তার ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতাম। অতঃপর আমরা নিজেরাই এ প্রস্তাব উত্থাপন করলাম যে, এসো আমরা সকলের জন্যে এমন একটি বিধানের ওপর একমত হই যা ভদ্র ও অভদ্র সবল ও দুর্বল সকলের ওপর সমানভাবে প্রয়োগ করতে পারি। ফলে আমরা ব্যভিচারীর শাস্তি রজমের স্থলে মুখে কালি লেপন করে চাবুক মারার বিধান সাব্যস্ত করে নিয়েছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকলেন এবং এক পর্যায়ে আপ্লুত হয়ে) বললেন, হে আমার আল্লাহ! যখন তারা (ইয়াহুদীরা) তোমার বিধানকে ধ্বংস করে দিয়েছে, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি তা পুনর্জীবিত করলাম। এরপর তিনি নির্দেশ করলে তাকে রজম করা হলো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াতগুলো নাযিল করলেন ঃ "হে রাসূল! যারা মুখে বলে বিশ্বাস করেছি, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয়, ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানে তৎপর, তাদের আচরণ যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়।... তারা বলে, যদি তোমাদেরকে বিকৃত বিধান দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করো।" তাদের পাদ্রী-পোপরা (সাধারণ লোকদেরকে) বলতো, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কাছে যাও, যদি তিনি তোমাদেরকে (বিকৃত বিধান দেন) মুখে কালি লেপন করা ও চাবুক মারার বিধান (ব্যভিচারীর শাস্তি) দেয়, তা গ্রহণ করো। আর যদি বিকৃত অর্থ না দেন, বরং রজম করার ফতোয়া দেন, তা গ্রহণ করো না। এরপর আল্লাহ তায়ালা পরপর কয়েকটি আয়াত নাযিল করলেন– "আল্লাহ যা (বিধান) অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী 'কাফির'। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সীমালংঘনকারী 'যালিম'। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা সত্যত্যাগী 'ফাসিক"। বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াতগুলো কাফিরদের প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা ঃ সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমের ঐকমত্য যে, এ আয়াতের ঘটনা নির্দিষ্ট হলেও এর হুকুম ব্যাপক ও বিস্তৃত, কুরআনে এমন বহুসংখ্যক আয়াত আছে। আরবী পরিভাষায় বলা হয়– مورد خاص حكم عام

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الْآيَةِ

৪২৯৩। ওয়াকী' (রা) বলেন, আ'মাশ আমাদেরকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপ– 'অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করলে, তাকে রজম করা হয়েছে'– বর্ণনা করেছেন। এরপরে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথাটি বর্ণনা করেননি।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ

৪২৯৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে এবং ইয়াহুদীদের একজন পুরুষ ও তাদের একজন নারীকে রজম করেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً

৪২৯৫। রাওহ্ ইবনে উবাদাহ বলেন, ইবনে জুরাইজ উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, তবে বলেছেন, 'একজন নারীকে রজম করেছেন'।

وحَدَّثنا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي

৪২৯৬। আবু ইস্‌হাক আশ-শাইবানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ব্যভিচারীকে) পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি দিয়েছিলেন কি না? তিনি বললেন, হাঁ দিয়েছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এ কাজ কি তিনি 'সূরায়ে নূর' অবতীর্ণ হবার পরে করেছিলেন, না পূর্বে? তিনি বললেন, সেটা আমি অবগত নই।

টীকা ঃ সূরা নূর অর্থ এখানে اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ অর্থাৎ প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন, এ আয়াতের মধ্যে ব্যভিচারীকে রজম নয় বরং চাবুক মারার নির্দেশ রয়েছে। আর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী (সা) রজম করেছেন, সুতরাং এর মধ্যে কোনটি আগে আর কোন্‌টি পরে? যদি 'রজম' পরে করা হয়, তাহলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে, অথচ এটা অনস্বীকার্য যে, নবী (সা) এর রজম করার ঘটনাটি সূরায়ে নূর নাযিল হবার পরে হয়েছে। কেননা উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে ৪র্থ অথবা ৫ম হিজরীতে, আর রজম করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ৭ম হিজরীতে। কাজেই এ কথা মানতে হবে যে, রজমের বিধান উক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়নি।

وحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا

اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

৪২৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কারোর দাসী

যিনা করে আর তা প্রকাশ ও প্রমাণ হয়ে যায়। তখন তাকে চাবুক মারো, তবে তাকে তিরস্কার করা কিংবা শাসানো যাবে না। পুনরায় যদি সে যিনায় লিপ্ত হয় এবারও তাকে চাবুক মারো কিন্তু তিরস্কার করা যাবে না। পুনরায় যদি সে তৃতীয়বার যিনায় লিপ্ত হয় আর তা প্রমাণ হয়ে যায়, তখন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও অবশ্যই তাকে বিক্রি করে ফেলো।

টীকা ঃ দাসী যতবারই যিনায় লিপ্ত হয় প্রত্যেকবারই তাকে চাবুক মারা হবে। তাকে হত্যা বা রজমের বিধান নেই। তাও ৫০ চাবুক। এটাই সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমের মত। তাকে বিক্রি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ঃ হতে পারে সেখানে তার যিনা করার সুযোগ নাও থাকতে পারে অথবা সে নিজেই এ কুকর্ম থেকে তাওবাহ্ করে নেবে। হাদীস থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম এবং ভালো জিনিস সামান্য মূল্যেও বিক্রি করা যায়। দাস-দাসীর ইসলাম গ্রহণ করাটাই তার إِحْصَانْ– ইহ্সান, বিবাহিত হওয়াটা শর্ত নয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحٰقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ

৪২৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচারী দাসীর ব্যাপারে বলেছেন, তিনবার পর্যন্ত তাকে চাবুক মেরে নিজের কাছে রাখা যায় তবে চতুর্থবার যিনায় লিপ্ত হলে তাকে বিক্রি করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لَهُ» قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

৪২৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এক দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে যিনায় লিপ্ত হয়েছে অথচ সে মুহ্‌সীন (বিবাহিত) নয়। উত্তরে তিনি বলেছেন, যদি সে যিনা করে তাকে তোমরা চাবুক লাগাও। আবার দ্বিতীয়বার যিনায় লিপ্ত হলে তাকে এবারও চাবুক মারো। আবার তৃতীয়বার যিনা করলে এবারও চাবুক মারো। এরপরও যিনায় লিপ্ত হলে চুলের গুচ্ছের বিনিময় হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলো। ইবনে শিহাব বলেন, তৃতীয়বারের না কি চতুর্থবারের পর বিক্রি করার নির্দেশ করেছেন তা আমার জানা নেই। আর কা'নাবী তার হাদীসের মধ্যে বলেন, ইবনে শিহাব বলেছেন, 'আয্ যাফীর' রশিকেই বলা হয়।

وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

৪৩০০। আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি (ব্যভিচারী) দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌লাম ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার হাদীসের ন্যায়। তবে ইবনে শিহাবের কথা, 'যাফীর অর্থ রশি'– এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فِي بَيْعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

৪৩০১। সালেহ ও মা'মার তাঁরা উভয়েই যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উবাইদুল্লাহর মাধ্যমে আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁদের হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মালিকের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়। তবে তাদের উভয়ের (অর্থাৎ সালেহ ও মা'মারের) হাদীসের মধ্যে 'তৃতীয় অথবা চতুর্থবার (সন্দেহের সাথে) (যিনায় লিপ্ত হলে) তাকে বিক্রি করে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে'।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ

৪৩০২। আবু আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হু খুত্‌বা (ভাষণ) দিয়ে বললেন, হে লোকেরা! তোমাদের দাস-দাসী (যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়) সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত, তাদের ওপর শাস্তিবিধান প্রয়োগ করো। কেননা এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক দাসী যিনায় লিপ্ত হয়েছিলো এবং তিনি আমাকে নির্দেশ করেছিলেন যে, তাকে চাবুক মার। পরে আমি জানতে পারলাম সে সদ্য প্রসূতি। আমার আশংকা হলো, যদি আমি তাকে চাবুক মারি হয়তো আমিই তাকে এ অবস্থায় হত্যা করে ফেলবো, তাই আমি এসে এ কথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি উত্তম কাজই করেছো।

টীকা : ব্যভিচারী দাসীকেও চাবুক মারা ওয়াজিব। তবে প্রসূতি কিংবা রুগ্ন হলে, তা কেটে না ওঠা পর্যন্ত শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ السُّدِّيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ اُتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ

৪৩০৩। ইসরাঈল, সুদাই থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। তবে 'সে দাসী বিবাহিতা হোক কিংবা অবিবাহিতা' এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। অবশ্য হাদীসের মধ্যে

এ কথাটি অতিরিক্ত আছে, 'তাকে সুস্থ হওয়া (নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া) পর্যন্ত ছেড়ে দাও'।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

মদ্যপায়ীর দণ্ডবিধি সম্পর্কে বর্ণনা।*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

৪৩০৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যে মদ পান করেছিলো। তিনি তাকে খেজুরের দু'টি ডালা দ্বারা প্রায় চল্লিশটি চাবুক লাগিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বাক্‌র (রা)ও তার খেলাফত আমলে এ পরিমাণ শাস্তি দিয়েছেন। যখন উমার (রা) খলিফা হলেন, তিনি এ ব্যাপারে লোকদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বললেন, সবচেয়ে লঘুতর শাস্তি হলো আশি দোররা। ফলে উমার (রা) এটাই নির্দেশ জারি করলেন।**

টীকা ঃ* সমস্ত উলামার ঐকমত্য যে, মদ্যপায়ীকে শাস্তি দেয়া ওয়াজিব। চাই সে বেশী পান করুক অথবা সামান্য, তাতে নেশা হোক বা না হোক এবং যতবার পান করুক না কেন। শুধু চাবুকই মারা হবে, রজম বা হত্যা করা যাবে না।

** কুরআনের বিধানে শাস্তি পরিসীমা নিম্নরূপ। চুরির শাস্তি হাত কাটা। অবিবাহিতের যিনার দণ্ড একশ' চাবুক। হদ্দে কযফ বা মিথ্যা অপবাদকারীর সাজা আশি দোররা, সুতরাং মদ্যপায়ীর শাস্তির ক্ষেত্রেও এ লঘুতর সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে এ নিয়মই চলে আসছে। কাজেই এটাই সুন্নাত বা নিয়ম এবং এর ওপরই ইজ্‌মায়ে উম্মাত।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ «يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ» حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

৪৩০৫। কাতাদাহ্ (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো—অতঃপর পূর্বের হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ ابن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبى الله صلى الله عليه وسلم جلد فى الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر اربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون فى جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين

৪৩০৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপানের অপরাধে খেজুরের ডালা ও জুতার দ্বারা মারধোর করেছেন বা শাস্তি প্রদান করেছেন। পরে আবু বাক্‌র (রা) চল্লিশ চাবুক লাগিয়েছেন। অতঃপর যখন উমার (রা) এর খিলাফতকাল এলো এবং লোকেরা এমন সুজলা-সুফলা বাগানের নিকটবর্তী হলো; এ অবস্থায় তারা আঙ্গুর খেজুর ইত্যাদির প্রাচুর্যের দরুন অধিক পরিমাণে মদ পানে লিপ্ত হয়ে গেলো তখন লোকদের উপস্থিতিতে তাদের কাছে এ ব্যাপারে তিনি পরামর্শ চাইলেন। তখন আবদুর রাহমান ইবনে আওফ (রা) বললেন, আমি মনে করি, সবচেয়ে যে শাস্তিটি লঘুতর তাই নির্ধারণ করে নেয়াটাই নিরাপদ ও যুক্তিসঙ্গত। ফলে উমার (রা) আশি দোররাই নির্ধারিত করে দিলেন।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله

৪৩০৭। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, হিশাম উক্ত সিলসিলায় অবিকল অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى

৪৩০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপানের জন্যে জুতা এবং খেজুরের ডালা দ্বারা চল্লিশ বার আঘাত করতেন। অতঃপর মুয়ায ইবনে

হিশামও ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তবে 'রীফ ও কোরা'-এর কথা উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ 'রীফ' সে স্থানকে বলা হয় যেখানে বাগানের সাথে পানির ব্যবস্থা থাকে। হযরত উমার (রা)-এর সময় যখন সিরিয়া ও ইরাক মুসলমানদের দখলে আসে, আর লোকেরা এমন স্থানে বসবাস করা আরম্ভ করলো, যেখানে ফল-ফলাদি বিশেষ করে খেজুর ও আঙ্গুর ইত্যাদি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হলো। তখন তারা ব্যাপকভাবে মদ্যপানে লিপ্ত হলে, উমার (রা) মদ্যপায়ীর শাস্তির পরিমাণও অধিক করে দিলেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ» عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ الدَّانَاجِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ «وَاللَّفْظُ لَهُ» أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا «فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ» فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ

৪৩০৯। হুযাইন ইবনে মুন্যির আবু সাসান (র) বলেন, আমি এক সময় উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় ওয়ালিদ ইবনে উস্মানকে সেখানে উপস্থিত করা হলো। সে ভোরে ফজরের নামায দু'রাক্আত পড়ে বললো, আমি কি তোমাদেরকে আরো অধিক পড়াবো? অতঃপর দু'জন লোক সাক্ষ্য দিলো যে, সে

মদপান করেছে। সেই দু'জনের একজন হলো (হযরত উসমানের আযাদকৃত গোলাম) হুম্‌রান। সে বললো, ওয়ালিদ মদপান করেছে। আর অপর লোকটি বললো, সে তাকে মদ বমি করতে দেখেছে। তখন উসমান (রা) বললেন, সে তা পান করেছে বলেই তো বমি করেছে। তিনি বললেন, হে আলী! ওঠো, তাকে চাবুক লাগাও। তখন আলী (রা) বললেন, হে হাসান! তুমিই তাকে দোর্‌রা মারো। উত্তরে হাসান বিরক্তির সাথে বললেন ঃ 'উত্তপ্ততা সেই ভোগ করুক, যে এর শীতলতা লাভ করে'।* বস্তুতঃ তিনি অনীহার সাথে কথাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি ওঠো, তাকে দোররা লাগাও! তখন তিনি তাকে চাবুক মারলেন। আর আলী (রা) গুনতে থাকলেন। যখন চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছলো তখন বললেন, থামো! এরপর বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ চাবুক মেরেছেন, এবং আবু বাক্‌র (রা)ও চল্লিশ দো্‌ররা লাগিয়েছেন। কিন্তু উমার (রা) লাগিয়েছেন আশি দো্‌ররা। সবগুলোই সুন্নাত বটে, তবে আশি দো্‌ররা লাগানোকে আমি সর্বাধিক পছন্দ করি। আলী ইবনে হুজ্‌র তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত এটুকু বর্ণনা করেছেন : ইসমাঈল বলেছেন, আমি হুযাইন ইবনুল মুনযির থেকে দানাজের বর্ণিত হাদীসটি শুনেছিলাম কিন্তু তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারিনি।

টীকা ঃ* বাক্যটি আরবদের একটি স্থানীয় প্রবাদ। কথাটির ইঙ্গিত হলো– হযরত উসমান (রা) তথা উমাইয়্যাদের খিলাফতের দিকে। হযরত উসমান সম্বন্ধে এ কথাটি প্রসিদ্ধ যে, তাঁর খিলাফত যুগে রাষ্ট্রের বড় বড় পদসমূহ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন সেক্টরে উমাইয়্যারাই সমাসীন ছিলো ব্যাপকভাবে। সুতরাং হযরত হাসান সেদিকে ইঙ্গিত করে টিপ্পনী দিলেন যে, "খিলাফতের স্বাদ যারা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে শাসনের তাক্‌লীফও তারা সয়ে নিক"– এমনটি হওয়া অযৌক্তিক যে, স্বাদটা উমাইয়্যারা ভোগ করবে, আর কষ্টটা সহ্য করবে আব্বাসীরা।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ

৪৩১০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই আমি কোনো ব্যক্তির ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করেছি, তাতে সে মরেও গেছে, এমন ঘটনায় আমি আমার অন্তরে ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু মদ্যপায়ীর শাস্তির মধ্যে আমি এমন কিছুই অনুভব করিনি। বরং সে মরে গেলে আমি তার দীয়াত (রক্তমূল্য) পরিশোধ করে দিতাম। বস্তুত (এ ব্যাপারে অনুতপ্ত

না হওয়ার কারণ হলো এই যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপায়ীর দণ্ড সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে যাননি।

টীকা ঃ অপরাধীকে শাস্তি দেয়া (খলিফা) শাসক অথবা তার নির্দেশ জল্লাদের ওপর ওয়াজিব। যদি তাতে সে মারা যায় তাহলে তাদের কারোর ওপর কিংবা বায়তুল মাল থেকে দীয়াত বা কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। এটা সমস্ত উলামার অভিমত। তবে হযরত আলী (রা) যে দীয়াত আদায় করতেন তা তাঁর বদান্যতা বৈ কিছুই ছিল না। তবে তা'যীর বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিতে মারা গেলে, তখন শাফেয়ীর মতে, দীয়াত ও কাফ্ফারা উভয়টি আদায় করা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে বায়তুল মাল থেকে দীয়াত আদায় করতে হবে।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بهذا الإسناد مثله

৪৩১১। আবদুর রাহমান (রা) বলেন, সুফিয়ান (রা) আমাদেরকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
'তা'যীর' বা সতর্কতার জন্যে শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণনা।

حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله

৪৩১২। বুকাঈর ইবনুল আশাজ্জ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় আবদুর রাহমান ইবনে জাবির (রা) এসে সুলায়মানকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর সুলায়মান আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ আবদুর রাহমান ইবনে জাবির তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে বুরদাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্য কোনো শাস্তির মধ্যে কাউকে দশের অধিক দোর্‌রা মারা যাবে না।

টীকা ঃ সতর্কতা বা সাবধানতার জন্য শাস্তি বিধানে কত চাবুক মারতে হবে, সে বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। ইমাম আহমদ বলেন, দশ দোররার উর্ধ্বে জায়েয নেই। তবে ইমাম শাফেয়ীসহ অনেকের মতে, দশের বেশী অর্থাৎ শাসক বা বিচারক যা ভালো মনে করেন সে পরিমাণ দিতে পারেন। তারা বলেন, বর্ণিত হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে এবং ইমাম মালিকও তাই বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, উনচল্লিশ পর্যন্ত দোর্‌রা মারা যাবে, কেননা কযফের শাস্তি ন্যূনতম চল্লিশ দোর্‌রা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

দণ্ডবিধি অপরাধীর অপরাধের মার্জনাস্বরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ «وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو» قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

৪৩১৩। উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট এ বিষয়ে 'বাইয়াত* গ্রহণ করো যে, কোনো কিছুকেই আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না এবং সত্য ও ন্যায় বিধান ব্যতীত আল্লাহ যে দেহকে হত্যা করা হারাম করেছেন এমন দেহকে হত্যা করবে না। তোমাদের যে কেউ এ কথাগুলো যথাযথভাবে পালন করবে সে আল্লাহর কাছে এর পুরস্কার পাবে। আর যে ব্যক্তি এর কোনোটিতে লিপ্ত হয়ে এ দুনিয়াতে সাজা পায়, তার জন্যে এ শাস্তি হবে কাফফারা।** আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো কিছু করে এবং তা আল্লাহ্ ঢেকে রাখো, এ ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

টীকা ঃ* 'বাইয়াত' শব্দের অর্থ হলো বিক্রয়। পেছনের এক টীকায় সংক্ষিপ্তাকারে এর কিছু ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। পরিভাষা হিসেবে অর্থ হলো, আল্লাহর দীনের পথে চলার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অঙ্গীকার করা। রাসূলের দেখানো পথে চলার উদ্দেশ্যে কোনো দীনী ব্যক্তির কথামত চলার ওয়াদাকেও বাইয়াত বলে। এ উদ্দেশ্যে কোনো ইসলামী সংগঠনের সাথেও বাইয়াত হতে পারে।

** কোনো অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পুনরায় আখিরাতে এর শাস্তি হবে কি-না এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এ জগতের শাস্তিই যথেষ্ট, পরজগতে সে মুক্ত। ইমাম বুখারীরও একই অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, এ জগতের শাস্তি যথেষ্ট নয়। এটা হচ্ছে কেবলমাত্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা মাত্র। সুতরাং দৃঢ়তার সাথে কিছুই বলা যায় না। অবশ্য ক্ষমা

পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। কেননা এর এক একটি কাজ কমপক্ষে তিনটি অপরাধে লিপ্ত করে। যেমন, ব্যভিচার বা যিনা– এ কাজ করলে, (ক) আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা। (খ) অনধিকার চর্চা বা আমানতে খেয়ানত করা, কেননা সমাজে মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, ও (গ) শান্তিপূর্ণ সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা হয়। অথচ দুনিয়ার শাস্তি মাত্র এক অপরাধের জন্যে হয়ে থাকে দু'টি বাকী থেকে যায়।

حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الْآيَةَ

৪৩১৪। আবদুর রাজ্জাক বলেন, মা'মার আমাদেরকে যুহ্রী থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। তবে তার হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত বলেছেন ঃ অতঃপর তিনি সূরা নিসার এ আয়াতটি আমাদের কাছে পাঠ করেছেন, 'তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না'– আয়াতের শেষ পর্যন্তই তিলাওয়াত করেছেন।

وحدثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

৪৩১৫। উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, যেভাবে মহিলাদের থেকে নিয়ে থাকেন। আর সে অঙ্গীকার হচ্ছে এই ঃ আমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেই অংশীদার করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবো না এবং আমরা পরস্পরের মধ্যে মিথ্যা অপবাদ রটনা করবো না। অতঃপর তিনি বলেছেন, তোমাদের যে কেউ এ সমস্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারগুলো যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিদান পাবে আল্লাহর কাছে। আর তোমাদের যে কেউ এর যে কোনো একটিতে লিপ্ত হয় এবং পরে তার শাস্তিও ভোগ করে সেটা তার জন্য কাফ্ফারা বা মার্জনা হয়ে যাবে। আর যে এ কাজে লিপ্ত হয়েছে আর আল্লাহ তায়ালা তা ঢেকে রেখেছেন, তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তাকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ইচ্ছে করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح

وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله

৪৩১৬। উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আকাবা রাতের সেসব প্রতিনিধিদের একজন যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি (উবাদা) বলেন, আমরা তাঁর কাছে এ সমস্ত ওয়াদা-অঙ্গীকারে বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবো না, ব্যভিচার করবো না, চুরি করবো না, সত্য ও ন্যায় ব্যতীত আল্লাহ যে সমস্ত দেহকে হত্যা করা হারাম করেছেন সেসব দেহকে হত্যা করবো না, জোর-জবরদস্তি লুট হাইজ্যাক করবো না। ন্যায়নিষ্ঠ কাজের আদেশ অমান্য করবো না। যদি আমরা উল্লিখিত কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করি, তাহলে জান্নাত আমাদের জন্য অবধারিত। আর যদি আমরা এর কোনো একটিতে লিপ্ত হই, তখন এর ফয়সালা আল্লাহ তায়ালার মর্জির ওপর সোপর্দ। ইবনে রুম্‌হ্ বলেছেন, সে ব্যক্তির ফয়সালা মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহর মর্জির ওপর সোপর্দ।

টীকা ঃ নবুয়তের দ্বাদশ বছরে হজ্জের মওসুমে মদীনা থেকে ৭২ জন লোক মক্কায় গিয়েছিলো। তারা রাত্রের অন্ধকারে এক পাহাড়ের পাদদেশে 'আকাবাহ' নামক স্থানে গোপনে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে নকীব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইসলামের ইতিহাসে উক্ত রাতটি লাইলাতুল আকাবাহ্ নামে প্রসিদ্ধ। হযরত উবাদাহ্ (রা) সে সমস্ত প্রতিনিধি বা নেতাদের একজন ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

পশুর আঘাত, ভূ-গর্ভস্থ খনি বের করা ও কূপ খননে ক্ষতির দণ্ড নেই।

حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

৪৩১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গৃহপালিত পশুর ক্ষতির জন্যে দণ্ড নেই, কূপের জন্যে দণ্ড নেই এবং খনির জন্যেও দণ্ড নেই। তবে ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

টীকা ঃ উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও জানোয়ার কর্তৃক কেউ নিহত হলে তার জন্যে তার মালিককে মৃত্যুপণ দিতে হবে না। কূপ অথবা খনি খননকালে অথবা অন্য কোনো সময়ে তাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায় তার জন্যে মালিককে মৃত্যুপণ দিতে হবে না, যদি কূপ বা খনি নিজস্ব জমিতে কিংবা জনশূন্য অঞ্চলে খনন করা হয়। অবশ্য যদি মানুষের চলাচলের পথে কূপ খনন করে সে ক্ষেত্রে মৃত্যুপণ দিতে হবে।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ «يَعْنِي ابْنَ عِيسَى» حَدَّثَنَا مَالِكٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ

৪৩১৮। ইবনে উইয়াইনা ও মালিক তাঁরা উভয়ে যুহরী (র) থেকে লাইসের সনদ সিলসিলায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৪৩১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْبِئْرُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

৪৩২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ কূপ খননকালে কেউ নিহত হলে, অথবা কূপে পড়ে কেউ মারা গেলে, তার মৃত্যুপণ নেই। খনি বের করার সময় কেউ নিহত হলে তাতেও রক্তমূল্য দিতে হবে না। গৃহপালিত পশুর আঘাতে কেউ নিহত হলে তারও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা ওয়াজিব।

وحدثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ «يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ» ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৪৩২১। রাবী ইবনে মুসলিম ও শো'বা– তাঁরা উভয়েই মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

একত্রিশতম অধ্যায়

كِتَابُ الاَقْضِيَةِ

কিতাবুল আক্‌যিয়াহ্‌

(বিচার ও সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

বিবাদীকেই কসম করতে হয়।

حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

৪৩২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যা দাবী করে, যদি (দলিল-প্রমাণ ছাড়াই) তা দেয়া হতো তাহলে তাদের জানের ও মালের দাবী ব্যাপকভাবে হতে থাকতো। ফলে লোকের এ দু' বস্তুর কোনো নিরাপত্তাই বহাল থাকতো না। (কাজেই বাদীর নিজ দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা অপরিহার্য।) অন্যথা বিবাদী কসম দ্বারাই মোকদ্দমায় ডিক্রী লাভ করবে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

৪৩২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদীর কসমের ওপর ভিত্তি করে বিচার সমাধা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

এক সাক্ষী ও এক কসম দ্বারা বিচার সম্পন্ন করা বৈধ।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدٌ ـ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ ـ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ

৪৩২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কসম ও একজনের সাক্ষ্য দ্বারা বিচারের রায় প্রদান করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

বিচারকের বাহ্যিক বিচারে অন্যায় হক প্রতিষ্ঠিত হয় না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

৪৩২৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার কাছে বিবদমান বিষয়াদি নিয়ে ফয়সালার জন্যে এসে থাকো। (অনেক সময় দেখা যায়) তোমাদের কেউ কেউ প্রমাণাদি উপস্থাপন করার ব্যাপারে অন্যদের (প্রতিপক্ষের) চাইতে পারদর্শী ও বিচক্ষণ। এমতাবস্থায় আমি বাহ্যিক যা শুনি সে মতেই তার পক্ষে রায় প্রদান করে থাকি। (সাবধান!) বাকপটুতার কারণে অন্যের হক থেকে যার পক্ষে আমি ফয়সালা দিয়ে থাকি, সে যেন তা এভাবে গ্রহণ না করে। কেননা প্রকৃতপক্ষে আমি তাকে জাহান্নামের আগুনের এক খণ্ডই দিয়ে থাকি।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দলিল প্রমাণে বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হলেও যদি তা কোন দাবীদারের হক না হয়ে থাকে তাহলে এভাবে তা গ্রহণ করা বৈধ নয় বরং হারাম। কেননা বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হলেই তা বৈধ হয় না। এতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় বটে কিন্তু নৈতিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমস্ত হুকুকুল এবাদ বা সামাজিক লেন-দেন ও কাজ-কারবারের এই একই বিধান। মোটকথা বিচারকের বিচার অবৈধ হককে বৈধ করে দেয় না। ফলে তার পরিণাম জাহান্নাম।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪৩২৬। ওয়াকী ও ইবনে নুমাঈর তাঁরা উভয়েই হিশাম থেকে উক্ত সনদ সিলসিলায় অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها

৪৩২৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হুজরার দ্বারপ্রান্তে বিবদমান ব্যক্তির চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে তাদের দিকে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি একজন মানুষ বৈ কিছুই নই। আমার কাছে বিবদমান লোকেরা তাদের ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে আসে। তাদের কেউ কেউ একজন অন্যজনের ওপর বাকপটু হয়ে থাকে, আর আমি বাহ্যিকভাবে তাকে সত্যবাদী বলে ধারণা করে থাকি। ফলে তার পক্ষে রায় প্রদান করি। সুতরাং এভাবে যদি আমি কারোর জন্যে অন্য কোনো মুসলমানের হক-অধিকার ফয়সালা করে থাকি তবে সেটা প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের এক টুকরা ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এখন তার ইচ্ছা, সে ওটা গ্রহণ করবে, না পরিহার করবে।

وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة

৪৩২৮। সালেহ ও মা'মার তাঁরা উভয়ে উক্ত সিলসিলায় ইউনুসের হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মারের হাদীসে আছে, উম্মু সালামা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামার গৃহের দ্বারপ্রান্তে বিবদমান লোকের চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

হিন্দার বিবাদ সংক্রান্ত বর্ণনা।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

৪৩২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উত্‌বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক, সে আমার ও সন্তানের প্রয়োজন পরিমাণ খরচ দেয় না। কেলমাত্র এতটুকু যা আমি তার অজান্তে নিয়ে থাকি। সুতরাং এতে আমার ওপর কোনো প্রকারের গুনাহ হবে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার সম্পদ থেকে নিয়মমাফিক নিজের ও বাচ্চাদের প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করো।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৪৩৩০। আবদুল্লাহ ইবনে নুমাঈর, ওয়াকী, আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ও ইবনে উসমান– তারা সকলে হিশাম থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ

هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللّٰهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللّٰهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ

৪৩৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় হিন্দা (বিনতে উত্‌বা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার ব্যক্তিগত অবস্থা এই পর্যায়ের ছিলো যে,) এ ধরাপৃষ্ঠে আপনার তাঁবুবাসী লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হওয়ার চেয়ে আল্লাহর অন্য কোনো তাঁবুবাসীকে লাঞ্ছিত করাটা আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিলো না। (আর ইসলাম গ্রহণ করার পর) এখন আমার অবস্থা এ হয়েছে যে, এ ভূ-পৃষ্ঠে আপনার তাঁবুর চেয়ে অন্য কোন তাঁবুকে আল্লাহ সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন করুক এটা আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। (অর্থাৎ এ পৃথিবীতে আপনার গৃহটিই হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।) তার কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমার এ ভালোবাসা উত্তরোত্তর আরো অধিক বর্ধিত হোক! অতঃপর সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি (যদি তার অজান্তে) তার অনুমতি ব্যতিরেকে তার মাল-সম্পদ থেকে তার সন্তানের জন্য খরচ করি, তাতে কি আমার কোনো গুনাহ হবে? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি পরিমাণ মতো খরচ করো, তাতে তোমার কোনো দোষ বা গুনাহ হবে না।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ

خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَهَا لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

৪৩৩২। আয়েশা (রা) বলেন, হিন্দা বিনতে উত্‌বা ইবনে রাবীয়া এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বের অবস্থা এ ছিলো যে,) ভূ-পৃষ্ঠে আপনার তাঁবুবাসীর লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে অন্য কোন তাঁবু লাঞ্ছিত হওয়াটা আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিলো না। (কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর) আজ এ ধরাপৃষ্ঠে আপনার বাসস্থানের চেয়ে অন্য কোন বাসস্থান অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়াটা আমার কাছে প্রিয় নয়। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমার এ ভালোবাসা উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে। অতঃপর সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। যদি আমি তার মাল থেকে আমাদের সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করি তাহলে এতে কি আমার কোনো দোষ হবে? তিনি তাকে বললেন, না। তবে প্রচলিত নিয়মের অতিরিক্ত নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

বিনা প্রয়োজনে অধিক পরিমাণে হাত পাতা নিষেধ। আর مَنْعٌ وَهَاتِ করাও নিষিদ্ধ। তা হলো, যা দেয়া অপরিহার্য তা না দেয়া এবং যেটা পাওয়ার অধিকার নেই তা চাওয়া।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

৪৩৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। যে তিনটি পছন্দ করেন তা হলো, (ক) তাঁর ইবাদাত করো, (খ)

তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করো না, (গ) এবং আল্লাহর রজ্জুকে দলবদ্ধ হয়ে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর যে তিনটি অপছন্দ করেন, তা হলো ঃ (ক) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (খ) প্রয়োজন ব্যতিরেকে অধিক পরিমাণ কারোর কাছে হাত পাতা, ও (গ) সম্পদ ধ্বংস করা।

وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفَرَّقُوا

৪৩৩৪। আবু আওয়ানা, সুহাইল (র) থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন– তবে তিনি আরো বলেছেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি কাজে নারাজ হন'। কিন্তু 'পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'– এ বাক্যটি বর্ণনা করেননি।

وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

৪৩৩৫। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মাতার প্রতি অমনোযোগী হওয়া বা তাদের নাফরমানী করা, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া, যা দেয়া অত্যাবশ্যক তা না দেয়া এবং বিনা প্রয়োজনে অন্যের কাছে এমন জিনিস চাওয়া, যা পাওয়ার অধিকার নেই। আর তিনি তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, তা হলো ঃ অর্থহীন কথাবার্তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ বা কথা কাটাকাটি করা, অপ্রয়োজনে চাওয়া বা হাত পাতা এবং সম্পদের অপব্যয় বা অপচয় করা।

وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

৪৩৩৬। মানসুর থেকে উক্ত সিলসিলায় অবিকল অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, ‘এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ওপর হারাম করেছেন’। কিন্তু ‘আল্লাহ তোমাদের ওপর হারাম করেছেন’– এ কথাটি বলেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

৪৩৩৭। শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শো'বার ব্যক্তিগত কেরানী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, মুয়াবিয়া মুগীরার কাছে এ মর্মে চিঠি লিখেছেন, এমন একটি হাদীস আমাকে লিখে পাঠান যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। সুতরাং মুগীরা (রা) তাঁর নিকট লিখে পাঠালেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তিনটি কাজকে অপছন্দ করেন, তা হলো ঃ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা বা অর্থহীন কথা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, সম্পদের অপচয় করা এবং অন্যের কাছে চাওয়া বা হাত পাতা।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ قِيلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

৪৩৩৮। ওয়ার্‌রাদ থেকে বর্ণিত। (তিনি মুগীরা ইবনে শো'বার ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন) তিনি বলেন, একবার মুগীরা (রা) মুয়াবিয়ার কাছে লিখে পাঠালেন ঃ ‘আল্লাহর অনুগ্রহ আপনার ওপর বর্ষিত হোক। পর সমাচার এই, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়া'লা তিন কাজ হারাম করেছেন এবং তিন কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। যে তিনটি হারাম করেছেন তা হলো ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বা নাফরমানী করা, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া (জাহেলী যুগে যেমন করতো) এবং যা দেয়া প্রয়োজন তা না দেয়া ও প্রয়োজন ব্যতীত অন্যের কাছে চাওয়া। আর যে তিনটি থেকে নিষেধ করেছেন, তা হলো ঃ খামাখা কথা কাটাকাটি করা, অধিক পরিমাণে হাতপাতা এবং সম্পদের অপচয় করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

বিচারকের ইজ্‌তিহাদ (গবেষণা), চাই তিনি ঠিক করুক কিংবা ভুল করুক, তার পুরস্কারের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

৪৩৩৯। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বিচারক যখন ইজ্‌তিহাদ (গবেষণা) করে রায় প্রদান করে, যদি তিনি তাতে ঠিক রায় প্রদান করেন, তা হলে দু'টি পুরস্কার পাবেন। আর যদি ইজ্‌তিহাদ করার পর ভুল রায় দেন, তাতে একটি পুরস্কার পাবেন।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا

৪৩৪০। ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনে আবু উমার, তারা উভয়ে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসের শেষাংশে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'ইয়াযীদ বলেছেন, আমি উক্ত হাদীসটি আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হায্‌মকে বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, অনুরূপভাবে আবু সালামা আমাকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন'। ইয়াযীদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রাহমান আদ্‌-দারমী (রা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন ঃ মারওয়ান অর্থাৎ ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দামস্‌কী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উসামা ইবনুল হাদ আল-লাইসী উক্ত হাদীসটি আমাকে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত উভয় সনদ দ্বারাই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

ক্ষুব্ধ কিংবা ক্রোধের অবস্থায় বিচারকের বিচার করা নিষিদ্ধ।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي «وَكَتَبْتُ لَهُ» إِلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

৪৩৪১। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা সিজিস্তানের কাযী (বিচারক) উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌রার কাছে লিখে পাঠালেন, আর আমিই তা লিখে দিয়েছি যে, তুমি ক্ষুব্ধ বা ক্রোধান্বিত অবস্থায় দু'ব্যক্তির মধ্যে বিচার করো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ কেউ যেন ক্ষুব্ধ অবস্থায় দু'ব্যক্তির মধ্যে বিচার বা ফায়সালা না করে।

وحدثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي

كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ

৪৩৪২। হুশাঈম, হাম্মাদ ইবনে সালামা, সুফিয়ান, মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর প্রমুখ বর্ণনাকারী আবদুল মালিক ইবনে উমাঈর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাকরা থেকে, তিনি তাঁর পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু আওয়ানার বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

অবৈধ বিধান অগ্রহণীয় এবং (দ্বীনী ব্যাপারে) ভিত্তিহীন পথ (বিদ্আত) বাতিল হওয়ার বর্ণনা।

حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

৪৩৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (দ্বীনের ব্যাপারে) আমাদের শরীয়াতে এমন নতুন প্রথা বা পদ্ধতি প্রবর্তন করবে যা (পূর্ব থেকে) তার মধ্যে বিদ্যমান নেই, সেটা বাতিল–গ্রহণযোগ্য নয়।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذٰلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

৪৩৪৪। সা'দ ইবনে ইব্রাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যার তিনখানা ঘর আছে কিন্তু সে প্রত্যেক ঘরের এক-তৃতীয়াংশ দান করার অসিয়ত করেছে। পরে সে বলে, প্রত্যেক অংশ একত্রিত করলে তো গোটা একটি গৃহে পরিণত হয়ে যায়। (সুতরাং এখন জিজ্ঞাস্য, এমন অসিয়ত জায়েয হবে কিনা?) উত্তরে কাসেম বললেন, আয়েশা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ এমন কোনো কাজ করে যা আমাদের দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা বাতিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

সাক্ষ্যদানে উত্তম ব্যক্তির পরিচয় সংক্রান্ত বর্ণনা।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

৪৩৪৫। যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না উত্তম সাক্ষ্যদানকারী কারা? সে-ই উত্তম সাক্ষ্যদানকারী, চাওয়ার পূর্বে যে সাক্ষ্যদান করে। অর্থাৎ সত্য সাক্ষ্য গোপন করে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

দু'জন মুজ্তাহিদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার বর্ণনা।

حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ

عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ

৪৩৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ এক সময়ের ঘটনা। দু'জন মহিলা ছিলো। তাদের সঙ্গে ছিলো দু'টি শিশু সন্তান। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের শিশুটি নিয়ে গেলো। তখন অবশিষ্ট শিশুটি তারা উভয়ে দাবী করে বসলো এবং এক মহিলা বললো, বাঘে তোমার শিশুটিই নিয়েছে। দ্বিতীয় মহিলাটি বললো, বাঘে নিয়েছে তোমার সন্তানটি। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ বাঁধলো। অতঃপর উভয় মহিলা হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালামের নিকট এ (বিরোধ মিমাংসার) জন্যে বিচারপ্রার্থী হলো। তিনি শিশুটি বয়স্কা মহিলাটির– পক্ষে রায় দিলেন। পরে তারা (আদালত কক্ষ থেকে বের হয়ে) সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। তারা উভয়ে তাঁকে মামলার রায় ও বিবরণ শুনালো। তখন তিনি (লোকদেরকে) বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা নিয়ে আসো। আমি শিশুটি কেটে দু'খণ্ড করে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেবো। এ কথা শুনে কম বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠলো, এরূপ করবেন না। আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন। (আমি মেনে নিলাম) শিশুটি তারই। অতঃপর তিনি কম বয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিলে শিশুটি তাকে দিয়ে দিলেন।– আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! ছুরি অর্থে 'সিক্কীন' سِكِّيْنٌ আমি আর কখনো শুনিনি, মাত্র আজই শুনলাম। না হয় তো ছুরিকে আমরা 'মুদিয়া' مُدْيَةٌ ই বলতাম।

وحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصٌ «يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ» عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ «وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ

৪৩৪৭। মূসা ইবনে উক্‌বা ও মুহাম্মাদ ইবনে আজ্‌লান– তারা উভয়ে আবু যিনাদ থেকে উক্ত সিলসিলায় ওয়ারাকার বর্ণিত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

বিচারকের বিবদমান দু'জনের মধ্যে সুলেহ্ বা আপোষ মিমাংসা করে দেয়াটাই উত্তম।

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذى اشترى العقار خذ ذهبك منى إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال الذى شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذى تحاكما اليه ألكما ولد فقال أحدهما لى غلام وقال الآخر لى جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا

৪৩৪৮। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (পূর্ববর্তী যমানায়) এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি থেকে এক খণ্ড যমীন খরিদ করলো। যমীন ক্রেতা উক্ত যমীনের ভেতর স্বর্ণের একটি কলসী পেয়ে গেলো। তখন যমীন ক্রেতা বিক্রেতাকে বললো, তুমি আমার থেকে তোমার স্বর্ণ নিয়ে যাও। আমি তো তোমার থেকে যমীনই খরিদ করেছি, স্বর্ণ খরিদ করিনি। (কাজেই স্বর্ণের মালিক তুমি।) তখন যমীন বিক্রেতা বললো, আমি তোমার কাছে যমীন এবং তাতে যা– কিছু রয়েছে সবই তো বিক্রি করেছি। (কাজেই তুমিই স্বর্ণের মালিক।) এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ বাঁধলো। (তাদের কেউই স্বর্ণগুলো গ্রহণ করতে রাজী নয়।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তারা উভয়ে এক ব্যক্তির নিকট এর ফয়সালা চাইলো। যার কাছে ফয়সালা চাইলো সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কি সন্তান আছে? তাদের একজন বললো, আমার একটি ছেলে আছে। অপরজন বললো, আমার একটি মেয়ে আছে। তখন সালিশদার বললো, তোমার মেয়েটিকে ছেলেটির কাছে বিয়ে দিয়ে দাও এবং সেই স্বর্ণ থেকে কিছু অংশ তাদের জন্যে খরচ করো; আর (বাকীটা) তাদেরকে দিয়ে দাও।

বত্রিশতম অধ্যায়

كِتَابُ اللُّقْطَةِ

কিতাবুল লুক্‌তাহ্

(পড়ে থাকা বস্তুর বর্ণনা)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا

৪৩৪৯। যায়েদ ইবনে খালেদিল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে 'লুক্‌তাহ' অর্থাৎ পড়ে থাকা বা পথে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, সেটার থলি ও মুখবন্ধ স্মরণ রাখো। অতঃপর এক বছর নাগাদ এর ঘোষণা করতে থাকো। যদি এর মধ্যে তার মালিক আসে এবং তোমাকে সেটার পরিচয় ও চিহ্ন দেয়, খুবই উত্তম, তাকে দিয়ে দাও। নতুবা তুমি নিজেই কাজে লাগাও। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! হারানো জিনিসটা যদি ছাগল-বক্‌রী হয় তখন কি করবো? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সেটা তোমার, অথবা তোমার ভাইয়ের কিংবা বাঘের জন্যে। অর্থাৎ তা আটক করে রাখা খুই উত্তম। অন্যথা নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে আশংকামুক্ত নয়। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, হারানো জিনিসটি যদি উষ্ট্র হয় তখন কি করবো? উত্তরে তিনি বললেন, তাতে তোমার কি ক্ষতি হয়েছে? তার সঙ্গে তার জুতা (শক্ত পায়ের তালু) ও পানির মশক রয়েছে। সে নিজে নিজেই পানির কাছে যাবে এবং গাছের পাতা খেতে থাকবে। অবশেষে একদিন তার মালিককে পেয়ে যাবে। ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমার ধারণা, আমি মালিকের কাছে عِفَاصَهَا পাঠ করেছি।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ» عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ «أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ» ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

৪৩৫০। যায়েদ ইবনে খালেদুল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, এক বছর নাগাদ এর ঘোষণা করতে থাকো। এরপর থলি ও মুখবন্ধ কোন্ আকৃতির তা স্মরণ রাখো, পরে তা নিজের কাজে ব্যয় করো। আর যদি এর প্রকৃত মালিক আসে এবং নিদর্শন বলে দেয়, তখন তাকে তা আদায় করে দাও। এরপর সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! হারানো বস্তু ছাগ-বক্‌রী হলে তা কি করবো? উত্তরে তিনি বললেন, তাকে ধরে রাখো, কেননা সেটা হয়তো তোমার, অথবা তোমার ভাইয়ের অর্থাৎ মালিকের কিংবা যদি তোমাদের হাতে না আসে তা বাঘের। মোটকথা তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! হারানো জিনিসটি উট হলে তা কি করবো? তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর উভয় চোয়াল অথবা বলেছেন, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ হয়ে উঠলো। অতঃপর বললেন, তাতে তোমার কি হয়েছে? তার সাথে তার জুতা (শক্ত পায়ের তালু) ও পানির মশক রয়েছে। অবশেষে একদিন তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

টীকা ঃ পথে-ঘাটে পড়ে থাকা কারোর হারানো বস্তুকে লুক্‌তাহ বলে। যদি মানব সন্তান পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'লাকীত'। উষ্ট্রকে লুক্‌তাহ বলা যায় না। তার দেহ খুব শক্ত, পা ও পায়ের তালু খুব মজবুত। দীর্ঘ পথ সে চলতে পারে। গাছের পাতা বা ঘাস ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করা তার জন্যে তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। তাছাড়া তার পেটের ভেতর পানি রাখার বিরাট এক থলি আছে। ৫/৭ দিনের প্রয়োজন পরিমাণ পানি সে অনায়াসে তার মধ্যে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। যেমন, বয়স্ক কোনো মানুষকে লাকীত বলা যায় না, তেমনি উটও লুক্‌তার আওতায় পড়ে না। প্রশ্নকারীর প্রশ্নটি ছিলো অযৌক্তিক, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়েছেন।

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عمرو في الحديث فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها

৪৩৫১। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও আমর ইবনুল হারেস প্রমুখ বলেন, রাবীয়া ইবনে আবু আবদুর রাহমান তাদেরকে উক্ত সিলসিলায় মালিকের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বর্ধিত বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, আর আমিও তার সাথে ছিলাম। সে তাঁকে লুক্তাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। এবং আমর তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি তার (হারানো বস্তুর) কোন অন্বেষণকারী না আসে তবে তুমি নিজেই তা খরচ করো'।

وحدثني أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فاحمار وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك

৪৩৫২। মুন্‌বা'আসের আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানীকে (রা) বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। অতঃপর ইসমাঈল ইবনে জাফরের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আরো বলেছেন, তাঁর প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল ও কপাল রক্তিমবর্ণ হয়ে উঠলো এবং তিনি রাগান্বিত হলেন এবং 'এক বছর নাগাদ ঘোষণা করতে থাকো'– এ বাক্যের

পর অতিরিক্ত আরো বলেছেন, 'যদি এরপরও তার মালিক না আসে তবে সেটা তোমার কাছে আমানত হিসেবে থাকবে। পরে যদি কখনো আসে তাকে তা আদায় করতে হবে'।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

ابْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

৪৩৫৩। মুন্‌বা'আসের আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী (সাহাবী) যায়েদ ইবনে খালেদুল জুহানী (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পথে-ঘাটে পড়ে থাকা সোনা-চাঁদী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেছেন, তার থলি ও মুখবন্ধ ইত্যাদি ভালোভাবে স্মরণ রাখো। অতঃপর এক বছর নাগাদ তা প্রচার বা ঘোষণা করতে থাকো। যদি তার মালিকের হদিস না পাও তুমি নিজেই তা খরচ করো, তবে তা তোমার কাছে থাকবে আমানতস্বরূপ।.যদি জীবনে কোনো একদিন তার মালিক এসে দাবী করে তখন তাকে তা ফিরিয়ে দেবে। এরপর সে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে তিনি বললেন, তাতে তোমার কি হয়েছে? উটকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কেননা তার সাথে তার জুতাও আছে এবং পানির মশকও আছে। সে নিজে নিজেই পানির কাছে পৌঁছে যাবে এবং গাছ থেকে পাতাও খেয়ে নেবে। এভাবে শেষ নাগাদ একদিন তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। অতঃপর সে (হারানো) ছাগ-বক্‌রী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে তিনি বললেন, অবশ্য তাকে ধরে রাখো, কেননা হয়তো তা তোমার ভাগে পড়বে, অথবা তোমার ভাইয়ের (মালিকের); কিংবা (যদি তোমরা কেউ তাকে আটক না করো) তখন হবে বাঘের।

وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال حدثنا حماد بن سلمة حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك

৪৩৫৪। যায়েদ ইবনে খালেদুল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাবীয়া বর্ধিত বর্ণনা করেছেন, 'তাঁর কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু এমন রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ হয়ে উঠলো'। অতঃপর গোটা হাদীস অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। আর অতিরিক্ত বলেছেন, যদি কোনো দিন তার মালিক আসে এবং থলি, মুদ্রার সংখ্যা ও থলির মুখবন্ধের পরিচয় বর্ণনা করে (অর্থাৎ প্রকৃত মালিক যাচাই করে) তাকে দিয়ে দাও। অন্যথা তুমি এর মালিক।

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فان جاء صاحبها فأدها اليه.

৪৩৫৫। যায়েদ ইবনে খালেদুল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ে থাকা মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। উত্তরে তিনি বললেন, এক বছর নাগাদ তা ঘোষণা করো। যদি কেউ তার পরিচয় না দেয়, তুমি তার থলি ও মুখবন্ধন স্মরণ রাখো। পরে তা নিজেই ভোগ করো। যদি কোন দিন এর মালিক আসে তখন তাকে তা ফিরিয়ে দাও।

وحدثنيه إسحق بن منصور أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الاسناد

وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا

৪৩৫৬। যাহ্‌হাক ইবনে উসমান (রা) উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসের মধ্যে বলেছেন, যদি তার পরিচয় ও নিদর্শন বর্ণনা করা হয় তখন তাকে ফিরিয়ে দাও। অন্যথায় তুমি তার থলি, মুখবন্ধ, পাত্র ও সংখ্যা কত তা স্মরণ রাখো (এবং নিজে ব্যয় করো।)

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالَا لِي دَعْهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا قَالَ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ

৪৩৫৭। সালামাতা ইবনে কুহাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুয়াইদ ইবনে গাফালাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একবার আমি, যায়েদ ইবনে সুহান ও সাল্‌মান ইবনে রাবীয়া' এক অভিযানে বের হলাম। পথে আমি একটি (কোড়া) ছড়ি পেয়ে তা তুলে নিলাম। আমার সঙ্গী দু'জন আমাকে তা না নেয়ার জন্যেই বললেন, কিন্তু আমি বললাম, না, আমি তা তুলে নেবো। অবশ্য আমি এর প্রচার ও ঘোষণা করবো। যদি তার মালিক আসে, তাকে তা ফিরিয়ে দেবো অন্যথায় আমি নিজেই তা দ্বারা

উপকৃত হবো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি আমার সঙ্গী দু'জনের বাধা উপেক্ষা করে ছড়িটা নিয়েই নিলাম। যখন আমরা অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম, ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন হলো। আমি হজ্জ করতে চলে গেলাম এবং মদীনায় উপস্থিত হলে, সেখানে উবাঈ ইবনে কা'ব (রা) এর সাক্ষাত পেলাম। এ সুযোগে আমি আমার উক্ত ছড়ির ঘটনা ও আমার সঙ্গীদের মন্তব্য সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। অতঃপর তিনি নিজের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে বললেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় আমি একশ' (দীনার) স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি পেলাম এবং তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম (এবং এখন তা কি করবো– তাঁকে জিজ্ঞেস করলে), তিনি এক বছর নাগাদ প্রচার ও ঘোষণা করার জন্যে আদেশ করলেন। সুতরাং আমি তাই করলাম। কিন্তু উক্ত থলির পরিচিত কাউকেই পেলাম না। সুতরাং আমি পুনরায় তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে আবারো এক বছর নাগাদ প্রচার করার আদেশ করলেন। আমি তাই করলাম। কিন্তু এবারও ওটার পরিচিত কাউকে পেলাম না। অতএব আমি পুনরায় (তৃতীয়বার) তাঁর কাছে গেলাম। এবারও তিনি আমাকে এক বছর পর্যন্ত প্রচার করার পরামর্শ দিলেন কিন্তু এবারও আমি এর পরিচিত কাউকে পেলাম না। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, উক্ত হারানো প্রাপ্ত বস্তুটির সংখ্যা, তার মুখবন্ধ এবং থলিটির চিহ্ন বা নিদর্শনাদি খুব ভালোভাবে স্মরণ করে রাখো। যদি কোনোদিন এর প্রকৃত মালিক এসে দাবী করে তখন তাকে তা দিয়ে দেবে। অন্যথায় তুমি স্বয়ং নিজেই তা ভোগ করবে। ফলে আমি নিজেই তা ভোগ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর একবার আমি উবাঈর সাথে মক্কায় সাক্ষাত করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার স্মরণ নেই যে, তিনি তিন বছর প্রচার করেছিলেন না কি এক বছর প্রচার করেছেন।

وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان ابن ربيعة فوجدت سوطا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا

৪৩৫৮। শো'বা (রা) বলেন, সালামাহ ইবনে কুহাইল আমাকে বর্ণনা করেছেন অথবা তিনি লোকদেরকে বর্ণনা করেছেন। আর আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। তিনি বলেছেন, আমি সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, একবার আমি যায়েদ ইবনে সুহান ও সালমান ইবনে রাবীয়ার সঙ্গে এক সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আর

পথে আমি একটি ছড়ি পেয়ে গেলাম। অতঃপর গোটা হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির ন্যায়, 'পরে আমি উক্ত ছড়িটি নিজের কাজেই ব্যবহার করলাম' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। শো'বা বলেন, আমি দশ বছর পরে তাকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, তিনি উক্ত হারানো-লব্ধ ছড়িটি এক বছর নাগাদ প্রচার ও ঘোষণা করেছেন।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن سفيان ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله «يعني ابن عمرو» عن زيد بن أبي أنيسة ح وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الاسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حماد ابن سلمة فان في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد ابن سلمة فان جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها

৪৩৫৯। 'আমাশ, ওয়াকী, যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা ও হাম্মাদ ইবনে সালামা প্রমুখ বর্ণনাকারী সকলে সালামাহ্ ইবনে কুহাইল থেকে উক্ত সিলসিলায় শো'বার হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতিত তাদের সকলের হাদীসে তিন বছর নাগাদ ঘোষণার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হাম্মাদের হাদীসে উল্লেখ আছে দু' অথবা তিন বছর। আর সুফিয়ান, যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা ও হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ এসে তোমাকে সে হারানো বস্তুর সংখ্যা, থলি ও মুখবন্ধের পরিচয় ও নিদর্শন বর্ণনা করে তখন তাকে তা দিয়ে দাও। আবার সুফিয়ান, ওয়াকীর রেওয়ায়েতের মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'যদি তার মালিক না পাওয়া যায় তখন সে নিজেই মালিকের পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত'। আর ইবনে মুরাঈরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যদি মালিক না আসে তখন তুমি নিজেই তা থেকে উপকৃত হতে পারো'।

حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

৪৩৬০। আবদুর রাহমান ইবনে উসমান আত্ তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آوٰى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا

৪৩৬১। যায়েদ ইবনে খালেদুল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো পথভোলা (উট বা এ জাতীয় পশু) কে আশ্রয় দেয়, সেও পথভ্রষ্ট– গোমরাহ্, যে পর্যন্ত না সে ওটার প্রচার বা ঘোষণা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১

মালিকের অনুমতি ছাড়া তার বিচরণকারী পশুর দুগ্ধ দোহন করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتٰى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

৪৩৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন অন্য কারোর বিচরণকারী পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এমন কাজ পছন্দ করবে যে, অন্য কোনো ব্যক্তি তার ঘরের মধ্যে ঢুকে তার কোষাগার ভেঙে তা থেকে তার খাদ্যদ্রব্য বের করে নিয়ে

যায়? কেননা তাদের পশুর পালান তাদের কোষাগার, অথচ তুমি তাদের খাদ্যই খেয়েছো। কাজেই তোমাদের কেউ যেন অন্যের বিচরণকারী পশুর দুগ্ধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন না করে।

وحدّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ

جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ» جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَيُنْتَثَلَ إِلَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ

৪৩৬৩। লাইস ইবনে সা'দ ও আলী ইবনে মুসহির প্রমুখ রাবীগণ নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মালিকের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাঁদের সকলের সম্মিলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 'ফাইয়ান্‌তাসিলু' অর্থাৎ সে অন্যের মাল বাইরে নিক্ষেপ করে দেয়। কিন্তু লাইস ইবনে সা'দের হাদীসে রয়েছে 'ফাইয়ান্‌তাকিলু' অর্থাৎ সে অন্যের খাদ্যদ্রব্য (সম্পদ) অন্যত্র নিয়ে যায় যেরূপ মালিকের বর্ণনায় রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

আতিথেয়তা ও অনুরূপ বদান্যতার বিষয়াদির বর্ণনা।

حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

৪৩৬৪। আবু শুরাইহ্ আল আদবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উভয় কান শুনেছে এবং উভয় চক্ষু প্রত্যক্ষ করেছে, যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের (কিয়ামতের) ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই অতিথির যথার্থ সম্মান করে। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তার ন্যায্য হক বা অধিকার কি? তিনি বললেন, একদিন ও এক রাত্র তার মেহমানদারী করা। বস্তুতঃ আতিথেয়তা হলো তিনদিন। এর পর যেটা হবে তা হলো সাদকা বা অতিরিক্ত বদান্যতা এবং তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।

حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ
الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ
يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ

৪৩৬৫। আবু শুরাইহিল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আতিথেয়তা তিন দিন এবং তার ন্যায্য অধিকার হলো একদিন ও একরাত। কাজেই কোনো মুসলমান ব্যক্তির জন্যে এটা হালাল বা উচিত নয় যে, তার কোন ভাইকে বিপদে ফেলা পর্যন্ত তার নিকট অবস্থান করে। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে পাপে লিপ্ত করার অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, তার কাছে অবস্থান করলো, অথচ আতিথেয়তা বা মেহমানদারী করার মতো কোনো জিনিসই তার কাছে মওজুদ নেই।

وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ «يَعْنِي
الْحَنَفِيَّ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ

يَقُولُ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ وَبَصُرَ عَيْنِى وَوَعَاهُ قَلْبِى حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ بِمِثْلِ مَافِى حَدِيثِ وَكِيعٍ

৪৩৬৬। সাঈদুল মাকবুরী (র) বলেন। তিনি আবু শুরাঈহিল খুযায়ী (রা) কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমার উভয় চক্ষু প্রত্যক্ষ করেছে এবং অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করেছেন। অতঃপর লাইসের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন। আর তন্মধ্যে এটাও বলেছেন, তোমাদের কারোর জন্যে বৈধ নয় যে, তোমাদের কেউ তার ভাইকে পাপে লিপ্ত করা পর্যন্ত তার কাছে অবস্থান করবে। যেমন ওয়াকীর হাদীসে যা আছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِى يَنْبَغِى لَهُمْ

৪৩৬৭। উক্‌বা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কখনো কখনো আমাদেরকে এমন সম্প্রদায়ের লোকের কাছে প্রেরণ করেন, যারা আমাদের মেহ্‌মানদারী করে না। এমতাবস্থায় আমরা কি করবো? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, যদি তোমরা কোনো এলাকায় গিয়ে পৌঁছো তখন মেহমানদারীস্বরূপ তারা যা কিছু তোমাদেরকে দেয় তা সাদরে গ্রহণ করো। আর যদি তারা তা না করে, তখন মেহমানদারীর স্বাভাবিক (হক) অধিকার তাদের থেকে আদায় করে নাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা বদান্যতা প্রদর্শন করা মুস্তাতাহাব।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ

قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ

৪৩৬৮। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ জনৈক ব্যক্তি তার সওয়ারীতে আরোহণ করে সেখানে আসলো। বর্ণনাকারী বলেন, সে ওখানে এসেই এদিক ওদিক ডানে বামে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো। (অর্থাৎ তার হাব-ভাবে সুস্পষ্ট বুঝা গেল, সে যেন কিছু পেতে চায়।) তার অবস্থা ও চাহনি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদের বললেন, যার কাছে অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে যেন তাকে একটি দান করে, যার কাছে সওয়ারী নেই। আর যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব আছে সে যেন তাকে কিছু দান করে, যার কাছে আসবাবপত্র নেই। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন প্রকারের সম্পদের আলোচনা করেছেন, অবশেষে আমরা দেখলাম অতিরিক্ত মাল-সম্পদে সে আমাদের সমপর্যায়ের হয়ে গেছে।

টীকা ঃ এটা ছিলো বদান্যতা ও হৃদ্যতা। কেউ কিছু চাওয়ার আগে তাকে কিছু দিয়ে দেয়া সহনশীলতার পরিচায়ক, যদিও সে সওয়ারী নিয়েই এসেছে। অনেক সময় লোক আত্মসম্ভ্রমের দরুন কিছু চাইতে পারে না, অথচ তার নেহায়েত প্রয়োজন বিদ্যমান। কাজেই তার অবস্থার আলোকে তাকে কিছু প্রদান করাটাই উত্তম। এ হাদীসের প্রেক্ষিতে উলামাগণ বলেন ঃ মুসাফিরকে দান-সাদকা ইত্যাদি দেয়া জায়েয যদিও সে নিজে বাড়ি ও ঘরে সম্পদশালী, এমনকি তাকে যাকাত প্রদান করাও জায়েয।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

বস্তু সামান্য হলে তা পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতার সাথে মিশিয়ে নেয়া একটি চমৎকার কাজ।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأحزره
كم هو فحزرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا
جربنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة
فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية
فقالوا هل من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء

৪৩৬৯। আয়াস ইবনে সালামা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। এক সময় আমরা এমনভাবে খাদ্য সংকটে পড়লাম যে, আমরা কোনো কোনো সওয়ারীর জানোয়ার যবেহ্ করারও সংকল্প করলাম। তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলে, আমরা আমাদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য যা ছিলো তা এক জায়গায় একত্রিত করলাম। অতঃপর আমরা একখানা চাদর বিছালাম। লোকেরা চাদরের ওপর খাদ্য দ্রব্যগুলো একত্রিত করলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি অনুমান করলাম, সর্বমোট বস্তু এক ঢাল পরিমাণ হবে। অথচ আমরা লোকসংখ্যা ছিলাম চৌদ্দশ'। আমরা সকলে খেলাম এবং শেষ নাগাদ আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত হলাম। এমনকি পরে আমরা আমাদের ভাণ্ড-পাত্র যা ছিলো সবগুলো ভাণ্ড ভরতিও করে নিলাম। পরে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে ওযুর পানি আছে কি? এ সময় এক ব্যক্তি একটি পাত্রে খুব সামান্য কিছু পানি নিয়ে আসলো এবং তা একটি বড় আকার পাত্রে ঢেলে দিলেন। অতঃপর আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি প্রবাহিত করে ওযু করলাম। তখনও আমরা ছিলাম সংখ্যায় চৌদ্দশ' লোক। এরপর আশিজন লোক আসলো। তারা এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কাছে ওযুর পানি আছে কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পানি ঢেলে দিলেন, আর তারা সকলেও ওযু করলো।

টীকা ঃ নবী (সা) এর মো'জিযা হলো কুরআন মজীদ। আর অপরটি হলো এখানে সামান্য পরিমাণের খাদ্যদ্রব্য অধিক হয়ে যাওয়া। হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, অনেক লোক মিলে একত্রে খাওয়াটা সুন্নাত এবং তাতে অধিক বারাকাত ও প্রাচুর্য হয়। বিশেষ করে খাদ্যের পরিমাণ কম হলে একত্রে দলবদ্ধ হয়ে খাওয়াটা সর্বদিক থেকে লাভজনক।

তেত্রিশতম অধ্যায়

كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার

(জিহাদ ও সফর অভিযান সংক্রান্ত বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

যে কাফিরদের কাছে ইসলামের দাওয়াত (আহ্বান) পৌছেছে, তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা বৈধ।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةَ أَوْ قَالَ الْبَتَّةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَاكَ الْجَيْشِ

৪৩৭০। ইবনে আওন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফে' (রা)-কে লিখে পাঠালাম এবং জিজ্ঞেস করলাম আক্রমণের পূর্বে (কাফিরদেরকে) ইসলামের আহ্বান জানানোটা কেমন? উত্তরে তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন যে, এ বিধান-পদ্ধতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুস্তালিকের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেছেন, আর তারাও পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছিলো। এ সময় তারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছিলো। ফলে মুসলমানরা তাদের যুদ্ধকারীদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে কয়েদ করে ফেলেছে। আর সে দিনই, বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বলেন, আমার ধারণা 'জুয়াইরিয়া' অথবা নিশ্চিত বলেছেন, 'বিনতুল হারেস' মুসলমানদের হাতে পৌছেছে। নাফে' বলেন, অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشُكَّ

৪৩৭১। ইবনে আবু আদী, ইবনে আওন (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

সমর অভিযানে সৈন্যদল প্রেরণ করার প্রাক্কালে সেনাপতিদের প্রতি ইমামের (শাসকের) বিশেষ নির্দেশ এবং সমর সংক্রান্ত নিয়ম-পদ্ধতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলীর অসিয়াত প্রদান।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان ح وحدثنا إسحق ابن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء ح وحدثني عبد الله ابن هاشم «واللفظ له» حدثني عبد الرحمن «يعني ابن مهدي» حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال «أو خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل

لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللّٰهِ فِيهِمْ أَمْ لَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحٰقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ـ قَالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ ـ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

৪৩৭২। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বড় কিংবা ছোট সমর অভিযানে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর তাক্ওয়া বা পরহেজগারী উত্তমরূপে পালন করার জন্যে তাকে ও তার সঙ্গে যেসব মুসলমান বাহিনী থাকতো তাদেরকে বিশেষ তাগিদের সাথে অসিয়াত বা হেদায়েত করতেন। অতঃপর বলতেন, যে আল্লাহর সাথে কুফরী করে, 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো। যুদ্ধ করো তবে তোমরা সীমালজ্ঘন করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, হাত পা কেটে খণ্ড খণ্ড করে বিকৃত করো না এবং শিশুদেরকে হত্যা করো না। আর যখন তোমার মুশরিক শত্রুর সাথে যুদ্ধ বেঁধে যায়, তখন তিনটি নীতির দিকে তাদেরকে আহ্বান জানাও। এর যে কোনটি সে যখন মেনে নেয় তখন তা গ্রহণ করে নাও এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দাও। অতঃপর তাদেরকে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করার দিকে আহ্বান জানাও। যদি তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া দেয় তখন তুমি তাদের এ সাড়া কবুল করে নাও এবং সংগ্রাম বন্ধ করে দাও। অতঃপর তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে মুহাজেরীনদের আবাস ভূমির দিকে (হিজরাত করে) যাবার আহ্বান করো। আর তাদেরকে জানিয়ে দাও, যদি তারা উক্ত কাজটি সম্পন্ন করে তাহলে লাভে ও লোকসানে উভয় অবস্থায় তারা মুহাজেরীনদের সাথে সমান হারে অংশীদার থাকবে। আর যদি তারা হিজরাত করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তাদেরকে অবহিত করে দাও যে, তারা সাধারণ বেদুইন মুসলমান নাগরিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পাবে। ফলে সাধারণ মুমিনীনের ওপর আল্লাহর বিধি-বিধান যেরূপে প্রয়োগ হয় তাদের ওপর তাই প্রয়োগ হবে এবং (গণিমাত) যুদ্ধলব্ধ কিংবা (যুদ্ধবিহীন) সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে যেসব সম্পদ অর্জিত হয় তার কিছুই তারা পাবে না। তবে যদি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তখন হিস্যা অনুযায়ী হকদার হবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাদেরকে

জিযিয়া (বিশেষ কর) প্রদানে বাধ্য করো। যদি তারা তা মেনে নেয়, তোমরা তা কবুল করে নাও এবং তাদের সাথে এ অবস্থায়ও সংগ্রাম বন্ধ রাখো। আর যদি তারা উক্ত জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তখন (তৃতীয় ও শেষ ফয়সালা) আল্লাহ্‌র কাছে মদদ ও সাহায্য কামনা করো এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো। আর যখন তুমি কোনো দুর্গবাসীদের অবরোধ করে ফেলবে এবং যদি তারা তোমার কাছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (যিম্মার) দায়িত্বে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দেয়, তখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর নবীর দায়িত্বে আবদ্ধ করতে পারবে না। বরং তাদেরকে তোমার ও তোমার সঙ্গীদের দায়িত্বে আবদ্ধ করে নাও। কেননা যদি তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তা হলে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের সাথে দেয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার চেয়ে তোমার ও তোমার সঙ্গীদের সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকার ক্ষুণ্ন করা অধিকতর সহজ। আর যদি তুমি কোনো দুর্গবাসীকে অবরোধ করো এবং যদি তোমার শরণাপন্ন হয়ে আল্লাহর দেয়া কোনো বিধানের আওতায় আপোষ করতে চায়, তখন তাদেরকে আল্লাহর বিধানের অধীনে আবদ্ধ করো না। বরং তোমাদের সুবিধা মতো তাদের সাথে একটি সমঝোতা করে নিতে পারো। কেননা তারা হচ্ছে বেঈমান। যে কোন ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে তাদের দ্বিধা-সংকোচ হবে না। অথচ তুমি অবগতও নও যে, তারা আল্লাহর দেয়া বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে অক্ষুণ্ন রাখবে কিনা? কাজেই আল্লাহর দেয়া কোনো ফয়সালায় তাদেরকে জড়িত করা ঠিক হবে না। বর্ণনাকারী আবদুর রাহমান হাদীস বর্ণনা সম্পন্ন হলে বলেন, এরূপ বা অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন। ইসহাক তার হাদীসের শেষে বর্ধিত বর্ণনা করেছেন (عَنْ يَحْيَى بْنِ ادَمَ) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আদম বলেন, আমি মুকাতিল ইবনে হাইয়ানকে উক্ত হাদীসটি আলোচনা করলে তিনি বললেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আল্‌কামা, (অর্থাৎ ইবনে আদম নয়)। পরে ইবনে হাইয়ানকে উক্ত পার্থক্যের আলোচনা করলে, তিনি বললেন, মুসলিম ইবনে হাইছাম আমাকে নুমান ইবনে মুকাররিমের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ

حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ ابْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ

৪৩৭৩। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সেনাপতি অথবা বলেছেন, সেনাদল পাঠাতেন তখন তাকে ডেকে এনে কিছু প্রয়োজনীয় হেদায়েত বা নির্দেশাবলী বলে দিতেন। এরপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন।

حدثنا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا

৪৩৭৪। হুসাইন ইবনুল ওয়ালিদ শো'বা থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

৪৩৭৫। আবু মুসা (আশ্‌য়ারী রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সাহাবীদের কাউকে কোনো কাজে কোথাও পাঠাতেন তখন তাকে উপদেশ দান করে নিম্নের বর্ণিত কথাগুলো বলতেন ঃ লোকদের আমার বাণী শুনাবে, তথা উৎসাহব্যাঞ্জক সু-সংবাদ শুনাবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে বীতশ্রদ্ধ করে তুলবে না, তাদেরকে সহজসাধ্য কাজের কথা বলবে এবং কষ্টদায়ক কাজের কথা বলবে না।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

৪৩৭৬। সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ্ (রা) তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার দাদা (আবু মূসা রা.) এবং মুয়া'য (রা)-কে ইয়ামান দেশে প্রেরণের সময় উপদেশ দান করে বললেন, লোকদের জন্যে সহজসাধ্য কাজ করবে বা সহজসাধ্য কাজের আদেশ করবে। কষ্টদায়ক কাজ করবে না বা তার আদেশ করবে না। আমার বাণী শুনাবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে বীতশ্রদ্ধ করবে না। ঐকমত্য সহকারে কাজ করবে, কিন্তু অবাঞ্ছিত ঝগ্‌ড়া ও মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।

وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو ح

وحدثنا إسحق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكرياء بن عدي أخبرنا عبيد الله عن

زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه

وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا

৪৩৭৭। আমর ও যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা (রা) তাঁরা উভয়ে সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর পিতা ও দাদা থেকে, তিনি (আবু মূসা রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শো'বার বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তবে যায়েদ ইবনে আবু উনাইসার হাদীসে 'পরস্পর ঐকমত্যে কাজ করো এবং অবাঞ্ছিত ঝগড়া ও মতানৈক্য সৃষ্টি করো না' এ কথাগুলোর উল্লেখ নেই।

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس ح

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن سعيد ح وحدثنا محمد بن الوليد

حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا

৪৩৭৮। উবাইদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর– তাঁরা উভয়ে শোবা' থেকে, তিনি আবু তাইয়াহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকদেরকে সহজ কাজের আদেশ করো বা লোকদের জন্যে সহজ কাজ করো, কষ্টদায়ক কাজ করো না এবং উৎসাহ ও প্রশান্তিব্যাঞ্জক কাজ করো, ঘৃণা ও বীতশ্রদ্ধামূলক কাজ করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম কাজ।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة ح وحدثني زهير

ابْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ « يَعْنِي أَبَا قُدَامَةَ السَّرْخَسِيَّ » قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى « وَهُوَ الْقَطَّانُ » كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ « وَاللَّفْظُ لَهُ » حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

৪৩৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন প্রথম ও শেষের সমস্ত মানুষকে আল্লাহ্ সমবেত করবেন তখন প্রত্যেক বিশাসঘাতকের জন্যে একটা পতাকা উত্তোলিত করা হবে এবং বলা হবে, 'ওটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক'।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

৪৩৮০। আইয়ুব ও সাখ্র ইবনে জুওয়াইরীয়াহ্ তাঁরা উভয়ে নাফে' থেকে, তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلَا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

৪৩৮১। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যেই কিয়ামতের দিন একটি পতাকা উত্তোলন করবেন এবং বলা হবে (ঘোষণা করা হবে), তোমরা দেখে নাও! ওটা হচ্ছে অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৪৩৮২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে পতাকা হবে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ «يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ» كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

৪৩৮৩। আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাসউদ রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে পতাকা উত্তোলিত হবে। আর বলা হবে (ঘোষণা করা হবে), ওটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক।

وحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

৪৩৮৪। নাযর ইবনে শুমাঈল ও আবদুর রাহ্মান তারা সকলে উক্ত সিলসিলায় শো'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবদুর রাহমানের বর্ণিত হাদীসে 'বলা হবে ওটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক'– এ কথাটির উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

৪৩৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে বিশেষ পতাকা হবে যা দ্বারা তাকে চিহ্নিত করা যাবে এবং বলা হবে, ওটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

৪৩৮৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে বিশেষ পতাকা হবে যা দ্বারা তাকে চিহ্নিত করা হবে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৪৩৮৭। আবু সাঈদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের নিতম্বের (পাছার) নিকট তার বিশ্বাসঘাতকতার বিশেষ পতাকা উত্তোলিত করা হবে।

حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ

৪৩৮৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে তার বিশ্বাসঘাতকতা পরিমাণ পতাকা উত্তোলিত হবে। সাবধান! জনপ্রতিনিধি বা বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্রপ্রধানের চাইতে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কোনোটিই নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

যুদ্ধে চক্রান্ত বা রণকৌশল অবলম্বন করা বৈধ।

وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب «واللفظ لعلي وزهير» قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة

৪৩৮৯। সুফিয়ান (রা) বলেন, আমর জাবির (রা) থেকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধকে চক্রান্ত, ধোঁকা বা (রণ) কৌশল বলে অভিহিত করেছেন।

টীকা ঃ যুদ্ধের ধোঁকা ও চক্রান্তকে আরবী পরিভাষায় অন্য শব্দে 'তাউরিয়া'ও বলা হয়েছে। কোন শব্দের বাহ্যিক প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য না করে ব্যবহার করাকে 'তাওরিয়া' বলে, অথবা শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে এমন আচরণ করা যা তারা অনুধাবন করতে না পারে। এটি একটি রণকৌশল, যা বৈধ। তবে কোনো সন্ধিচুক্তি অথবা নিরাপত্তা ঘোষণা করার পর তা ভঙ্গ করে ধোঁকা দেয়া হারাম। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, তিন অবস্থায় মিথ্যা বা তাউরিয়া বলা জায়েয, তন্মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে একটি।

وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة

৪৩৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যুদ্ধ, চক্রান্ত বা (রণ) কৌশল মাত্র।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

যুদ্ধে শত্রুর মোকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করা মাক্রূহ।

حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالا حدثنا أبو عامر العقدي

عَنِ الْمُغِيرَةِ «وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ» عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

৪৩৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার আকাঙ্ক্ষা করো না। আর যখন তাদের মুকাবিলা করবে (অর্থাৎ জিহাদে লিপ্ত হবে), তখন ধৈর্যসহকারে মুকাবিলা করবে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

৪৩৯২। আবু নাযর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী, আস্‌লাম গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) নামে তিনি পরিচিত। তিনি উমার ইবনে উবাইদুল্লাহর নিকট লিখে পাঠালেন, যখন তিনি হারুরিয়া (খারেজীদের একটি গোত্র)-দের অভিযানে তাকে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শত্রুদের মুকাবিলার কোনো একদিন দুপুরে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, অতঃপর তাদের (লোকজনের) উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে লোকসমাজ! শত্রুদের সাথে মুকাবিলা বা সংগ্রাম করার জন্যে আকাঙ্ক্ষা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করো। অবশ্য যদি তাদের (শত্রুদের) সাথে যুদ্ধ বেঁধে যায়, তখন পূর্ণ ধৈর্যধারণ করে জিহাদে লিপ্ত হও। জেনে রাখো, তরবারির ছায়ার নীচেই

জান্নাত। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে এ দু'আ করলেন।

"হে আল্লাহ্! কিতাব নাযিলকারী! মেঘমালা সঞ্চালনকারী! শত্রুদলসমূহকে পরাস্তকারী! তাদেরকে পরাস্ত ও তছনছ করে দাও এবং তাদের ওপর আমাদের বিজয়ী করো!"

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

শত্রুর মুকাবিলার সময় আল্লাহর সাহায্য কামনা করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

৪৩৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুশরিক) সৈন্যদলের ওপর বদ্‌দু'আ করে বলেছেন, হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী! সত্বর হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী! শত্রুদল পরাস্তকারী! হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাস্ত করে দাও এবং তাদেরকে তছনছ করে দাও!

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ هَازِمَ الأَحْزَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ

৪৩৯৪। ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবু আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ-দু'আ করেছেন। খালিদের বর্ণিত হাদীসও অনুরূপ। তবে তিনি বলেছেন, 'শত্রুদল পরাস্তকারী' কিন্তু এর সঙ্গে 'আল্লাহুম্মা' শব্দটি বর্ণনা করেননি।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ مُجْرِيَ السَّحَابِ

৪৩৯৫। ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম ও ইবনে আবু উমার তারা সকলে ইবনে উইয়াইনাহ্ থেকে, তিনি উক্ত সিলসিলায় ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে আবু উমার

তাঁর বর্ণিত হাদীসে 'মুজ্‌রিয়াস্ সাহাব' (অর্থ মেঘমালা সঞ্চালনকারী) এ বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

وحدثني حجاج ابن الشاعر حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض

৪৩৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের দিন বললেন, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে এ যমীনে তোমার ইবাদত করা হবে না! (অর্থাৎ হে মাবুদ! যদি আজ মুসলমানরা পরাস্ত হয়, তাহলে তোমার ইবাদত করার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।)

টীকা ঃ অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) উক্ত বাক্যটি বদরের দিন বলেছেন, কাজেই আলেমগণ বলেন, সম্ভবতঃ তিনি উভয় যুদ্ধের দিন এক দু'আ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

যুদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان

৪৩৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো এক যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যায় ঘৃণা ও অসম্মতি প্রকাশ করেছেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قالا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان

৪৩৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে সমস্ত যুদ্ধের কোনো একটিতে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন।

টীকা ঃ যদি নারীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে তখন সে নারীকে হত্যা করা জায়েয, অন্যথায় সমস্ত আলেমের ঐকমত্য ওদেরকে হত্যা করা হারাম। অথবা যে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, বরং যুদ্ধ পরিচালনা করে কিংবা পরামর্শ দেয় তখন তাকে হত্যা করা জায়েয। তবে ধর্মজাযক পাদ্রীকে হত্যা করা ইমাম আবু হানিফা ও মালিকের মতে জায়েয নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

নারী ও শিশুদেরকে রণ-ক্ষেত্রের বাইরে, ঘরবাড়িতে বা অন্য কোন জায়গায় শুধুমাত্র তাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্য না হলে, তখন বয়স্কদের সাথে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয।

وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم

৪৩৯৯। সা'ব ইবনে জাস্‌সামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশ্‌রিকদের ঘর-বাড়িতে তাদের যে সমস্ত নারী ও শিশুরা বসবাস করে তাদেরকে হত্যা করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ওরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ তাদের বয়স্কদের সাথে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয।)

টীকা ঃ কেননা মীরাস, বিবাহ, কেসাস ও দীয়াত ইত্যাদি বিধানে তাদের নারী ও শিশুরা তাদের সাথে জড়িত ও সম্পৃক্ত কাজেই তাদের যুদ্ধকারীদের অধীনে ওদেরকেও হত্যা করা বৈধ। তবে কেবল নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়।

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال هم منهم

৪৪০০। সা'ব ইবনে জাস্‌সামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাত্রি যাপনের জায়গাতেই (অর্থাৎ ঘর-বাড়ীতে) নৈশ-আক্রমণ চালিয়ে আমরা মুশরিকদের নারী শিশুদেরকে আহত ও নিহত করি। (এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?) তিনি জবাব দিলেন, তারাওতো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم

৪৪০১। সা'ব ইবনে জাস্‌সামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, যদি মুশ্‌রিকদের বিরুদ্ধে নৈশ আক্রমণ চালিয়ে তাদের শিশু সন্তানদেরকে আহত ও নিহত করা হয় (এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি)? উত্তরে তিনি বললেন, তারাও তো তাদের বাপ-দাদার অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

কাফিরদের বৃক্ষাদি কাটা ও তা আগুনে জ্বালিয়ে ফেলা বৈধ।

حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين

৪৪০২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বুয়াইরা নামক স্থানে ইয়াহুদী বনী নাযীর গোত্রের যেসব খেজুর বৃক্ষ ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু কেটে ফেলেছেন। কুতাইবাহ্ ও ইবনে রুমহ্ তাঁরা উভয়েই তাঁদের হাদীসে বর্ধিত বর্ণনা করেছেন ঃ অতঃপর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ উক্ত বিষয়ের ওপর কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "যেসব খেজুর গাছ তোমরা গোড়া

থেকে কেটে ফেলেছো কিংবা যেগুলো গোড়াসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো, তা তো তোমরা আল্লাহর হুকুম অনুসারেই করেছো, আর এটা এজন্যেই করা হয়েছে যে, নাফরমান-ফাসিক দল যাতে চরমভাবে অপমানিত হয়"।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ۞ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

وَفِي ذٰلِكَ نَزَلَتْ مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا الْآيَةُ.

৪৪০৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী বনী নাযীর গোত্রের খেজুর গাছসমূহ কেটে দিয়েছেন এবং তা জ্বালিয়েও দিয়েছেন। এ বিষয়ের ওপর ইসলামী কবি হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা) কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন ঃ বুয়াইরার* বাগানটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তাই বনী লুয়াই গোত্রের সম্মানিত নেতা-সরদারদের (কুরাইশদের সহযোগিতায়) জয়লাভ করা সহজ হয়ে গেলো।** এ প্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হলো ঃ "তোমরা যা কেটেছো, আর যেগুলো গোড়াসহ রেখে দিয়েছো,..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

টীকা ঃ* 'বুয়াইরা' মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা, যেখানে বনী নাযীর গোত্রের খেজুরের বাগান ছিলো। ** কুরাইশ ও বনী নাযীর (ইয়াহুদীদের) এর মধ্যে মিত্রতার চুক্তি ছিলো। এ জন্যে ইসলামের কবি হযরত হাস্‌সান (রা) এ কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদের মর্যাদাবোধে খোঁচা দিয়ে আঘাত করেছিলেন। কারণ মৈত্রীচুক্তি বহাল থাকা সত্ত্বেও কুরাইশরা বনী নাযীর গোত্রের সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হতে সক্ষম হচ্ছিল না।

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ

৪৪০৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাযীরের খেজুরের বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

গণীমাতের মাল-সম্পদ হালাল হওয়া এ উম্মাতের বৈশিষ্ট্য।

وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر ح وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا

৪৪০৫। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো একজন নবী (সম্ভবতঃ ইউশা' ইবনে নূন) জিহাদ করতে মনস্থ করে স্বীয় কওমের লোকদেরকে বললেন, যে ব্যক্তি সদ্য বিবাহ করেছে, কিন্তু বাসর-রাত্রি যাপন করেনি অথচ সে বাসররাত্রি যাপনের প্রত্যাশী, সে যেন আমার সাথে (এ যুদ্ধে)

গমন না করে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করেছে কিন্তু এখনো ছাদ উত্তোলন করেনি এবং যে ব্যক্তি গর্ভিনী বকরী কিংবা উষ্ট্রী ক্রয় করে বাচ্চা পাবার জন্যে প্রতীক্ষায় আছে, কিন্তু এখনো বাচ্চা লাভ করেনি, এসব ব্যক্তিও যেন আমার সঙ্গে না যায়। অতঃপর তিনি জিহাদের জন্যে বের হলেন এবং এক জনপদের নিকটবর্তী হলে আসরের নামাযের সময় হলো অথবা প্রায় আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে তিনি সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি আল্লাহর নির্দেশমত কাজ করছো (অর্থাৎ সময় অতিক্রম করছো), আর আমিও আল্লাহর নির্দেশমত কাজ করছি, (অর্থাৎ জিহাদে লিপ্ত হয়েছি। অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে কায়মনে ফরিয়াদ করলেন) হে আল্লাহ! তুমি কিছুক্ষণের জন্যে আমার উদ্দেশ্যে তাকে (সূর্যকে) থামিয়ে দাও! ফলে বিজয় লাভ করা পর্যন্ত তা থামিয়ে দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপর তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা কিছু পেয়েছেন, সবগুলো কুড়িয়ে স্তূপ করলেন। ঐ জিনিসগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আগুন আগমন করলো, কিন্তু সেগুলোকে আগুন জ্বালিয়ে দিল না। তখন নবী (আ) বললেন, তোমাদের মধ্যে আত্মসাতকারী আছে। অতএব প্রত্যেক গোত্রের একজন করে লোককে আমার হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করতে হবে। সুতরাং তারা সকলে তাঁর হাতে বাইয়াত করলো। এ সময় একজন লোকের হাত তাঁর হাতের সাথে আট্‌কে গেলো। তখন তিনি বললেন, তোমাদের গোত্রের মধ্যেই আত্মসাতকারী রয়েছে। কাজেই তোমাদের গোটা গোত্রের লোকেরই আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। তাই তারা তাঁর হাতে বাইয়াত শুরু করলো এবং এভাবে বাইয়াত করার সময় দু' অথবা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেলো। তিনি বললেন, আত্মসাতকৃত মাল তোমাদের কাছেই আছে। কেননা তোমরাই আত্মসাত করেছো। এরপর তারা গরুর মাথার ন্যায় একখণ্ড স্বর্ণ বের করে আনলো এবং ময়দানে স্তূপিকৃত মালের মধ্যে রেখে দিলো। এমন সময় আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিলো। এ ঘটনা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের পূর্বেকার কারোর জন্যে এ গণীমাতের মাল-সম্পদ হালাল ছিলো না। পরে আল্লাহ তায়া'লা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখেই আমাদের জন্যে গণীমাতের মাল হালাল করে দিয়েছেন।

টীকা ঃ পূর্বে নবীদের জন্যে গণীমাতের মাল খাওয়া হারাম ছিল। যুদ্ধ শেষে সমস্ত যুদ্ধলব্ধ মাল-সম্পদ যা কিছু পাওয়া যেতো, মাঠে তা স্তূপ করে রাখা হতো। পরে আগুন নেমে তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত। যদি আগুন তা না জ্বালায় তখন বুঝা যেতো যে, ওখান থেকে আত্মসাৎ বা খেয়ানত করা হয়েছে, ফলে তাদের জিহাদ কবুল হয়েছে বলে ধারণা করা হতো না। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের জন্যে তা খাওয়া হালাল করে দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে বর্ণনা।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فأبى فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول

৪৪০৬। মুস্‌আব ইবনে সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক সময় আমার পিতা গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশের কিছু মাল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, এগুলো আমাকে দান করুন। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। এ সময় মহা পরাক্রমশালী নাযিল করলেন ঃ "লোকেরা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, গণীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মাল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য"।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار « واللفظ لابن المثنى » قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله نفلنيه فقال ضعه ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته ثم قام فقال نفلنيه يارسول الله فقال ضعه فقام فقال يارسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول

৪৪০৭। মুস্‌আব ইবনে সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে কেন্দ্র করে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। একবার আমি গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশে একখানা তরবারি পেয়ে গেলাম এবং তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এটা আমাকে দান করুন! তিনি বলেন, তা রেখে দাও। পরে সে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, এটা

আমাকে দান করুন! তিনি এবারও বললেন, তা রেখে দাও। সে পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তলোয়ারখানা আমাকে দান করুন! আমাকে কি সে ব্যক্তির মতোই সাব্যস্ত করা হলো, যার এটার আদৌ প্রয়োজন নেই? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেখান থেকে তুমি ওটা তুলে নিয়েছ, তা সেখানেই রেখে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর এ আয়াতগুলো নাযিল হলো ঃ "লোকেরা আপনাকে গণীমাতের সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, সুতরাং আপনি বলে দিন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য"।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا

৪৪০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদের দিকে যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। গণীমাতে মুসলমানেরা অনেক উটই পেয়েছিলো। মালে গণীমাত বণ্টনের সময় তাদের প্রত্যেকের ভাগে বারটি ও এগারটি করে উট পড়েছিলো। তাছাড়া একটি করে উট তাদেরকে অতিরিক্ত বা বেশী দেয়া হয়েছিলো।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح

وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم

৪৪০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদের দিকে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন এবং ইবনে উমার নিজেও স্বয়ং তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মালে গণীমাত বণ্টনের সময় তাদের প্রত্যেকের ভাগে বারটি করে উট পড়েছিলো। এতদ্ভিন্ন (আমীরে ফৌজ) সেনাবাহিনী প্রধান, তাদেরকে একটি করে উট অতিরিক্ত দিয়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বণ্টন পদ্ধতি ও বেশী দেয়াকে পরিবর্তন করেননি। বরং তা বহালই রেখেছেন।

وحدثنا أبو بكر

ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا

৪৪১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্‌দের দিকে সেনাবাহিনী পাঠালেন, সে বাহিনীতে আমিও বের হলাম; গণীমাতের সম্পদে আমরা উট ও বক্‌রী পেয়ে গেলাম। উক্ত গণীমাতের সম্পদ বণ্টনে আমাদের প্রত্যেকের ভাগে বারটি বারটি করে উট পড়লো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি করে উট বেশী দিলেন।

وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد

৪৪১১। ইয়াহ্‌ইয়া আল কাত্তান উক্ত সিলসিলায় উবাইদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

وحدثناه أبو الربيع

وأبو كامل قالا حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية ح وحدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى ح وحدثنا هرون ابن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديثهم

৪৪১২। ইবনে আওন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফে' এর কাছে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম যে, গণীমাতের মাল ভাগে-বণ্টনে যা পাওয়া যায়, এর অতিরিক্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? জবাবে তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন যে, একবার ইবনে উমার এক সেনাবাহিনীতে এক অভিযানে ছিলেন।... এরপর নাফে পূর্বে বর্ণিত গোটা হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ «وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ» قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمُسِ فَأَصَابَنِي شَارِفٌ «وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ»

৪৪১৩। সালেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (ইবনে উমার) বলেন, গণীমাতের মালে ভাগে আমরা যা পেয়েছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা ছাড়াও অধিক দান করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, সে দিন ভাগে আমি একটি 'শারেফ' পেয়েছিলাম। বয়স্ক বড় উটকে 'শারেফ' বলে।

وحدثنا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ

৪৪১৪। ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে ইবনে উমার (রা) থেকে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাবাহিনীকে ভাগেরও বেশী দিয়েছেন, যেমন ইবনে রাজায়ার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ

৪৪১৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিককে ভাগে বণ্টনে যা মাল দিতেন, সৈন্যদের থেকে আবার কাউকে কাউকে তা ছাড়া বেশীও দিতেন। কিন্তু একই অভিযানের সমস্ত সৈনিকের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করা ওয়াজিব।

টীকা ঃ ইমাম যদি কাউকে কোনো বিশেষ কারণে সাধারণ ভাগের চেয়ে বেশী প্রদান করেন তাতে কোনো দোষ নেই। বস্তুতঃ এটা রণকৌশল কিংবা অধিক উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। তবে এভাবে অতিরিক্ত কি সমস্ত মালের থেকে দেবে, না কি এক-পঞ্চমাংশ থেকে– এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সমস্ত মাল থেকে 'নফল' প্রদান করা হবে, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও মালিক বলেন, এক-পঞ্চমাংশ থেকে ইমাম 'নফল' করতে পারেন; সমস্ত গণীমাতের সম্পদ থেকে নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

হত্যাকারীই নিহতের পরিত্যক্ত সম্পদের অধিক হকদার।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لأَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ

৪৪১৬। আবু মুহাম্মাদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবু কাতাদার সমপাঠি বা আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, আবু কাতাদাহ্ বলেন... এরপর এতদসংক্রান্ত বিস্তৃত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (অচিরেই হাদীসটি বর্ণিত হবে।)

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

৪৪১৭। আবু কাতাদাহ্ (রা) এর আযাদকৃত গোলাম আবু মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত যে, আবু কাতাদাহ্ (রা) বলেন... অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ «وَاللَّفْظُ لَهُ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ

الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِى ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِى فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِى فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لاَهَا اللَّهِ إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِى قَالَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِى بَنِى سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِى الإِسْلاَمِ وَفِى حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلاَّ لاَ يُعْطِيهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ وَفِى حَدِيثِ اللَّيْثِ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ

৪৪১৮। আবু কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যখন আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো, এমন কি পরাজয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হলো। তিনি বলেন, এ সময় আমি দেখলাম, এক মুশ্‌রিক একজন মুসলমানকে পরাভূত করে তার বুকের ওপর বসে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এ অবস্থা দেখে আমি ঘুরে গিয়ে পেছন দিক হতে তার কাঁধের ওপর তরবারির আঘাত করলাম। তখন সে (তাকে ছেড়ে) আমার ওপর আক্রমণ করলো এবং আমাকে এমনভাবে চেপে ধরলো যে, আমি যেন মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করলাম। পরক্ষণেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আমাকে ছেড়ে দিলো। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাবের সাথে আমার সাক্ষাত হলে, তিনি আমাকে বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, এমনটি

করলো? উত্তরে আমি বললাম, আল্লাহ্র ফায়সালা (যা সেটাই উত্তম। কিন্তু বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে, প্রশ্নকারী আবু কাতাদাহ এবং উত্তর দানকারী ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাব।)। এরপর মুসলমানরা ফিরে এসে আবার পাল্টা আক্রমণ করলো, ফলে মুশরিকরা পরাস্ত হলো। যুদ্ধ শেষ হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় বসে লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আজ যে মুসলমান কোনো মুশ্রিককে হত্যা করেছে এবং তার কাঁছে এর প্রমাণও আছে, নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমুদয় বস্তু সে হত্যাকারীই পাবে। আবু কাতাদাহ্ বলেন, এ সময় আমি দাঁড়িয়ে বললাম, (আমি যে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করেছি) কেউ আমার পক্ষে প্রমাণ দেবে কি? কিছু কেউই কিন্তু বললো না। আমি আমার কথা বলে বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার অনুরূপ বললেন। আর আমি এবারও দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষী দেয়ার কেউ আছে কি? এবারও কিন্তু কেউ কিছু বললো না। আমি কথা শেষ করে বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বার আগের মতো একই কথা বললেন, আর আমি আবারও দাঁড়ালাম। আমার অবস্থা দেখে এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু কাতাদাহ, তোমার কি ব্যাপার? সুতরাং আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে সত্য কথাই বলেছে। তার হাতে উক্ত নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমুদয় বস্তু আমার কাছেই আছে। আপনি তাকে সম্মত করে ঐ জিনিসগুলো আমাকে দিয়ে দিন। এ কথা শুনে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহর এক সিংহ, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে লড়াই করেছেন, তার হাতে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু নবী (সা) তোমাকে দিতে পারেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আবু বাক্র ঠিকই বলেছে। তিনি বললেন, কাজেই তুমি সে সমস্ত জিনিসগুলো তাকে (আবু কাতাদাহকে) দিয়ে দাও! সুতরাং সে আমাকে তা দিয়ে দিলো। আবু কাতাদাহ্ (রা) বলেন, তন্মধ্য থেকে লৌহবর্মটি বিক্রি করে আমি বনু সালামার একটি বাগান খরিদ করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটাই ছিলো আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ। তবে লাইসের বর্ণিত হাদীসে আবু বাক্র (রা) এর কথাটি নিম্নে বর্ণিত শব্দে উল্লেখ হয়েছে ঃ "আবু বাক্র (রা) বললেন ঃ তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহর এক সিংহকে না দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের একজন গোর-খাদক (শৃগাল)-কে ঐ নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ দিতে পারেন না"।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ

عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ أَلَا تَرَيَانِ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ «وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ»

৪৪১৯। আবদুর রাহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি কাতারে (ব্যূহে) দাঁড়িয়ে ডানে-বামে দৃষ্টিপাত করলাম এবং দেখতে পেলাম, আমি আনসারদের দু'জন অল্পবয়স্ক তরুণের মাঝখানে দণ্ডায়মান। তাদেরকে দেখে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলাম, যদি আমি তাদের উভয়ের পঞ্জরাস্থির মধ্যে থাকতাম। (অর্থাৎ যদি আমি তাদের মতো উদ্দীপনাময় যুবক হতাম, অথবা যদি আমি তাদের মাঝে থাকতাম। তাহলে চরম বিপদের মুহূর্তে এ তরুণদ্বয়কে সাহায্য করতে পারতাম। কিংবা এ অর্থও হতে পারে– আমার পাশে যদি এই দু'জন তরুণ না হয়ে শক্ত দু'জন বীর সৈনিক হতো, তাহলে চরম বিপদের সময় তারা আমাকে মদদ করতে পারতো।) ইত্যবসরে তাদের একজন আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, চাচাজান! আপনি কি আবু জাহ্লকে চিনেন? আমি বললাম, হাঁ, তাকে চিনি। তবে তাকে তোমার কি দরকার বাবা? সে বললো, আমি জানতে পেরেছি যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি-গালাজ করে। যার অধিকারে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যদি আমি তাকে দেখতে পাই, তাহলে আমাদের মধ্যে (আমার ও আবু জাহলের) যার মৃত্যু পূর্বে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তার ও আমার দেহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে

না। আবদুর রহমান বলেন, তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। ইতিমধ্যে অন্য যুবকটিও আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, পরক্ষণেই আমি লোকদের মাঝে আবু জাহলকে ঘুরতে দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, দেখো! তোমরা দু'জন যার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাচ্ছিলে, সে ঐ লোকটি। এ কথা শোনামাত্রই তারা উভয়েই তরবারি হাতে দ্রুতবেগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঘাত করলো, এমন কি তাকে হত্যাই করে ফেললো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে দু'জনেই তাঁকে ঘটনাটি অবহিত করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তাদের দুজনের প্রত্যেকেই দাবী কর বললো, আমিই তাকে হত্যা করেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছো? উভয়ে বললো, না। পরে তিনি তাদের তলোয়ার দেখে বললেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছো। কিন্তু তার (আবু জাহলের) পরিত্যক্ত বস্তুগুলো মুয়া'য ইবনে আমর ইবনুল জামুহ পাবে। এ দু' তরুণ পুরুষ ছিলেন, মুয়া'য ইবনে আমর ইবুল জামুহ্ ও মুয়া'য ইবনে আফ্‌রা।

وحدثني

أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ

৪৪২০। আওফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিম্‌ইয়ার গোত্রীয় এক ব্যক্তি শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তার পরিত্যক্ত সম্পদ নেয়ার ইচ্ছে করলো, কিন্তু খালিদ ইবনে ওয়ালীদ তাকে নিতে বাধা দিলেন। আর তিনি ছিলেন দলপতি। পরে আওফ ইবনে মালিক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাপারটি জানালো। অতঃপর তিনি খালিদকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি হত্যাকারীকে নিহতের পরিত্যক্ত মাল প্রদান করতে নিষেধ করেছো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখলাম যে, সম্পদ অনেক। জবাব শুনেও তিনি নির্দেশ করলেন যে, হত্যাকারীকে তা দিয়ে দাও। পরে এক সময় হযরত খালিদ আওফের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, অমনি আওফ খালিদের চাদর ধরে টান দিয়ে টিপ্পনী কেটে বললেন, কেমন জিত! আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনার ব্যাপারটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছাবো, সুতরাং এখন তা পূর্ণ করলাম কি-না? পরে এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদের সাথে আওফের অশোভন আচরণের কথাটি শুনতে পেয়ে ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ বললেন, হে খালিদ তাকে দিও না। আবার তাগিদ দিয়ে বললেন, হে খালিদ তাকে ঐ মালগুলো দিও না। হে মানুষেরা! তোমরা কি আমার কথার রেশ ধরে সুযোগ পেয়ে আমার নিযুক্ত শাসকদের এড়িয়ে চলতে চাও? বস্তুতঃ তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তির ন্যায়, যে উট অথবা বকরী চরায় এবং কূপের কাছে নিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত পানি পান করায়। ফলে পানির উপরিভাগ থেকে আগেভাগে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানিগুলো পান করে আর তলার গাদ ও ঘোলা অংশটি রেখে যায়। অবশেষে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার অংশটি তোমাদের ভাগে আর তলার ঘোলা গাদগুলো তাদের জন্যে। (অর্থাৎ শাসকরা সারাক্ষণ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত। যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ সে বেচারাদেরকে পোহাতে হয়। কিন্তু তোমরা নিজেদের স্বার্থে সামান্যটুকুও ব্যতিক্রম সহ্য করতে প্রস্তুত নও।)

وحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِى غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِى مَدَدِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِى الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلٰكِنِّى اسْتَكْثَرْتُهُ

৪৪২১। আওফ ইবনে মালিক আশ্‌জায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোকেরা (সেনাবাহিনী) যায়েদ ইবনে হারিসার সঙ্গে মুতার যুদ্ধাভিযানে গিয়েছেন আমিও তাদের সাথে রওয়ানা হলাম। ইয়ামান দেশীয় ক'জন সহযোগীও আমার সাথে সফরের সাথী হয়ে গেলো। অতঃপর গোটা হাদীসটি পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের মধ্যে উল্লেখ আছে, আওফ (রা) বলেন, আমি বললাম, হে খালিদ! আপনি কি অবগত নন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল হত্যাকারীর জন্যে ফায়সালা দিয়েছেন? তিনি বলেছেন, হাঁ, জানি, তবে আমি উহা প্রচুর পরিমাণ বলে মনে করি।

حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة
ابن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء
رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع
القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله
فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء قال
سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل
ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت
سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني
رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع
قال له سلبه أجمع

৪৪২২। সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, একবার আমরা হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দ্বিপ্রহরে খানা খাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি একটি লাল বর্ণের উটে চড়ে সেখানে আসলো।

উটটিকে বসালো। পরে পুটুলি থেকে একখানা রশি বা দড়ি বের করে তা দ্বারা উটটিকে বাঁধলো এবং অগ্রসর হয়ে লোকদের সাথে খানা খেতে বসে গেলো, আর সে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকলো। (মূলত সে ছিল মুশরিকদের গুপ্তচর) আমাদের মধ্যে ছিলো দুর্বল সওয়ারী ও শক্তিহীন যানবাহন, আবার কেউ কেউ ছিল পদাতিক। পরে হঠাৎ সে তার উটের কাছে এসে তাকে বাঁধনমুক্ত করে নিলো এবং তাকে বসিয়ে তার ওপর চড়ে বসলো এবং তাকে দ্রুত হাঁকিয়ে চললো। এমন সময় আর এক ব্যক্তি একটি কালো বর্ণের উষ্ট্রী নিয়ে তার পশ্চাদনুগমন করলো। সালামাহ্ বলেন, আমি কিন্তু দ্রুতপায়ে তার পেছনে দৌড়ালাম এবং উষ্ট্রীর পেছনে গিয়ে পৌঁছলাম। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে উটটির পাশে গিয়ে পৌঁছলাম। পরে আরো অগ্রসর হয়ে উটের লাগাম ধরে ফেললাম এবং তাকে বসিয়ে ফেললাম। যখন সে মাটির ওপর হাঁটু রাখলো তখনই আমি আমার তলোয়ার উত্তোলন করে লোকটির মাথার ওপরে আঘাত করতেই সে নীচে পড়ে গেলো। অতঃপর আমি তার উট ও অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্র যা ছিলো সবকিছু নিয়ে আসলাম। আসতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গে লোকজনের সাক্ষাত পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে লোকটিকে হত্যা করেছে? লোকেরা বললো, ইবনুল আকওয়া। তিনি বললেন, নিহত ব্যক্তির সমুদয় মাল সে-ই পাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

প্রাপ্য অংশের বেশী অতিরিক্ত কিছু দান করা এবং কয়েদীর বিনিময়ে মুসলমানদের মুক্তিপণ আদায় করা।

حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ «قَالَ الْقَشْعُ النِّطَعُ» مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ

وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ-يَاسَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي يَاسَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّٰهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ

৪৪২৩। আয়াস ইবনে সালামাহ্ (রা) বলেন, আমার পিতা (সালামাহ্ ইবনে আকওয়া রা.) আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একবার আমরা আবু বাক্র (রা) এর নেতৃত্বে 'ফাযারা' গোত্রের সাথে যুদ্ধ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্র (রা)-কে আমাদের ওপর দলপতি নিযুক্ত করেছেন। যখন আমাদের ও পানির কূপের মধ্যে মাত্র অল্প সময়ের ব্যবধান রইলো, তখন আবু বাক্র (রা) আমাদেরকে এক জায়গায় রাত্রের বাকী অংশটুকু যাপন করার নির্দেশ করলেন। ফলে লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করলো। আর আমাদের কেউ পানির কাছে অথবা জনপদের কাছে এসে পৌঁছালে উভয় পক্ষে মুকাবিলা হলো। তাতে কেউ নিহত এবং কেউ বন্দী হলো। অতঃপর আমি লোকজনের জমায়েতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম, তাদের মধ্যে নারী ও শিশুরা আছে। তাতে আমার আশংকা হলো ওরা (শত্রুরা) আমাদের আগেই পাহাড়ের ওপর উঠে যেতে পারে। সুতরাং আমি তাদের ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিরামহীনভাবে তীর ছুড়তে লাগলাম। যখন তারা তীরের বর্ষণ দেখতে পেলো তখন তারা সেখানেই থেমে গেলো। অতঃপর আমি তীরের আক্রমণের মুখে তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসলাম। তাদের মধ্যে ছিলো উক্ত 'ফাযারা' গোত্রের একজন মহিলা, সে ছিলো চামড়ার একখানা চাদরে আবৃত। আর সে মহিলাটির সঙ্গে ছিলো তার এক কন্যা সন্তান, সে ছিলো আরবের অনন্যা সুন্দরী নারী। আমি তাদের সকলকে হাঁকিয়ে আবু বাক্র (রা) এর নিকট নিয়ে আসলে, তিনি উক্ত মহিলার কন্যাটি আমাকে দান করলেন। পরে আমরা মদীনায় আগমন করলাম। অথচ আমি উক্ত মহিলাটির কাপড় পর্যন্ত খুলিনি (অর্থাৎ তার সাথে সঙ্গম করিনি), এমন সময় বাজারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে, তিনি আমাকে বললেন ঃ হে সালামাহ্, উক্ত মহিলাটি আমাকে দান করো! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আমার অধিক পছন্দনীয়। অবশ্য আমি এখনও তার কাপড় খুলিনি। পরের দিন পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাজারে আমার সাক্ষাত হলে, আজও তিনি

বললেন ঃ হে সালামাহ্, তোমার পিতা তোমার প্রতি উৎসর্গ হোক! উক্ত মহিলাটি তুমি আমাকে দান করো। উত্তরে আমি বললাম, সে মহিলাটি আপনার জন্যে দান করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ যাবত তার কাপড় খুলিনি অর্থাৎ তার সাথে সঙ্গম করিনি। সালামাহ্ (রা) বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাটিকে মক্কার লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং মক্কায় যে সমস্ত মুসলমান কুরাইশদের হাতে বন্দী ছিলো তাদের মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে দেয়া হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

'ফাঈ' বা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের বিধি-বিধান।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

৪৪২৪। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেকগুলো হাদীস আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন জনপদে তোমরা সদলবলে আগমন করে যেখানে অবস্থান করো, তোমাদের অংশ সেটার মধ্যেই নিহিত। (অর্থাৎ যে জনপদে তোমরা ঘোড়া হাঁকাওনি বা অন্য কোন সওয়ারীও পরিচালনা করোনি, বরং তারা (শত্রুরা) এমনিই সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে। সন্ধী চুক্তির মাধ্যমে তা তোমাদের হাতে এসেগেছে। এমন স্থানে লব্ধ সম্পদ 'ফাই', সুতরাং দান হিসেবে পাবে তোমরা তোমাদের হক বা অধিকার।) অর যে জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, (অর্থাৎ মুকাবিলা করেছে) সেখানকার লব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে নির্ধারিত। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে তা তোমাদের প্রাপ্য।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ» قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

৪৪২৫। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নাযীর গোত্রের পরিত্যক্ত সম্পদ যা আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিনা যুদ্ধে (ফাঈ হিসেবে) প্রদান করেছিলেন এবং যা অর্জনের জন্যে মুসলমানরা অশ্ব পরিচালনা করেনি বা যুদ্ধও করেনি। অতএব তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিলো। ফলে এর থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনদের এক বছরের ব্যয়ভার প্রদান করতেন এবং অবশিষ্ট অর্থ অস্ত্রশস্ত্র এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করতেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

৪৪২৬। মা'মার যুহরী (র) থেকে উক্ত সিল্‌সিলায় বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رُمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ لِي يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ بِهٰذَا غَيْرِي قَالَ خُذْهُ يَا مَالُ قَالَ فَجَاءَ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ فَقَالَ الْقَوْمُ أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ «فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذٰلِكَ» فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَا

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ قَالَا نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ « مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا » قَالَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ أَتَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ قَالَ أَكَذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ

৪৪২৭। ইমাম যুহ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, মালেক ইবনে আওস তাঁকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার কাছে দূত পাঠালেন। আমি প্রচণ্ড রৌদ্র তাপের সময় তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে আমি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি স্বীয় গৃহে খেজুরের ছোব্‌ড়ার তৈরী একটা চৌকির ওপর একটি চামড়ার বালিশে ঠেস্‌ দিয়ে উপবিষ্ট আছেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মালেক! তোমার গোত্রের কয়েক ঘর লোক (সাহায্যপ্রার্থী হয়ে) আমার কাছে আগমন করেছে। আমি তাদেরকে অল্পকিছু মাল দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি। সুতরাং ওগুলো তুমি নিয়ে যাও এবং তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ দায়িত্ব অন্য কারো ওপর অর্পণ করলেই ভাল হতো। তিনি বললেন, হে মালেক! আরে তুমিই নিয়ে যাও না! মালেক বলেন, আমি ওখানে বসেই আছি। ইতিমধ্যে (তাঁর দ্বাররক্ষী) 'ইয়ারফা' এসে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, যুবাঈর ও সা'দ (রা) সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করছে। তাঁদেরকে কি আসতে দেয়া যায়? উত্তরে উমার (রা) বললেন, হাঁ। তিনি তাঁদেরকে অনুমতি প্রদান করলে, তাঁরা সবাই প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর দ্বাররক্ষী ইয়ারফা পুনরায় এসে বললো, আব্বাস ও আলী (রা)-এর জন্যেও কি আপনার অনুমতি আছে? তিনি বললেন, হাঁ। তাঁদেরকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে, তাঁরাও প্রবেশ করলেন। (তাঁরা দু'জন পরস্পর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বনু নাযীর গোত্রের যে সম্পদ বিনা যুদ্ধে দান করেছিলেন, তা নিয়ে ঝগড়া করছিলেন।) অতঃপর আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার ও এই (আলীর দিকে ইংগিত করে) মিথ্যাবাদী, পাপী, বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসাতকারীর মধ্যে ঝাগড়ার মীমংসা করে দিন। এ কথা শুনে উসমান ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে পরস্পরের মধ্যে শান্তি দিন। মালেক ইবনে আওস বলেন, আমার তখন ধারণা হলো এদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে আগেই তাঁরা পাঠিয়েছেন। সব শুনে উমার (রা) বললেন, থামুন! আমি সবাইকে সে মহা শক্তিবান আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যার নির্দেশে পৃথিবী ও উর্ধ্বজগত যথারীতি ঠিকমত চলছে। আপনারা কি জানেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সাদ্‌কা হিসেবে গণ্য হয়। এর দ্বারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে বুঝাননি? তাঁরা সবাই বললেন, হাঁ, তিনি তাই বলেছিলেন। অতঃপর উমার (রা) আলী ও আব্বাসের দিকে ফিরে বললেন, আমি আপনাদেরকেও সে মহান আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমীনের সবকিছু ঠিকঠাক চলছে আপনারা উভয়েও এ কথা অবগত আছেন কি?– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আমরা (নবীগণ) কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সাদ্‌কা হিসেবে গণ্য হয়। উভয়ে জবাব

দিলেন, হাঁ, তিনি তাই বলেছেন। এরপর উমার (রা) বললেন, আমি এ বিষয়ে আপনাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এ 'ফাঈ' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ)-এর একটি জিনিস বিশেষভাবে তাঁর রাসূলের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা অপর কাউকে প্রদান করেননি। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ফাঈ হিসেবে (বিনাযুদ্ধে) যা কিছু প্রদান করেছেন, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্ধারিত'। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি আয়াতের সম্মুখের অংশ পাঠ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। পরে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাযীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আপনাদের মধ্যেই বণ্টন করেছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে এ মাল গ্রহণ করেননি বা এককভাবে কেবল আপনাদেরকে প্রদান করেননি। বরং এর থেকে আপনাদের সবাইকে দিয়েছেন এবং সবার মধ্যেই বণ্টন করেছেন। অবশেষে তা থেকে এই পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট আছে। এ সম্পদ থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার-পরিজনের পুরো এক বছরের ব্যয় নির্বাহ করতেন এবং এরপরও যা অবশিষ্ট থাকতো তা আল্লাহর মাল অর্থাৎ সাদ্‌কার ন্যায় খরচ করতেন। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমগ্র জীবনে এভাবেই আমল করেছেন। আমি সে মহান আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, যাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবী যথারীতি দণ্ডায়মান আছে, আপনারা কি এসব কিছু অবগত আছেন? সবাই বললেন, হাঁ, আমরা অবগত আছি। অতঃপর তিনি আব্বাস ও আলীকে অনুরূপভাবে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যেরূপভাবে উপস্থিত সকলকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন– আমি যা কিছু বললাম আপনারা উভয়েও কি তা অবগত আছেন? উভয়ে জবাব দিলেন, হাঁ, অবগত আছি। এরপর উমার (রা) আরো বললেন, পরে যখন আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওফাত দান করলেন; তখন হযরত আবু বাক্‌র (রা) এ বলে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বহন করলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত। ফলে তিনি তদনুরূপ কার্য করলেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। আর এখন আপনারা উভয়ে একই দাবী নিয়ে এসেছেন। আপনি এসেছেন আপনার ভাতিজার সম্পদের অংশের দাবী নিয়ে, আর ইনি (আলী) এসেছেন তাঁর শ্বশুরের সম্পদ থেকে স্ত্রীর অংশের দাবী নিয়ে। অথচ আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, আমরা (নবীগণ) কোনো উত্তরাধিকারী করে যাই না। বরং আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ যা কিছু থাকে তা সাদ্‌কা হিসেবে গণ্য হবে। আর এখন আমি আপনাদের উভয়কে দেখতে পাচ্ছি যে, আপনারা তাঁকে (আবু বাক্‌রকেও) মনে করে আছেন যে, তিনি ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী, পাপী, বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসাতকারী; অথচ আল্লাহ জানেন, তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে সত্যবাদী, নেককার ও পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত এবং হক ও সত্যের অনুসারী। এখন আমি হলাম আবু বাক্‌রের স্থলাভিষিক্ত। এখন আপনি ও ইনি এসেছেন আমার কাছে,

আপনারা হলেন দু'জন এবং দাবীও দু'জনের একই। আপনারা বলছেন ঃ রসূলের পরিত্যক্ত সম্পদ আমাদেরকে অর্পণ করুন। ওগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমাদের দিয়ে দিন। তখন আমি বলেছিলাম, একটি শর্তেই তা আমি আপনাদের ওপর অর্পণ করতে পারি। আর তা ছিল এই যে, আপনারা আল্লাহর নামে এই বলে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা করবেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরে আবু বাক্র (রা) এ সম্পদ যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন (এবং আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর যেভাবে আমি কাজে লাগিয়েছি) আপনারাও ঠিক তেমনিভাবে কাজে লাগাবেন। আর আপনারাও তা উক্ত শর্তে আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ করেছিলেন। পরে উমার (রা) বললেন, আচ্ছা আপনারা বলুন তো, আমি যা বললাম কথাটি কি এরূপ ছিল না? জবাবে তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ, আপনি যা বলেছেন কথা তাই ছিলো। অতঃপর উমার (রা) বললেন, এখন আপনারা আমার কাছে এসেছেন, আল্লাহর কসম! কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত আমি আপনাদের মধ্যে এর ব্যতিক্রম অন্য কোনো নতুন ফায়সালা বা ব্যবস্থা দিতে পারবো না। যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করতে অপারগ ও অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে প্রত্যার্পণ করুন। (আপনাদের পরিবর্তে আমি একাই উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের জন্যে যথেষ্ট।)

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৪৪২৮। মালিক ইবনে আওস ইবনুল হাদসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার নিকট দূত পাঠালেন। (আমি তাঁর কাছে গেলে) তিনি আমাকে বললেন, তোমার গোত্রের কয়েক ঘর লোক সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আমার কাছে এসেছিলো... হাদীসের বাকী অংশ মালিকের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়। কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রম হলো এই ঃ তিনি পরিবার-পরিজনের ওপর এক বছর তা থেকে 'ফাই' বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ থেকে খরচ করতেন। আর মা'মার কখনো কখনো বলতেন, তিনি

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে পরিবার-পরিজনের এক বছরের খোরাকী রাখতেন এবং এরপর অবশিষ্ট যা থাকতো তা আল্লাহ তা'আলার মাল, কাজেই তা সাদ্‌কা হিসেবে খরচ করতেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

৪৪২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সংকল্প করেছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাদের প্রাপ্য মীরাসের হক চেয়ে উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে (খলিফা) আবু বাক্‌র (রা)-এর নিকট পাঠাবেন। তখন 'আয়েশা (রা) তাদেরকে বললেন, (তোমরা কি অবগত নও?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি একথা বলেননি যে, আমরা (নবীগণ) কোনো ওয়ারীশ বা উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমাদের পরিত্যক্ত যা কিছু আমরা রেখে যাই তা সাদ্‌কা হিসেবে পরিগণিত হবে? (কাজেই নবী সা.-ও তাঁদের একজন।)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ
عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا
أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ
عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الأَشْهُرَ
فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلاَ يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ «كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»
فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ لاَ تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي
إِنِّي وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا
يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ
اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ
فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ
عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ
أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ

وَلٰكِنَّا كُنَّا نُرَى لَنَا فِى الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِى أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ

৪৪৩০। উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুহিতা ফাতিমা (রা) আবু বাক্র (রা)-এর কাছে দূত পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাঈ বা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ মদীনায়, ফিদাক উপত্যকায় এবং খাইবার এলাকায় গনীমাতের এক পঞ্চমাংশের অবশিষ্ট (ওফাতের সময়) যা সম্পত্তি পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন তা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস বা উত্তরাধিকারিণী হিসেবে দাবী করে প্রার্থনা জানান। উত্তরে আবু বাক্র (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমরা যা-কিছু পরিত্যাগ করে যাই তা সাদ্কা হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ উক্ত সম্পদ থেকে কেবলমাত্র খাবার ভোগের অধিকারী হবেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় উক্ত সম্পদের ব্যবহারে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সাদ্কাকৃত মালের মধ্যে নতুন কোন নীতি বা ফায়সালা দিতে পারবো না। বরং আমি উক্ত সম্পদের মধ্যে সে নীতিই অবলম্বন করবো যে নীতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করেছিলেন। (আয়েশা রা. বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার, ফিদাক এবং সাদ্কা হিসেবে মদীনাতে যা-কিছু পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, ফাতিমা আবু বাক্রের কাছে সেগুলো থেকে বরাবরই তাঁর অংশ দাবী করতেন। কিন্তু আবু বাক্র তা থেকে সামান্য কিছুও ফাতিমাকে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে ফাতিমার মনোকষ্ট হলো। তিনি আবু বাক্রের ওপর রাগান্বিত হলেন। এমনকি তিনি আবু বাক্রের সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করে ফেললেন এবং এদ্দরুন ফাতিমা মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর ফাতিমা মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আর যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবু তালিব (রা) তাঁকে রাত্রেই দাফন করেছেন এবং তিনিই তাঁর জানাযা পড়িয়েছেন। অথচ আবু বাক্র (রা)-কে একটু সংবাদও দেয়া হয়নি। আর যতদিন হযরত ফাতিমা জীবিত ছিলেন, আলী (রা) ছিলেন মানুষের কাছে বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মর্যাদাশীল। কিন্তু ফাতিমার ওফাতের পর তিনি মানুষের কাছে কিছুটা খাটো হয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি আবু বাক্র (রা)-এর সাথে একটা পরস্পর সমঝোতা ও বাইয়াত করার সুযোগ খুঁজছিলেন। কারণ বিগত এই ক'মাস তিনি বাইয়াত করেননি। পরে তিনি আবু বাক্র

(রা)-এর নিকট এ বলে পাঠালেন যে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদের কাছে আসুন, তবে আপনার সাথে কাউকে আনবেন না। অর্থাৎ উমার (রা) যেন আপনার সঙ্গে না আসে, কেননা আলী (রা) উমার ইবনুল খাত্তাবের উপস্থিতিকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু আবু বাক্‌র (রা) আলীর আহ্বানে সাড়া দিতে উদ্যত হলে উমার আবু বাক্‌রকে বললেন, আল্লাহর শপথ! হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি একাকী সেখানে যাবেন না। কিন্তু আবু বাক্‌র দৃঢ়তার সাথে বললেন, সম্ভবত তারা এতোদিন যা করেনি অচিরেই তা করবে অর্থাৎ বাইয়েত করে নেবে এবং তাদের থেকে খারাপ আচরণের আশংকা করি না। সুতরাং আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চয়ই তাদের কাছে যাবো। এ বলে আবু বাক্‌র (রা) একাকীই তাদের কাছে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আল্লাহকে সাক্ষী করে শপথের সাথে বললেন ঃ হে আবু বাক্‌র! নিশ্চয় আমরা আপনার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পূর্ণ অবহিত। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে জ্ঞান-প্রজ্ঞা দান করেছেন তাও আমাদের কাছে স্বীকৃত। আল্লাহ আপনাকে যে কল্যাণ (খেলাফত) দান করেছেন তাতে আমাদের কোনো রকম হিংসা-বিদ্বেষ নেই, তাতে আমরা কোন প্রকার কুণ্ঠাও বোধ করি না। তবে কথা এতটুকু যে, খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারে আমাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম আপনজন হিসেবে, তাঁর দাফন-কাফন ক্রিয়া সম্পাদন করার দায়িত্ব আমাদের ওপরই অর্পিত হয়েছিলো। (আমরা নিকটতম আপনজনেরা একদিকে শোকে মূহ্যমান-ভারাক্রান্ত, অপরদিকে তাঁর দাফন-কাফনে লিপ্ত। কিন্তু আপনারা ছিলেন তখন খেলাফত নিয়ে ব্যস্ত। আমরা (আহলে বাইত) কি এ ব্যাপারে একটু জিজ্ঞাসার যোগ্যও ছিলাম না?) এতক্ষণ আলী (রা) আবু বাক্‌রকে কথাগুলো বলে যাচ্ছেন, আর আবু বাক্‌রের অবস্থা এ ছিলো যে তাঁর দু'নয়ন বিরামহীনভাবে অশ্রু প্রবাহিত করতে লাগলো। আলীর (রা) কথা শেষ হলে, অতঃপর যখন আবু বাক্‌র (রা) কথা বলতে শুরু করলেন, তখন তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! আমার আপন আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তার নৈকট্য আমার কাছে অধিক প্রিয়, তবে আমার ও আপনাদের মধ্যে ঐ যে সম্পদ নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ঃ আমি সত্য ও ন্যায় থেকে একটুও বিচ্যুত হতে পারবো না এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে যা করতে দেখেছি তা সামান্যটুকু বর্জনও করতে পারবো না। বরং আমি তাই করবো যা তিনি করে গিয়েছেন।

অতঃপর আলী (রা) আবু বাক্‌র (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আচ্ছা এবার যেতে পারেন। বাইয়াতের ব্যাপারে আগামীকাল অপরাহ্নের অঙ্গীকার রইলো। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) যোহরের নামায পড়ে মিম্বারের ওপর আরোহণ করলেন এবং কালেমা

শাহাদাত পাঠ করলেন। পরে আলীর কথাবার্তা, তাঁর বাইয়াত থেকে বিরত থাকার কারণ এবং তাঁর কাছে যে সমস্ত অভিযোগ পেশ করেছেন ইত্যাদি তিনি বিস্তারিতভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরলেন।

অতঃপর আলী ইবনে আবু তালিব (রা) উঠে দাঁড়ালেন, ইস্‌তিগফার ও শাহাদাত কালেমা পাঠ করে, আবু বাক্‌র (রা) এর বিরাট মর্যাদা ও অধিকারের কথা ফলাও করে জনগণের কাছে পেশ করে বললেন ঃ এতোদিন যাবত তিনি (আলী রা.) যে বাইয়েত থেকে বিরত রয়েছেন তা আবু বাক্‌রের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ প্রসূত নয়। আর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন সেটার অস্বীকৃতির দরুনও নয়। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের ধারণা ছিলো এই যে, খেলাফতের ব্যাপারে আমাদের মতামতেরও একটা অংশ বা অধিকার আছে। মূলতঃ আমাদের এ ধারণা অমূলকও ছিলো না। সুতরাং আমাদের অনুপস্থিতিতে তা সম্পন্ন করে আমাদের প্রতি অবিচার বা অন্যায় আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছে। কাজেই আমাদের অন্তরে ব্যথা লাগাটা নিতান্ত স্বাভাবিক। আলী (রা)-এর বক্তব্য শুনে উপস্থিত সমবেত মুসলমান খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং সকলে বলে উঠলেন, আপনি ঠিকই করেছেন। অবশেষে লোকেরা যখন দেখতে পেলো যে, দীর্ঘদিনের একটি অমীমাংসিত ঘটনা কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ফিরে যাচ্ছে, তখন সমস্ত মুসলমান আলী (রা)-এর দিকেই ফিরে আসলেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ

৪৪৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার ফাতিমা ও আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পদের মীরাস বা উত্তরাধিকার দাবী নিয়ে তারা উভয়ে আবু বাক্‌র (রা)-এর নিকট গেলেন। তাঁরা দু'জন সেদিন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিদাক উপত্যকা ও খাইবারের অংশের ভূমির পরিত্যক্ত হিস্যার দাবী তুলেছিলেন। এর জবাবে আবু বাক্‌র (রা) তাঁদের উভয়কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... অতঃপর যুহরী থেকে উকাইলের বর্ণিত হাদীসের অর্থ অনুযায়ী (হাদীসের) অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন। তবে তন্মধ্যে বলেছেন ঃ অতঃপর আলী (রা) দাঁড়িয়ে আবু বাক্‌রের মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়াটা বড় করে তুলে ধরলেন এবং তাঁর মর্যাদা ও ইসলামের মধ্যে তিনি যে সবচেয়ে প্রথম সারির ব্যক্তি তাও আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে আবু বাক্‌রের হাতে বাইয়াত করলেন। এ সময় সমস্ত লোক আলীর দিকে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। উত্তম কাজই করেছেন। ফলে লোকেরা যখন দেখলো যে, দীর্ঘদিন পর খেলাফতের অসম্পূর্ণ কাজটি কল্যাণের অভিমুখী হয়ে মনোমালিন্যের অবসান ঘটেছে, তখন সমস্ত লোক আলীর কাছাকাছি ও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলো।

و حدثنا ابن نمير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي ح وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قالا حدثنا يعقوب «وهو ابن إبراهيم» حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ

৪৪৩২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী ‘আয়েশা (রা), উরওয়া ইবনে যুবাইরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) খলিফা আবু বাক্‌র (রা) এর কাছে এসে ‘ফাঈ’ বা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের অধিকারে ও মালিকানায় অর্পণ করেছিলেন এবং তিনি ওফাতের সময় তা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, তা থেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে অংশ বণ্টন করে দেয়ার জন্যে দাবী করেন। আবু বাক্‌র (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমরা (নবীগণ) পরিত্যক্ত সম্পদের কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। যা কিছু সম্পদ রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর এ উত্তরে ফাতিমা ক্ষুব্ধ হলেন। বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরে তিনি (ফাতিমা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। (এ ছয় মাস তিনি আবু বাক্‌রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রেখেছিলেন।) আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার, ফাদাক এবং সাদকা হিসেবে মদীনাতে যা-কিছু পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, ফাতিমা আবু বাক্‌রের কাছে সেগুলো থেকে তাঁর অংশ বরাবরই দাবী করতেন। কিন্তু আবু বাক্‌র (রা) তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। বরং আবু বাক্‌র (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন এমন কোন ক্ষুদ্র আমলও আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। কেননা আমি তাঁর কোনো কাজ বা নির্দেশ যদি পরিত্যাগ করি, তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো বলে আমার আশংকা হয়। তবে মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদ্‌কা বা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ খলিফা উমার (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু পরে এক সময় আলী (রা) আব্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে উক্ত সম্পদের ওপর একক অধিকার স্থাপন করে নেন। (যদ্দরুন এক সময় খলিফা উমারের কাছে তাদের ঝগড়ার নালিশ পৌঁছলে, তিনি তা মীমাংসা করে দেন।) আর খাইবার ও ফাদাকের সম্পদ খলিফা উমার স্বীয় তহবিলে বা তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'টি ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত প্রয়োজনে ব্যয়িত হতো, এ কারণেই এগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সমকালীন খলিফার এখ্‌তিয়ারভুক্ত থাকবে। বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, সেই দু' এলাকার সম্পদ এখন পর্যন্ত ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ হিসেবে বিদ্যমান আছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

৪৪৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরিত্যক্ত সম্পদ আমার ওয়ারিশদের উচিত অর্থ হিসেবে বণ্টন না করা। বরং আমি আমার স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ ও চাকর-নকরের খরচ নির্বাহের পর যা কিছু রেখে যাই, তা সাদ্‌কা হিসেবে গণ্য হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪৪৩৪। সুফিয়ান (রা) আবু যিনাদ থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

৪৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী করে যাই না। বরং আমরা যা কিছু (সম্পদ) রেখে যাই তা সাদ্‌কা হিসেবে পরিগণিত হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে (গনীমাত) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا

৪৪৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গনীমাত) যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ থেকে ঘোড়ার জন্যে দু' অংশ এবং পদাতিক সৈন্যের জন্যে এক অংশ বণ্টন করেছেন।

টীকা ঃ এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ হয়েছে– যেমন, لِلْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ অর্থ অশ্বারোহী ও পদাতিক। তাদের জন্যে যথাক্রমে দু'ভাগ ও একভাগ। لِلْفَرَسِ وَالرَّجُلِ– অর্থ অশ্ব ও আরোহী; তাদের জন্যে যথাক্রমে– ঘোড়ার দু'ভাগ এবং আরোহীর একভাগ সর্বমোট তিন ভাগ। এখানে হাদীসে উল্লিখিত لِلرَّجُلِ অর্থ ঘোড়ার আরোহী বা মালিকও হতে পারে অথবা اَلرَّاجِلْ অর্থে পদাতিকও হতে পারে। সুতরাং আলেমদের মধ্যেও মতভেদ হয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ীসহ অধিকাংশের মতে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অশ্বারোহী সৈনিক সর্বমোট তিন ভাগ পাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, মাত্র দুই ভাগ পাবে। একভাগ ঘোড়ার এবং আর একভাগ তার নিজের, কেননা ঘোড়ার জন্যে দুই ভাগ হওয়ার কোন যুক্তি নেই।

حدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفَلِ

৪৪৩৭। উবাইদুল্লাহ (রা) থেকেও উক্ত সিলসিলায় বর্ণিত আছে। তবে তিনি 'ফিন্ নাফ্লে' অর্থাৎ 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে' এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

বদরের যুদ্ধে ফেরেশ্তা কর্তৃক সাহায্য পাওয়া এবং যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল হওয়ার বর্ণনা।

حدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ «هُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ» حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْاِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ

رَبُّكَ فَانَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَاوَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ
أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ
قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً
بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا
فَنَظَرَ الَيْهِ فَاذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذٰلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ
الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقْتَ ذٰلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ
الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أَسَرُوا
الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَاتَرَوْنَ فِي هٰؤُلَاءِ الْأُسَارَى
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَانَبِيَّ اللهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً
عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْاسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَرَى
يَاابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَا وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَاأَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلٰكِنِّي أَرَى أَنْ
تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ «نَسِيبًا
لِعُمَرَ» فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَانَّ هٰؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَاقُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَاذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ
فَانْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ
هٰذِهِ الشَّجَرَةِ «شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ

لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا
فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ

৪৪৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিক বাহিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারা ছিলো এক হাজার এবং তাঁর সঙ্গীদের সংখ্যা ছিলো তিনশ' উনিশ ব্যক্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলার দিকে মুখ করে দু'হাত উত্তোলন করে আবেগ-জড়িত কণ্ঠে, উচ্চস্বরে তাঁর রব্‌কে ফরিয়াদ জানালেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়ে আরাধনা করছি। তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পূরণ করো! হে আমার মা'বুদ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলে, তা এক্ষুণি বাস্তবায়িত করো। হে আমার প্রভু! যদি তুমি চাও মুষ্টিমেয় মুসলমানদের এ দল মুশরিকদের হাতে পরাজয় বরণ করুক, তাহলে এ মাটির পৃথিবীর ওপর আর কেউ তোমার ইবাদাত করবে না। তিনি এই অবস্থায় অনবরত তাঁর রব্‌কে ডাকতে লাগলেন, এবং এমনভাবে হাত দু'খানা উঁচু করে কেবলামুখী হয়ে তাঁর প্রভুকে ফরিয়াদ জানাতে থাকলেন যে, অবশেষে তাঁর দু'কাঁধের ওপর থেকে চাদরখানা খসে নিচে পড়ে গেলো। ঠিক এমন সময় হযরত আবু বাক্‌র (রা) এসে চাদরখানা তুলে নিয়ে তাঁর কাঁধের ওপর ঢেলে দিলেন, অতঃপর পেছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর নবী! যথেষ্ট হয়েছে। কেননা আপনি আপনার রবের কাছে একান্ত কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করেছেন। সুতরাং আপনার প্রভু আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছেন অনতিবিলম্বেই তিনি তা পূরণ করবেন। এ প্রসঙ্গে মহা ক্ষমতাবান আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ "আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে। তিনি তোমাদের ফরিয়াদের জবাবে বললেন, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে পরপর এক হাজার ফেরেশ্‌তা পাঠাবো"। ফলে আল্লাহ ফেরেশতা দ্বারা তাঁর নবীকে সাহায্য করেছেন।

বর্ণনাকারী আবু যুমাইল বলেন, একদিন ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য এ ছিলো যে, সেদিন কোনো এক মুসলমান এক মুশরিকের পশ্চাদনুগমন করলো। উক্ত মুশরিক তার সামনে সামনে দৌড়াচ্ছে, ঠিক এমনি সময় হঠাৎ সে ওপর থেকে একটি চাবুকের আঘাতের শব্দ শুনতে পেলো। আরো সে শুনতে পেলো কোনো অশ্বারোহীর শব্দ। সে বলছে "আক্‌দিম হাঈযুম"।* পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন, তার সম্মুখে যে মুশরিকটি এতক্ষণ দৌড়াচ্ছিল সে নিহত অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তাকিয়ে দেখলেন, তার নাক কাটা এবং মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত, যেমন কোনো ব্যক্তির চাবুকের আঘাতে এমনটি হয়ে থাকে। এ অবস্থার বহু নিহত

লাশের স্তূপ তারা একত্রিত করলো। অতঃপর জনৈক আনসারী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমরক্ষেত্রের ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, তুমি সত্যিই বলেছো, ওটা তৃতীয় আসমানের সাহায্য। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন (বদর যুদ্ধে) মুসলমানরা সত্তর জন মুশ্‌রিককে হত্যা এবং সত্তরজনকে বন্দী করেছিলেন। আবু যুমাইল বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ যখন মুসলমানরা কুরাইশদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-এর সঙ্গে পরামর্শ করে.তাঁদের অভিমত জানতে চাইলেন এবং বললেন ওসব কয়েদীদের ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? জবাবে আবু বাক্‌র (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! ওরা সবাই আমাদের চাচাত ভাই ও স্বগোত্রীয়, তাই আমি মনে করি, তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হোক। ফলে একদিকে কাফিরদের ওপর আমাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে হয়তো অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের হেদায়েত দান করবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-কে লক্ষ্য করে তাঁর অভিমত জানতে চেয়ে বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব ! তোমার মত কি? জবাবে তিনি বলেন, আমি বললাম (আবু বাক্‌র যা বলেছেন) আল্লাহর কসম, তা হতে পারে না হে আল্লাহর রাসূল! আবু বাক্‌রের মতের সাথে আমি একমত নই। আমি মনে করি যদি আমাদেরকে ক্ষমতা বা অধিকার দেয়া হয় তাহলে আমরা তাদের সকলের ঘাড় সংহার করে দেবো। সুতরাং আলী (রা)-কে অধিকার দিন তিনি (তাঁর ভাই) আকীল থেকে বুঝাপড়া করে নেবে এবং তিনিই তার ঘাড় সংহার করবেন, আর আমি উমারকে আমার নিকটতম অমুক সম্পর্কে অধিকার দিন, আমি তার ঘাড় সংহার করবো। কেননা তারা হচ্ছে কুফরের সংগঠন এবং তাদেরই নেতা বা সরদার। (উমার বলেন) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র যা বলেছেন সে দিকেই ঝুঁকে পড়লেন বা তা সমর্থন করলেন, আর আমি যা বললাম তা সমর্থন করলেন না। পরদিন যখন আমি গেলাম, দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা) উভয়ে এক জায়গায় উপবিষ্ট। কিন্তু দু'জনই কাঁদছেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন, আপনিই বা কেন কাঁদেন আর আপনার সঙ্গীই বা কেন কাঁদছেন? যদি আমি পারি তাহলে আমিও কাঁদবো, আর যদি আমার কাঁদা না আসে, অন্তত আপনাদের উভয়ের কাঁদার দরুন আমিও কাঁদার ভান করবো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওসব কয়েদীদের থেকে মুক্তিপণ হিসেবে মাল নেয়ায় তোমার সাথীদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে আসছে সে জন্যে আমি কাঁদছি। বস্তুতঃ তাদের ওপরের আযাব ও শাস্তি ঐ বৃক্ষটির চেয়ে অতি নিকটে আমার সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন (এ কথাগুলো বলার সময়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটেই একটি বৃক্ষ ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করলেন। আল্লাহর বাণী ঃ দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা

পর্যন্ত নিজের কাছে বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সংগত নয়... যা হোক, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছো তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ করো, পর্যন্ত। সে থেকে আল্লাহ মুসলমানদের জন্যে গনীমাত হালাল করেছেন।**

টীকা ঃ* ফেরেশতাদের ঘোড়া পরিচালনার একটা সংকেত। কেউ বলেন, তাদের ঘোড়ার নাম 'হাইযুম' অর্থ ঃ হে হাইযুম! সম্মুখে অগ্রস হও।

** বদরের যুদ্ধের পূর্বে সূরায়ে মুহাম্মাদের মধ্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রাথমিক পর্যায়ের নির্দেশাবলী বর্ণনা করে বলা হয়েছে فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ... حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا- অর্থাৎ যুদ্ধবন্দীদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করাটা বৈধ। তবে সর্বাগ্রে শত্রুর শক্তি সমূলে ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে মুশরিকরা কিছু নিহত আর কিছু বন্দী রেখেই ময়দান থেকে পলায়ন করেছে। অথচ মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন বা ধাওয়া করলে সেদিনই শত্রু বা কুফরী শক্তি চিরতরে খতম হয়ে যেতো, অথচ তাঁরা সমূহ ময়দানে প্রাপ্ত লব্ধ মাল ও পরে বন্দীদের থেকে 'ফেদিয়া' গ্রহণ করাটাকে যথেষ্ট মনে করেছে। মূলতঃ শত্রু নিপাত করাটা ছিল প্রথম কাজ। কিন্তু তাঁরা সেটা না করে মালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে। তাই বলতে হয় আল্লাহর শাসানী বা ধমক বাণী প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ওপর ছিল, নবীকে নয়। আযাবের ভীতি মুসলমানদেরকে দেখিয়েছেন, রাসূলকে নয়। পরে বলা হলো : যাক, যা হয়ে গেছে; আল্লাহকে ভয় করে আগামীর জন্য সতর্ক হয়ে এখন গনীমাতের লব্ধ মাল ভোগ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
কয়েদীকে বন্দী করা ও আট্‌কে রাখা এবং তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন একটি মহৎ কাজ।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي

مَاقُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَادَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ
تُعْطَ مِنْهُ مَاشِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ
مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ
وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ
أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ
كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ أَصَبَوْتَ فَقَالَ لَا وَلٰكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ
رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللّٰهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৪৩৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্‌দের দিকে কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী পাঠালেন। তারা ইয়ামামাহ্ বাসীদের সরদার বনু হানীফা গোত্রের সুমামাহ ইবনে উসাল নামক এক ব্যক্তিকে ধরে আনলো। তাকে মসজিদের (মসজিদে নববীর) একটি খামের সাথে বেঁধে রাখলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ্, তোমার কি মনে হচ্ছে? উত্তরে সে বললো, আমিতো ভালোই মনে করছি হে মুহাম্মাদ ! যদি (আমাকে) হত্যা করেন তাহলে অবশ্যি আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। (অর্থাৎ আপনার বহু লোককে হত্যা করে আমি নিজেই হত্যার উপযোগী হয়ে গেছি। অথবা আমাকে হত্যা করা একটি সম্প্রদায়কে হত্যা করার নামান্তর।) আর যদি আপনি আমার প্রতি মেহেরবানী বা অনুকম্পা প্রদর্শন করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি মেহেরবানী করবেন। (কেননা আমি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি নই।) আর যদি আপনি ধন-সম্পদ চান, বলুন, যতটা চান তা দেয়া হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (তার অবস্থার ওপর) ছেড়ে দিলেন। এভাবে একদিন গত হয়ে পরের দিন আসলো। এবারেও তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ্, তোমার কি মনে হচ্ছে? জবাবে সে বললো,

আমার তাই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে, যদি আপনি মেহেরবানী করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর প্রতিই মেহেরবানী করবেন। আর যদি (আমাকে) হত্যা করেন, তাহলে আমি খুনী, একজন খুনীকেই হত্যা করবেন। আর যদি আপনি ধন-সম্পদ চান বলুন, যা চান তা দেবো। আজও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (তার অবস্থার ওপর) ছেড়ে দিলেন। অবশেষে যখন পরের দিন আসলো (এ তৃতীয় দিনও) তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ্, তোমার কি মনে হচ্ছে? সে জবাবে বললো, আমার তাই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। যদি আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা করেন তাহলে আমি অকৃতজ্ঞ নই। আর যদি (আমাকে) কতল করেন, তাহলে আমি কতলের উপযোগী, আপনি একজন খুনীকেই কতল করবেন। আর যদি ধন-সম্পদ চান, তাও বলুন, যতটা চান তাই দেবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বললেন, 'তোমরা সুমামাহ্কে মুক্ত করে দাও'। মুক্তি পেয়ে সে মসজিদের কাছে একটি খেজুর বাগানে গেলো এবং সেখানে গোসল করলো। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে বললো ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ (ইলাহ্) নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল'। হে মুহাম্মাদ! (আল্লাহর কসম) সারা দুনিয়ায় আপনার চাইতে বেশী কারোর প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিলো না। কিন্তু এখন সারা পৃথিবীতে আপনিই আমার কাছে সবচেয়ে অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! (ইতিপূর্বে) আপনার দীনের চাইতে অধিক অপ্রিয় দীন আমার কাছে আর কোনোটিই ছিলো না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার কাছে সবচাইতে অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! (ইতিপূর্বে) আপনার শহরের চাইতে বেশী ঘৃণ্য শহর আমার কাছে আর কোনোটিই ছিলো না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে অধিক প্রিয়। আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে পাক্ড়াও করেছে এমন এক সময় যখন আমি উম্রাহ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। আপনি বলুন, এখন আমি কি করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিলেন, এবং তাকে উমরাহ্ আদায় করার আদেশ করলেন। যখন সে মক্কায় পৌছলো, তখন কোনো এক ব্যক্তি তাকে বললো ঃ তুমি নাকি বে-দীন হয়ে গেছো? সে বললো, না, তা হবে কেন? বরং আমি (মুহাম্মাদ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমরা ভালোভাবে জেনে নাও আল্লাহর কসম, (এখন থেকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে ইয়ামামাহ্ থেকে গমের একটি দানাও আসতে পারবে না।

টীকা ঃ ইসলামের ব্যবহারিক কাজ-কর্মের সৌন্দর্য অবলোকন করা এবং তৎপ্রতি তার মন আকৃষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যেই তাকে তিন দিন সুযোগ দেয়া হয়েছে। কোন একটি সিদ্ধান্তে পৌছার জন্যে এ সময়ই যথেষ্ট। ইসলাম গ্রহণে তার পূর্বেকার উমরাহসহ সবকিছু বাতিল হয়ে গেলেও এখানে উমরাহ করার আদেশ মনঃতৃপ্তি বৈ কিছুই নয়।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ

৪৪৪০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী নাজ্দ ভূমির দিকে পাঠালেন। তারা ইয়ামামা-বাসীদের সরদার সুমামাহ্ ইবনে উসাল আল্-হানাফী নামক এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসলো।... এরপর হাদীসের বাকী অংশ লাইসের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, "সে বলেছে, যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহলে একজন খুনীকেই হত্যা করবেন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

হিজায ভূমি বা আরব উপদ্বীপ হতে ইয়াহুদীদের বহিষ্কার।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

৪৪৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আগমন করে বললেন, চলো আমরা ইয়াহুদীদের এলাকায় যাই। আমরা তাঁর সাথে রওয়ানা

হলাম; অবশেষে আমরা তাদের (ধর্মীয় শিক্ষালয় 'বায়তুল মিদ্‌রাস'-এর) নিকট পৌছলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! 'ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তিতে থাকতে পারবে'। উত্তরে তারা বললো, হে আবুল কাসেম (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপনাম) আপনি পৌছিয়েছেন (অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে, এখন তা মানা বা না মানা আমাদের ইচ্ছা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, আমি তোমাদের থেকে এটাই কামনা করি যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপদে থাকতে পারবে। এবারও জবাবে তারা বললো, হে আবুল কাসেম! অবশ্যই আপনি পৌছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও বললেন, আমি তোমাদের থেকে ওটাই কামনা করি এবং এ তৃতীয়বার তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, জেনে রাখো, এই ভূখণ্ড (অর্থাৎ গোটা বিশ্বের মালিকানা) আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আমি তোমাদেরকে এ ভূখণ্ড (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছি। সুতরাং তোমরা কোন বস্তু বিক্রি করতে সক্ষম হলে, তা অবশ্যই বিক্রি করে দাও। অন্যথা তোমরা জেনে রাখো যে, গোটা বিশ্বের মালিকানা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ

৪৪৪২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বনী নাযীর ও বনী কুরাইযার ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাযীরকে বহিষ্কার করে বনী কুরাইযাকে বহাল রাখেন এবং তাদের ওপর তিনি যথেষ্ট অনুকম্পাও প্রদর্শন করেন। পরে এক সময় বনী কুরাইযাও

মুকাবিলায় দাঁড়ালো। সুতরাং তিনি তাদের (বয়স্ক) পুরুষদেরকে হত্যা করলেন, তাদের নারী ও শিশুদেরকে এবং সেইসাথে তাদের মাল-সম্পদসমূহকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অবশ্য কিছুসংখ্যক আত্মসমর্পণ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সমস্ত ইয়াহুদীদেরকে বিতাড়িত বা বহিষ্কার করে দেন। তারা সবাই ছিলো (ইয়াহুদী আলেম) আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) (যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হয়েছেন)-এর স্বগোত্রীয় লোক। বনী হারেসা ও অন্যান্য সমস্ত ইয়াহুদীদের মূল আবাসভূমি মদীনাই ছিলো, (পরে বিশ্বাসঘাতকতার দরুন বিতাড়িত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে।)

وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَكْثَرُ وَأَتَمُّ

৪৪৪৩। হাফ্স ইবনে মাইসারাও মূসা থেকে উক্ত সিলসিলায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে ইবনে জুরাইজের বর্ণিত হাদীসটি আরো বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا

৪৪৪৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, অবশ্যি আমি আরব উপদ্বীপ থেকে সমস্ত ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বহিষ্কার করবো, শেষ নাগাদ একমাত্র মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া আমি আর কাউকে এখানে থাকতে দেবো না।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪৪৪৫। সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে উবাইদুল্লাহ– তাঁরা উভয়ে উক্ত সিলসিলায় আবু যুবাইর থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

চুক্তি ভঙ্গকারীর সাথে যুদ্ধ করা বৈধ এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়ে দুর্গ খুলে শত্রুদের বেরিয়ে আসা।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار « وألفاظهم متقاربة » قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم « أو خيركم » ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك

৪৪৪৬। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বর্ণনা করেন, সা'দ ইবনে মুয়াযের ফায়সালা বা বিচার মেনে নেয়ার শর্তে (ইয়াহুদী) বনী কুরাইযা গোত্র দুর্গদ্বার খুলে বেরিয়ে আসলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ-এর কাছে লোক পাঠালেন। অতঃপর তিনি একটি গাধায় সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটবর্তী হলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের নেতাকে অথবা উত্তম ব্যক্তিকে (স্বাগতম) অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর তিনি সা'দ (রা)-কে বললেন, এসব লোকেরা (বনী কুরাইযা গোত্রের ইয়াহুদীরা) তোমার ফায়সালা-বিচার মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গদ্বার খুলে বেরিয়ে আসছে। সা'দ (রা) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার রায় হলো ঃ তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন সবাইকে হত্যা করতে হবে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও এ শ্রেণীভুক্ত অন্যান্যদেরকে বন্দী করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, (তাঁর রায় শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহর ফায়সালার ন্যায়ই ফায়সালা করলে।' বর্ণনাকারী

আবার কখনো বলেন, নবী (সা) বলেছেন, তুমি ফেরেশতার (জিব্‌রাইলের) ফায়সালার ন্যায়ই ফায়সালা করলে। কিন্তু বর্ণনাকারী ইবনে মুসান্না "আবার কখনো বলেন, তুমি ফেরেশ্‌তার ফায়সালার ন্যায়ই ফায়সালা করলে"– এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ وَقَالَ مَرَّةً لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

৪৪৪৭। আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী (রা) উক্ত সিলসিলায় শো'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো আল্লাহর ফায়সালার ন্যায়ই ফায়সালা করেছো এবং একবার বর্ণনা করেছেন, 'তুমি مَلِكْ (মালিক) অর্থ আল্লাহর, مَلَكُ (মালাক) বা ফেরেশ্‌তার ফায়সালার ন্যায়ই ফায়সালা করলে'।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ

৪৪৪৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রা) আহত হয়েছিলেন। (হীব্বান) ইবনে আরিকা নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর দুই বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর বিদ্ধ করেছিলো। তাঁকে নিকটে রেখেই সেবা-শুশ্রূষা বা পরিচর্যা করার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে তাঁর জন্যে একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। (কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে চলে গেলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক থেকে ফিরে এসে অস্ত্রশস্ত্র রেখে গোসল করে মাথার ধুলোবালি সাফ করেছেন। এমন সময় হযরত জিব্‌রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাঁকে বললেন ঃ আপনি অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা (ফেরেশতারা) এখনও অস্ত্র রাখিনি। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে এক্ষুণি বের হয়ে পড়ুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়? জিব্‌রাইল (আ) ইয়াহুদী বনী কুরাইযা গোত্রের দিকে ইংগিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। (অর্থাৎ তাদেরকে অবরোধ করলেন) অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিচার-ফায়সালার ভার সা'দের ওপর অর্পণ করলেন। তখন তিনি (সা'দ) বললেন ঃ তাদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হলো ঃ তাদের মধ্যে যুদ্ধোপযোগী সব পুরুষকে হত্যা করা হবে, শিশু ও নারীদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের সব সম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বণ্টন করা হবে।

টীকা ঃ মদীনার ইয়াহুদী বনী কুরাইযার সাথে নবী (সা)-এর চুক্তি ছিলো যে, বাইরের কোন শত্রু কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে মদীনার অধিবাসী ইয়াহুদী ও মুসলমান সবাই মিলে নিজ নিজ ব্যয়ে যৌথভাবে মদীনাকে রক্ষা করবে এবং শত্রুকে প্রতিহত করবে। কিন্তু আহ্‌যাব বা খন্দক যুদ্ধের সময় বনী কুরাইযা গোত্র সে চুক্তি তো পালন করেইনি, বরং চুক্তি ভংগ করে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের ধ্বংস ও নির্মূল করার এক সর্বনাশা ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়েছিলো।

বদর ও ওহুদ যুদ্ধ ছাড়াও মুসলমানদের সাথে আরো বহু ছোট বড় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর গোটা আরবের ইসলামের দুশমন শক্তি, বিশেষ করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও মদীনা থেকে বিতাড়িত বনী কাইনুকা ও বনী নাযীর ইয়াহুদী গোত্রদ্বয়ের নেতারা বুঝতে পারলো যে, মদীনার ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে এককভাবে আরবের কোনো গোত্রের পক্ষে তাদেরকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তাই এসব শত্রু গোত্রসমূহের নেতৃবৃন্দ সমগ্র আরবের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে মদীনার ক্ষুদ্র মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলো। সুতরাং মক্কার কুরাইশ ও মদীনা থেকে বিতাড়িত ইয়াহুদী গোত্রের নেতারা আরবের বিভিন্ন গোত্রে সফর করে একটি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে মদীনা আক্রমণ করে। এ অভিযানে শত্রু সৈন্য ছিলো প্রায় দশ বার হাজার। আর মুসলমানের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিন হাজার। কাফেররা পরিখার সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধে সহজ বিজয়ের সম্ভাবনা না দেখে, তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ মদীনার ইয়াহুদী বনী কুরাইযাকে উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সাথে একযোগে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের কুমন্ত্রণা দান করলো। ইয়াহুদী মানসিকতা তাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করলো। কিন্তু নবী (সা)-এর তীক্ষ্ণ সমর কৌশলের দরুন তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেলো। এসময় একরাতে তুমুল ঝড়ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টির কারণে কুরাইশরা তাঁবু তুলে যুদ্ধ না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হলো। মদীনার আকাশ শত্রুমুক্ত হলো। এ জন্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যোহরের নামাযের সময় জিবরাইল (আ) এসে বনী কুরাইযাকে

শায়েস্তা করার জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইংগিত করলেন।

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায ছিলেন উক্ত বনী কুরাইযা গোত্রের সরদার। তারা সাগ্রহে এবং সহজেই তাদের নেতার বিচার মেনে নেবে– এই কারণেই নবী (সা) বিচারের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছেন। এ ঘটনার ইংগিতই হাদীসটির মধ্যে দেয়া হয়েছে। হযরত সা'দ (রা) বিচারের মধ্যে যে কোনো প্রকারের পক্ষপাতিত্ব করেননি এবং একজন মুসলমান বিচারকের এই নীতিই হওয়াটা বাঞ্ছনীয়– এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ قَالَ أَبِي فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৪৪৪৯। হিশাম (রা) বলেন, আমার আব্বা বলেছেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত সা'দ রা.-কে লক্ষ্য করে) বলেছেন ঃ 'তুমি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ফায়সালা করেছো'।

حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ «وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ» إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُّ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا

৪৪৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (আহত হওয়ার পর) সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) তাঁর ক্ষত যখন কিছুটা শুকিয়ে আসছে তখন আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ তুমি জানো! যে কওম তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং শেষ নাগাদ তাঁকে নিজ দেশ থেকেও বিতাড়িত করেছে, তোমার সন্তুষ্টির জন্যে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে আর কিছুই আমার কাছে প্রিয় নয়। হে আল্লাহ! যদি এখনও কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে আমাকে জীবিত রাখো। হে আল্লাহ! আমি মনে করি যে, (খন্দক বা

আহ্যাব যুদ্ধের পর) তুমি আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে দিয়েছো। সুতরাং যদি আমাদের ও তাদের মধ্যকার যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকে, তাহলে আমার আহত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত করে এতেই আমার মৃত্যু ঘটাও। এরপর থেকে তাঁর বক্ষস্থল থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকলো– এমনকি তা প্রবাহিত হয়ে তাঁবুর বাইরেও আসতে লাগলো। উক্ত মসজিদে বনী গিফারেরও একটি তাঁবু ছিলো। তারা রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে ভীত হয়ে বললো ঃ হে তাঁবুবাসীগণ, তোমাদের দিক থেকে এসব কি আমাদের দিকে বয়ে আসছে? পরে তারা জানতে পারলো যে, সা'দ ইবনে মুয়াযের জখম থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। শেষ নাগাদ তিনি এ জখমেই মারা গেলেন।

টীকা ঃ কোনো প্রকারের কষ্ট বা রোগ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কামনা করা হারাম, তবে হযরত সা'দের বেলায় তা নয়। বরং তিনি শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করেন, অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় তিনি যে জখম ভোগ করছেন, ওটাই যেন তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আর্‌শ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে এবং তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে দাফন করার পর মাটির চিপানোর প্রেক্ষিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ যদি কোন মানুষ 'গোর আযাব' থেকে রেহাই পেতো, তাহলে সা'দ ইবনে মুয়াযই পেতো। সুতরাং তিনি যখন তা থেকে রেহাই পাননি তখন অন্যান্য লোকের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي حدثنا عبدة عن هشام بهذا الاسناد نحوه غير انه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر

ألا يا سعد سعد بني معاذ　　فما فعلت قريظة والنضير
لعمرك إن سعد بني معاذ　　غداة تحملوا لهو الصبور
تركتم قدركم لاشئ فيها　　وقدر القوم حامية تفور
وقد قال الكريم أبو حباب　　أقيموا قينقاع ولا تسيروا
وقد كانوا ببلدتهم ثقالا　　كما ثقلت بميطان الصخور

৪৪৫১। আবদাহ্ বলেন, উক্ত সিলসিলায়, অনুরূপ হাদীসই হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য তিনি এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ 'অতঃপর সে রাত থেকে তাঁর (সা'দের) জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। তা আর বন্ধ হলো না, অবশেষে তিনি তাতেই

ইন্তিকাল করলেন।' আর তিনি হাদীসের মধ্যে এ কথাটিও বর্ধিত বলেছেন, "তাঁর ওফাতের সময় জনৈক কবি নিম্নের কবিতাগুলো আবৃত্তি করে বলেছে ঃ হে সা'দ ইবনে মুয়ায! তুমি বনী কুরাইযা ও নাযীরের সাথে যে ব্যবহার করেছো তা ভালো কাজ হয়নি! হে সা'দ যেদিন ভোরে তারা চলে গেলো, সেদিন তারা অধিক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। এখন তুমি তোমার হাঁড়িই শূন্য করেছ (অর্থাৎ সাহায্যকারীবিহীন), অথচ তোমার শত্রুর হাঁড়ি টগ্‌বগ্‌ করছে (অর্থাৎ খায্‌রাজীরা) আবু হুবাব (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) বলেছিলো, তোমরা স্থিরভাবে জমে থাকো হে কাইনুকা! একদিন তারাও নিজ শহরে তেমনি স্থায়ীভাবে ছিলো যেমন 'মীতান' পাহাড়ের পাথর।"

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

ত্বরিৎভাবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া এবং পরস্পর বিরোধী দুই নির্দেশের যে কোনোটি আগেভাগে করার বর্ণনা।

وحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ أَنْ لاَيُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِى قُرَيْظَةَ وَقَالَ آخَرُونَ لاَنُصَلِّى إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ

৪৪৫২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, খন্দকের যুদ্ধে (কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী চলে যাওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা বনী কুরাইযা গোত্রের এলাকায় পৌঁছার আগে কেউই যোহ্‌রের নামায পড়বে না' (বরং সেখানে পৌঁছেই নামায পড়বে)। কিন্তু পথিমধ্যেই নামাযের সময় হয়ে গেলো। কিছুসংখ্যক লোক নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকায় বনী কুরাইযা পৌঁছার পূর্বেই (পথিমধ্যে) নামায পড়ে নিলো। অপর দল বললো ঃ নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলেও আমরা সেখানেই নামায পড়বো, যে জায়গায় নামায পড়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। (পরে এক সময় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের এ কথাগুলো জানালে) তিনি তাদের কোনো দলকেই ভৎর্সনা বা তিরস্কার করেননি।

টীকা : কোনো কোনো হাদীসে 'আসরের নামাযের' কথা উল্লেখ আছে। তবে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধই নেই। কেননা একদল মদীনায়ই যোহরের নামায পড়েছে, তাদের জন্যে আসরের নামায। আর অন্যদল তখনও যোহরের নামায পড়েছিলেন না। সুতরাং তাদেরকে যোহরের নামায বনী কুরাইযায় পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মূলতঃ নবী (সা) যোহরের ওয়াক্তেই এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথবা প্রথম একদলকে যোহরের নামায– আবার পরে আর একদলকে পাঠিয়েছেন, তাদেরকে আসরের নামায ওখানে গিয়েই পড়তে বলেছেন।

পথে নামায পড়া বা না পড়া নিয়ে মতানৈক্য হলেও কোনো দলই অন্যায় করেননি। কারণ যারা পথে নামায পড়েছেন, তাদের ধারণা হলো রাসূলের কথার অর্থ হচ্ছে, ত্বরিৎবেগে ওখানে পৌছা। নামাযও সেখানে পড়াটা আসল উদ্দেশ্য নয়। এটা তাদের 'ইজতিহাদ'। দ্বিতীয় দলের ইজতিহাদ হলো, রাসূলের কথার বাহ্যিক শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাতে নামায কাযা হলেও দোষ হবে না। তাই তিনি কোন দলকেই ভর্ৎসনা করেননি। এ কারণেই শরীয়তের মৌল সূত্র বিজ্ঞানে বলা হয়েছে ঃ 'মুজ্তাহিদ' গবেষক ভুল গবেষণা করলেও সৎ নেক নিয়তের দরুন সওয়াব বা পুরস্কারের অধিকারী হবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

যুদ্ধে বিজয়ের দ্বারা সাবলম্বী হয়ে মুহাজিরগণ আনসারীদের দানকৃত বাগ-বাগিচা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَؤُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَخًا لِأَنَسٍ لِأُمِّهِ وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَاقًا لَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ

৪৪৫৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ মুহাজিরগণ যে সময় মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করলেন, তখন তাঁরা এমন অবস্থায় এসেছিলেন যে, তাদের কাছে কিছুই ছিলো না। অপরদিকে আনসারগণ ছিলেন ভূমি ও সম্পদের অধিকারী। সুতরাং আনসারগণ তাদের ভূমি ও সম্পদ এই শর্তে মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে দিলেন যে, প্রতি বছর তারা এর উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা পরিমাণ তাদেরকে (আনসারদেরকে) প্রদান করবে এবং শ্রম ও মজুরীর কাজ মুহাজিররাই করবেন। আনাস ইবনে মালিকের মা, যিনি উম্মু সুলাইম নামে পরিচিতা, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু তাল্‌হারও মা ছিলেন। উক্ত আবদুল্লাহ ছিলেন আনাসের বৈমাত্রিক ভাই। এই আনাসের মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সে সময়) কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার সে গাছগুলো তাঁর আযাদকৃত দাসী উসামা ইবনে যায়েদের মা উম্মু আয়মানকে দিয়েছিলেন। ইবনে শিহাব (র) বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালিক (রা) আমাকে জানিয়েছেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের দেয়া ফল ও সম্পদসমূহ ফেরত বা পরিশোধ করে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তখন আমার মাকে তাঁর দেয়া খেজুরের বাগানটি ফেরত দিলেন এবং এর পরিবর্তে উম্মু আয়মানকে নিজের বাগান থেকে কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়ে দিলেন। ইবনে শিহাব (রা) বর্ণনা করেন, এই উম্মু আয়মানের পরিচিতি হলো, ইনি ছিলেন উসামা ইবনে যায়েদের মা। এক সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের দাসী ছিলেন। বংশগত তিনি ছিলেন হাব্‌শার (আবিসিনিয়ার) অধিবাসিনী। আবদুল্লাহর ওফাতের পর বিবি আমেনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় হওয়া পর্যন্ত এই উম্মু আয়মানই 'আয়া' হিসেবে তাঁকে কোলে-কাঁধে তুলে রাখতেন। পরে তিনি তাকে আযাদ করে (তাঁর পোষ্য পুত্র) যায়েদ ইবনে হারিসার কাছে বিবাহ দেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পাঁচ মাস পরে তিনি (উম্মু আয়মান)ও ইন্তিকাল করেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر «واللفظ لابن أبي شيبة» حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس أن رجلا «وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل» كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه قال أنس وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله

৪৪৫৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি; কিন্তু বর্ণনাকারী হামেদ ও ইবনে আবদুল আ'লা বলেন, এক ব্যক্তি তার ভূ-সম্পত্তি থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু খেজুর গাছ (দান হিসেবে) প্রদান করলো। অবশেষে যখন বনী কুরাইযা ও বনী নাযীরের ওপর (মুসলমানরা) বিজয়ী হলেন, তখন ঐ ব্যক্তি তাঁকে যা দিয়েছিলো তিনি তাকে তা ফিরিয়ে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে এ আদেশ করলো যে, আমি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই এবং তারা তাঁকে যা কিছু দিয়েছিলো তার সবটা অথবা কিছুটা আমি তাঁর থেকে ফেরত চাই। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার পরিবারস্থ লোকদের দেয়া সম্পদটি) উম্মু আয়মানকে দান করেছিলেন। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে, তিনি ঐসব জিনিসগুলো আমাকে দিয়ে দিলেন। এমন সময় উম্মে আয়মান এসে আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে আল্লাহর কসম করে বললো, আমি কখনই তোমাকে তা দেবো না। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো আমাকে দিয়েছেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহে উম্মু আয়মান! তুমি তাকে ছেড়ে দাও আমি তোমাদের এ পরিমাণ, এ পরিমাণ দেবো, কিন্তু সে বলতে থাকলো, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি ছাড়া কোনো

মাবুদ নেই, আমি কখনো দেবো না। কিন্তু তিনি এভাবে বলতেই রইলেন, পরিশেষে ওটার দশগুণ কিংবা তার কাছাকাছি পরিমাণ তাকে দিলেন।

টীকা ঃ উম্মু আয়মানের ধারণা ছিলো, তাকে যা দান করা হয়েছে, তা হামেশার জন্যই সে মালিক হয়ে গেছে। কিন্তু ওটা যে সাময়িকভাবে আত্মতৃপ্তির জন্যে প্রদান করা হয়েছিল তা সে বুঝতে পারেনি। আর নবী (সা)ও তাঁকে এতো অধিক পরিমাণে মাল এ জন্যেই দিয়েছেন যে, এ উম্মু আয়মানই শিশু অবস্থায় নবী (সা)-কে কোলে-কাঁধে করে লালন-পালন করেছেন, তাই এখন তিনি 'হক্কে হেযানা' আদায় করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

দারুল হারব্ (শত্রু এলাকায়) গনীমাতের খাদ্যসামগ্রী থেকে ভোগ করা বৈধ।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ «يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ» حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا

৪৪৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন আমি চর্বি ভর্তি একটি চামড়ার থলে পেলাম এবং ছুটে গিয়ে তা তুলে নিলাম। আর বললাম, আজ আমি এখান থেকে কাউকে কিছুই দেবো না। তিনি বলেন, পরে তাকিয়ে দেখলাম (আমার আচরণ দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসছেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আহ্লে কিতাবের যবেহকৃত পশুর গোশ্ত-চর্বি ইত্যাদি হালাল। এটাই অধিকাংশ উলামার অভিমত। তবে ইমাম মালিক বলেন, মাকরূহ। মালের প্রতি আমার অত্যধিক লোভ দেখেই নবী (সা) হেসেছেন। আর আমিও বা এমন করলাম কেন– তাই লজ্জিত হলাম।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوَثَبْتُ لِآخُذَهُ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

৪৪৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন (যখন) আমরা দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলাম, (তখন) খাদ্যবস্তু ও চর্বিভর্তি একটি চামড়ার থলে (আমার দিকে) নিক্ষেপ করা হলে, আমি ছুটে গিয়ে তা তুলে নিতে গেলাম। তাকাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে লজ্জিত হলাম।

وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ

৪৪৫৭। আবু দাউদ বলেন শো'বা (রা) আমাদেরকে উক্ত সিলসিলায়ই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন– এক থলে চর্বি; কিন্তু খাদ্যসামগ্রীর কথা উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরিয়ার সম্রাট হিরাক্‌লা (কায়সার) -এর নিকট পত্র লিখে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান সম্পর্কিত বর্ণনা।

حدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ» قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ قَالَ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هٰهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هٰذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَايْمُ اللهِ لَوْلَا مَخَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ

قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ
مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ
أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ
أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ
قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ
فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لاَ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ فَوَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي
مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ
لاَ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ
وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ
فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ
أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ
قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ
يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ
فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذٰلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ
فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ
قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ
تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَغْدِرُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ
وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ

قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ قَالَ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ ۔

৪৪৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান তাঁকে মুখোমুখি (প্রত্যক্ষ) এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমার (তথা কুরাইশ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে (হুদাইবিয়ার) সন্ধিচুক্তি সূত্রে আবদ্ধকালে (একদল ব্যবসায়ী আরব কাফেলাসহ) আমি সিরিয়ায় গেলাম। এ সময় হঠাৎ (রোম সম্রাট) হিরাক্লা (উপাধি কায়সার)-এর নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র গিয়ে পৌঁছলো। পত্রখানা নিয়েছেন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত) দেহিয়া কাল্‌বী (রা)। তিনি তা দিয়েছেন বুসরার শাসনকর্তার কাছে। আর তিনি তা পৌঁছিয়েছেন সম্রাট হিরাক্লার কাছে। এরপর হিরাক্লা নিজের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এই পত্রলেখক যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন, তাঁর স্বগোত্রীয় কোনো লোক বর্তমানে আমাদের এ দেশে আছে কি? লোকেরা বললো, হাঁ, আছে। আবু সুফিয়ান

বলেন, কুরাইশদের একটি দলসহ আমাকে সম্রাটের দরবারে ডাকা হলো। হিরাক্লার রাজসভায় আমরা প্রবেশ করলে আমাদেরকে তার সম্মুখেই বসালেন। এবার তিনি (দোভাষীর মাধ্যমে) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলোতো! যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে কে তার নিকটতম? আবু সুফিয়ান বলেন, বললাম, আমি। (তিনি আমার চাচাত ভাই, উক্ত কাফেলায় আমি ব্যতীত বনী আব্‌দে মানাফ গোত্রের আর একটি লোকও ছিলো না।) তখন তিনি বললেন, এই ব্যক্তিকে আমার নিকট সামনে বসাও। অতঃপর আমার সঙ্গীদেরকে আমার পেছনে রেখে আমাকে তার সম্মুখেই বসিয়ে দিলো। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, তাদেরকে (কাফেলার সবাইকে) বলো, আমি এ ব্যক্তিকে (আবু সুফিয়ানকে) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবো, যে নিজেকে নবী বলে দাবী করে। যদি সে (আবু সুফিয়ান) মিথ্যা বলে, তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে প্রতিবাদ করবে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম! যদি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ না করতাম যে, (আমি মিথ্যা বললে) আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে জানবে, তাহলে আমি (তার প্রশ্নের জবাবে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে কিছু মিথ্যা বলতাম। (সুতরাং আমি সেদিন সত্য কথাই বলেছি।) অতঃপর হিরাক্লা তাঁর দোভাষীকে বললেন ঃ তাকে জিজ্ঞেস করো তোমাদের মধ্যে নবী দাবীদার লোকটির বংশমর্যাদা কিরূপ? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বাপ-দাদা বা পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদ্‌শাহ ছিলো? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তাঁকে এই কথা বলার পূর্বে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পেরেছো? আমি বললাম, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলোতো! বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে, না-কি দুর্বল ও বিত্তহীন লোকেরা? আমি বললাম, দুর্বল ও বিত্তহীনরা। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, না কমছে না, বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তাঁর দীনকে গ্রহণ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, (অতীতে) কোনো সময় তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে আর তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ও তাঁর যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে বালতিতে পালা করে পানি তোলার ন্যায়।[১] কখনও আমরা বিজয়ী হয়েছি, আবার কখনও তিনি বিজয়ী হয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তিনি ওয়াদা বা চুক্তি ভংগ করেন কিনা? আমি বললাম, না, তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সাথে একটা সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না তিনি এ সময়ে কি করবেন? (অর্থাৎ আমরা আশংকা করছি যে, তিনি ভঙ্গ করবেন।) আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম!

তাঁকে খাটো করার ব্যাপারে এ শেষোক্ত কথাটি ব্যতীত তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বংশের কোনো ব্যক্তি ইতিপূর্বে কি এ ধরনের কথা বলেছে? আমি বললাম, না।

(আবু সুফিয়ান বলেন, আমার সাথে হিরাক্লার কথাবার্তা শেষ হলে) তিনি দোভাষীকে বললেন, আবু সুফিয়ানকে বলো ঃ আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর (নবী সা) বংশমর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে, তুমি বললে, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চবংশজাত। বস্তুতঃ এরূপই নবীদেরকে তাদের জাতির উচ্চবংশেই পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর বাপ-দাদা বা পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদ্শা ছিলো কি না? তুমি বললে, না। এখন আমি বলি যদি তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা-বাদ্শাহ থাকতো, তবে আমি বলতাম, সে এমন এক ব্যক্তি যে তার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চায়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রভাবশালী বিত্তবান সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছে, না কি দুর্বল ও বিত্তহীনরাই তাঁরা অনুসরণ করছে? তুমি বললে, দুর্বল লোকেরা। আসলে এরূপ লোকেরাই নবীর অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা তাঁর এ কথার (নবুয়াতের দাবী করার) পূর্বে তাঁর প্রতি মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে কি? তুমি বললে, না। অতএব আমি বুঝলাম, তিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করেন, আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলেন– এরূপ হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দীনকে গ্রহণ করার পর থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেউ তা পরিত্যাগ করেছে কি? তুমি জবাব দিয়েছো, না। বস্তুত ঈমানের স্বাদ যখন হৃদয়ের গভীরে পৌছে, তার দীপ্তি-সজীবতা অন্তরে মিশে গেলে, তখন এরূপই হয়। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছো, বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঈমান এভাবেই বৃদ্ধি হতে হতে পূর্ণতায় পৌছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে লড়াই করেছো, বা তিনি তোমাদের সাথে লড়াই করেছেন? তুমি বলেছো, হাঁ। তোমাদের ও তাঁর লড়াই পানির পাত্রের মতো, একবার তোমাদের হাতে এসেছে, আর একবার তাঁর হাতে গিয়েছে। এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূলে হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি কি ওয়াদা-চুক্তি ভঙ্গ করেন? তুমি বলেছো, না। ঠিকই, নবীগণ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের কথা বলেছে? তুমি বললে, না। আমি বলেছি, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ইতিপূর্বে এ কথা বলে থাকতো তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্বকথিত একটি কথারই অনুবৃত্তি করছে।

আবু সুফিয়ান বলেন, অতঃপর হিরাক্লা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলো দেখি, তিনি তোমাদেরকে কি কি কাজ করার আদেশ করে থাকেন? আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে নামায আদায় করা, মালের যাকাত দেয়া, আল্লাহ-নির্দেশিত সামাজিক

সম্পর্ক ভালোভাবে বজায় রাখতে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকতে হুকুম দেন। সমস্ত কথোপকথনের পর রোম সম্রাট বললেন, তুমি যা বলছো, তা যদি সত্য হয় তবে তিনি সত্যই নবী! আমি অবশ্যই জানতাম তিনি আবির্ভাব হবেন। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন সে ধারণা কোনোদিন করিনি। যদি আমি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারবো তাহলে তাঁর সাক্ষাতকেই আমি সর্বাধিক প্রিয় মনে করতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম তাহলে তাঁর পা দু'খানা ধুয়ে দিতাম। আমি নিশ্চিত যে, অচিরেই আমার পায়ের নীচের জায়গা তাঁর অধিকারে চলে যাবে। আবু সুফিয়ান বলেন ঃ তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পত্রখানা (দেহীয়া কাল্‌বীর মারফত) পাঠিয়েছিলেন, তা আনতে বললেন। তিনি তা পাঠ করলেন। তাতে লিখা ছিলো ঃ "দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দাহ্ ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের শাসনকর্তা হিরাক্‌লার (হিরাক্লিয়াস) নিকট। সঠিক পথের অনুসারীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন। তাতে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। তবে যদি আপনি (এ আহ্বানে) সাড়া না দেন, তাহলে রোম সাম্রাজ্যের কৃষককুলের (সাধারণ প্রজাদের) পাপের বোঝা আপনাকেই বইতে হবে। (আল্লাহর বাণী) "হে কিতাবের অনুসারীগণ![২] এমন একটি কথার দিকে ফিরে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। আর তা হলো এই, আমরা কেউ এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবো না।... এ কথা যদি তারা না মানে তবে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান (আল্লাহ্র অনুগত)" পর্যন্ত।

আবু সুফিয়ান বলেন, যখন হিরাক্‌লা* তার বক্তব্যের পর পত্রপাঠ শেষ করলেন, তখন লোকেরা চিৎকার করতে শুরু করলো এবং এক পর্যায়ে হৈ চৈ ও হট্টগোল বৃদ্ধি পেলো। এ সময় নির্দেশ দেয়া হলে আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হলো। আবু সুফিয়ান বলেন, যখন আমরা ওখান থেকে বের হলাম তখন আমি নির্জনে আমার সঙ্গীদের বললাম, আবু কাব্‌শার ছেলের (মুহাম্মাদ সা.) কাজ অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।[৩] অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে) তাঁকে তো দেখ্‌ছি বনুল আস্‌কার[৪] (রোমের বাদ্‌শা)ও ভয় করে। আবু সুফিয়ান বলেন, তখন থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, তাঁর (নবী সা.) কাজ অচিরেই বিজয় লাভ করবে। অবশেষে আল্লাহ আমাকে ইসলামে প্রবেশ করালেন।

টীকা ঃ ১. কূপ থেকে পানি তুলতে রশির দু'দিকে বালতির ন্যায় দু'টি পাত্র বাঁধা থাকে সাধারাণতঃ ওটাকে বলা হয় (ঢোল্)। একবার একজন একদিক থেকে, আর একবার অন্যজন অপরদিক থেকে পানি পেয়ে থাকে। ফলে একদিক খালি হয় অন্য দিক ভরতি হয়। এখানে যুদ্ধের ফলাফলও তাই। কখনও নবী (সা) জয়লাভ করতেন, আবার কখনও কাফিররা জয়ী হতো।

২. যারা কোন নবী ও তাঁর নিকট অবতীর্ণ কোনো কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে ইসলামের পরিভাষায় তারা আহ্‌লে কিতাব বা কিতাবী বলে বিবেচিত। এ হিসাবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে 'আহ্‌লে কিতাব' বলা হয়।

৩. এখানে 'আবু কাব্‌শার পুত্র' এ কথাটি একটি বিদ্রূপাত্মক উক্তি। ইসলামের পূর্বে খুয্‌আ' গোত্রের আবু কাব্‌শা নামে এক ব্যক্তি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল, তাই নবী (সা)-কে তার ছেলে বলা হয়েছে। কারণ নবী (সা)-এর আন্দোলনের মূল লক্ষ্যও ছিলো তাই। অথবা নবী (সা)-এর এক নানার উপনাম ছিল আবু কাব্‌শা। অথবা নবী (সা)-এর দুধ মা হালিমার স্বামীকে আবু কাব্‌শা বলা হতো। মোটকথা নবী (সা)কে বিদ্রূপ বা টিটকারী স্বরূপ আবু কাব্‌শার ছেলে বলা হয়েছিলো।

৪. রোমবাসীদেরকে 'বনুল আস্‌কার' বলা হয়। কেননা তারা আস্‌কার ইবনে রুম ইবনে ঈস্‌ ইবনে ইস্‌হাক ইবনে ইব্‌রাহীম (আ)-এর বংশধর।

* রোম সম্রাট হিরাক্লীয়াস-এর বাহ্যিক আলোচনায় তাকে ইসলামের নিকটবর্তী বুঝা গেলেও সে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। সাম্রাজ্যের মোহই তাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রেখেছে এবং খৃষ্টান ধর্মের ওপরই তার মৃত্যু হয়েছে।

وحدثناه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ «وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ» حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ وَقَالَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ

৪৪৫৯। ইবনে শিহাব (র) থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বর্ধিত বর্ণনা করেছেন– কায়সার (রোম সম্রাট)-কে যেহেতু আল্লাহ্‌ পারস্য সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিজয়দানের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছিলেন, সে জন্যে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি হিম্‌স শহর থেকে পায়ে হেঁটে ইলিয়াতে (জেরুসালিম বা বায়তুল মুকাদ্দিস) আগমন করেছিলেন। (নবী সা-এর প্রেরিত চিঠি এখানেই হাতে আসে)। তাছাড়া এখানে আরো কিছু শাব্দিক ব্যতিক্রম আছে। যেমন ঃ (আল্লাহর বান্দাহ মুহাম্মাদ-এর স্থলে) আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ ও আল্লাহর রাসূল। (ইস্‌মুল আরিসিয়্যীন এর স্থলে) ইস্‌মুল ইয়ারিসিয়্যীন এবং (বি-দাআ'য়াতিল ইসলামের স্থলে) বি-দায়িতিল ইসলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

কাফির রাজা-বাদশাহ্দেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র প্রেরণ।

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৪৬০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিস্‌রা, কায়সার, নাজাশী এবং প্রত্যেক ইসলাম দুশমন গর্বিত রাজা-বাদ্‌শাহদেরকে পত্র লিখে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তবে ইনি সেই নাজাশী নন (যাঁর মৃত্যুর সংবাদে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা থেকেই) তাঁর জানাযা পড়েছেন।

টীকা ঃ বিভিন্ন দেশের রাজাদের উপাধি ছিলো নিম্নরূপ, যেমন পারস্যের রাজা কিস্‌রা, রোমের রাজাকায়সার, হাব্‌শা বা আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশী। তুরস্কের রাজা খানান, কিব্‌তের রাজা ফেরাউন, মিসরের রাজা আল আযীয এবং হিমিয়ারের রাজা তুব্‌বা, আর ভারতবর্ষের রাজা মহারাজ, ইত্যাদি।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৪৬১। আনাস ইবনে মালিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে– 'ইনি সেই নাজাশী নন, যাঁর ওপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়িয়েছেন'– এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৪৬২। কাতাদাহ্ (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তবে তাতে 'ইনি সেই নাজাশী নন, যার ওপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়িয়েছেন।' এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

হুনাইন যুদ্ধের বর্ণনা।

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن
ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال عباس شهدت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له
بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون
مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس
وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان
آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس
ناد أصحاب السمرة فقال عباس «وكان رجلا صيتا» فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب
السمرة قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا
يالبيك يالبيك قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يامعشر الأنصار
يامعشر الأنصار قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يابني الحارث
ابن الخزرج يابني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته
كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس
قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال
انهزموا ورب محمد قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما هو
إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا

৪৪৬৩। কাসীর ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ হুনাইনের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। এবং আমি ও আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে ঘিরে ছিলাম যে, আমরা কখনো তাঁর থেকে পৃথক হইনি। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার ছিলেন একটি সাদা রং-এর খচ্চরের ওপর। কারওয়াতা ইবনে নুফাসাতুল হিযামী নামক এক ব্যক্তি তা তাঁকে উপঢৌকন করেছিল। (কিন্তু বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে যে, 'আইলার' শাসক তা দান করেছিল।) মুসলমান আর কাফির উভয় দলের মুকাবিলা শুরু হলে মুসলমানরা ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন-পূর্বক পালিয়েছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খচ্চরকে হাঁকিয়ে তাড়িয়ে যথারীতি কাফিরদের দিকে এগিয়ে যেতেই রইলেন। আব্বাস (রা) বলেন, আমি কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরের লাগাম এ উদ্দেশ্যে ধরে রাখলাম যেন ওটা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে না পারে। আর আবু সুফিয়ান ধরে রাখলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিন-পোষ বা গদি। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্বাস ! 'সামুরার সঙ্গীদেরকে' আহ্বান করো।[১] আব্বাস (রা) বলেন, তিনি ছিলেন একজন উচ্চকণ্ঠ ব্যক্তি। তিনি বলেন, পরে আমি "সামুরার নীচে বাইয়েত গ্রহণকারী বন্ধুরা কোথায়" বলে খুব উচ্চস্বরে চিৎকার দিলাম। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! যখন তারা আমার আওয়াজ শুনতে পেলো তখন তারা এমনভাবে দৌড়ে ফিরে এসে জড় হলো যেমন গাভী তার বিচ্ছিন্ন সন্তানের কাছে ফিরে যায়।[২] তাঁরা সকলে এই তো আমরা উপস্থিত! এই তো আমরা উপস্থিত! বলে (পুনরায় রণক্ষেত্রে) এসে সমবেত হলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পুনরায় মুসলমানরা কাফিরদের সাথে মুকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলো। ওদিকে আনসারীরা, হে আনসার সম্প্রদায়! হে আনসারগণ! বলে ডাকাডাকি করলো। আব্বাস বলেন, অতঃপর আমি 'বনী হারিস ইবনুল খায্‌রাজ' গোত্রের লোকদের আহ্বান করে আমার চিৎকার বন্ধ করলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খচ্চরের পিঠের ওপর থেকে ঘাড় উঁচু করে তাদের (মুসলমানদের) যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকন করলেন।

দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সানন্দে বলে ওঠলেন, 'এখন যুদ্ধের আগুন অতি চমৎকারভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।' আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কংকর হাতে নিয়ে কাফিরদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রবের কসম, তোমরা পরাজয় বরণ করো।" আব্বাস বলেন, আমি রণক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যুদ্ধ তার স্বাভাবিক গতিতেই চলছে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তাদেরকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কংকর নিক্ষেপের পর আমি দেখতে পেলাম তাদের সংখ্যা বরাবর কমে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং এক পর্যায়ে এসে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো।

টীকা ঃ ১. হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদন হওয়ার পূর্ব-প্রাক্কালে 'বাবলা গাছ' নামে এক বৃক্ষের তলে রাসূলুল্লাহ (সা) চৌদ্দশ' সঙ্গীদের এক বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। সে সমস্ত বাইয়েত গ্রহণকারীগণ 'আস্‌হাবে সামুরাহ্‌' এবং উক্ত বাইয়েত, "বাইয়াতে রিদ্‌ওয়ান" বা 'বাইয়াত আলাল মউত' নামে ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

২. হযরত আব্বাস (রা) স্বভাবতঃ বুলন্দ আওয়াজের অধিক ব্যক্তি ছিলেন। হাতেকী বা হাযেমী তাঁর এক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানদের কেউ কেউ 'গাবা' নামক এক বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখান থেকেও তাঁরা আব্বাসের আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন, অথচ তা ছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আট মাইল দূরত্বে।

وحدثناه إسحق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فروة بن نعامة الجذامي وقال انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعبة وزاد في الحديث حتى هزمهم الله قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته

৪৪৬৪। মা'মার যুহরী (র) থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (খচ্চর উপঢৌকনকারীর নাম) বলেছেন, ফারওয়াহ্‌ ইবনে নুয়া'মাতুল জুযামী। আর বলেছেন, 'কা'বার রবের কসম, তোমরা পরাস্ত হও'। আর হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত বলেছেন, আবু সুফিয়ান বলেছেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাদের (কাফিরদের) পশ্চাতে তাঁর খচ্চরের ওপর আরোহিত অবস্থায় হাঁকিয়ে চলেছেন, তা যেন আমি এখনও চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি।

وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن العباس عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم

৪৪৬৫। যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কাসীর ইবনুল আব্বাস (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম– পরে গোটা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইউনুস ও মা'মারের বর্ণিত হাদীস যুহরীর হাদীসের চেয়ে বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللّٰهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ   أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

ثُمَّ صَفَّهُمْ

৪৪৬৬। আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বারআ' (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু উমারাহ্ (বারআ' ইবনে আযিবের উপনাম) হুনাইনের যুদ্ধের দিন আপনারা কি (ময়দান থেকে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গিয়েছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তবে সেনাদলের অগ্রগামী যে বাহিনী ছিলো তাঁর কিছুসংখ্যক নওজোয়ান সঙ্গী অপরদিকে তারা ছিল চঞ্চল-তাড়াহুড়াকারী। ছিলো না তাদের কাছে কোন প্রকারের হাতিয়ার, অথবা বলেছেন, বড় রকমের হাতিয়ার। তাদের মুকাবিলা হলো এক তীরন্দাজ কওমের সাথে। বনী হাওয়াযিন ও বনী নযর সম্মিলিতভাবে তাদের প্রতি তীর বর্ষণ করলো। তাদের একটি তীরও নীচে পড়তো না। এ সময় মুসলমান সেসব যুবকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আছেন সেদিকে অগ্রসর হলো। অথচ এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাদা খচ্চরটির ওপর স্থিরভাবে আরোহিত রয়েছেন, আর আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস

ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাকে টেনে নিচ্ছে। পরে তিনি অবতরণ করলেন এবং (আল্লাহর কাছে) মদদ কামনা করলেন। আবু সুফিয়ান বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। আমি তো আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

টীকা ঃ 'আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়'– এ কথার তাৎপর্য হলো এই, আমি সত্যই আল্লাহর রাসূল। কাজেই আল্লাহ আমাকে নিশ্চিত সাহায্য করবেন। মূলত হুনাইনের যুদ্ধে কিছুসংখ্যক নওমুসলিমও শরীক ছিলো। যুদ্ধের প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা দেখে তাদের ঈমানে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে, তাই তিনি এ কথাটি দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন। উপরন্তু আমি কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, আমি ভীরু বা কাপুরুষ নয়। এখানে 'ইবন' শব্দের অর্থ সরাসরি 'ছেলে' বা 'পুত্র' অর্থে ব্যবহৃত নয়। যেমন বংশের পূর্বপুরুষকে 'পিতা' বলা আরবদের সমাজে প্রচলিত ছিলো, এখানেও তাই হয়েছে। এতদ্ভিন্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই মারা যাওয়ায় তিনি সর্বপ্রথম দাদার কাছেই লালিত-পালিত হন। এ হিসেবে তিনি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বলতে গেলে 'আবদুল্লাহর' পরিচিতিও তেমন একটা ছিল না। বরং আবদুল মুত্তালিবই ছিলেন কুরাইশদের একচ্ছত্র নেতা।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكُنْتُمْ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَاأَبَا عُمَارَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَّى وَلٰكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفَّاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هٰذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَ يَقُولُ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ   أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

اللّٰهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ. قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللّٰهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৪৬৭। আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে বারআ' (ইবনে আযিব রা.)-কে বললো, হে আবু উমারাহ! হুনাইনের যুদ্ধের দিন আপনারা কি (ময়দান থেকে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তবে সেনাদের

অগ্রগামী বাহিনীর কিছু লোক, যাদের হাতে কোন হাতিয়ার ছিলো না উক্ত হাওয়াযিন গোত্রের মুকাবিলায় বের হয়। অথচ তারা ছিলো নামকরা তীরন্দাজ কওম। ওদের (মুসলমানদের) প্রতি তারা তীর বর্ষণ করলো। সংখ্যায়ও তাদেরকে মনে হচ্ছিলো যেন পঙ্গপাল। শেষ পর্যন্ত তারা পরাজয় বরণ করলো। অবশেষে সমস্ত লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে আসলো। এ সময় আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস তাঁকে তাঁর খচ্চরসহ টেনে নিচ্ছেন। অতঃপর তিনি (সাওয়ারী থেকে) অবতরণ করলেন এবং (আল্লাহর কাছে) দু'আ করে সাহায্যের প্রার্থনা করলেন। আর তিনি বলতে থাকলেন, আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। তিনি দু'আয় বললেন, হে আল্লাহ! তোমার মদদ নাযিল করো। বার্আ' (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমাদের অবস্থা এই ছিলে যে, যখন রক্তক্ষয়ী তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকতো তখন আমরা তাঁর কাছেই আশ্রয় নিতাম। এমনকি আমাদের বীর-বাহাদুর ব্যক্তিরাও তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতো। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

৪৪৬৮। আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারআ' (রা)-কে বলতে শুনেছি, কায়েস গোত্রীয় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হুনাইনের যুদ্ধের দিন তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম থেকে পলায়ন করেছিলে? জবাবে বারআ' বললেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। অবস্থা ছিলো এই ঃ হাওয়াযিন গোত্রীয় লোকেরা ছিলো দক্ষ তীরন্দাজ। অবশেষে যখন আমরা তাদের (কাফিরদের) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম তারা পরাজয় বরণ করে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। এ সময় আমরা গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ মাল) সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এ

সুযোগে তারা তীর-বর্শা দ্বারা আমাদের ওপর আক্রমণ করলো। এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর একটি সাদা রংয়ের খচ্চরের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। আর আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস (তাঁর চাচাত ভাই) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে আছে এবং তিনি বলতে থাকলেন ঃ

'আমি যে নবী তা মিথ্যা নয় (বরং সত্য), আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।'

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَهٰؤُلَاءِ أَتَمُّ حَدِيثًا

৪৪৬৯। আবু ইসহাক বারআ' (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু উমারাহ্!... এরপর গোটা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তা অন্যান্য বর্ণনাকারীদের হাদীসের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। বরং হাদীসের শাব্দিক বর্ণনায় তাদেরগুলোই পরিপূর্ণ।

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالْأُخْرَى فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فَزَعًا فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ

ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَّ مَلأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

৪৪৭০। আয়াস ইবনে সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যখন আমরা শত্রুর মুকাবিলায় উপনীত হলাম, তখন আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে একটি টিলার ওপব উঠে গেলাম। এ সময় শত্রুদলের এক ব্যক্তি আমার দিকে অগ্রসর হলো। আমি তাকে তীর নিক্ষেপ করলে, সে আমার থেকে আড়ালে আত্মগোপন করলো। আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি সে কি করে? পুরে শত্রু সেনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তারা অন্য আর এক টিলা (উঁচু ভূমি) দিয়ে আবির্ভাব হয়েছে। অতঃপর তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে মুকাবিলা (সংঘর্ষ) হলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে গেলো। এবার আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে আসলাম। এ সময় আমার শরীরে দু'খানা চাদর ছিলো। একখানা ইযার (লুঙ্গী) এবং অপরখানা গায়ের চাদর হিসেবে পরিহিত ছিলাম। সুতরাং ইযারখানা খুলে কাপড় দু'খানা একত্রে বেঁধে সেই ভীত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি তাঁর 'শাহ্বা' নামক খচ্চরের ওপর উপবিষ্ট ছিলেন। (আমাকে দেখেই) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনুল আক্ওয়া সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে এসেছে। পরে যখন শত্রুদল চতুষ্পার্শ্ব থেকে তাঁকে ঘিরে ফেললো তখন তিনি খচ্চরের পৃষ্ঠ থেকে নীচে অবতরণ করলেন এবং যমীন থেকে এক মুষ্টি ধুলামাটি তুলে নিলেন। পরে শত্রুদের দিকে ফিরে "শাহাতিল উজুহ্" অর্থাৎ 'তোমাদের মুখ কালো হোক' বলে তা নিক্ষেপ করলেন। ফলে অবস্থা এ হলো তাদের মধ্যে আল্লাহর এমন কোনো সৃষ্ট মানুষ বাকী ছিল না যে, তার দু'চোখে উক্ত এক মুষ্টি ধুলামাটি পড়েনি। অতঃপর তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো। আল্লাহ তাদেরকে ওটার দ্বারাই পরাস্ত করেছেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে লব্ধ গনীমাতের মাল মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

তায়েফের যুদ্ধ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَصْحَابُهُ نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا قَالَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৪৭১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (অন্য হাদীসে উমার) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীদেরকে অবরোধ করলেন। কিন্তু তাদের থেকে কিছুই হাসিল করতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন ঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা (অবরোধ তুলে) চলে যাবো। (কিন্তু মুসলমানদের কাছে এ কথাটা ভারী ঠেকলো।) সুতরাং তাঁর সঙ্গীরা বললো ঃ আমরা কি এটাকে জয় না করেই চলে যাবো? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা ঠিক আছে, সকালে গিয়ে লড়াই করো। সুতরাং তারা সকালে গিয়ে লড়াই করলো। ফলে তারা আহত হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনর্বার তাদেরকে বললেন, আগামী কাল আমরা ইন্‌শাআল্লাহ ফিরে যাবো। তাঁর একথা মুসলমানদেরকে খুশী ও সন্তুষ্টি দান করলো। (তাদের অবস্থা দেখে) এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

বদরের যুদ্ধ।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى

نَزَلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيهِمْ غُلاَمٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَالِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هٰذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ ابْنُ خَلَفٍ فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ ضَرَبُوهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هٰذَا أَبُو سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَالِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هٰذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ فَإِذَا قَالَ هٰذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ هٰهُنَا وَهٰهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৪৭২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (ব্যবসায়ী কাফেলাসহ) আবু সুফিয়ানের আগমনের সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে (তাদেরকে পথিমধ্যে বাধা দেয়ার ব্যাপারে) তিনি সাহাবাদেরকে নিয়ে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বক্তব্য রাখলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথার প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দিলেন না। পরে উমার (রা) উঠলেন এবং আলোচনা করে (হাঁ-স্বরূপ) মতামত প্রকাশ করলেন, কিন্তু তার কথার প্রতিও তিনি তেমন একটা গুরুত্ব দিলেন না। অতঃপর (আন্‌সারী নেতা) সা'দ ইবনে উবাদাহ্ (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের (আনসারীদের) মতামত কামনা করছেন? সেই মহান সত্তার কসম দিয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি আপনি সমুদ্র গর্ভে গিয়েও সে কাফেলার খোঁজ নিতে আমাদের (আনসারদের) নির্দেশ করেন, নিশ্চয়ই আমরা ওখানে গিয়েও তাদের অন্বেষণ করতে প্রস্তুত রয়েছি। আর যদি সুদূর 'বারেকুল গিমাদ' (মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গা) পর্যন্ত ঘোড়া নিয়ে যাবার আদেশ করেন, তাও আমরা করবো।* বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে প্রস্তুতির আহ্বান জানালে, সকলেই রওয়ানা হয়ে গেলো এবং 'বদর' নামক স্থানে গিয়ে অবতরণ করলো, এ সময় কুরাইশদের কিছুসংখ্যক রাখাল তাঁদের নিকটে আসলো। তন্মধ্যে বনী হাজ্জাজের একটি

কৃষ্ণবর্ণের গোলামও ছিলো, লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে আসলো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা তাকে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞসাবাদ করলে সে বললো, আবু সুফিয়ান সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। তবে ঐ যে আবু জাহ্ল, উত্বা, শাইবাহ্ ও উমাইয়া ইবনে খালাফ– (তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে) তাদের সম্বন্ধে বলতে পারি। যখন সে এ কথা বললো, তখন সাহাবারা তাকে পিটালো, এবার সে বললো, হাঁ, আমাকে বলতে দিন। আমি আপনাদেরকে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছি। যখন তারা তাকে পিটানো বন্ধ করে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন সে বললো, আবু সুফিয়ান সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আবু জাহ্ল উত্বা শাইবা ও উমাইয়া ইবনে খালাফ সম্বন্ধে বলতে পারি। সে যখন আবারও ঐ একই কথা বললো তখন তারা পুনরায় মারধর করলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি উক্ত লোকটির সাথে সাহাবাদের এ আচরণ দেখলেন তখন তাড়াতাড়ি নামায শেষ করলেন এবং বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যখন সে সত্য বলে তখন তোমরা তাকে পিটাচ্ছো, আর যখন সে মিথ্যা বলে তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দিচ্ছো।** বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা অমুকের মৃত্যুর জায়গা, এখানে অমুকের লাশ পড়বে– এ বলে তিনি যমীনের বিভিন্ন স্থানে হাত রেখে চিহ্নিত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, (যুদ্ধশেষে) দেখা গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যে জায়গায় হাত রেখে চিহ্নিত করেছেন ঐসব নিহত কাফিরদের লাশ কোনটি চিহ্নিত স্থানের একটুও এদিকে সেদিক পড়েনি।

টীকা ঃ* আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-এর কথার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেমন একটা গুরুত্ব এ জন্যে দেননি যে, তাঁরা উভয়ই ছিলেন মুহাজির। আনসারীরা যদিও নিজ নিজ বাড়িঘরে থেকে আমাদের সাহায্য করছে, বহিরাক্রমণ থেকে মদীনাকে হেফাযত করছে, কিন্তু মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ-জিহাদ করার জন্যে তারা বাইয়াত তো করেনি। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সে পরীক্ষা নিতে চাচ্ছেন যে, তারা (আনসারীরা) এ সম্পর্কে কী বলে? পরে দেখা গেলো তারা চমৎকার উত্তরই দিয়েছে।

** রাখালটি যে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবগত ছিল না এটাই সত্য ছিলো। কিন্তু মারের ভয়ে, 'হাঁ বলছি' বলেছিলো। এটা ছিল মিথ্যা। আর আবু জাহল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে সে সত্য সত্য সংবাদ দিলো। অথচ সাহাবারা তা মিথ্যা মনে করলেন। মুসলমানরা যদিও আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো তার বিপরীত। বলতে গেলে বদর যুদ্ধ কুরাইশদের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে। এক আবু সুফিয়ান ছাড়া সমস্ত নামকরা নেতা-সর্দার সেদিন বদর প্রান্তরে ধরাশায়ী হলো। আর যুদ্ধের পূর্বে কার লাশ কোন জায়গায় পড়বে– আল্লাহর নবী যে যে স্থান চিহ্নিত করেছিলেন, তার কিঞ্চিতও ব্যতিক্রম হয়নি। এটা ছিলো আল্লাহর নবীর আর এক মু'জিযা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

মক্কা বিজয়।

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت البناني عن عبد الله
ابن رباح عن أبي هريرة قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان فكان يصنع
بعضنا لبعض الطعام فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله فقلت ألا أصنع طعاما
فأدعوهم إلى رحلي فأمرت بطعام يصنع ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي
الليلة فقال سبقتني قلت نعم فدعوتهم فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم
يامعشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم
مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة
على الحسر فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة قال فنظر
فرآني فقال أبو هريرة قلت لبيك يارسول الله فقال لا يأتيني إلا أنصاري زاد غير شيبان
فقال اهتف لي بالأنصار قال فأطافوا به ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا فقالوا نقدم
هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى
ثم قال حتى توافوني بالصفا قال فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله
وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا قال فجاء أبو سفيان فقال يارسول الله أبيحت خضراء
قريش لا قريش بعد اليوم ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقالت الأنصار
بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة

وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ
إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ
رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللّٰهِ وَإِلَيْكُمْ
وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللّٰهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا
إِلَّا الضِّنَّ بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ
وَيَعْذِرَانِكُمْ قَالَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ قَالَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ فَأَتَى عَلَى صَنَمٍ
إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ قَالَ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ وَهُوَ
آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ
يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ .

৪৪৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, একবার আমি প্রতিনিধি হিসেবে মুয়াবিয়া (রা)-এর নিকট গেলাম। আর এ ঘটনাটি ছিলো রমযান মাসে। আমাদের (মুসলমানদের সামাজিক) নীতি ছিলো যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের জন্যে খাবার তৈরী করতাম (অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে দাওয়াত করে খাওয়াতাম)। তবে আবু হুরায়রাই অধিকাংশ সময় তাঁর নিজ বাড়িতে আমাদেরকে দাওয়াত করতেন। পরে একদিন আমি নিজে নিজে স্থির করলাম, আমি কি খাবার তৈরী করে তাদেরকে আমার বাড়ীতে আহ্বান করতে পারি না? তাই একদিন আমি (আমার পরিবারস্থ লোকদেরকে) নির্দেশ করলে তারা তাই করলো। অতঃপর সেদিন অপরাহ্নে আবু হুরায়রার সাক্ষাত পেয়ে তাঁকে বললাম, আজ রাত্রে আমার বাড়িতেই দাওয়াত রইলো। তিনি বললেন, তাহলে আজ কি আপনি আমাকে অতিক্রম করে গেলেন? উত্তরে আমি বললাম, হাঁ। মোটকথা আমি তাদেরকে দাওয়াত করলাম।

(এবং তাঁরাও সকলে উপস্থিত হলেন) অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করবো। অতঃপর তিনি মক্কা বিজয়ের আলোচনা শুরু করলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন : অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মক্কায় এসে পৌঁছালেন। মক্কার দু'দিকের এক দিকে যুবাইর (রা)-কে এবং অপরদিকে খালিদ (রা)-কে (সৈন্যসহ) পাঠালেন। আর আবু উবাইদাহ্ (রা)-কে পাঠালেন যুদ্ধের বর্মবিহীন পদাতিক সেনাদলের ওপর নেতা করে। সুতরাং তারা মক্কা উপত্যকার সমভূমির পথ ধরে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং পরিচালনা করলেন একটি সেনাদল। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকাতেই আমাকে দেখে বললেন, আবু হুরায়রা! আমি জবাব দিয়ে বললাম, এই তো আমি উপস্থিত আছি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, 'আমি আনসারদেরকে চাই' বর্ণনাকারী শাইবান ব্যতীত অন্যেরা বর্ধিত বর্ণনা করেছেন ঃ 'আনসারদেরকে আমার কাছে ডাকো'। তারা সবাই একত্রিত হলো। অপরদিকে কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারী বিভিন্ন গোত্রের লোক একত্রিত হয়েছিলো। মুসলমানেরা বললো, আমরা আনসারীদেরকে আমাদের আগে রাখবো, যদি তারা জয়ী হয়, তখন তাদের সাথে আমরাও অংশীদার হবো। আর যদি তারা বিপদের সম্মুখীন হয় তখন তারা আমাদের কাছে যা (সাহায্য) চায়, আমরা তাই দেবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারী বিভিন্ন গোত্রের বিরাট এক জামায়াতকে দেখছো। অতঃপর তিনি দুই হাতের ওপর আর এক হাত রেখে ইঙ্গিত করলেন। (অর্থাৎ তোমরা এদেরকে কুচি কুচি করে কেটে টুক্‌রো করে ফেলো) পরে বললেন, অবশেষে তোমরা সবাই আমার সাথে সাকা পর্বতে একত্রিত হও। আবু হুরায়রা বলেন, আমরা এভাবেই রওয়ানা হলাম। ফলে আমাদের যে কেউ যাকে ইচ্ছা করতো তাকে হত্যা করতে পারতো। কিন্তু কেউই আমাদের মুকাবিলায় আসলো না। এমন সময় কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে কি আজ কুরাইশদের এ তাজা সবুজ ফসল এভাবেই বিনষ্ট করা হবে? (অর্থাৎ কুরাইশদের কি সমূলে নিধন করা হবে?) তাহলে তো আজিকার পর আর কুরাইশ নামে কেউই অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, "যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ।" এ ঘোষণা শোনার পর আনসারী একে অন্যকে বললো, লোকটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তো স্বদেশপ্রেম এবং স্বজনপ্রীতিই উদ্বুদ্ধ করে ফেলেছে।*

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এমন সময় অহী নাযিল হলো। বস্তুতঃ অহী যখন নাযিল হতে থাকে তখন আমাদের থেকে গোপন থাকে না। (বরং তাঁর অবস্থা থেকেই আমরা বুঝতে পারি।) ফলে ওহী নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে, এবং তা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে চোখ তুলেও চায় না। ওহী আসার সিলসিলা শেষ হলে তিনি আনসারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনসারী সম্প্রদায়! জবাবে তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই তো আমরা উপস্থিত আছি। তিনি বললেন, তোমরা মন্তব্য করেছিলে যে, "ব্যক্তিটিকে স্বদেশ-প্রেম ও স্বজনপ্রীতিই পেয়ে বসেছে।" তারা বললো, অবশ্যি এমন কথা কেউ বলেছে। তিনি বললেন, তা কখনো না, আমি আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল! আল্লাহ ও তোমাদের দিকেই হিজরত করেছি। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সাথে এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সাথে জড়িত। (তাঁর কথা শুনে) তারা (আনসারীগণ) ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর সম্মুখে আসলো এবং নিজেদের উদ্ভট উক্তি স্বীকার করে বললো, আল্লাহর কসম, আমরা যা উক্তি করেছি তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কার্পণ্য ছাড়া কিছুই নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাদের এ স্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করে তোমাদের দুর্বলতাটিকে মাফ করে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা বলেন, পরে লোকেরা আবু সুফিয়ানের গৃহের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে আশ্রয় নিলো এবং নিজেদের ঘরের দ্বার বন্ধ রাখলো।** বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমু খেলেন, অতঃপর বাইতুল্লাহ শরীফের (তাওয়াফ) প্রদক্ষিণ করলেন, পরে বাইতুল্লাহ্‌র এক পাশে রক্ষিত একটি মূর্তির কাছে গেলেন। মুশরিকরা এটার (ইবাদত) পূজা-অর্চনা করতো। আবু হুরায়রা বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি ধনুক ছিলো এবং তিনি সে ধনুকের এক প্রান্ত ধরে রেখেছিলেন। যখন মূর্তিটির নিকটে আসলেন তখন ধনুক দ্বারা মূর্তির চোখ ফুঁড়ে দিতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, "সত্য সমাগত, অসত্য অপসারিত"। পরে তাওয়াফ সমাপন করে সাফা পর্বতের ওপর উঠলেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দু'হাত উত্তোলন করে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী দু'আ কামনা করলেন।

টীকা ঃ* আনসারীরা ধারণা করেছিলো, সম্ভবতঃ আল্লাহর নবী মক্কাতেই থেকে যাবেন, আর মদীনায় যাবেন না। কিন্তু রাসূলের জবাবে তাদের ভুল ভাঙলো।

** ইমাম মালিক, আহমাদ ও আবু হানিফা বলেন ঃ মক্কা যুদ্ধ দ্বারাই বিজয় হয়েছে। যদি তা না হতো তাহলে আবু সুফিয়ান এ আশংকা প্রকাশ করতো না যে, "আজ কি কুরাইশকে নিপাত করা হবে"? অথবা যে অস্ত্র ছেড়ে দেবে, আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, নিজের গৃহের দ্বার বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ। এ ঘোষণারও আদৌ প্রয়োজন হতো না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে মক্কা সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে বিজয় হয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِى الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى احْصُدُوهُمْ حَصْدًا وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا

ذَاكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَمَا اسْمِي إِذًا كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ

৪৪৭৪। বাহায (র) বলেন, সুলাইমান ইবনে মুগীরা আমাদেরকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের মধ্যে এ কথাটি বেশী বলেছেন, 'অতঃপর তিনি এক হাতের ওপর আর এক হাত রেখে বলেছেন ঃ তোমরা তাদেরকে ঘাসের মতো কুচি কুচি করে কাটো।' হাদীসের মধ্যে আরো বলেছেন, 'তারা স্বীকার করে বললো, হাঁ আল্লাহর রাসূল! আমরা এরূপ উক্তি করেছি।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমার নাম আর কিছুই নয়। আমি আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নয়, কখনো নয়।'

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
ابْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا
أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْبَتِي فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
الْيَوْمُ نَوْبَتِي فَجَاؤُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثْتَنَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ
أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَاذِقَةِ وَبَطْنِ الْوَادِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاؤُوا
يُهَرْوِلُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا
إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا وَأَخْفَى بِيَدِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ
مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا قَالَ فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ قَالَ وَصَعِدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا وَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّفَا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ
يَارَسُولَ اللّٰهِ أُبِيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ

أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا « ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إِلَّا ضِنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ

৪৪৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ্ (রা) বলেন, এক সময় আমরা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের কাছে একটা প্রতিনিধি দল হিসেবে গেলাম। আবু হুরায়রাও আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সঙ্গী-সাথীদের জন্যে একদিন করে খাবার আয়োজন করতো। এভাবে একদিন আমার পালা আসলো। আমি আবু হুরায়ারা (রা)-কে বললাম, আজ (দাওয়াত) খাওয়ানোর পালা আমার (বাড়িতে)। সুতরাং তারা (সঙ্গীরা) সবাই আমার বাসায় আসলেন। কিন্তু খাবার খাদ্য এখনও উপস্থিত করা হয়নি– এ সময় আমি আবু হুরায়রাকে বললাম, খানা আসা পর্যন্ত যদি আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতেন (ভালোই হতো)। অতঃপর তিনি বললেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। ডান দিকের বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং বাম দিকের বাহিনীতে নিযুক্ত করলেন যুবাইর (রা)-কে। আর আবু উবাইদাকে নিযুক্ত করলেন পদাতিক সৈন্যদলের নেতা এবং উপত্যকার রক্ষী হিসেবে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা (রা), আনসারদেরকে আমার কাছে ডাকো। আমি তাদেরকে আহ্বান করলাম, তারা দৌড়ে এসে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আন্সার সম্প্রদায়! তোমরা কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের বিরাট জঅমায়াতকে কি দেখতে পাচ্ছো? তারা সবাই বললো, হাঁ, দেখতে পাচ্ছি। পরে তিনি বললেন, এ দিকে লক্ষ্য করো, আগামী কাল যখন তাদের (কুরাইশদের) সাথে তোমাদের মুকাবিলা হবে, তখন তাদেরকে ঘাসের মতো সমানে কেটে পরিষ্কার করে দেবে এবং কিভাবে তাদেরকে পরিষ্কার ও নির্মূল করতে হবে, হাত দ্বারা ইংগিত করলেন এবং তিনি নিজের ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখলেন। অতঃপর বললেন ঃ অঙ্গীকার রইলো যে, তোমাদের সাথে সাফা পর্বতের ওপর সাক্ষাত হবে। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এরপর সেদিন আমাদের যে কেউ কোনো (কাফির) ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছেন, সাথে সাথেই তাকে কেটে সমান করে দিয়েছে। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের ওপর উঠলেন। অপরদিকে আনসাররা সবাই এসে তাঁর কাছে জড়ো হলো। এ সময় আবু সুফিয়ান এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে আজ কি কুরাইশদের এ তাজা সবুজ ফসলকে সমূলে বিনষ্ট করা হবে? (যদি অবস্থা এটাই চলতে থাকে) তাহলে আজিকার পর কুরাইশ নামে কেউই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন ঃ যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ, যে হাতিয়ার ফেলে দেবে সে নিরাপদ, আর যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহদ্বার বন্ধ করে রাখবে সেও নিরাপদ। তখন আনসারদের কেউ কেউ বললো, লোকটিকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বজনপ্রীতি ও দেশপ্রেম আকৃষ্ট করে ফেলেছে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অহী নাযিল হলো। (অহীর অবস্থা কেটে যাওয়ার পর) তিনি বললেন, তোমরা কি এমন উক্তি করেছিলে যে, লোকটিকে (আমাকে) স্বজনপ্রীতি ও স্বদেশের মায়ায় পেয়ে বসেছে? সাবধান ! জেনে নাও, এখনও আমি আমার নামেই আছি। তিনবার বললেন ঃ 'আমি মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছেই হিজরাত করেছি। কাজেই আমার জীবন তোমাদের জীবনের সাথে এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সাথে জড়িত।' তখন তারা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা উক্ত কথাটি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কার্পণ্যবশতঃই বলে ফেলেছি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের স্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করে তোমাদের দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ . زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ

৪৪৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (মক্কা বিজয়ের দিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বায়তুল্লাহর চারপাশে (হেরম শরীফের মধ্যে) তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিলো। নবী (সা) তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন, আর বলছিলেন ঃ সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসারিত। সত্য এসে গেছে, বাতিল আর আবির্ভাব হবে না, পুনরায় ফিরে

আসবে না (অর্থাৎ আল্লাহর সত্যদীন ইসলাম বাতিলকে পরাভূত করে বিজয়ী হয়েছে, তাই এখন শুধু ইসলামী বিধানই থাকবে)। ইবনে আবু উমার বর্ধিত করেছেন, এ কথাগুলো তিনি মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন।

وحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَةَ الأُخْرَى وَقَالَ بَدَلَ نُصُبًا صَنَمًا

৪৪৭৭। ইমাম সাওরী (রা) ইবনে আবু নাজীহ থেকে উক্ত সিলসিলায় 'যাহুকা' পর্যন্ত আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় আয়াতটি বর্ণনা করেননি। আর 'নুসুবান'-এর স্থলে 'সানামান' বলেছেন (অর্থাৎ বায়তুল্লাহর চারপাশে... মূর্তি ছিলো)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৪৪৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে মুতী' (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি বলেছেন, আজকের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো কুরাইশী (স্বগোত্রীয়) মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হবে না। (অর্থাৎ কুরাইশের সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের কেউ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হবে না। অবশ্য অন্য গোত্রের মধ্যে মুরতাদ পাওয়া যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর এমনটি হয়েছেও বটে।)

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا

৪৪৭৯। যাকারিয়া উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন এবং অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, একমাত্র মুতী' ছাড়া উসাত নামে কুরাইশ গোত্রীয় কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইসলামের পূর্বে তার নাম ছিলো 'আসী' (অর্থ পাপী বা নাফরমান)। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম পাল্টিয়ে রেখেছেন 'মুতী' অর্থ অনুগত বা বাধ্যগত।

টীকা ঃ 'আসী' নামে কুরাইশের অনেকেই ছিল, যেমন ঃ আসী ইবনে ওয়ায়েল আস্-সাহ্মী, আসী ইবনে হিশাম আবুল বখ্তারী, আসী ইবনে সাঈদ ইবনে আসী ইবনে উমাইয়া, আসী ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরা,

আসী ইবনে মুনাব্বিহ ইবনে হাজ্জাজ প্রমুখ। এরা কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। কেবলমাত্র 'আসী ইবনে আসওয়াদ আল্ আয্‌রী', তিনি মুসলমান হন, নবী (সা) তার নাম পাল্টে দিয়েছেন। এখানে 'আসী' অর্থ পাপী নয়, কেননা কুরাইশের সমস্ত পাপীই আল্লাহর অনুগ্রহে মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবু জান্দালের নামও আসী ছিলো, সেও মুসলমান হয়েছে। তবে তার সে নাম প্রসিদ্ধ ছিল না, বিধায় তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়নি (আবু জান্দাল ইবনে সাহ্‌ল ইবনে আমর)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

হুদাইবিয়ার সন্ধি।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصُّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَتَبَ هٰذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا لَا تَكْتُبْ رَسُولُ اللهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلَهَا بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلُبَّانَ السِّلَاحِ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحٰقَ وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ

৪৪৮০। আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বারআ' ইবনে আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকদের মধ্যে যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) তা লিখেছেন। তিনি লিখেছিলেন, "যা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখে দিচ্ছেন"। তারা বললো, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' লিখো না। কেননা যদি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিসেবে আমরা জানতাম বা মেনে নিতাম, তাহলে আমরা তোমার সাথে লড়াই করতাম না।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন, শব্দটি মুছে ফেলো। জবাবে তিনি বললেন, আমি তা মুছে দিতে পারবো না; (আমার পক্ষে তা অসম্ভব)। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতেই তা মুছে ফেললেন। রাবী বলেন, তাদের সঙ্গে এ শর্তে সন্ধি করলেন যে, (আগামী বছর) তিনি দিনের জন্য মক্কায় আসতে পারবেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কোষবদ্ধ হাতিয়ার থাকতে

পারবে। (মুক্তভাবে নয়) শো'বা বলেন, আমি আবু ইসহাককে জিজ্ঞেস করলাম, 'জুলুববান সিলাহ্' কি? তিনি বললেন, কোষ ও তার মধ্যে যা থাকে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ هٰذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ

৪৪৮১। আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারআ' ইবনে আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়াবাসীই (কুরাইশ) সাথে সন্ধি-চুক্তি করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আলী (রা)-ই তাদের মধ্যকার সন্ধিপত্র লিখেছেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'। অতঃপর মুয়া'যের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত হাদীসের মধ্যে, "এটা ঐ চুক্তিপত্র যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে লিখিত হচ্ছে"– এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

حدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لإِسْحٰقَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثًا وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ وَلاَ يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلاَ يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِيٍّ اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ تَابَعْنَاكَ وَلٰكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لاَ وَاللّٰهِ لاَ أَمْحَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَأَقَامَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالُوا لِعَلِيٍّ هٰذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ

صَاحِبَكَ فَأْمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ

৪৪৮২। বারাআ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট (প্রবেশপথে) বাধাপ্রাপ্ত হলেন, তখন মক্কাবাসীদের সাথে এই শর্তে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন যে, "তারা (মুসলমানরা) তথায় (মক্কায়) তিনদিন অবস্থান করবে। তাদের পরিবার-পরিজন যারা মক্কায় আছে কাউকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না এবং তাদের সাথে আগত কেউ যদি মক্কায় থেকে যেতে চায় তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন, এ চুক্তিনামার শর্তগুলো আমাদের মধ্যে লিখে দাও। তিনি লিখতে শুরু করলেন ঃ "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম– পরম দয়ালু-দাতা আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করলাম। এটা সেই চুক্তিনামা যা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে লিখা হচ্ছে।" এ কথার পর মুশরিকরা আপত্তি তুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, যদি আমরা তোমাকে 'আল্লাহর রাসূল' হিসেবে জানতাম তাহলে তোমাকে মেনেই নিতাম, তোমার আনুগত্য স্বীকার করতাম। কাজেই তা লিখা যাবে না। বরং লিখো, 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। তখন তিনি আলী (রা)-কে তা মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন। উত্তরে আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম তা হতে পারে না। আমি তা মুছতে পারবো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বললেন, যে জায়গায় উক্ত শব্দটি লিখা হয়েছে, সে জায়গাটি আমাকে দেখিয়ে দাও। আলী (রা) তা দেখিয়ে দিলে, নবী (সা) নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং সে স্থানে লিখে দিলেন, 'ইবনে আবদুল্লাহ্'– আবদুল্লাহর পুত্র। পরে তিনি মক্কায় প্রবেশ করে তথায় তিন দিন অবস্থান করলেন।* তৃতীয় দিন অতিবাহিত হবার প্রাক্কালে কুরাইশরা আলী (রা)-কে বললো, এটা তোমার সঙ্গীর দেয়া শর্তের শেষ দিন। সুতরাং তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে চলে যাবার আদেশ করো। আলী এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের কথাটি জানালে, তিনি বললেন, হাঁ, আমরা চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। অতঃপর তিনি মক্কা ত্যাগ করলেন। ইবনে জানাব তাঁর বর্ণনায় 'তাবানাকা'-এর স্থলে 'বাইয়া'নাকা' বলেছেন।

টীকা ঃ* ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা হলো যে, হুদাইবিয়ার চুক্তিতে যে তিন দিন মক্কায় অবস্থানের কথা উল্লেখ হয়েছে, তা পরবর্তী বছরের জন্য, এবার নয়, এবং ঠিক সে চুক্তি মোতাবেক সামনের বছরই নবী (সা) আসছেন। কিন্তু এখানে যে ঘটনা উল্লেখ হয়েছে তা উমরাতুল কাজার কথা, যা দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্ততার জন্যেই এ কথাটি বলেননি।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا بِاسْمِ اللهِ فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَلٰكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ فَقَالَ اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ وَلٰكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَنَكْتُبُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا

৪৪৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। কুরাইশরা (হুদাইবিয়ার দিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেসন্ধি চুক্তি সম্পাদন করলো তাদের মধ্যে ছিলো সুহাইল ইবনে আমর। (সে এসে চুক্তিপত্র লিখার জন্য নবী সা.-কে অনুরোধ করলে) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন, লিখো, বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম– পরম দয়ালু দাতা আল্লাহর নামে শুরু করলাম। তখন সুহাইল আপত্তি তুলে বললো, এই যে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' লিখেছেন! আমরা জানি না এ রহমান-রাহীম কে? বরং 'بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ' এটা আমরা জানি, সুতরাং তাই লিখুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঠিক আছে, লিখো, এটা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মীমাংসা। এ কথা শুনে (সুহাইলসহ) তারা সকলে বললো, যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে জানতাম, তাহলে আমরা আপনার অনুসারী হয়ে আনুগত্যই করতাম। সুতরাং লিখুন আপনার নাম ও আপনার পিতার নাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আলীকে) বললেন, লিখো : 'এটা আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে ক'টি শর্ত আরোপ করেছিলো, তন্মধ্যে একটি ছিলো এই ঃ আপনাদের (মুসলমানদের) থেকে যদি কেউ এখানে (মক্কায়) আসে, তাকে আপনাদের কাছে ফেরত দেয়া যাবে না। কিন্তু (এর

বিপরীত) যদি আমাদের (মক্কার) কেউ আপনাদের কাছে যায়, তাহলে তাকে অবশ্যই আমাদের কাছে ফেরত দিতে হবে। (নিজেদের এ হীনতা দেখে) মুসলমানরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এ অপমানজনক শর্তও লিখে দেবো? তিনি বললেন, হাঁ, লিখে দাও। কেননা যে আমাদেরকে ত্যাগ করে তাদের কাছে যাবে (সে নিশ্চয়ই মুরতাদ), আল্লাহ্ তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেবে। আর তাদের যে কেউ আমাদের কাছে (ইসলাম গ্রহণ করে) যাবে, আশা করা যায়, অচিরেই আল্লাহ তার মুক্তির একটা সুরাহা করবেনই।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ «وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ» حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ فَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ

৪৪৮৪। আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমরা সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।) সিফফীনের দিন সাহ্ল ইবনে হুনাইফ দাঁড়িয়ে বললেন, হে

লোকেরা তোমরা নিজেদের (সিদ্ধান্তের) ত্রুটি উপলব্ধি করো।* কেননা আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। যদি যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিতো তবে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করতাম। পরে তা সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে মীমাংসা হয়, যে চুক্তিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিলো। এ সময় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি হকের এবং তারা কি বাতিলের অনুসারী নয়? তিনি বললেন, হাঁ। উমার বললেন, আমাদের নিহতগণ কি জান্নাতে এবং তাদের নিহতগণ কি জাহান্নামে যাবে না? তিনি বললেন, হাঁ। তখন উমার বললেন, তাহলে আমরা ইসলামের ব্যাপারে এসব ইতরদের নিকট অপমানজনকভাবে দুর্বলতা দেখাবো কেন? আর আমাদের ও তাদের মাঝে আল্লাহর তরফ থেকে কোন একটি ফায়সালা না হতেই বা আমরা এমনিই ফিরে যাবো কেন? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবাবে উমার নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারলো না। ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে আবু বাক্‌র (রা)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, হে আবু বাক্‌র আমরা কি ন্যায়ের এবং তারা কি অন্যায় ও বাতিলের অনুসারী নয়? তিনি জবাবে বললেন, হাঁ। তিনি আরো বললেন, আমাদের নিহতগণ কি বেহেশতে এবং তাদের নিহতগণ কি দোযখে যাবে না? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ। তাহলে আমরা দীন ইসলামের ব্যাপারে ওদের নিকট এতো হীন ও অপমানজনকভাবে দুর্বলতা দেখাবো কেন? আমাদের ও তাদের মাঝে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো একটা ফায়সালা না হতে কেনই বা আমরা এমনিই ফিরে যাবো? উমারের কথা সব শুনে আবু বাক্‌র (রা) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তাঁকে কখনো ধ্বংস করবেন না।** বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সূরা 'ফাতাহ্' নাযিল হলো। তখন তিনি উমার (রা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে সামনে রেখে সূরার আদ্যোপান্ত পাঠ করে শোনালেন। এবারও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ (সন্ধিচুক্তিটা) কি বিজয়? তিনি বললেন, হাঁ, এটা বিজয়। এবার উমারের মনে প্রশান্তি আসলো এবং সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আসলেন।

টীকা ঃ* সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে 'সালিশ' নিযুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে খলিফা নিযুক্ত করার প্রস্তাব আসলে, আলীর সমর্থক অনেকেই তা মেনে নিতে অপ্রস্তুত এবং এর বিরোধিতাও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে বললেন, সে চুক্তিনামার পক্ষে আমরা রাজী ছিলাম না। বরং রাসূলের প্রতি বিরক্তি বোধ প্রকাশ করে এর বিরোধিতাই করেছিলাম অনেকেই। যদিও চুক্তিটা আমাদের মতের বিরুদ্ধে হয়েছে, কিন্তু পরিণাম ছিল তার অতি উত্তম ও কল্যাণকর। কাজেই এখানেও আমাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকা উচিত হবে না। 'সালিশী' প্রস্তাবটা মেনে নেওয়া হবে শ্রেয়।

** রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বাক্‌র (রা)-কে উমারের প্রশ্ন সন্দেহপ্রসূত ছিল না। বরং ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ বোধগম্যের বহির্ভূত, এর অভ্যন্তরে কি রহস্য নিহিত রয়েছে তা তিনি স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন নিঃসঙ্কোচে চুক্তিনামায় সম্মতি জানাচ্ছেন, তাতে আবু বাক্‌রকেও নীরব দেখা যাচ্ছে, তাই উমার (রা) ব্যাপারটা জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ

ابْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ بِصِفِّينَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهُ وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هٰذَا . لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرٍ قَطُّ

৪৪৮৫। শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের দিন সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হে লোকেরা, তোমরা তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত বা মতামতকে ত্রুটিবিহীন মনে করো না। কেননা আবু জান্দালের দিন আমি নিজেকে এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, যদি সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা বা নির্দেশকে এড়িয়ে যেতে সামর্থ্য রাখতাম, তাহলে সে দিন অবশ্যই তাঁর কথাটি প্রত্যাখ্যান করতাম! আল্লাহর কসম যখনই আমরা কোনো বিপদসংকুল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে আমাদের ঘাড়ে তলোয়ার নিয়ে বেরিয়েছি, তখনই সে কাজে আমাদের জন্যে সহজতর হয়ে গেছে। কিন্তু একমাত্র এ দিন আমরা তরবারি কাজে লাগাতে পারিনি। কিন্তু ইবনে নুমাইর 'ইলা আমরিন কাত্তু'– এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ 'আবু জান্দালের দিন' বলতে 'হুদাইবিয়ার' দিনকে বুঝানো হয়েছে। ঘটনার বিবরণ হচ্ছে এই ঃ চুক্তিনামার শর্তে উল্লেখ ছিলো যে, মক্কার কোনো ব্যক্তি যদি এ চুক্তির পর ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা গমন করে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে, যদি মক্কার লোকেরা তাকে ফেরত চায়। চুক্তিনামা উভয় পক্ষের দ্বারা স্বাক্ষরিত হবার পরক্ষণেই এই সন্ধিপত্র সম্পাদনকারী সাহল ইবনে আমরের পুত্র আবু জান্দাল (তার নাম আসী) ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের সাথে মদীনায় যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। কেননা ইসলাম গ্রহণের দরুন সে আপনজনদের হাতে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করেছিলো। তার এ করুণ অবস্থা দেখেও চুক্তিনামার শর্তানুযায়ী মুসলমানরা তাকে সাথে করে নিতে অপারগ হয়ে পড়েছিল। এই বিশেষ ঘটনাকে লক্ষ্য করে ঐ দিনকে ইতিহাসে 'ইয়াওমে আবু জান্দাল'ও বলা হয়েছে।

وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحق جميعا عن جرير ح وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الاسناد وفي حديثهما إلى أمر يفظعنا

৪৪৮৬। জারীর ও ওয়াকী তাঁরা উভয়েই উক্ত সিলসিলায় আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের হাদীসের মধ্যে "আমরা যখনই কোনো ভীতিপ্রদ কাজের জন্যে তরবারি নিয়ে বেরিয়েছি"– পর্যন্ত উল্লেখ আছে।

وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مافتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم

৪৪৮৭। আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিফ্‌ফীনের দিন সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি মুসলমানদেরকে (বিশেষ করে আলী রা.-এর সমর্থকদেরকে) উদ্দেশ্য করে বলেছেন, দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করো। কেননা আবু জান্দালের ঘটনার দিন (হুদাইবিয়ার দিন) আমি দেখলাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ এড়িয়ে যেতে বা প্রত্যাখ্যান করতে চাইতাম তবে এড়িয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন আমরা সমস্যার কোনো একটি দিক রুদ্ধ করি, পরে তার অনেক পথ আমাদের ওপর উন্মুক্ত হয়ে যায় (কাজেই সমস্যা যেন বাড়তে না পারে সে পথ অবলম্বন করাই উচিত)।

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدى بالحديبية فقال لقد أنزلت على آية هي أحب إلى من الدنيا جميعا

৪৪৮৮। কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালিক (রা) তাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হুদাইবিয়া থেকে ফেরার প্রাক্কালে যখন "ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্হাম মুবীনা... ফাওযান আযীমা" পর্যন্ত নাযিল হলো তখন মানসিক যাতনা ও আত্মিক গ্লানি তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) অস্থির করে তুলেছিলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সানন্দে ঘোষণা করলেন, "আমার ওপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়।"

وحدثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ

৪৪৮৯। কাতাদাহ (রা) আনাস (রা) থেকে ইবনে আবু আরুবার হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ

৪৪৯০। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামন (রা) বলেন, আমার বদর যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা এই ছিলো যে, আমি ও আমার পিতা হুসাঈল, কুরাইশ কাফিরদের হাতে বন্দী হয়ে গিয়েছিলাম। তারা আমাদেরকে ধরে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবার ইচ্ছে করছো? আমরা বললাম,

না। আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে বের হইনি, বরং আমরা শুধু মদীনায় যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছি। অতঃপর তারা আমাদের থেকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে এ ওয়াদার প্রতিশ্রুতি নিলো, যেন আমরা মদীনা থেকে অবশ্যই ফিরে থাকি এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করি। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উক্ত সংবাদটি জানালে, তিনি বললেন, তোমরা মদীনা থেকে ফিরে যাও। তাদেরকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করো। অবশ্য আমরা আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্যে সাহায্য কামনা করবো।

টীকা ঃ যুদ্ধে মিথ্যা বলা জায়েয, তবে ইংগিত-ইশারায় এবং-কথাকে কিছুটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলাটা উত্তম। কাফেরদের সাথে যুদ্ধ সংক্রান্ত ওয়াদা রক্ষা করাটা ওয়াজিব নয়। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে ওয়াদা রক্ষার নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, অন্যথায় এ দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে যে মুসলমান ওয়াদা রক্ষা করে না। ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী বলেন, যদি কোনো মুসলমান কয়েদী কাফিরদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সুযোগ পেলেও সে পালাবেনা। পরে যদি পালাবার সুযোগ পায় পালিয়ে গেলে অন্যায় হবে না। মালিক বলেন, ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

আহ্‌যাবের (খন্দকের) যুদ্ধ।

حدثنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا
جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك
لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة
فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة
فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة
فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي
أن أقوم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي فلما وليت من عنده جعلت كأنما
أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد

الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ قُمْ يَا نَوْمَانُ

৪৪৯১। ইব্‌রাহীম তাইমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক সময় আমরা হুযাইফা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বললো, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সময়) পেতাম (লোকটি ছিলো তাবেয়ী), তাহলে তাঁর সঙ্গী হয়ে লড়াই করতাম, সর্বশক্তি নিয়োগ করে জিহাদে অংশ নিতাম! তার আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে হুযাইফা (রা) বললেন, আচ্ছা তুমিই এভাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে? (শুনো! জিহাদ জিনিসটা খুব একটা সহজ কাজ নয়) আমি নিজেকে এমন অবস্থায়ও পেয়েছি যে, আহ্‌যাব (খন্দক) যুদ্ধের একরাত্রে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাত্রটি ছিলো প্রবল বাতাস ও প্রচণ্ড শীতের। আমরা এ দু'টির সম্মুখীন হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথের মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, (আবু সুফিয়ান বাহিনী) কাফির সৈন্যদের খবর আমাকে সংগ্রহ করে দিতে পারো, এমন কোনো লোক আছো কি? (তার বিনিময়ে) মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকে আমার সঙ্গী করে দেবেন। আমরা সবাই নীরব থাকলাম। আমাদের কেউ তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিলো না। তিনি আবারও বললেন, কাফিরদের খবর আমাকে সংগ্রহ করে দিতে পারো, (অর্থাৎ গুপ্তচরের মত কাজ করতে পারে) এমন কেউ আছো কি? মহান ক্ষমতাবান আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন আমার সাথী করবেন। এবারও আমরা সবাই নীরব রইলাম। আমাদের কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। তিনি তৃতীয়বার আহ্বান করলেন, কাফির কুরাইশ সম্প্রদায়ের খবর আমাকে সংগ্রহ করে দিতে পারে এমন কেউ আছে কি? এবারও আমরা নীরব রইলাম, আমাদের কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে হুযাইফা! ওঠো, তুমিই আমাকে কাফিরদের অবস্থা সংগ্রহ করে অবহিত করো। হুযাইফা (রা) বলেন, যখন তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন, তখন আমি গত্যন্তর না দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, যাও, কাফেরদের খবরাখবর সংগ্রহ করে আমাকে অবহিত করো। দেখো! আমার ব্যাপারে তাদেরকে উত্যক্ত করো না। পরে যখন আমি তাঁর নিকট থেকে বের হলাম তখন মনে হচ্ছিলো আমি যেন গরম তাপের ভেতরে চলে যাচ্ছি।

(অর্থাৎ শীত-বাতাস কিছুই আমার অনুভূত হলো না।) অবশেষে আমি তাদের নিকট এসে দেখলাম, আবু সুফিয়ান আগুনের দিকে পৃষ্ঠ রেখে তাপ নিচ্ছে। তখন আমি তীর বের করে ধনুকের মধ্যে রাখলাম। একবার ইচ্ছে করলাম তাকে তীর নিক্ষেপ করেই ছাড়ি। ঠিক এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, "তাদেরকে উত্যক্ত করো না" স্মরণ হওয়ায় তা আর করলাম না। তবে যদি নিক্ষেপ করতাম, তাহলে তখনই তাকে কাবু করতে পারতাম। অতঃপর আমি (তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে) ফিরে আসলাম। এ সময়ও আমি যেন গরম তাপ অনুভব করতে লাগলাম। পরে তাঁর কাছে এসে ওদের খবরাখবর জানালাম। এতক্ষণে আমি আরোপিত দায়িত্ব সম্পাদন করে স্থির হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর অতিরিক্ত (আ'বা) আলখেল্লাটি পরিয়ে দিলেন, যেটা পরিধান করে তিনি নামায পড়তেন। আমি সেটা গায়ে জড়িয়ে ভোর পর্যন্ত এমনভাবে ঘুমালাম যে, ভোরে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'ওহে ঘুম-পাগল, এবার ওঠো!'

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

ওহুদের যুদ্ধ।

وحدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا

৪৪৯২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারের সাত ব্যক্তি এবং কুরাইশের দু'জন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে নিকটে রেখেছেন। পরে যখন মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলো, তখন তিনি বললেন, যে কেউ ওদেরকে (মুশরিক সৈন্যকে) আমাদের থেকে তাড়িয়ে দেবে, সে জান্নাতী (রাবীর সন্দেহ) অথবা বলেছেন, সে হবে বেহেশ্তে আমার সাথী। একথা শুনে একজন আনসারী অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করলো কিন্তু সে শহীদ হয়ে গেলো। অতঃপর মুশরিকরা পুনরায় তাঁকে ঘিরে ফেললো। আর প্রত্যেকবার অনুরূপভাবে এক

একজন আনসারী অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করলো। শেষ নাগাদ তারা সাতজন সকলেই শহীদ হয়ে গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরাইশী দু'জন সাথীকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাদের সাথীরা আমাদের সাথে ইনসাফ করেনি।

টীকা ঃ আনসারী একের পর এক সাতজন শহীদ হয়ে গেলো, অথচ কুরাইশীরা কেউ বের হলো না। সুতরাং তিনি কুরাইশীদের প্রতি ইংগিত করে বললেন, তোমরা তোমাদের আনসারী ভাইদের অনুগমন না করে অন্যায় করেছো।

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم

৪৪৯৩। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা)-কে ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জখম হয়েছিলো সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেছেন, (সেদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল জখম হয়, সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ মাথার মধ্যে গেঁথে যায়। অতঃপর (তাঁর চিকিৎসায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন, আর আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। কিন্তু ফাতিমা যখন দেখল যে, পানি ঢালায় রক্তক্ষরণ বৃদ্ধিই পাচ্ছে, তখন একখণ্ড চাঁটাই পুড়ে ছাই করে নিলেন। পরে যখন তা জখমের মধ্যে লাগালেন তখনই রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলো।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب «يعني ابن عبد الرحمن القاري» عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبماذا دووي

جُرْحُهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمَتْ كُسِرَتْ

৪৪৯৪। আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন, লোকেরা সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ওহুদের দিনের) জখম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমিই সবচেয়ে এ সম্পর্কে বেশী অবগত (কেননা তিনি ছিলেন সর্বশেষ সাহাবী, যিনি দুনিয়া থেকে ইন্তিকাল করেছেন) যে, কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করেছেন? কে পানি এনে তা ঢেলেছেন এবং কি জিনিস দ্বারা জখমের প্রবাহিত রক্তক্ষরণ বন্ধ করেছেন? অতঃপর আবদুল আযীযের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ধিত বর্ণনা করেছেন– তাঁর মুখমণ্ডল জখম করা হয়েছিলো এবং 'হুশিমাত' শব্দের স্থলে 'কুসিরাত' বলেছেন, কিন্তু অর্থের দিক থেকে উভয়টি প্রায় কাছাকাছি।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ «يَعْنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ» كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ أُصِيبَ وَجْهُهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ جُرِحَ وَجْهُهُ

৪৪৯৫। ইবনে উইয়াইনা, সাঈদ ইবনে আবু হিলাল ও ইবনে মুতাররিফ তারা সকলেই আবু হাসেম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে, তিনি উক্ত হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে আবু হিলালের হাদীসের মধ্যে আছে 'উসীবা ওয়াজ্হুহু' কিন্তু ইবনে মুতাররিফের হাদীসে আছে 'জুরিহা ওয়াজ্হুহু'। অর্থের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ

عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

৪৪৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হলে এবং মাথা জখমী করে দেয়া হলে, তিনি নিজের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, যে কওমের লোক তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, (তাঁকে জখম করেছে) কি করে তাদের উন্নতি ও সফলতা আসবে? তিনি তাদের ব্যাপারে দু'আ করছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তখন আল্লাহ নিম্নের আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ "হে নবী! কোনো বিষয়ে ফায়সালার এখ্তিয়ারে আপনার কোনো হাত নেই।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

৪৪৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেন আমি এখনও চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো এক নবীর* ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাঁর কওম তাঁকে আঘাত করেছে। অথচ তিনি নিজের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করলেন, "হে আমার প্রভু! আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা আমাকে চিনতে পারেনি। অথবা তারা যে কি জঘন্যতম অপরাধ করেছে, তাও বুঝতে পারেনি।"

টীকা ঃ* এ নবী অর্থ হলো নবী (সা) নিজেই, নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ

৪৪৯৮। ওয়াকী ও মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র উক্ত সিলসিলায় আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি বলেছেন, তিনি নিজের কপাল থেকে রক্ত মুছতে থাকলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহর ভীষণ গযব, আল্লাহর রাসূল যাকে হত্যা করেছে।

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل

৪৪৯৯। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে কতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কওম আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এরূপ আচরণ করে তাদের জন্যে আল্লাহর গযব অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সময় তিনি নিজের দাঁতের দিকে ইংগিত করেছেন।* এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূল (স্বহস্তে) জিহাদে হত্যা করেছেন তার উপরও আল্লাহ্র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ।**

টীকা ঃ* ওহুদ যুদ্ধে আঘাত করে যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর দাঁত ভেঙ্গেছে তার নাম হলো উত্বা ইবনে আবু ওয়াক্কাস। সামনের নীচের মাড়ির ডান দিকের দু'টি দাঁত। তাতে নীচের ঠোঁটও জখমী হয়েছিল।

** আল্লাহর নবী (সা) স্বহস্তে উবাই ইবনে খালাফ জাম্হীকে হত্যা করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

নবী (সা) মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন তার বর্ণনা।

وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي حدثنا عبد الرحيم «يعني ابن سليمان» عن زكرياء عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس

وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ «وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ» فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

৪৫০০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর নিকট নামায পড়ছিলেন। এ সময় আবু জাহ্‌ল ও তার ক'জন সঙ্গী সেখানে বসা ছিলো। এর পূর্বের দিন তথায় এক গোত্রে একটি উট যবেহ্ করা হয়েছিলো। তখন আবু জাহল বললো, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যে অমুক গোত্রের উটের নাড়িভুঁড়ি এনে মুহাম্মাদের ঘাড়ের ওপর রেখে দিতে পারে, যখন সে সিজদায় যাবে? অতঃপর তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় হতভাগ্য পাষণ্ডটি[১] উঠে গিয়ে তা এনে অপেক্ষায় রইলো। পরে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গেলেন, তখন সে বদ্‌নসীব পাষণ্ড সেটি তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে পিঠের ওপর রেখে দিলো। ইবনে মাসউদ বলেন, (নাড়িভুঁড়ির নীচে চাপা পরে তিনি যে শত চেষ্টা করেও উঠতে পারছেন না, তা দেখে) তারা হাসাহাসি করতে লাগলো এবং একে অপরের ওপর

বিদ্রূপাত্মক দোষ চাপাতে থাকলো। অথবা হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়লো। আমি দাঁড়িয়ে তা দেখছিলাম! কিন্তু আমার করার কিছুই ছিলো না। হায়! যদি আমার কিছু করার শক্তি থাকতো[২] তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের ওপর থেকে ওটা সরিয়ে দিতাম! এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পড়ে রইলেন, তিনি মাথা তুলতে পারছিলেন না। অবশেষে কেউ গিয়ে ফাতিমাকে সংবাদ দিলো। তিনি এসেই তাঁর পিঠ থেকে ওটা সরালেন। ফাতিমা ছিলেন তখন কচি বয়সের ছোট্ট একটি মেয়ে। তিনি ওসব পাষণ্ডদেরকে লক্ষ্য করে কিছু গালি-গালাজ করলেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তখন আওয়ায বুলন্দ করে উচ্চস্বরে সে সব পাপীষ্ঠের জন্য বদ-দু'আ করলেন। বস্তুতঃ তাঁর স্বাভাবিক-অভ্যাসও এই ছিলো যে, যখন তিনি কোনো কিছু দু'আ করতেন, তখন তিনবার দু'আ করতেন আর যখন কোনো কিছু চাইতেন তখন তা চাইতেনও তিন বার। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন! হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদেরকে পাক্‌ড়াও করো। ওরা যখন তাঁর আওয়ায শুনতে পেলো যে, তিনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করছেন, তখন তাদের হাসি-ঠাট্টা সব থেমে গেলো এবং তাঁর এ বদ-দু'আ বা অভিশাপ শুনে ভীত হয়ে পড়লো। (কেননা এ শহরে এ জায়গায় দু'আ কবুল হয়, বৃথা যায় না) তারা ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলো। অতঃপর তিনি নাম ধরে বদ-দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আবু জাহ্‌ল ইবনে হিশাম, উত্‌বা ইবনে রাবীয়া', শাইবা ইবনে রাবীয়া', ওয়ালীদ ইবনে উক্‌বা, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং উক্‌বা ইবনে আবু মুআইতকে পাকড়াও করো"। তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু আমি (বর্ণনাকারী) তা ভুলে গেছি।[৩] ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি যে সকল লোকদের নাম নিয়েছিলেন, আমি তাদের প্রত্যেককে বদরের অন্ধকার কূপে টেনে এনে নিক্ষেপ করতে এবং তাদেরকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখেছি। ঐতিহাসিক ইবনে ইস্‌হাক বলেছেন, এ হাদীসে 'ওয়ালীদ ইবনে উক্‌বা' নামটি ঠিক নয়।[৪] (বরং বুখারীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ওয়ালীদের পিতার নাম ছিলো 'উত্‌বা' অর্থাৎ ওয়ালীদ ইবনে উত্‌বা)

টীকা ঃ ১. সে পাষণ্ডের নাম ছিলো উক্‌বা ইবনে আবু মুআইত।

২. প্রকৃতপক্ষে ইবনে মাসউদ ছিলেন এমন এক গোত্রের লোক যিনি আবু জাহল ও তার সঙ্গীদের ক্রিয়া-কর্মের প্রতিবাদ করা বা বাধা দেয়া নিজের জন্যেও নিরাপদ মনে করেননি। অথবা তিনি এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন যে, আজ যদি আমার কাছে দলবল সমর্থক থাকতো, তাহলে আমি বাধা দিতাম। অথবা যদি আমার খান্দান মজবুত হতো তাহলে তাদেরকে নিয়ে বাধা দিতাম, ইত্যাদি।

৩. সপ্তম ব্যক্তিটির নাম ছিলো উমারা ইবনে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা।

৪. সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমের ঐকমত্য যে, উক্ত ওয়ালীদ ইবনে উক্‌বা ইবনে আবু মুআইত বদর যুদ্ধের সময় ছিলো ছোট্ট শিশু, মক্কা বিজয়ের সময়ও সে পূর্ণ বালেগ হয়নি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

«وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى» قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ. فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ «شُعْبَةُ الشَّاكُّ» قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ

৪৫০১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কা'বার কাছে) সিজদায় রত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর চতুষ্পার্শে বসা ছিলো কুরাইশ গোত্রীয় কিছুসংখ্যক লোক। এমন সময় উক্বা ইবনে আবু মুআইত একটি উটের নাড়িভুঁড়ি এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের ওপর ফেলে দিলো। ফলে তিনি আর মাথা তুলতে পারলেন না। পরে ফাতিমা (রা) এসে তাঁর পিঠের ওপর থেকে ধরে ওটা সরিয়ে দিলেন এবং যারা দুষ্কর্ম করেছে তাদের জন্য অভিশাপ ও বদ-দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথা তুলে এ বদ-দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ (তুমি কুরাইশের নেতাদেরকে পাকড়াও করো)! হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশ নেতা আবু জাহ্ল ইবনে হিশাম, উত্বা ইবনে রাবীয়া, শাইবা ইবনে রাবীয়া', উক্বা ইবনে আবু মুআইত এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ অথবা বলেছেন উবাই ইবনে খালাফ, (বর্ণনাকারী) শো'বার সন্দেহ, এদের সবাইকে পাক্ড়াও করো"। ইবনে মাসউদ বলেন, অবশ্যই আমি দেখেছি, বদরের দিন এদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে এবং পরে তাদেরকে বদরের একটি অনাবাদী অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে উমাইয়া অথবা এদের যে কোনে একজনের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা সম্ভব হয়নি, কারণ তা টেনে হেঁচড়ে আনার সময় শরীরের সমস্ত জোড়া খুলে টুক্রো টুক্রো হয়ে গিয়েছিলো।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
حدثنا جعفر بن عون أخبرنا سفيان عن أبي إسحق بهذا الاسناد نحوه وزاد وكان
يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش
ثلاثا وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك قال أبو إسحق
ونسيت السابع

৪৫০২। সুফিয়ান (রা) আবু ইসহাক থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন– (নবী সা.) কোনো দু'আকে তিনবার বলাটা পছন্দ করতেন। সে হিসেবে এখানেও তিনবার বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদেরকে ধরো! হে আল্লাহ্! কুরাইশদেরকে গ্রেফতার করো! তিনি (বর্ণনাকারী) নিঃসন্দেহভাবে বলেছেন, যাদের জন্যে নবী (সা) বদদু'আ করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে ওয়ালীদ ইবনে উত্‌বা, (উক্‌বা নয়) এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ' (উবাই নয়)। অবশ্য সপ্তম ব্যক্তি কে– তার নাম আমি ভুলে গেছি।

وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا
أبو إسحق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
البيت فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة
وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم
الشمس وكان يوما حارا

৪৫০৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ্ শরীফকে সম্মুখে রেখে কুরাইশদের ছয় ব্যক্তির ওপর বদ-দু'আ করেছেন। তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো আবু জাহ্‌ল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, উত্‌বা ইবনে রাবীয়া', শাইবা ইবনে রাবীয়া' ও উক্‌বা ইবনে আবু মুআইত। আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলতে পারি যে, নিশ্চিত আমি দেখেছি, বদরের দিন তাদের সকলকে ধরাশায়ী করা হয়েছে। ঋতুটি ছিলো গ্রীষ্মের তাই রৌদ্রের তাপে তাদের চেহারা-আকৃতি দেহসহ বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো।

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري، وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا

৪৫০৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওহুদের দিন আপনি যে মহাসংকটে পড়েছিলেন জীবনে কোনদিন তার চাইতে অধিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন কি? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ আয়েশা! তোমার (স্বজাতি) স্বগোত্র থেকে যা আঘাত পেয়েছি, তা মহা আঘাত কিন্তু আকাবার দিন (সম্ভবতঃ তায়েফে) যে আঘাত পেয়েছি তা সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ইবনে আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কুলালের কাছে গেলাম, সে আমার আহ্বানে কোন সাড়া দেয়নি, বরং আমাকে নিরাশ করে দিয়েছে। আমি সেখান থেকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত ভগ্ন হৃদয়ে এমনভাবে ফিরে আসলাম, যেন আমি আত্মভোলা জ্ঞানহারা হয়ে পথ অতিক্রম করেছি। অবশেষে 'কারনে সায়ালীব' নামক স্থানে এসে পৌঁছালে

আমার চৈতন্য ফিরে আসে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিয়ে আছে। আরো একটু গভীরভাবে তাকিয়ে দেখি, তন্মধ্যে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম। তিনি তখন আমাকে আওয়ায দিয়ে বললেন ঃ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ সে সমস্ত কথাগুলো ভালোভাবেই শুনেছেন, আপনি আপনার কওমকে যা কিছু বলেছিলেন, আর তার জবাবে তারা আপনাকে কি বলেছে। তিনি আপনার কাছে পর্বত তদারককারী ফেরেশতা পাঠিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে আপনি যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন, সে মোতাবেক কাজ করা হবে। তিনি বলেন, পরে পর্বত তদারককারী ফেরেশতা আমাকে সম্বোধন করে সালাম করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছেন, আল্লাহ সবকিছুই শুনেছেন। আমি 'মালাকুল জিবাল' পর্বত হেফাযতকারী ফেরেশতা, আমাকে আপনি যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন, আমি তা করতে প্রস্তুত! যদি চান ঐ দু' পর্বত (অর্থাৎ জাবালে আবু কুবাইস ও তার নিকটবর্তী আর একটি পর্বত)-কে দু'দিক থেকে এনে চাপা দিয়ে এর মধ্যবর্তী সবাইকে পিষে ফেলি, তাও করতে প্রস্তুত! জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এদের থেকে নিরাশ হলেও এদের পৃষ্ঠ থেকে যেসব বংশধর বেরিয়ে আসবে তাদের থেকে আশা রাখি যে, তারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ دَمِيَتْ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ

هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

৪৫০৫। জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হয়ে গেলে, তিনি আঙ্গুলটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে আঙ্গুল! তুমি তো একটি আঙ্গুল ছাড়া অন্য কিছুই নও যে তুমি রক্তাক্ত হয়েছো। (সুতরাং এতে দুঃখের কিছুই নেই) কেননা তুমি যে আঘাত পেয়েছো, তা আল্লাহর পথেই পেয়েছো।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ

৪৫০৬। আস্ওয়াদ ইবনে কায়েস থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক গর্তে অবস্থান করেছিলেন, সেখানে তাঁর একটি আঙ্গুল ক্ষত হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدَبًا يَقُولُ أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

৪৫০৭। আসওয়াদ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জুনদুব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, একবার জিব্‌রাঈল (আ) অহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতে দেরী করেছিলেন, (অর্থাৎ দু'-তিন দিন জিব্‌রাঈল আসেননি) তাতে মুশরিকরা বললো, "মুহাম্মাদ (সা)-কে পরিত্যাগ করা হয়েছে।" তখন মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ "দিনের আলোর শপথ, রাতের অন্ধকারের শপথ, যখন তা নিস্তব্ধতা নিয়ে ছেয়ে যায়। তোমার রব্ তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি বা তোমাকে হিংসাও করেননি।"

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ ، قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

৪৫০৮। আসওয়াদ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুব ইবনে সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় অসুস্থতার দরুন্ দুই কি তিন রাত তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্যে রাত্রে উঠতে পারেননি। এ সময় জনৈক মহিলা এসে তাঁকে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ ! আমার ধারণা, তোমার শয়তান (অর্থাৎ রব অথবা ফেরেশতা) তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। বিগত দু'তিন রাত যাবত আমি তাকে তোমার কাছে আগমন করতে দেখছি না।

বর্ণনাকারী বলেন, এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহা ক্ষমতাবান আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন ঃ "দিনের পূর্বাহ্নের আলোর শপথ, রাতের শপথ! যখন তা নিস্তব্ধতা নিয়ে ছেয়ে যায়। তোমার 'রব' তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি তিনি অসন্তুষ্টও হননি।"

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا الملائي حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما

৪৫০৯। আসওয়াদ ইবনে কায়েস থেকে উক্ত সিলসিলায় সুফিয়ান এবং যুহাইরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد «واللفظ لابن رافع» قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذاك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله ابن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه فقال عبد الله ابن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى

دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَىْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ ، يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أُبَيٍّ ، قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَارَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِى أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يَتَوَّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِى أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৫১০। উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। উসামা ইবনে যায়েদ তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গাধার ওপর আরোহণ করলেন। গাধাটির পিঠের ওপর ছিলো খেজুর পাতার যিনপোষ বা পালান আর তিনি (নবী সা.) নিজের সিটের নীচে বিছিয়েছেন একখানা 'কাদাক' এলাকার তৈরী চাদর এবং পেছনে বসিয়েছেন উসামা (ইবনে যায়েদ)-কে। তিনি গিয়েছিলেন বনী হারিস ইবনে খাযরাজ গোত্রের সরদার সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-এর সেবা-শুশ্রূষা বা পরিচর্যার উদ্দেশ্যে। আর এটা ছিলো বদর যুদ্ধ সংঘটিত হবার পূর্বের ঘটনা। অবশেষে তিনি এমন এক মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন যা ছিলো মুসলমান, মূর্তিপূজারী মুশরিক এবং ইয়াহুদীদের সমন্বয় ও সংমিশ্রণ। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য (একদিকে মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং অপরদিকে ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)। নবী (সা) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে তাঁর গাধার শরীরের গন্ধ মজলিসে পৌছালে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই স্বীয় চাদর দ্বারা নাক বন্ধ করে নিলো এবং বললো, আপনারা আমাদের মজলিসে ধুলাবালি উড়াবেন না। এক পর্যায়ে এ কথাও বলেছে, আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। কেননা আপনার গাধার গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সালাম করে সেখানে থামলেন। পরে তাদেরকে আল্লাহর দীনের আহ্বান-জানিয়ে কুরআন পাঠ করলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলে উঠলো, আরে জনাব! আপনার কথা এখানে আমরা এভাবে শুনতে পছন্দ করি না। এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো এই ঃ আপনি যা কিছু বলতে চান যদি তা সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে মজলিসে বিরক্ত না করে আপনি আপনার নিজ বাড়ীতে চলে যান। আর আমাদের যে কেউ আপনার কাছে যায় তার কাছে তা পেশ করুন। তার কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) প্রতিবাদ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আপনি আমাদের মজলিসে আসুন। (তাশ্‌রিফ আনুন) কেননা আমরা এটাই পছন্দ করি। বর্ণনাকারী বলেন, পরে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে লাগলো এবং ফলে মুসলমান, মুশরিক এবং ইয়াহুদীর মধ্যে গালি-গালাজ শুরু হয়ে গেল।

এমনকি পরস্পর আক্রমণ করারও পরিস্থিতি দেখা দিলো। (বুখারীর বর্ণনায় আছে হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও জুতা-মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেছে) অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করলেন। এরপর তিনি গাধায় সওয়ার হয়ে সা'দ ইবনে উবাদার কাছে গেলেন এবং বললেন, হে সা'দ! আবু হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর এই কাণ্ডের কথা শুনেছো কি? উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে মাফ করে দিন! তার কথায় মনোকষ্ট নেবেন না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ আপনাকে যে মর্যাদা দান করেছেন তাতো সর্বজন-স্বীকৃত। ব্যাপার হচ্ছে এই ঃ অত্র এলাকার লোকেরা নিজেদের মধ্যে আপোষ-পরামর্শ করে স্থির করেছিলো যে, তাকে (আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে) তাদের রাজা বা সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত তার মাথায় রাজমুকুট পরাবে এবং একদিন তার মাথায় সেই পাগ্ড়ী বাঁধবে। কিন্তু যখন আল্লাহ্ আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন তখন তার সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। সে তার আশায় 'গুড়ে বালি' দেখে হিংসায় তেলে-বেগুনে জ্বলছে। সুতরাং আপনি তার আচার-ব্যবহার যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন, তা সেটারই ফলশ্রুতি। হযরত সা'দের কথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবোধ পেয়ে তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ « يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى » حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ

৪৫১১। উকাইল উক্ত সিলসিলায় ইবনে শিহাব থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে অতিরিক্ত বলেছেন, এ ঘটনা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ইসলাম প্রকাশের পূর্বের ঘটনা। অন্যথায় সে যে কট্টর মুনাফিক ও কাফির ছিলো তাতো সর্বজন জ্ঞাত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي فَوَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْأَيْدِي وَبِالنِّعَالِ قَالَ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ

وإنْ طَائفَتَان منَ الْمُؤْمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا

৪৫১২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, যদি আপনি একবার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট তশ্‌রীফ নিয়ে যেতেন খুব ভালো হতো। তিনি গাধায় চড়ে তার নিকট গেলেন এবং মুসলমানরা পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে চললো। উক্ত জায়গাটি ছিলো লবণাক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট পৌঁছলে সে বললো, 'আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন! কেননা আপনার গাধার গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।' এ কথা শুনে একজন আনসারী বললো, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাধার গন্ধ তোমার চেয়ে অবশ্যই পবিত্রতর।' এতে আবদুল্লাহর কওমের এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মন্দ বললো। ফলে উভয়ের সাথী-সমর্থকরা ক্ষুব্ধ হয়ে নিজ নিজ বন্ধুর সহযোগিতায় মেতে উঠলো এবং এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "যদি মুসলমানদের দু'দল নিজেদের মধ্যে মারপিট করে, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মিলমিশ ও সমঝোতা করে দাও।" (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করেছেন।)

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

আবু জাহ্‌লের নিহত হওয়া ঘটনা।

حدثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا إسماعيل « يعني ابن علية » حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد قال فأخذ بلحيته فقال آنت أبو جهل فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني

৪৫১৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বদরের দিন যুদ্ধের শেষে) বললেন ঃ কে আছো আবু জাহ্‌লের অবস্থা জেনে আসতে পারো? (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) চলে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, 'আফ্‌রার দুই পুত্র তাকে (আবু জাহ্‌লকে) এমনভাবে পিটিয়েছে যে, সে মৃত্যুর

মুখোমুখি হয়ে (মাটিতে পড়ে) যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছে। বর্ণনাকারী সুলায়মান বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আবু জাহ্‌লের দাঁড়ি চেপে ধরলেন এবং বললেন ঃ তুমি কি আবু জাহ্‌ল? সে জবাব দিয়ে বললো, সেই ব্যক্তির চাইতে বড় আর কেউ আছে কি যাকে তোমরা কতল করেছো? অথবা বললো, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করলো? বর্ণনাকারী বলেন, আবু মিজলায বলেছেন ঃ আবু জাহ্‌ল আক্ষেপের সাথে বললো, হায় আফ্‌সোস! যদি আমাকে চাষীরা ব্যতীত অন্য কেউ হত্যা করতো!

টীকা ঃ মক্কার লোকেরা ছিলো স্বভাগতভাবে বীর ও যোদ্ধা। যুদ্ধই ছিলো তাদের মজ্জাগত নীতি। কথায় কথায় তাদের তরবারী কোষমুক্ত হতো। প্রাক-ইসলাম যুগের 'দাহেসের যুদ্ধ' ও 'বুয়াসের যুদ্ধ' তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু তার বিপরীতে মদীনার লোক ছিলো শান্তিপ্রিয়। সাধারণত তাদের কাজ ছিলো ক্ষেত-খামারে ফসল উৎপাদন করা। ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করে আবু জাহ্‌ল জানতে পেরেছিলো তার হত্যাকারী (হন্তা) সেই আনসারী দুই যুবক। তাই আবু জাহ্‌ল আক্ষেপ করে বলেছিল, যদি আমি মক্কার (মুহাজির) কোনো ব্যক্তির হাতে নিহত হতাম, তাহলে মনে সান্ত্বনা পেতাম যে, এক বীর অন্য আর এক বীরের কাছে পরাজয় বরণ করেছে। আর এমনটা হওয়া লজ্জা বা অপমানের কিছুই নয়।

حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل أبو جهل بمثل حديث ابن علية وقول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل

৪৫১৪। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কেউ আছো কি, যে আমাকে আবু জাহ্‌লের অবস্থাটি জানাতে পারে? যেরূপ ইবনে উলাইয়্যা বর্ণনা করেছেন। তবে আবু মিজ্‌লাযের হাদীস ইসমাঈলের হাদীসের ন্যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

ইয়াহুদী শয়তান কা'ব ইবনে আশ্‌রাফের হত্যার ঘটনা।

টীকা ঃ কা'ব ইবনে আশরাফ ছিলো ইয়াহুদী বনী কুরাইযা গোত্রের একজন খ্যাতনামা কবি। সে কবিতা রচনা-আবৃত্তি করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর বিদ্রূপ করতো। এমনকি মুসলমান মহিলাদের সম্পর্কেও কুৎসিত ও উদ্ভট কথাবার্তা রচনা করে প্রচার করতো। তার এসব কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী তৃতীয় সালে রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করলেন। অবশ্য মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তার সাথে এমন কিছু চাতুরামী করেছেন, যা "যুদ্ধের অপর নাম ধোঁকাবাজী" হিসেবে বৈধ বলা যায়।

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة ، واللفظ للزهري ، حدثنا سفيان عن عمرو سمعت جابرا

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَارَسُولَ اللهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ائْذَنْ لِي فَلْأَقُلْ قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَّانَا فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا قَالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُرِيدُ قَالَ تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ قَالَ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنَ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَلٰكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ «يَعْنِي السِّلَاحَ» قَالَ فَنَعَمْ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ فَجَاؤُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ قَالَ إِنَّمَا هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعُهُ وَأَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ قَالَ نَعَمْ تَحْتِي فُلَانَةُ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ قَالَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشُمَّ فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ قَالَ فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ قَالَ فَقَتَلُوهُ

৪৫১৫। আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছো? সে আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাস্‌লামা উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান যে, আমি গিয়ে তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হাঁ, আমি তা চাই। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাস্‌লামা বললেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমি যা ভালো মনে করি আমাকে তা

বলার অনুমতি দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, বলো। এরপর মুহাম্মাদ ইবনে মাস্‌লামা কা'ব ইবনে আশ্‌রাফের কাছে গিয়ে প্রথমে পারস্পরিক কিছু কথাবার্তা আলোচনা করলো। পরে বললেন, এ লোকটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে শুধু সাদ্‌কা চায়। আসলে সে আমাদেরকে সর্বদা জ্বালাতন ও বিরক্ত করছে। তার কথা শুনে কা'ব ইবনে আশ্‌রাফ বললো, আরে এখনই বা জ্বালাতনের কি দেখেছো? আল্লাহর কসম! অচিরেই সে তোমাদেরকে উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনে মাস্‌লামা বললেন, সে যা-ই হোক, আমরা তো তাকে মেনে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাকে পরিত্যাগ করা ভালো মনে করি না। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আজ আপনার কাছে কিছু খাদ্যের জন্যে এসেছি। তখন কা'ব ইবনে আশ্‌রাফ বললো, আচ্ছা, ঋণতো পেয়ে যাবে। তবে বন্ধক হিসেবে কি রাখবে? মুহাম্মাদ ইবনে মাস্‌লামা বললেন, আচ্ছা, আপনি কি জিনিস বন্ধক চান? সে বললো, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। জবাবে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন ঃ আপনি হলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর-সুশ্রী ব্যক্তি। সুতরাং আপনার কাছে আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখা কি মানায়? তখন সে বললো, আচ্ছা, তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকেই বা কি করে বন্ধক রাখা যায়? কেননা পরবর্তী সময়ে লোকেরা সুযোগ পেয়ে তাদেরকে খোটা দিয়ে তিরস্কার করবে যে, মাত্র এক বা দু' ওয়াসাক খাদ্যের জন্যে তোমাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছিল। কাজেই এটাও আমাদের জন্যে অপমানজনক বৈ কিছুই নয়। বরং আমরা আমাদের 'লামাহ' তরবারী আপনার কাছে বন্ধক রাখতে পারি। সে বললো, হাঁ, এটা দিতে পারো। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা পরে হারেস, আবু আব্‌স ইবনে জাব্‌র ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রা) প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ওয়াদা করে চলে আসলেন। অতঃপর তাঁরা রাতের বেলায় গিয়ে তাকে (কা'ব ইবনে আশ্‌রাফকে) ডাকলেন। সে ডাক শুনে তাদের কাছে নেমে আসলো। রাবী সুফিয়ান বলেন, আমর ইবনে দীনার ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী এ হাদীসের মধ্যে এতটুকু কথা বলেছেন যে, কা'বের স্ত্রী তাকে বললো, এ ডাকে যেন রক্তের গন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে। তখন কা'ব বললো, ওটা কিছুই না। ভাই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নায়েলা* আমাকে ডাকছে। বস্তুতঃ খান্দানী ও অভিজাত ব্যক্তিকে রাতের বেলায় বর্শাবিদ্ধ করার জন্যে ডাকলেও তার ডাকে সাড়া দেয়া উচিত। এদিকে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (সাথে যে দু'জনকে নিয়েছিলেন তাদেরকে) বলেছিলেন যে, যখন কা'ব ইবনে আশ্‌রাফ আসবে তখন আমি (একটা উসিলা করে) আমার হাত তার মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে চেষ্টা করবো। সুতরাং যখন দেখবে যে, আমি তাকে কাবু করে আয়ত্তে এনে ফেলেছি, তখন তোমরা তার কাজ শেষ করে দেবে (অর্থাৎ দেহ থেকে তার মাথাটা আলাদা করে ফেলবে)।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বলেন, যখন সে আসলো তখন একখানা চাদর গায়ে জড়িয়েই আসলো। তাঁরা বললেন, আপনার শরীর থেকে তো অতি চমৎকার সুগন্ধ বের হচ্ছে (এমন খোশ্‌বুতো আমরা কোনদিনই দেখিনি)। সে বললো, হাঁ, হবেই তো, বর্তমানে আমার কাছে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী ও সবচেয়ে উত্তম এবং অধিক সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী অমুক মহিলাটি আছে। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন, আমাকে আপনার মাথাটি শুক্‌তে অনুমতি দেবেন কি? সে বললো, হাঁ, অবশ্যই দেবো। এ বলে সে তাঁর দিকে মাথাটি এগিয়ে দিলো। (তারপর সঙ্গীদেরকেও শুক্‌তে দিলেন) অতঃপর তিনি আবার বললেন, আমাকে আরেকবার শুকবার অনুমতি দেবেন কি? সে 'হাঁ' বলে মাথাটি এগিয়ে দিতেই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা শক্ত করে তার মাথাটি আয়ত্তে এনে সঙ্গীদেরকে বললেন, এবার তোমাদের কাজ। অতঃপর তাঁরা তাকে হত্যা করে ফেললো।

টীকা ঃ এখানে মুসলিমের বর্ণনায় দেখা যায়, 'আবু নায়েলা' মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার দুধ ভাই, কিন্তু বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে, তিনি কা'ব ইবনে আশ্‌রাফের দুধভাই, প্রকৃতপক্ষে তিনি উভয়েরই দুধভাই ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

খায়বারের যুদ্ধ।*

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ» عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً

৪৫১৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার অভিযানে বের হলেন এবং আমরা সেখানে পৌঁছেই প্রাতঃভোরে

অন্ধকারের মধ্যেই ফজরের নামায আদায় করলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করলেন। আবু তালহাও সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করলেন। আর আমি আবু তাল্‌হার পেছনে বসলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের গলিপথ দিয়ে দ্রুত চলতে থাকলেন। আর আমার হাঁটু তাঁর উরু স্পর্শ করতে লাগলো। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরু থেকে কাপড় (তহবন্দ) কিছুটা সরেও গেলো। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন এখনও তাঁর উরুর শুভ্রতা লক্ষ্য করছি। তিনি শহরে প্রবেশ করে বললেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থ ঃ "আল্লাহ সুমহান, খায়বার ধ্বংস হোক! আমরা এমন লোক, যখন কোন জাতির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই, তখন তাদের সতর্ককারীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়"। এই কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা (ভোরে) তাদের ক্ষেত-খামারের কাজে বের হয়েছিলো। তারা চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, 'মুহাম্মাদ এসে গেছে।' বর্ণনাকারী আবদুল আযীয বলেন, আমাদের কতক সঙ্গীদের মতে, তারা বলে উঠলো ঃ 'মুহাম্মাদ তার পঞ্চবাহিনীসহ এসে গেছে'। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা 'খায়বার' যুদ্ধ করেই জয়লাভ করলাম।

টীকা ঃ খায়বার সিরিয়ার পথে মদীনা থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে অবস্থিত। একটি দুর্গময় শহর। এক সময় এর আশেপাশে ছিলো ফসলের মাঠ ও চারণভূমি। এর পটভূমি নিম্নরূপ। 'আমালিকা' জাতির মধ্যে 'খায়বার নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছিলো 'খায়বার'। তার আরেক ভাই 'ইয়াসারাবের' নামানুসারে মদীনার পূর্ব নাম ছিলো 'ইয়াসরাব'। হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির পর ৬ষ্ঠ হিজরীর অবশিষ্ট দিনগুলো মদীনায় কাটানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হন। পূর্ব থেকেই এখানে ইয়াহুদীরা বাস করতো। মদীনা থেকে বিতাড়িত ইয়াহুদীরাও এখানে এসে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য নির্মাণ করেছিলো বড় বড় ও মজবুত দুর্গ। তারা ছিলো ঘোর ইসলাম-বিদ্বেষী। মুসলমানদেরকে ধ্বংস ও নির্মূল করার জন্যে সর্বদা ফন্দি-ফিকির আঁটতো। ৫ম হিজরীর খন্দকের যুদ্ধের সময় মক্কার মুশরিকদের সহযোগিতায় তারাও বিরাট এক সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলো। তারা সব সময় মদীনার আশেপাশে লুটতরাজ করতো। মুসলমান এলাকায় ঢুকে বিরাট ক্ষতি সাধন করতো। তাদেরকে চিরতরে শায়েস্তা করার জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযান পরিচালনা করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। হযরত আলী হায়দারের হাতেই খায়বার বিজিত হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ

وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

৪৫১৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন আমি (সওয়ারীর ওপর) আবু তাল্হার পেছনে বসা ছিলাম। আমার পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা স্পর্শ করলো। (অর্থাৎ আমরা খুব কাছাকাছি বসা ছিলাম। তিনি বলেন, আমরা তাদের নিকট এমন সময় এসে পৌঁছলাম, যখন সূর্য স্পষ্ট উদিত হয়ে গেছে। এ সময় তারা (খায়বারবাসীরা) তাদের পশুর পাল মাঠে বের করেছে এবং নিজেরাও কুড়াল, কোদাল এবং টুক্‌ড়ি ইত্যাদি নিয়ে নিজেদের ক্ষেত-খামারের কাজে রওয়ানা হয়েছিলো। হঠাৎ আমাদেরকে দেখেই 'মুহাম্মাদ তার পঞ্চবাহিনীসহ এসে গেছে' বলে চিৎকার করে উঠলো। বর্ণনাকারী বলেন, (শহর এলাকায় ঢুকেই) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

অর্থ ঃ খায়বারের পতন হোক! প্রকৃতপক্ষে আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই ঃ আমরা যখন কোন এলাকায় প্রবেশ করি তখন তাদের সতর্ককারীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করি। ফলে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, অতঃপর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

৪৫১৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকায় প্রবেশ করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ "যখন আমরা কোনো কওমের এলাকায় অবতরণ করি তখন তাদের সতর্ককারীদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করি।"

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ» قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ «وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا

مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا   وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا   وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا   إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا
وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ قَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ فَقَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ أَيِّ لَحْمٍ قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يُهَرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا فَقَالَ أَوْ ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي قَالَ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتًا قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ

مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ وَخَالَفَ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا

৪৫১৯। সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ খায়বার যুদ্ধের অভিযানে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আমরা রাতের বেলায় পথ চলছিলাম। কোনো এক ব্যক্তি আমেরকে (সালামা ইবনে আক্ওয়ার ভাই) বললো, তুমি আমাদেরকে তোমার কবিতা ও সমর-সঙ্গীত শুনাচ্ছো না কেন? আর আমের ছিলেন একজন কবি। তাই তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে সকলের সাথে সুরেলা কণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন ঃ হে আল্লাহ্! তোমার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ না হলে আমরা হেদায়েতের পথ পেতাম না, সাদ্কা দিতাম না এবং নামাযও পড়তাম না। আমরা যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন তোমার নবী ও দীনের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ থাকবো। তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর যুদ্ধে শত্রুদের মোকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো এবং আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করো। মূলতঃ আমাদেরকে যখনই অসত্যের দিকে আহ্বান করা হয়েছে, তখনই আমরা তা অস্বীকার করেছি। অথচ তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে চিৎকার ধ্বনি দিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে। এসব শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ সমর সঙ্গীতের গায়ক কে? লোকেরা সবাই বললো ঃ আমের (ইবনে আকওয়া)। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন! এমন সময় এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র নবী! তার জন্যে তো শাহাদাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লো। আপনি যদি ওটা থেকে আমাদেরকেও উপকৃত হতে দিতেন, আমরাও ধন্য হতাম। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর আমরা খায়বার এসে পৌঁছলাম এবং শত্রুদেরকে অবরোধ করে ফেললাম। অবশেষে এক সময়ে আমরা খাদ্যের অভাবে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। বিজয় লাভের দিন সন্ধ্যায় মুসলমানরা রান্নাবান্নার জন্যে ব্যাপকভাবে আগুন জ্বালালো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কিসের আগুন? আর কি জন্যেই বা এসব আগুন জ্বালানো হয়েছে? (অর্থাৎ কি জিনিস পাক করার জন্য এ আগুন জ্বালানো হয়েছে?) লোকেরা বললো ঃ গোশ্ত পাকানো হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসের গোশ্ত পাকানো হচ্ছে? তারা বললো, গৃহপালিত গাধার গোশ্ত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ গোশ্ত সব ফেলে দাও এবং এ গোশতের হাঁড়ি-ডেক্চিগুলো সব ভেঙ্গে ফেলো। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি গোশ্ত ফেলে দেই এবং পরে ডেক্চিগুলো ভালো করে ধুয়ে নেই, তা হলে কি চলবে না? জবাবে

তিনি বললেন ঃ হাঁ, তা করতে পারো।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর যুদ্ধের ময়দানে যখন মুসলমানেরা ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ালো, আমের ইবনে আকওয়ার তরবারী ছিলো তুলনামূলক খাটো। তিনি তরবারী উত্তোলন করে এক ইয়াহুদীর পায়ের গোড়ালীতে আঘাত করলেন, তরবারীটি ঘুরে এসে আমেরের নিজের হাঁটুতেই আঘাত করলো এবং এই আঘাতেই তিনি মারা গেলেন। বর্ণনাকারী (সালামা ইবনে আকওয়া) বলেন, যুদ্ধ শেষে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করলে, এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত চেপে ধরলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ভগ্নহৃদয়ে নীরব দেখলেন, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান (উৎসর্গ) হোক। লোকেরা বলাবলি করছে যে, আমেরের সমস্ত আমল নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন ঃ কে বা কারা এ ধরনের কথা বলছে? আমি বললাম, অমুক, অমুক এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর আনসারীও এ কথা বলেছে। তিনি বললেন ঃ যে এ ধরনের কথা বলেছে সে মিথ্যা বলেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুটি আঙ্গুল একত্রিত করে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, সে (আমের) দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী। কেননা সে অত্যন্ত কর্মতৎপর মুজাহিদ ছিলো। বস্তুতঃ জীবিত আরবী ভাষীদের মধ্যে তার মতো গুণসম্পন্ন লোক অতীব বিরল। হাদীসের বর্ণনায় দুই শব্দের মধ্যে কুতাইবা, মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদের বিপরীত বলেছেন এবং ইবনে আব্বাদের বর্ণনায় আছে وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا ।

وحدثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذٰلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِهِ وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ

وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا   وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا   وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هٰذَا قُلْتُ قَالَهُ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهُ اللهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذٰلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ

৪৫২০। সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন আমার ভাই (আমের) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে ভীষণ যুদ্ধ করেছে, পরে এক সময়ে হঠাৎ তার নিজের তরবারী ঘুরে এসে পাল্টা নিজেকে আঘাত করে, তাতে সে শহীদ হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীরা তার মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ করতে লাগলো। তারা বলাবলি করলো যে, 'সে এমন এক ব্যক্তি যে নিজের অস্ত্রে নিজেই হত্যা হয়েছে।' এ ছাড়া তার অন্যান্য কাজকর্মের ওপরও তাদের সন্দেহ জন্মে গেলো। সালামা ইবনে আকওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার অভিযান শেষ করে ফিরে আসলে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দান করলে আমি একটি 'রিজ্য' কবিতা আবৃত্তি করে আপনাকে শুনাতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন, সাবধান! খুব ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো তুমি কি বলতে চাও! সালামাহ্ বলেন, অতঃপর আমি বললাম ঃ "আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহর ইচ্ছা ও করুণা না হলে আমরা হেদায়েতের পথ পেতাম না, সাদকা দিতাম না এবং নামাযও পড়তাম না"। এতোটুকু শুনে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি নেহায়েত সত্যই বলেছো। সুতরাং (হে আল্লাহ) আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করো, আর যুদ্ধে শত্রুদের মোকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো এবং মুশরিকরা আমাদের ওপর অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করেছে। সালামাহ্ ইবনে আকওয়া বলেন, আমি আমার কবিতা আবৃত্তি শেষ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো কার কবিতা এবং কে ওগুলো বলেছে? আমি বললাম, আমার ভাই (আমের) বলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সালামাহ বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা তার (আমার ভাই আমেরের) ওপর জানাযার নামায পড়তে দ্বিধা সংকোচ প্রকাশ করছে। কেননা তারা বলাবলি করে যে, সে এমন এক ব্যক্তি যে নিজের অস্ত্রে নিজেই মারা গেছে। আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে অত্যন্ত কর্মতৎপর মুজাহিদ, জিহাদ করেই মৃত্যুবরণ করেছে। ইবনে শিহাব বলেন, পরে আমি সালামা ইবনে আকওয়ার এক পুত্রকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে তাঁর পিতার বরাত দিয়ে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ কথাটিও বলেছেন, "যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, লোকেরা তার (আমেরের) ওপর জানাযার নামায পড়তে দ্বিধা-সংকোচ প্রকাশ করে"। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা সকলে মিথ্যা বলেছে। কেননা সে কর্মতৎপর একজন মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করেছে। বরং দ্বিগুণ সওয়াবের হিসেবে অধিকারী হয়েছে। এ বলে তিনি নিজের দুই আঙ্গুল একত্রিত করে ইঙ্গিত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

আহ্যাবের যুদ্ধ এবং এটাই খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ

وَاللّٰهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأُلَى قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا

قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ

إِنَّ الْمَلَا قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

৪৫২১। বারাআ' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্যাবের যুদ্ধের প্রাক্কালে পরিখা খননের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে মাটি বহন করেছেন। এমনকি তাঁর পবিত্র বক্ষের শুভ্রতা মাটির ধূলাবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো। এ সময় তিনি নিম্নের কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছেন ঃ আল্লাহর শপথ! তিনি আমাদেরকে হেদায়েত দান না করলে আমরা সত্য পথের সন্ধান পেতাম না। আর দান-খয়রাতও করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না। তাই হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি শান্তি নাযিল করো। নিশ্চয়ই শত্রুরা বিনা কারণে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। বারাআ' বলেন, আবার কখনো বলেছেন ঃ কাফেরদের দল সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। সুতরাং যখন তারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির সংকল্প করেছে তখনই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করে ব্যর্থ করে দিয়েছি। শেষের কথাগুলো বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে أَبَيْنَا ، أَبَيْنَا (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করেছি, প্রত্যাখ্যান করেছি) বলে উঠতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْأُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

৪৫২২। আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ' ইবনে আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "বিনা কারণে শত্রুরা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে।"

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

৪৫২৩। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা খন্দকের যুদ্ধের

কাজে মাটি খনন করে আমাদের পিঠে বহন করে মাটি নিচ্ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! আখেরাতের আরাম-আয়েশই প্রকৃত আরাম-আয়েশ। সুতরাং তুমি মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করে দাও। (অর্থাৎ তারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে কুরবানী করেছে একমাত্র তোমার দীনের জন্যে– তাই তাদের কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে আখেরাতের আরামদায়ক জান্নাত দান করো।)

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

৪৫২৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ তিনি (খন্দক খননের সময়) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আখেরাতের আরাম-আয়েশই প্রকৃত আরাম-আয়েশ, সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজেরীনদেরকে ক্ষমা করে দাও।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

৪৫২৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, (খন্দকের মাটি খননের সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আখেরাতের সুখ-শান্তিই প্রকৃত সুখ-শান্তি। শো'বা সন্দেহের সাথে বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, আখেরাতের সুখ-শান্তি ছাড়া অন্য কোনো সুখ সুখই নয়। সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মর্যাদা দান করো।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللّٰهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ

اَللّٰهُمَّ لَاخَيْرَ إِلَّاخَيْرُ الآخِرَهْ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلَ فَانْصُرْ فَاغْفِرْ

৪৫২৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, তাঁরা খন্দকের মাটি খননকালে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথে ছিলেন। তারা বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া আর কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সাহায্য করো। কিন্তু শাইবান তার হাদীসে فَانْصُرْ (সাহায্য করো) এর পরিবর্তে فَاغْفِرْ (ক্ষমা করো) বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْإِسْلَامِ مَابَقِينَا أَبَدَا

أَوْقَالَ عَلَى الْجِهَادِ شَكَّ حَمَّادٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

৪৫২৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা খন্দকের দিন মাটি খনন প্রাক্কালে আবৃত্তি করছিলেন ঃ আমরা তো সেই সব লোক যারা মুহাম্মাদ (সা)-এর হাতে সারা জীবন ইসলামের ওপর কায়েম থাকার, অথবা বলেছেন, জিহাদ করার– হাম্মাদের সন্দেহ– বাইয়েত করেছি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কথার জবাবে বলতেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন কল্যাণ নেই। তাই আনসার ও মুহাজিরদেরকে মাফ করে দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

যী-কারাদের যুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ

قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهْ قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ بِذِي قَرَدٍ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ

৪৫২৮। ইয়াযীদ ইবনে আবু 'উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামা ইবনুল আকওয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি একদিন প্রাতঃকালে ফজরের নামাযের আযানের পূর্বেই (মদীনার বাইরে মাঠের দিকে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধেল (দুগ্ধদানকারী) উষ্ট্রীগুলো 'যী-কারাদ' নামক[১] স্থানে চরানো হতো। এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফের গোলামের সাথে আমার সাক্ষাত হলে সে আমাকে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধেল উষ্ট্রীগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কে ওগুলো লুণ্ঠন করলো? সে বললো ঃ 'গাত্ফান' গোত্রের লোকেরা। সালামা ইবনে আকওয়া বলেন, তখন আমি 'ইয়া সাবাহাহ্ يَاصَبَاحَاهْ (এটি একটি সাংকেতিক শব্দ। শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে লোকজন একত্রিত করার জন্য বলা হয়।) বলে তিনবার চিৎকার করে সারা মদীনার অধিবাসীদের কানে পৌঁছিয়ে দিলাম। অতঃপর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে তাদের কাছে পৌঁছে গেলাম। এ সময় তারা ঐ উষ্ট্রীগুলোকে 'যী-কারাদ' এলাকার কূপে পানি পান করাচ্ছিলো। আমি ছিলাম একজন দক্ষ তীরন্দাজ। আমি তাদের প্রতি তীর বর্ষণ করতে করতে বলছিলাম ঃ "আমি আক্ওয়ার সুযোগ্য পুত্র। আর আজকের দিনটি হলো ইতর

ও ভীরু লোকগুলোর নিশ্চিত ধ্বংসের দিন।[২] শেষ পর্যন্ত আমি তাদের থেকে উষ্ট্রীগুলো ছিনিয়ে নিলাম, এমনকি তাদের নিকট থেকে ত্রিশখানা চাদরও ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলাম। সালামা ইবনে আক্ওয়া বলেন, এ সময়ের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আরো লোকজন এসে পৌঁছলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! ওরা সবাই পিপাসার্ত ছিলো, আমি তাদেরকে পানি পান করার সুযোগও দেইনি। সুতরাং এখনই তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্যে কিছু লোক পাঠান। তখন তিনি বললেন ঃ হে আকওয়ার পুত্র, তুমি একাই তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছো। এখন কিছুটা বিনম্র ও স্থির হও। সালামা বলেন ঃ এরপর আমরা সবাই মদীনার দিকে ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর সওয়ারী উষ্ট্রীর পেছনে বসিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন।

টীকা ঃ ১. "যী-কারাদ" "যাতুল কারাদ", মদীনা থেকে একদিনের দূরত্বে গাত্ফান এলাকার অদূরে একটি কুপ বা মরুদ্যান। কোনো কোনো বর্ণনায় এ লড়াই হুদাইবিয়ার চুক্তির পূর্বে হয়েছিলো বলে বুঝা যায়। তবে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী, হুদাইবিয়ার সন্ধির পরেই যী-কারাদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বর্ণনাকেই সঠিক বলে মত পোষণ করেছেন।

২. يَوْمُ الرُّضَّعِ 'ইয়াওমুর রুয্যা'। ইহা একটি আরবের প্রসিদ্ধ প্রবাধ বাক্য। যদি কোন নারী কোনো শিশু-সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর মুদ্দতের ভেতর দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করে তার কোলের সন্তানটি স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ মুদ্দত মায়ের দুধ খেতে পারে না, ফলে সে ভীরু ও কাপুরুষ হয়। এবং ঘোড়ার ওপরেও দৃঢ়ভাবে স্থির থাকতে পারে না। এখানে সালামা সে কথার দিকে ইংগিত করে বলেছেন। আজ প্রমাণ হবে কার মা তাকে দুধ পান করিয়েছে। অর্থাৎ কে বীর আর কে ভীরু।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَهٰذَا حَدِيثُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ «وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ» حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا قَالَ فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا قَالَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ

مِنَ النَّاسِ قَالَ بَايِعْ يَا سَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ وَأَيْضًا
قَالَ وَرَآنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِلًا ، يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ ، قَالَ فَأَعْطَانِي
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ أَلَا
تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ
وَأَيْضًا قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ اللّٰهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ
الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ
ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدُمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا
إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا
بِبَعْضٍ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا قَالَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ
إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ
مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لَلْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ
عَلَى أُولٰئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي
كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ
أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ
مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ كُلَّهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ رَقِيَ هٰذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ خُذْ هٰذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَاهْ ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ   وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا

وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ   وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ كَذٰلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى
أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ
عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا
مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ « يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ » وَجَلَسْتُ
عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هٰذَا الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِينَا مِنْ هٰذَا الْبَرْحَ وَاللّٰهِ مَا فَارَقَنَا
مُنْذُ غَلَسٍ يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ فَصَعِدَ
إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ قَالَ فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُونِي قَالُوا لَا
وَمَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ
قَالَ فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ
الشَّجَرَ قَالَ فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ
ابْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَمِ قَالَ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ قُلْتُ يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمْ
لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ قَالَ
فَخَلَّيْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ
وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَطَعَنَهُ
فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ حَتَّى مَا أَرَى
وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ

الشَّمْس إِلَى شِعْب فِيهِ مَاءٌ يُقَال لَهُ ذُو قَرَد لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ قَالَ فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ «يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ» فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا

وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

قَالَ يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ بُكْرَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ قَالَ وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ فَقَالَ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْنِ سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ

عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ يُسْبَقُ شَدًّا قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَلاَ مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلاَمَهُ قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلاَ تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلأُسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ اذْهَبْ إِلَيْكَ وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ قَالَ فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْنَا إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ

تَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا عَامِرٌ قَالَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلاَّ اسْتُشْهِدَ قَالَ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلاَ مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ   شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

قَالَ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ قَالَ سَلَمَةُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ قَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ   شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ   كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ .

৪৫২৯। আয়াস ইবনে সালামা (রা) বলেন ঃ আমার পিতা (সালামা ইবনুল আকওয়া রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হুদায়বিয়ায় আগমন করলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ' এবং তাদের (মুসলমানদের) কাছে ছিলো এমন পঞ্চাশটি বকরী যাদের দুগ্ধ দোহন করা হতো না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকীর্ণ একটি কূপের পাড়ে তাশ্‌রিফ রাখলেন। পরে তিনি দু'আ করেছেন অথবা থুথু ফেলেছেন, (যা-ই হোক) ফলে

কূপের পানি কানায় কানায় ভরতি হয়ে গেলো। আমরা সকলে নিজেরাও পান করলাম, আর আমাদের জানোয়ারগুলোকেও পান করালাম। পরে তিনি আমাদেরকে একটি বৃক্ষের নীচে (বাবলা গাছ) বাইয়াত করার জন্য আহ্বান করলেন। তিনি (সালামা) বলেন, সকলের আগে আমিই (তাঁর হাতে হাত রেখে) বাইয়াত করলাম। পরে লোকেরা একের পর এক বাইয়াত করলো। অবশেষে বাইয়াতের সিলসিলা মাঝামাঝি পর্যায়ে পৌঁছলে, তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে সালামা! বাইয়াত করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো সমস্ত লোকের আগেই বাইয়াত করেছি। তিনি বললেন ঃ আবারও বাইয়াত করো। সুতরাং আমি দ্বিতীয়বার বাইয়াত করলাম। সালামা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে আমি নিরস্ত্র। অর্থাৎ আমার কাছে যুদ্ধের কোনো হাতিয়ার নেই। সুতরাং তিনি আমাকে একখানা ঢাল দিলেন (তিনি 'হাজানা' দিয়েছেন অথবা 'দারাকা', দুটির অর্থ প্রায় কাছাকাছি)। এরপর তিনি (লোকদেরকে) বাইয়াত করাতে থাকলেন। অবশেষে যখন বাইয়াত সিলসিলা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছলো তখন তিনি আমাকে পুনরায় লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে সালামা! তুমি কি আমার হাতে বাইয়াত করবে না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো একবার সমস্ত লোকের পূর্বেই বাইয়াত করেছি। আবার মাঝখানেও একবার বাইয়াত করেছি! তিনি বললেন, আবারও করো। সালামা বলেন, পুনরায় তৃতীয়বার তাঁর হাতে বাইয়াত করলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন ঃ হে সালামা! আমি যে তোমাকে একখানা ঢাল দিয়েছিলাম, তা কি করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচা আমেরের সাথে আমার সাক্ষাত হলে, দেখলাম তিনি নিরস্ত্র তাঁর কাছে কোনো হাতিয়ার নেই। অতএব আমি তা তাঁকে দিয়ে ফেলেছি। সালামা বলেন, আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন, তুমি তো ঐ ব্যক্তির মতো, যে সর্বপ্রথম বলে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন একজন বন্ধু মিলিয়ে দাও, যে হবে আমার নিজের (দেহের) চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। সালামা বলেন ঃ পরে মুশ্‌রিকরা আমাদের সাথে একটা সন্ধিচুক্তি করার জন্য দূত পাঠিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করলো। পরে আমাদের মধ্যে বার বার হাঁটাহাঁটি করলে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে একটা সন্ধি চুক্তি সম্পাদন হয়ে গেলো। সালামা বলেন ঃ আমি ছিলাম তাল্‌হা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ (রা)-এর খাদেম। আমি তাঁর ঘোড়াকে পানি পান করাতাম ও তার গায়ের ধুলাবালি পরিষ্কার করতাম এবং তাঁর খেদমত করতাম, এর বিনিময়ে আমি তাঁর খাদ্য থেকেই খাওয়া দাওয়া করতাম। আর আমার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ যা ছিলো তা আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে ছেড়ে রাখলাম। সালামা বলেন, মক্কাবাসীদের সাথে আমাদের সন্ধি-চুক্তি হয়ে গেলে, আমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলেমিশে চলতে লাগলাম। (ঠিক এ সময় একদিন) আমি

একটি বৃক্ষের নীচে এসে গাছ তলার কাঁটা-কুটা পরিষ্কার করে সেখানে শুয়ে পড়লাম। এমন সময় মক্কার মুশরিকদের চার ব্যক্তি আমার কাছে আসলো এবং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নানা প্রকার অশোভন ও আপত্তিকর কথাবার্তা বললো। তাতে আমি তাদের ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেলাম, পরে আমি অন্য আরেকটি গাছতলায় চলে গেলাম। এ সময় তারা তাদের হাতিয়ারগুলো গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে সবাই শুয়ে পড়লো। ঠিক এমন সময় উপত্যকার নিম্ন প্রান্ত থেকে কোনো এক আহ্বানকারী চিৎকার করে এ আওয়াজ দিলো যে, "মুহাজিরীনরা কোথায়? "ইবনে যুনাঈমকে হত্যা করা হয়েছে।" সালামা বলেন, এ আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই আমি আমার তরবারী কোষমুক্ত করে ঐ চার ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অথচ তারা সবাই তখনও শায়িত অবস্থায় ছিলো। আমি গিয়ে তাদের হাতিয়ারগুলো নিয়ে সেগুলোকে আমার হাতের মধ্যে মুঠো করে বেঁধে নিলাম। সালামা বলেন, পরে আমি বললাম, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলকে সবচেয়ে মর্যাদা দান করেছেন। সাবধান! তোমাদের কেউ মাথা তুলবে না। যদি কেউ মাথা ওঠাও, তবে চোখে যা দেখছো ওটাঁর দ্বারা তাকে শেষ করে দেবো। সালামা বলেন, পরে আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি বলেন, এ সময় আমার চাচা আমের ও 'আবালাহ্' গোত্রের 'মিক্‌রায' নামে এক ব্যক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসলো। সে ছিলো সত্তরজন মুশরিকের মধ্যে একটি গাত্রাবৃত ঘোড়ার ওপর আরোহী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ তোমরা এদের সবাইকে ছেড়ে দাও। অপরাধের সূচনা করা এবং বার বার অপরাধ করা তাদেরকেই মানায় (অর্থাৎ সন্ধিচুক্তির খেলাফ করাটা তাদেরকেই সাজে), এ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ "আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর, তাদের হাত তোমাদের ওপর থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের ওপর থেকে নিবারণ করেছি।" আয়াতটি সবটুকুই নাযিল করলেন। সালামা বলেন ঃ অতঃপর আমরা মদীনা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমরা এসে এক জায়গায় অবস্থান করলাম। এদিকে আমাদের ও 'লাহ্ইয়ান' গোত্রের মধ্যখানে একটি মাত্র পাহাড়ের ব্যবধান। আর তারা ছিলো মুশরিক। রাতের বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য তাদের (মুশরিকদের) গোপন সংবাদ সরবরাহ করার জন্যে যে গুপ্তচর হিসেবে উক্ত পাহাড়ের ওপর আরোহণ করবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে 'ইস্‌তিগ্‌ফার' করলেন। সালামা বলেন, আমিই উক্ত রাতে দু' কি তিনবার সে পাহাড়ে আরোহণ করলাম। পরে আমি মদীনায় ফিরে আসলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর গোলাম 'রাবাহ্'-কে তাঁর স্বীয় সওয়ারী জানোয়ার (আদ্‌বাহ) দিয়ে পাঠালেন এবং আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। আর আমি বের হলাম তার সাথে তাল্‌হা (রা) এর ঘোড়া নিয়ে মুক্ত মাঠের পানে। যখন ভোর হলো হঠাৎ সংবাদ পেলাম আবদুর রহমান আল-কাযারী অতর্কিত আক্রমণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং তাঁর রাখালকেও হত্যা করে ফেলেছে। সালামা বলেন, তখন আমি বললাম, হে রাবাহ্ ! ধরো, এ ঘোড়াটি নিয়ে যাও এবং ওটা তাল্‌হা ইবনে উবাইদুল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দাও, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ জানিয়ে দাও যে, মুশরিকরা তাঁর পশুর পাল লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। সালামা বলেন, অতঃপর আমি একটি উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে মদীনাকে সম্মুখে রেখে يَاصَبَاحَاه বলে সংকেত ধ্বনি উচ্চারণ করে তিনবার খুব জোরে চিৎকার দিলাম। অতঃপর আমি তাদের (মুশরিকদের) পিছু ধাওয়া করে তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে করতে বেরিয়ে পড়লাম এবং এ শ্লোক (কবিতা) আবৃত্তি করতে থাকলাম ঃ 'আমি হলাম আক্‌ওয়ার সুযোগ্য সন্তান এবং আজকের দিনেই প্রমাণিত হবে, কার মা তাকে অধিক দুগ্ধ পান করিয়েছে"। পরে আমি তাদের একজনকে আয়ত্তে পেয়ে তার সওয়ারী লক্ষ্য করে তীর ছুড়লাম, শেষ পর্যন্ত তীরটি তার বাহু ছেদ করে চলে গেলো। সালামা বলেন, তখন আমি বললাম, লও হে এই পুরস্কার! আমাকে চিনো? আমি হলাম আক্‌ওয়ার সুযোগ্য পুত্র। আজই প্রমাণিত হবে নিকৃষ্ট ইতর কে? এবং কার মা তাকে কত দুগ্ধপান করিয়েছে। সালামা বলেন, আল্লাহর কসম! আমি অনবরত বিরামহীনভাবে তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম এবং ওদের জখমী ও আহত করতে থাকলাম। পরে যখন তাদের অশ্বারোহী আমার কাছে ফিরে আসলো, তখন আমি একটি বৃক্ষের নীচে এসে বসে পড়লাম। অতঃপর আমি তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে আহত করে দিলাম। অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সরু পথের নিকটবর্তী হলো তখন তার মধ্যে ঢুকে গেলো। এ সময় আমি পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলাম এবং ওপর থেকে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। সালামা বলেন, আমি সারাক্ষণ তাদের পিছু ধাওয়া করতেই থাকলাম। শেষ নাগাদ আল্লাহর সৃষ্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোনো উষ্ট্র সওয়ারীকে আমি আমার পেছনেই ফেলে দিলাম। ফলে আমার ও মুশরিকদের মাঝখানে আমিই রয়ে গেলাম। এরপর আমি তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পিছু ধাওয়া করলে শেষ পর্যন্ত তারা গায়ের বোঝা হাল্‌কা করার নিমিত্তে ত্রিশখানার বেশী চাদর ও ত্রিশটি তীর ফেলে গেলো। আর আমি তাদের ফেলে যাওয়া প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর পাথর চাপা দিয়ে চিহ্ন রেখে যেতে লাগলাম, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা দেখে চিন্‌তে পারেন যে, ওগুলো আমার ছিনতাইকৃত জিনিস। অবশেষে তারা

(মুশরিকরা) এক টিলার সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলো। এমন সময় হঠাৎ অমুক (আবদুর রহমান) ইবনে বাদ্‌রুল ফাযারী এসে তাদের কাছে উপস্থিত হলো। তখন তারা সকলে বসে দুপুরের খানা খাচ্ছিলো, আর আমি পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে বসা ছিলাম। এ সময় ফাযারী আমাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো, ঐ যে ওপরে আমি দেখছি ওটা কি? তারা বললো, এই তো সে ব্যক্তি যে আমাদেরকে অস্থির করে তুলেছে। আল্লাহর শপথ! ঐ সাত-সকাল থেকেই সে আমাদের পিছু ধাওয়া করে আমাদেরকে তীরের মুখে রেখেছে। এমন কি শেষ নাগাদ আমাদের হাতে যা কিছু ছিলো সবকিছুই সে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সালামা বলেন, তাদের কথা শুনে ইবনুল ফাযারী বললো, তোমাদের মধ্য থেকে চারজন লোক তার দিকে ওঠো। সালামা বলেন, অতঃপর তাদের থেকে চারজন পাহাড়ের মধ্যে আমার কাছে উঠে আসলো। তিনি বলেন, যখন তারা আমার এতো নিকটে আসলো যে, এখন আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে পারি, তখন আমি বললাম ঃ তোমরা কি আমাকে চিনো, আমি কে? তারা বললো, না এবং জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? উত্তরে বললাম, 'আমি সালামাহ্ ইবনুল আক্‌ওয়া। সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন, আমি তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে ধরার সংকল্প করলে সে কখনো আমার নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। এবং আমি তাকে ধরেই ফেলবো। কিন্তু তোমাদের কেউই আমাকে ধরতে বা কাবু করতে সক্ষম হবে না। এ সময় তাদের একজন আমার দাবীর সমর্থনে বললো, আমার ধারণাও তাই। সালামা বলেন, পরে তারা ফিরে চলে গেলো, কিন্তু আমি আমার জায়গা ত্যাগ করলাম না। অবশেষে এতক্ষণ পরে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী সৈন্যরা বাগানের ভেতরে প্রবেশ করছেন। সালামা বলেন, দেখলাম তাঁদের সর্বপ্রথম লোকটি হলেন আল-আখ্‌রামুল আসাদ্দী। তাঁর পেছনে আবু কাতাদাহ্ আন্‌সারী এবং তাঁর পেছনে মিক্‌দাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্‌দী। তিনি বলেন, তাঁরা এখানে আসলে, আমি আখ্‌রামের ঘোড়ার লাগাম ধরে থামিয়ে বললাম, ওরা (মুশরিকরা) সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেছে। আরো বললাম, হে আখ্‌রাম! ওদের থেকে হুঁশিয়ার থাকো। কেননা এমন যেন না হয়, তারা তোমাকে হত্যা করে ফেলে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা এসে পৌঁছে গেলেন। তখন আখ্‌রাম আমাকে লক্ষ্য করে বললো, হে সালামা! যদি তুমি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখো, আর এটাও জানো যে জান্নাত আছে, সত্য। জাহান্নাম আছে তাও সত্য– তাহলে আমার ও আমার শাহাদাতের মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না। সালামা বলেন, তার কথা শুনে আমি তার রাস্তা ছেড়ে দিলাম। অতঃপর তাঁর ও আবদুর রহমান ফাযারীর মধ্যে মোকাবিলা (লড়াই) চললো। ফলে আখরাম, আবদুর রহমানের ঘোড়ার

পা কেটে ফেললো আর আবদুর রহমান তাকে (আখ্‌রামকে) শহীদ করে দিলো এবং সে ঘোড়া পরিবর্তন করে আখরামের ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলো। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী সিপাহী আবু কাতাদাহ্ অগ্রসর হয়ে আবদুর রহমানকে বর্শা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে ফেললো। সালামা বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন! আমি ওদের (শত্রুদের) পেছনে পদব্রজে এমনভাবে দৌড়ালাম যে, আমি আমার পেছনে তাকিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের কাউকে তো দেখলামই না, এমন কি তাদের ঘোড়ার পায়ের নীচের ধুলাবালি পর্যন্ত কিছুই উড়তেও দেখলাম না। (অর্থাৎ তারা আমার অনেক দূর পেছনে পড়ে গেলো।) অবশেষে তারা (শত্রুরা সূর্যাস্তের পূর্বে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে অগ্রসর হলো। সেখানে পানি ছিলো। ওটাকে 'যী-কারাদ' বলা হয়। (এই কূপের নামানুসারেই উক্ত এলাকার নামকরণ হয়েছে।) তারা সেখানে পানি পান করার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলো। কেননা তারা সবাই ছিলো পিপাসার্ত। সালামা বলেন, যখন তারা পেছনে তাকিয়ে দেখলো যে, আমি তাদেরকে পেছন থেকে দৌড়াচ্ছি, তখন তারা সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। এভাবে আমি তাদেরকে ওখান থেকে বিতাড়িত করলাম এবং এক ফোঁটা পানিও পান করতে দিলাম না। তিনি বলেন, তারা ওখান থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এক টিলার মধ্যে আশ্রয় নিলো। তিনি বলেন, তারা সবাই দৌড়ে পালালো বটে, কিন্তু আমি তাদের এক ব্যক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে এমনভাবে তীর ছুড়লাম যে, তা তার বাহুকে ছিদ্র করে চলে গেলো। তখন আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, ওহে, লও (পুরস্কার)! জেনে নাও, "আমি হলাম আকওয়ার সুযোগ্য পুত্র। আজই প্রমাণ হবে কার মা তাকে অধিক দুগ্ধপান করিয়েছে।" (তীর খেয়ে) সে হতচকিত হয়ে বললো, ওহে, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! তুমি কি সেই আক্‌ওয়া! যে প্রাতঃভোর থেকে আমাদের পেছনে ধাওয়া করছো? তিনি বলেন, উত্তরে আমি বললাম, হে নিজের আত্মার দুশমন! হাঁ, আমিই সেই আক্‌ওয়া, যে প্রাতঃভোর থেকে তোমাদেরকে তাড়িয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, অতঃপর তারা টিলার ওপরে দু'টি ঘোড়া ফেলে রেখে ওখান থেকে পালিয়ে জান বাঁচালো। তিনি বলেন, অতঃপর আমি উক্ত ঘোড়া দু'টি হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলাম। সালামা বলেন, এমন সময় আমেরের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তাঁর কাছে ছিলো চামড়ার একটি থলি, তার মধ্যে ছিলো সামান্য কিছু দুগ্ধ এবং আরেকটি পাত্রের মধ্যে কিছু পানি। সুতরাং আমি তা থেকে ওযু করলাম এবং পানও করলাম। পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। এ সময় তিনি পানির ঐ কূপের কাছেই ছিলেন যেখান থেকে আমি ওদেরকে (শত্রুদেরকে) বিতাড়িত করেছিলাম। এসে দেখি, আমি মুশরিকদের থেকে উট, চাদর এবং তীর-বর্শা যা কিছু ছিনিয়ে নিয়েছিলাম সে সমস্ত প্রত্যেকটি জিনিসই রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে নিয়েছেন এবং আরো দেখলাম, শত্রুদের থেকে আমার ছিনিয়ে নেয়া উটগুলো থেকে বেলাল (রা) একটি উট যবেহ্ করে নিয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে তার কলিজি (যকৃৎ) ও মেরুদাঁড়ার গোশ্ত ভাজা করছে। সালামা বলেন, এ সময় আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি সকলের মধ্য থেকে একশ' জন লোক নির্বাচন করে, শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করি। ফলে তাদের লোকদের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর মত একজন লোককেও জ্যান্ত ছাড়বো না বরং সবাইকে হত্যা করে ফেলবো। তিনি বলেন, আমার সংকল্পের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হেসে দিলেন যে, আগুনের রৌশনীতে তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো। তখন তিনি বললেন, হে সালামা! তুমি স্বয়ং নিজকে কি এরূপই মনে করো যে, তুমি ওটা করতে সক্ষম? আমি বললাম, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, হাঁ পারবো। তখন তিনি বললেন, এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই 'গাত্ফান' ভূমিতে পৌঁছে গেছে। এমন সময় গাত্ফান থেকে এক ব্যক্তি এসে বললো, তাদের এ সমস্ত লোকদের জন্যে অমুক ব্যক্তি একটি উট যবেহ্ করছে। যখন তারা উক্ত উটের চামড়া খুলে সবেমাত্র অবসর হয়েছে, এমন সময় তাকিয়ে দেখলো যে, ধুলাবালি আকাশে উড়ছে (অর্থাৎ মুসলমান সৈন্যরা এসে গেছে)। তখন 'মুসলমানরা তোমাদের কাছে এসে গেছে' বলে চিৎকার করে, তারা সবাই ওখান থেকে পালিয়ে গেলো। পরদিন ভোর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের আজকের উত্তম অশ্বারোহী ছিলেন আবু কাতাদাহ্ এবং উত্তম পদাতিক ছিলেন সালামা। সালামা বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে) আমাকে দু'ভাগ দিলেন, এক ভাগ অশ্বারোহীর এবং আরেক ভাগ পদাতিকের। তিনি উক্ত দুই ভাগ একত্রেই আমাকে দিলেন। পরে তিনি আমাকে তাঁর নিজস্ব সওয়ারী 'আয্বার' ওপর তাঁর পেছনে বসিয়ে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি বলেন, আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা করে যাচ্ছিলাম ঠিক এমন সময় আনসারী এক ব্যক্তি বললো, দৌড়ে কেউ আমার আগে যেতে পারবে না। সে আবার প্রতিযোগী আহ্বান করে বললো, আছে কেউ যে, আমার আগে মদীনায় পৌঁছতে পারে? সে পুনরায় আহ্বান করলো, কে আছে এমন যে আমার আগে মদীনায় পৌঁছতে পারে? সে উক্ত কথাটি বার বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলো। আমি তার কথা শুনে বললাম, তুমি কি কোনো ভদ্র লোকের সম্মান করবে না এবং কোনো শরীফ-সম্ভ্রান্ত লোককে ভয় করবে না? সে বললো, না; তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হন, তাঁকে সম্মানও করবো এবং ভয়ও করবো। সালামা বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক। আমাকে ছেড়ে দিন (অর্থাৎ অনুমতি দিন), আমি ঐ লোকটির সাথে প্রতিযোগিতা করবো। তিনি বললেন, যদি ইচ্ছে হয় যেতে পারো। সালামা বলেন, তখন আমি

বললাম, আমি তোমার কাছে যাবো। এ বলে আমি আমার পা চালাতে লাগলাম পরে দৌড়াতে আরম্ভ করলাম এবং একটি অথবা দুটি উঁচু ভূমি তাকে পেছনে ফেলে এক জায়গায় এসে আমি আমার শরীরকে বিশ্রাম দিলাম। অতঃপর আবার তার পেছনে দৌড়াতে লাগলাম। এবারও আমি তাকে একটি অথবা দু'টি উঁচুভূমি পেছনে ফেলে দিলাম। পরে আমি তার কাছে গিয়ে তার দু'বাহু ধরে নাড়া দিয়ে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি। সে বললো, আমারও ধারণা যে, আমি হেরে গেছি। তিনি বলেন, সুতরাং আমি তার পূর্বেই মদীনায় পৌঁছে গেলাম।

সালামা বলেন, আল্লাহর কসম! উক্ত ঘটনার কেবলমাত্র তিন দিন পরেই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা করলাম। এ সময় আমার চাচা আমের লোকদের সাথে সুরেলা কণ্ঠে গাইতে লাগলেন ঃ আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ্ অনুগ্রহ না করতেন, আমরা হেদায়েতের পথ পেতাম না। দান-সাদকা করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না। এবং আমরা তোমার করুণা থেকে বিমুখ নই। অতএব শত্রুর মোকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো, আর আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করো। কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ গায়ক কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আমের। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন! সালামা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো ব্যক্তির জন্যে বিশেষভাবে ইস্তিগফার করেছেন সে শহীদই হয়েছে। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর উটের ওপর বসা ছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র নবী! যদি আমেরের সাথে আমাদেরকেও উপকৃত করতেন! (যদি আমাদের জন্যেও এরূপ বিশেষ দু'আ করতেন তাহলে খুবই ভালো হতো) সালামা বলেন, যখন আমরা খায়বার এলাকায় আগমন করলাম (যুদ্ধের ব্যূহ রচনা হলো এবং মোকাবিলার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বানের পালা আসলো) তখন খায়বারবাসীদের অধিপতি মুরাহ্হাব তার তরবারী উঁচু করে বলতে লাগলো ঃ খায়বার ভূমি খুব ভালো অবগত আছে যে, আমি হলাম মুরাহ্হাব, আপাদমস্তক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত একজন পরীক্ষিত বীর সেনানী। যখন যুদ্ধ সম্মুখে আসে তখন সে জ্বলন্ত অগ্নি। সালামা বলেন, আমার চাচা আমের তার মোকাবিলায় এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ খায়বার ভূমি অবশ্যই জানে আমি হলাম আমের। মজবুত অস্ত্রে সজ্জিত প্রচণ্ড যুদ্ধে অপরাজেয় বীর। সালামা বলেন, এরপর তাদের দু'জনের আঘাত পরস্পরের মধ্যে ওলট-পালট হতে লাগলো। পরে মুরাহ্হাবের তারবারির আঘাত এক সময় এসে আমার চাচা আমেরের ঢালের ওপর পড়লো। তখন আমের ঢালের নীচ দিয়ে তাকে আঘাত করতেই অতর্কিতভাবে তরবারী এসে তাঁর নিজ দেহের জোড়ার শাহ্রগটি কেটে দিলো, তাতেই তিনি ইনতিকাল করলেন। সালামা বলেন, আমি বের হয়ে দেখলাম লোকেরা বলাবলি করছে যে, আমেরের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে গেছে। কেননা সে আত্মহত্যা করেছে।

সালামা বলেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম এবং বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমেরের আমল তো বাতিল হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কথা কে বলেছে? আমি বললাম, আপনার সঙ্গীদের কিছুসংখ্যক লোক বলেছে। তিনি বলেন ঃ যে এ কথা বলেছে সে মিথ্যা বলেছে, বরং সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়েছে। অতঃপর তিনি আমাকে আলী (রা) এর কাছে পাঠালেন। এ সময় তাঁর চোখ উঠেছে (চক্ষু রোগগ্রস্ত)। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি ইসলামী পতাকা অবশ্যই এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করবো যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে। অথবা তিনি বলেছেন, যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন। সালামা বলেন, পরে আমি আলীর (রা) কাছে আসলাম এবং তাঁকে ধরে ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলাম। এ সময়ও তিনি চক্ষু রোগে ভুগছিলেন। শেষ নাগাদ আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলে তিনি তাঁর উভয় চক্ষুর মধ্যে থুথু লাগিয়ে দিলে তৎক্ষণাতই তা আরোগ্য হয়ে গেলো এবং ইসলামী পতাকা তাঁর হাতেই প্রদান করলেন। এ সময় মুরাহ্হাব বেরিয়ে এসে প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করে বললো ঃ খায়বার ভালোভাবেই জানে আমি হলাম মুরাহ্হাব, মজবুত অস্ত্রের অধিকারী অপরাজেয় রণবীর। যখন যুদ্ধ সম্মুখে আসে তখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড! তার জবাবে আলী (রা) বললেন ঃ আমি সেই রণবীর, আমার মা আমার নাম রেখেছেন হায়দার। যেমন বিশাল জঙ্গলের কুৎসিত ভয়ঙ্কর সিংহ। যারা আমার কাছে আসে আমি তাদেরকে 'সুন্দরার' দাড়িপাল্লা দ্বারা কানায় কানায় ভরতি করে দিয়ে দেই। এ বলে মুরাহ্হাবের মাথায় আঘাত করতেই সে নিহত হলো। অতঃপর তাঁর হাতেই খায়বার বিজয় হলো।

قَالَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا

৪৫৩০। আবদুস সামাদ উক্ত হাদীসটি ইকরামা ইবনে আম্মার থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার নাযার ইবনে মুহাম্মাদও উক্ত হাদীসটি ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন। মোটকথা এ হাদীস দু'টি উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মজীদের বর্ণিত হাদীসের (মোতাবিয়') সমার্থক হিসেবে পেশ করা হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি (তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর) ওদের হাত তোমাদের থেকে নিবারিত করেছেন।'

حدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم

৪৫৩১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় মক্কার (মুশরিকদের) আশিজন লোক তান্‌ঈম পাহাড় থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতরণ করলো। তারা ছিলো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের অসতর্কতার সুযোগে তাঁদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা। এমন সময় তাদেরকে আত্মসমর্পণ অবস্থায় পাকড়াও করলেন, পরে তিনি তাদেরকে জ্যান্ত ক্ষমা করে দিলেন। (হুদাইবিয়ার সন্ধির পর এ ঘটনা সংঘটিত হয়) এরই প্রেক্ষিতে মহান ক্ষমতাবান আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ "তিনিই সেই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্, যিনি মক্কা অঞ্চলে তাদের (কাফিরদের) ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর তাদের হস্ত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হস্ত তাদের হতে নিবারিত করেছেন।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

পুরুষদের সাথে নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ اُقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااُمَّ سُلَيْمٍ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَفَى وَاَحْسَنَ .

৪৫৩২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলাইম (আনাসের মাতা) হুনাইনের যুদ্ধের দিন একখানা খঞ্জর (যে ছুরির উভয় দিকে ধারাল) তৈরি করেছেন, যা সবসময় তাঁর সাথেই থাকে। আবু তাল্‌হা (রা) তা দেখে ফেলেছেন। সুতরাং তিনি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ ঐ যে উম্মু সুলাইমকে দেখছেন, তার সঙ্গে একখানা খঞ্জর আছে। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলাইমকে এ খঞ্জর সঙ্গে রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, আমি এ উদ্দেশ্যে তা তৈরি করেছি, যদি কোনো মুশরিক আমার কাছে আসে তখন ওটা দ্বারা তার পেট চিড়ে ফেলবো। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে লাগলেন। উম্মু সুলাইম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমাদের অবশিষ্ট যে সমস্ত তুলাকা[১] আছে এদের সবাইকে হত্যা করে দিন। এ যুদ্ধে (অর্থাৎ আজিকার হুনাইনের যুদ্ধে) তারাই আপনার পরাজয়ের কারণ হয়েছে।[২] তার জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন ঃ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ (আমাদের জন্যে) যথেষ্ট (অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেছেন) এবং আমাদের প্রতি ইহসানও করেছেন (সুতরাং এখন তাদেরকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই)।

টীকা ঃ ১. মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমার দ্বারা যেসব মুশরিকদেরকে মাফ করে দিয়েছেন এবং পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে 'তুলাকা' (মুক্তিপ্রাপ্ত) বলা হয়।

২. মক্কা বিজয়ের পরই হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা কাফিরদের চেয়ে অনেক বেশী থাকা সত্ত্বেও লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানরা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য পুনরায় তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছে। উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে কথাটি স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন, তাদেরকে হত্যা করে দিন। উক্ত যুদ্ধে এই নব্য মুসলমানদের সংখ্যাই ছিলো অধিক এবং ওরা ছিলো দুর্বল ঈমানদার। কিন্তু উম্মু সুলাইম মনে করতেন ওরা ছিলো মুনাফিক। তাই তাদেরকে হত্যা করে ফেলা অত্যাবশ্যক।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ

৪৫৩৩। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রা) আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর মাধ্যমে উম্মু সুলাইমের ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাবিতের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يحي بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى

৪৫৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইম এবং আনসারী অনেক সংখ্যক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। যুদ্ধের সময় তারা লোকদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা-যত্ন ও পরিচর্যা করতেন।

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا عبد الله ابن عمرو ، وهو أبو معمر المنقري ، حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز ، وهو ابن صهيب ، عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يانبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس

৪৫৩৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেদিন লোকেরা (মুসলমানরা) এক পর্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সরে পড়লো। আর আবু তালহা (রা) নিজের ঢালটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুলে ধরে তাঁকে শত্রুর তীর থেকে আড়াল করে রাখেন। কিন্তু আবু তাল্‌হা ছিলেন কঠোর ও সুনিপুণ তীর নিক্ষেপকারী। ঐদিন তিনি দু' কি তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। আনাস বলেন, সেদিন আবু তাল্‌হার নিকট দিয়ে যখনই কোনো ব্যক্তি তীর ভর্তি শরাশ্রয়সহ গমন করতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলতেন ঃ আবু তালহার জন্যে এ তীরগুলো ঢেলে দাও।

আনাস বলেন, এক পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঢালের আড়াল থেকে মুখ বের করে শত্রুদের দিকে তাকালে, আবু তালহা বলে উঠলেন, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক! আপনি মুখ বাড়িয়ে তাকাবেন না। কারণ, এতে শত্রুদের কোনো একটা তীর এসে আপনাকে বিদ্ধ করতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে থাকুক। আনাস (রা) বলেন, সে যুদ্ধে আমি আবু বাক্‌র তনয়া আয়েশা (রা)-কে ও আমার মা উম্মু সুলাইমকে দেখেছি যে, তাঁরা দু'জনে তাঁদের পায়ের কাপড় এতোটা ওপরে তুলে গুটিয়ে নিয়েছেন যে, তাদের পায়ে পরিহিত অলংকার আমি দেখতে পেলাম। সেদিন তারা পানির মশক নিজেদের পিঠে বহন করে এনে আহত লোকদের মুখে ঢেলে দেন। তারপর তাঁরা আবার ফিরে যান এবং মশক ভর্তি করে পুনরায় এসে আহত লোকদের মুখে পানি ঢেলে দেন। সে যুদ্ধে আবু তালহার হাত থেকে এক সময় ঝিমুনির দরুন দু'তিনবার তরবারী খসে পড়েছিলো।

টীকা ঃ আপন মা কিংবা অন্য নারীর পায়ের গোড়ালীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা জায়েয নেই। এখানে বলা যায়, এ দৃষ্টি অনিচ্ছাকৃত বা আকস্মিভাবে পড়েছিল অথবা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সামান্য পরিমাণে মাল দেয়া হবে। অংশভাগে হিস্যা পাবে না এবং মুশরিকদের শিশু হত্যা করা নিষিদ্ধ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ

كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ

৪৫৩৬। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রা) থেকে বর্ণিত। নাজ্‌দাহ্ (খারেজী) ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে পাঁচটি বিষয়ে জানতে চেয়ে পত্র লিখেছিলো। পত্র পেয়ে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, যদি তার চিঠির উত্তর না দেয়াটা 'ইল্‌ম' গোপন করার আওতায় না পড়তো তাহলে আমি তাকে জবাব দিতাম না। 'নাজ্‌দাহ্'* তাঁর কাছে লিখেছিলো– অতঃপর 'আপনি আমাকে অবগত করুন যে, (১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদেরকে নিয়েছিলেন কি না? (২) যদি নিয়ে থাকেন, তাদেরকে গনীমাতের মাল থেকে অংশ দিয়েছেন কি না? (৩) মুশরিকদের শিশুদেরকে হত্যা করা যায় কিনা? (৪) নাবালেগের নাবালেগত্ব কখন শেষ হয়ে যায়? (৫) 'খুমুস' বা গনীমাতের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশের হক্‌দার কে?

ইবনে আব্বাস (রা) জবাবে তার কাছে লিখলেন ঃ তুমি (হে নাজদাহ্!) আমার কাছে জানতে চেয়েছো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লড়াইয়ের ময়দানে নারীদেরকে নিয়েছিলেন কিনা? হাঁ, তাঁর সাথে নারীরাও যেতো। অবশ্য তারা আহতদের সেবা-যত্ন ও পরিচর্যা করতো এবং তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে সামান্য কিছু মাল দিতেন। তবে তাদেরকে (অন্যান্য সৈনিকের ন্যায়) কোনো ভাগ দিতেন না।[১] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কোনো শিশুকে হত্যা করেননি। কাজেই তুমিও শিশুকে (মুশরিকদের) হত্যা করো না।[২] তুমি আরো লিখেছো যে, নাবালেগের নাবালেগত্ব কখন শেষ হয়ে যায়। সুতরাং আমার জীবনের শপথ করে বলছি, পুরুষ ব্যক্তির দাঁড়ি গজালেই তার নাবালেগত্ব শেষ হয়ে যায়। তবে তার মালের মধ্যে লেনদেন করাটা তখনও দুর্বল বা অসমর্থিত। কিন্তু যখন সে একজন ভালো বুদ্ধিমান লোকের ন্যায় লেনদেন করতে সক্ষম হয় তখন সার্বিকভাবে তার নাবালেগত্ব খতম হয়ে

যায়।[৩] তুমি আমার কাছে আরো জানতে চেয়েছো, এক-পঞ্চমাংশের হকদার কে? এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো যে, ওটার ন্যায্য ও সঠিক হকদার আমরা। কিন্তু আমাদের স্বজাতিরা আমাদেরকে তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।[৪]

টীকা ঃ* 'নাজদাহ্' ছিলো হারুরা গোত্রের খারেজী। তার আকীদা বাতিল হওয়ার কারণে ইবনে আব্বাস (রা) তার চিঠির জবাব দিতে অনীহা ও অনমনীয়তা প্রকাশ করেছেন। তবে সে কয়েকটি শরীয়াত সংক্রান্ত প্রশ্ন রেখেছে, এর জবাব না দেয়াটা ইলম গোপন করার আওতাভুক্ত হয়। অথচ হাদীসে ইল্‌ম গোপনকারীর কঠোর আযাবের সতর্কবাণী উল্লেখ আছে, তাই তিনি জবাব দিতে বাধ্য হলেন।

১. গনীমতের মাল থেকে নারীদেরকে ভাগ হিসেবে দেয়া যাবে না, তবে ইমাম নিজের ইচ্ছানুযায়ী সামান্য কিছু দিতে পারেন। হাদীসের ভাষায় একে رَضَخْ (রযখ) বলা হয়।

২. যুদ্ধের ময়দানে শিশু ও নারীকে হত্যা করা হারাম। তবে যদি কোনো নারী যুদ্ধ পরিচালনা বা স্বয়ং যুদ্ধ করে তখন তাকে কতল করা জায়েয।

৩. ইমাম আবু হানিফার মতে, পনের বছর বয়সে ছেলে বালেগ হয়। তবে এ বয়সে লেন-দেনের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সঠিক মাপকাঠি নাও আসতে পারে। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সের পর কোনো ব্যক্তিকে নাবালেগ আখ্যায়িত করা যাবে না। তখন তার মালের মধ্যে সব রকমের লেনদেন বৈধ বিবেচিত হবে।

৪. পঞ্চমাংশের প্রকৃত ও ন্যায্য হকদার হচ্ছেন রাসূলের নিকটতম আত্মীয়গণ যাঁদেরকে আহ্‌লে-বাইত বলা হয়। যেমন ইবনে আব্বাস বা বনু মুত্তালিব ও বনু হাশিম। কিন্তু উমাইয়া খলিফারা সে মাল তাদেরকে না দিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যয় করেছে। বিশেষ করে ইবনে আব্বাস এ চিঠি ইবনে যুবাইরের ফেত্‌নার সময় লিখেছেন। তখন ইয়াযীদ খলিফা ছিলো। তাই তিনি বলেছেন, আমাদের স্বজাতিরা তা দিতে অস্বীকার করেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ وَزَادَ إِسْحٰقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزُ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ

৪৫৩৭। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয থেকে বর্ণিত। এক সময় (খারেজী) 'নাজ্‌দাহ্' কয়েকটি বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা)-কে লিখে পাঠালো। যেমন সুলাইমান ইবনে বিলালের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাতেমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুশরিকদের) শিশুদেরকে হত্যা করেননি। কাজেই তুমিও শিশুদেরকে হত্যা করো না। তবে হাঁ, যদি তুমি হযরত খিয্‌র (আ)-এর মতো জ্ঞান-প্রজ্ঞার অধিকারী হও শিশু হত্যার ব্যাপারে যেমন তিনি হত্যা করেছিলেন, তাহলে

তুমিও শিশু হত্যা করতে পারো, অন্যথা নয়।[১] ইসহাক তাঁর হাদীসের মধ্যে হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে এটুকু বর্ধিত বর্ণনা করেছেন ঃ "এবং যদি তুমি মু'মিন শিশুকে (কাফির থেকে) পার্থক্য করার যোগ্যতা রাখো, তাহলে কাফের শিশুকে কতল করো আর মু'মিন শিশুকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকো।"[২]

টীকা ঃ ১. হযরত খিযির (আ) শিশু হত্যা করেছেন, এ বাহানা বা অজুহাত তুলে তুমি কোন শিশুকে হত্যা করতে পারবে না। কেননা তিনি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বলেছেন– وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِىْ – অর্থাৎ আমি একাজ আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি, বরং আল্লাহর নির্দেশেই করেছি। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাকে সে ইল্ম বা জ্ঞান দেয়া হয়নি। কাজেই তুমি শিশু হত্যা করতে পারবে না। তোমার জন্য এমনটি করা হারাম।

২. যদি তুমি কোনো শিশু সম্পর্কে নিশ্চিত করে পার্থক্য করতে সক্ষম হও যে, কোন্ শিশুটি বালেগ হওয়ার পরে মু'মিন হবে, আর কোনটি কাফির হবে– যেমন খিযির (আ) বলতে পেরেছেন, তাহলে তুমিও সে ভিত্তিতে কাফির শিশুকে হত্যা করতে পারো। অথচ খিযির (আ) আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্ম থেকে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু সে পার্থক্য করার যোগ্যতা তোমার নেই। কাজেই এ কাজ তোমার জন্য হারাম।

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وإنا زعمنا أناهم فأبى ذلك علينا قومنا

৪৫৩৮। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারুরা (খারেজী) গোত্রের নাজ্দাহ্ ইবনে আমের, ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট চিঠি লিখে ক্রীতদাস ও নারী সম্পর্কে জানতে চাইলো যে, তারা যুদ্ধে ও গনীমাতের মাল বণ্টনে উপস্থিত থাকলে,

তাদের উভয়ের জন্যে বণ্টনকৃত মালের মধ্যে ভাগ আছে কিনা? এবং সে আরো জানতে চাইলো মুশরিকদের মালের মধ্যে ভাগ আছে কি না? নাবালেগের নাবালেগত্ব কখন খতম হয়, (যাবিল কুর্‌বা) নিকটতম আত্মীয় কারা? তার পত্র পেয়ে ইবনে আব্বাস (রা) ইয়াযীদকে বললেন ঃ তুমি তাকে লিখে দাও যে, যদি সে নির্বুদ্ধিতায় পতিত হওয়ার আশংকা না থাকতো, তাহলে আমি তাকে জবাব লিখে পাঠাতাম না (অর্থাৎ আমি তার এসব প্রশ্নের উত্তর না পাঠালে সে নির্বোধ আহ্‌মকের ন্যায় কাজ করে বসবে। তাই উত্তর দেয়াটা অপরিহার্য মনে করলাম)। হে ইয়াযীদ! লিখে দাও ঃ তুমি আমার নিকট নারী ও গোলাম সম্বন্ধে জানতে চেয়ে লিখেছো যে, তারা যুদ্ধ ও লব্ধ সম্পদ বণ্টনে উপস্থিত থাকলে তা থেকে কিছু পাবে কিনা? সে সম্পর্কে বিধান হলো এই ঃ অংশ বা ভাগ হিসেবে তারা কিছুই পাবে না। তবে (সমস্ত সম্পদ থেকে) সামান্য পরিমাণে পাবে (অর্থাৎ ইমাম স্বেচ্ছায় বদান্যতা স্বরূপ যা কিছু প্রদান করে, তা করতে পারে)। তুমি আমার কাছে আরো জানতে চেয়েছো মুশরিকদের শিশুদেরকে কতল করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে বলছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কতল করেননি। সুতরাং তুমিও তাদেরকে হত্যা করতে পারবে না। তবে হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গী (অর্থাৎ হযরত খিয্‌র আ) যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে ঐ একটি শিশুকে যে কতল করেছিলেন, যদি তুমি তাদের সম্পর্কে সে জ্ঞান-প্রজ্ঞার অধিকারী হও, তবে কতল করতে পারো, অন্যথায় নয়। তুমি আমাকে লিখে আরো জানতে চেয়েছো, নাবালেগের নাবালেগত্ব কখন শেষ হয়? সে সম্পর্কে বলছি ঃ বালেগ হওয়ার নিদর্শনে পৌঁছা এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটা পর্যন্ত তার নাবালেগত্ব বা বালকত্ব শেষ হয় না। পরিশেষে তুমি আমার কাছে আরো জানতে চেয়েছো যে, 'যাবিল কুর্‌বা' অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটতম আত্মীয় কারা? এ ব্যাপারে আমাদের (বনু হাশিমদের) দাবী যে, আমরাই 'যাবিল কুর্‌বা'। কিন্তু আমাদের স্বগোত্রীয় লোকেরা (অর্থাৎ উমাইয়া খলিফা বা শাসকরা) আমাদের সে হক আদায় করতে অস্বীকার করেছে। ফলে আমাদেরকে ন্যায্য হক থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

وحَدَّثَنَاه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ .

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ

৪৫৩৯। সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুযের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, একবার (খারেজী) 'নাজদাহ', ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট লিখেছিলো। এরপর হাদীসের বর্ণনা পূবের্র হাদীসের অনুরূপই করেছেন। আবু ইসহাক

বলেন, আবদুর রাহমান ইবনে বিশ্‌র আমাকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, সুফিয়ান হাদীসটি আদ্যোপান্ত বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

حدثنى إسحق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير بن حازم حدثنى أبى قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز ح وحدثنى محمد بن حاتم «واللفظ له» قال حدثنا بهز حدثنا جرير بن حازم حدثنى قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت اليه ولا نعمة عين قال فكتب اليه إنك سألت عن سهم ذى القربى الذى ذكر الله من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضى يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم

৪৫৪০। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাজ্‌দাহ্ ইবনে আমের, ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখেছিলো। ইয়াযীদ বলেন, ইবনে আব্বাস যখন উক্ত চিঠিখানা পড়লেন এবং তার প্রত্যুত্তরও লিখে পাঠালেন, সে সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন ইবনে আব্বাস বললেন ঃ আল্লাহর কসম! যদি আমি তাকে অপবিত্র ময়লা থেকে ফিরিয়ে না রাখি তাহলে সে উক্ত ময়লার মধ্যে নির্ঘাত পতিত হবে– এ আশংকা না থাকলে আমি তাকে জবাব লিখে পাঠাতাম না। তার চোখ না জুড়াক! (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে সন্তুষ্ট না করুক। তার বাতিল আকীদার দরুন এ বদদোয়া

করলেন।) ইয়াযীদ বলেন, অতঃপর তিনি তাকে লিখেলেন ঃ তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছো, “আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত 'যাবিল কুর্‌বা' বা নিকটতম আত্মীয়ের কথা (কুরআন মাজীদে) উল্লেখ করেছেন, তারা কারা? এ ব্যাপারে বলছি ঃ নিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে আমরা দাবী করছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম আত্মীয় বলতে যাদেরকে বুঝায় তারা আমরা বনু মুত্তালিবরাই! কিন্তু আমাদের স্বগোত্রীয় লোকেরা আমাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তুমি জানতে চেয়েছো, বালকের বালকত্ব বা নাবালেগত্ব কখন শেষ হয়? সে সম্পর্কে বলছি ঃ যখন সে সাবালেগ হয়, তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে এবং তার ওপর আস্থাশীল হয়ে তার মাল-সম্পদ তাকে অর্পণ করা যায়, তখন তার বালকত্ব শেষ হযে যায়। তুমি আরো জানতে চেয়েছো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের বাচ্চা-শিশুদেরকে কতল করেছেন কি-না? এ সম্বন্ধে কথা হলো এই ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (মুশরিকদের) কোনো শিশুকে হত্যা করেননি। সুতরাং তুমিও তাদের কাউকে হত্যা করতে পারবে না। তবে হাঁ, যদি তুমি তাদের সম্পর্কে সে জ্ঞান-প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে থাকো, যে জ্ঞান হযরত খিযির (আ) যখন একটি শিশু হত্যা করেছিলেন তখন তার হাসিল হয়েছিল, তাহলে তুমিও (মুশরিকদের) শিশু হত্যা করতে পারো, অন্যথায় নয়। অবশেষে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো, যে সমস্ত নারী এবং ক্রীতদাস যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের জন্যে গণীমাতের মালের মধ্যে কোনো ভাগ নির্দিষ্ট আছে কিনা? তাদের ব্যাপারে বলছি, না, তাদের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট ভাগ নেই। তবে তাদেরকে মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে সামান্য কিছু পরিমাণ দেয়া যেতে পারে।

وحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُخْتَارِ ابْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ

৪৫৪১। মুখতার ইবনে সাইফী থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একবার নাজ্‌দাহ্‌ (খারেজী) ইবনে আব্বাসের নিকট চিঠি লিখে পাঠালো। অতঃপর হাদীসের ঘটনার কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন, পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেননি। যেমনটি অন্যান্যদের হাদীসে পূর্ণ ঘটনা বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করেছি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ

غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى

৪৫৪২। উম্মু আতিয়্যাতুল আন্‌সারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। অবশ্য আমি সৈন্য শিবিরে থেকে তাদের জন্যে খাবার তৈরী করতাম এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা আর রোগীদের সেবা-যত্ন ও পরিচর্যা করতাম।

وحدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪৫৪৩। হিশাম ইবনে হাস্‌সান উক্ত সিলসিলায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধের পরিসংখ্যান।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى» قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ

৪৫৪৪। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত যে, একবার আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) লোকদেরকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে বের হলেন। প্রথমে দুই রাকা'আত নামায পড়ে নিয়ে পরে পানি পান করালেন। আবদুল্লাহ বলেন, সেদিন এক সময় যায়েদ ইবনে আরকামের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আমি তাঁর এতো কাছাকাছি ছিলাম যে, আমার ও তাঁর মাঝখানে একজন লোক ব্যতীত অথবা বলেছেন, মাত্র একজন লোক ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবধান ছিলো না। আবদুল্লাহ বলেন, এ সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাঁর সাথে কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, সতেরটিতে। (আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ বলেন) এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এসব যুদ্ধের মধ্যে কোন্ যুদ্ধটি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিলো? তিনি বললেন ঃ 'যাতাল

উসাইরা' অথবা বলেছেন 'উশাইরা।'

টীকা ঃ যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন ইসলামী ইতিহাসে ওটাকে বলা হয় غَزْوَةٌ (গুয্ওয়াহ্)। আর যে যুদ্ধে স্বয়ং যাননি বরং সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন তাকে বলা হয় سَرِيَّةٌ (সারিয়্যাহ)। ইতিহাসে এগুলোর সংখ্যার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে আল্লামা নববী (র) ঐতিহাসিক ইবনে সা'দের বরাত দিয়ে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'গুয্ওয়ার' সংখ্যা ছিলো সাতাশটি এবং সারিয়্যার সংখ্যা ছিলো ছাপ্পান্নটি। এর মধ্যে নয়টিতে শত্রুদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তা হচ্ছে ঃ বদর, ওহুদ, মুরাইসী, খন্দক, কুরাইযা, খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তায়েফ। অবশ্য কারোর মতে মক্কা বিজয় যুদ্ধ নয় বরং সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে। সুতরাং তাদের মতে আটটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ

৪৫৪৫। ইবনে ইস্হাক থেকে বর্ণিত। তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং হিজরতের পরে কেবলমাত্র একবার হজ্জ করেছেন। অর্থাৎ 'হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জ ব্যতীত আর কোন হজ্জ করেননি।

টীকা ঃ ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে প্রত্যেক বছরই হজ্জ করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার হজ্জ করেছেন তার হিসাব নেই। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসে দুই কি তিনবার হজ্জ করার কথা উল্লেখ আছে। তবে তা তাদের নিজস্ব অবগতি মাত্র। অবশ্য কত সনে হজ্জ ফরয হয়েছে তাতেও মতভেদ আছে, তবে নির্ভরযোগ্য মতে, নবম হিজরীর কথা সমর্থিত।

حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ جَابِرٌ لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ

৪৫৪৬। আবু যুবাইর (রা) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উনিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। জাবির পরে বলেন ঃ তবে আমি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে শরীক হইনি।

কেননা আমার পিতা আমাকে বিরত রেখেছেন। অতঃপর যখন আবদুল্লাহ (আমার পিতা) ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন হতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কখনো কোন যুদ্ধে পেছনে থাকিনি।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধের সংখ্যা ছিলো ন্যূনতম একুশটি। যেমন কোনো কোনো ঐতিহাসিকেরও এ অভিমত। কেননা জাবির (রা) স্বয়ং বলেন, দুইটিতে অংশগ্রহণ করেননি, পরে উনিশটিতে উপস্থিত ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب ح وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو تميلة قالا جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن ولم يقل أبو بكر منهن وقال في حديثه حدثني عبد الله بن بريدة

৪৫৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনিশটি যুদ্ধ করেন। তন্মধ্যে আটটিতে সংঘর্ষ হয়। আবু বাক্‌র (বর্ণনাকারী) 'মিনহুন্না' (তন্মধ্যে) শব্দটি বলেননি এবং তিনি 'আন আবদুল্লাহ' না বলে 'হাদ্দাসানী আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ্' বলেছেন।

টীকা ঃ 'মক্কা বিজয়' (ফাতাহ) অনেকের মতে সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে, যুদ্ধ বা সংঘর্ষে নয়। সাহাবী বুরাইদাহ (রা)ও এ মত পোষণ করেন। যেমন ইমাম শাফেয়ীরও এ একই কথা। পূর্বের এক টীকায় বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة

৪৫৪৮। কাহ্‌মাস থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে বুরাইদাহ্ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ষোলটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

টীকা ঃ ষোল এবং সতের সংখ্যার ব্যবধানে এ সূত্র মেনে নিতে হয় যে, কম সংখ্যা বললেও তা অধিক সংখ্যা সংযোজন থেকে বিরত রাখে না। অর্থাৎ সংখ্যা সীমিত করলেও সীমিত হয় না।

حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم «يعني ابن إسماعيل» عن يزيد «وهو ابن أبي عبيد» قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرج

غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ جِئْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ

৪৫৪৯। সালামাহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং (সারিয়্যা হিসেবে) যে সমস্ত অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করেছেন তন্মধ্যে সতেরটি যুদ্ধেও আমি শরীক হয়েছি। তবে কখনো আমাদের সেনাপতি বা অধিনায়ক ছিলেন আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) আর কখনো ছিলেন উসামা ইবনে যায়েদ (রা)।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي كِلْتَيْهِمَا سَبْعَ غَزَوَاتٍ

৪৫৫০। কুতাইবা ইবনে সাঈদ (রা) বলেন, হাতেম আমাদেরকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন ঃ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথেও অন্য অভিযানে) উভয় প্রকারের সতেরটি যুদ্ধে (অংশগ্রহণ করেছি।)

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

যাতুর রিকার অভিযান।

حدثنا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ «وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ» قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ قَالَ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا فَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَزَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدٍ وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ

৪৫৫১। আবু বুরদাহ্ (রা) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধে বের হলাম। আমাদের (প্রত্যেক) ছয় ব্যক্তির মধ্যে ছিলো একটি করে উট। তাই পালাক্রমে আমরা একজনের পর একজন তাতে সওয়ার হতাম। তাতে আমাদের পাগুলো সব ক্ষত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা এরূপ হয়েছিলো যে, আমার উভয় পা জখমী হয়ে নখগুলো পর্যন্ত

খসে পড়েছিলো। ফলে আমরা পায়ের ওপর পট্টি লাগিয়ে নিয়েছিলাম। এ হিসেবে ঐ যুদ্ধ অভিযানের নামকরণ হয়েছে 'যাতুর রিকা' অর্থাৎ 'পট্টি বাঁধার যুদ্ধ'। আবু বুরদাহ্ বলেন, আবু মূসা অবশ্য এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরে তিনি এ ঘটনাটি বলতে অনীহা ও অপছন্দ করেছেন, কেননা এটা ছিলো তাঁদের অন্যান্য আমলের ন্যায় একটি নেক আমল। সুতরাং তা প্রকাশ করাটা পছন্দ করতেন না। আবু উসামা বলেন, বুরাইদা ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারী আমাকে এটুকু কথা বর্ধিত বলেছেন, 'আল্লাহ্ আমাকে নিশ্চয়ই এ আমলের পুরস্কার প্রদান করবেন।'

টীকা ঃ বিনা প্রয়োজনে নিজের কোন নেক আমল প্রকাশ করা উচিত নয়। বরং তা গোপন রাখা মুস্তাহাব। তবে হাঁ, যদি তা প্রকাশে কোন উপকারিতা নিহিত থাকে– যেমন তা দেখে বা শুনে অন্যরাও সে কাজ করতে উৎসাহী হবে, তখন প্রকাশ করাটা হবে মুস্তাহাব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

মুসলমানদের জন্যে শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া বা সৎ পরামর্শ দান করা কিংবা প্রয়োজন ব্যতীত যুদ্ধে কোনো কাফির থেকে মদদ চাওয়া উচিত নয়।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلِقْ

৪৫৫২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের দিকে রওয়ানা হলেন। 'বাহ্‌রাতুল ওয়াবারায়' (মদীনার নিকটবর্তী জায়গার নাম) এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। (পূর্ব থেকেই) উক্ত লোকটির বীরত্ব ও বাহাদুরীর অনেক আলোচনা হতো। সুতরাং তাকে দেখেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সঙ্গীরা অত্যন্ত খুশী হলেন। সাক্ষাতের পর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমি আপনার অনুগমন করে আপনার সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখো? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি ফিরে চলে যাও। আমি কখনো কোনো মুশরিকের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করি না। আয়েশা (রা) বলেন, তখনকার মতো সে চলে গেলো। পরে যখন আমরা (মুসলমানরা) বৃক্ষটির নিকট ('বাইয়াতে রিদ্‌ওয়ান' যে বাব্‌লা গাছের নীচে হয়েছে) পৌঁছলাম ঐ লোকটি আবার সাক্ষাত করে পূর্বের ন্যায় তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে আগের মতো জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি চলে যাও। কেননা আমি কখনো কোনো মুশরিকের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করি না। সে এবারও চলে গেলো। অতঃপর সে তৃতীয়বার 'বাইদায়' (পাহাড়ের নাম) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে পূর্বের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তিনিও তাকে আগের মতো বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান রাখো? সে বললো, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এবার (আমাদের সঙ্গে) চলো।

চৌত্রিশতম অধ্যায়

كِتَابُ الْاِمَارَةِ

কিতাবুল ইমারাহ

(প্রশাসন ও নেতৃত্ব)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

লোকেরা কুরাইশদের অনুগামী এবং খিলাফত কুরাইশদের মধ্যেই সীমিত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ . يَعْنِيَانِ الْحِزَامِيَّ ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرٌو رِوَايَةً النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ

৪৫৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জনগণ কুরাইশদের অনুগত। এক্ষেত্রে মুসলমানগণ তাদের মধ্যকার অনুগত এবং জনগণের মধ্যে কাফেররা তাদের মধ্যকার কাফিরদের অনুগত।

টীকা ঃ জাহিলী যুগ থেকে কুরাইশ বংশ শত শত বছর ধরে আরবদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। এজন্য সারা আরবে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত ছিল। এই অবস্থায় কুরাইশদের বর্তমানে অন্য কোন কবীলা থেকে খলীফা নির্বাচন করা হলে সে কখনো সফলকাম হতে পারত না। নবী (সা) তৎকালীন সময়কার এই অবস্থা বিবেচনা করেই বলেছিলেন, কুরাইশদের মধ্য থেকে খলীফা হতে হবে। শত শত বছরের ইতিহাস তার এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে। খিলাফতে রাশেদা থেকে শুরু করে বনী উমিয়া, বনী আব্বাস, ফাতেমী রাজবংশ প্রভৃতি সবই ছিল কুরাইশ বংশ থেকে। ইবনে খাল্লাদুন এই প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বলেছেন, এই সময় আরবরাই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের আসল পৃষ্ঠপোষক। আরবদের ঐক্যবদ্ধ করা কুরাইশদের নেতৃত্বের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। অন্য কোন বংশ থেকে খলীফা নির্বাচন করলে ইসলামী রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতা ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এ অবস্থায় অ-কুরাইশদের হাতে নেতৃত্ব দেয়াটা যুক্তিযুক্ত ছিল না। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত ছিল ঃ খিলাফত কুরাইশদের হাতে থাকবে। (মুকাদ্দামা, পৃ. ১৯৫-৬; ফাতহুল বারী, খণ্ড ১, পৃ. ৯৩-৯৬, ৯৭)

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর অর্থ কখনো এই নয় যে, শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাংবিধানিকভাবে কুরাইশদের হাতেই থাকবে এবং অন্যদের নেতৃত্ব জায়েয হবে না। যদি তাই হত তাহলে হযরত উমার (রা) তার মৃত্যুর সময় এ কথা বলতেন না, "যদি হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালেম জীবিত থাকতো তাহলে আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে যেতাম"– (তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ ঃ ১৯২)। তাছাড়া কুরাইশদের নেতৃত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন, তাদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা থাকতে হবে। আল্লাহর দীনকে কায়েম রাখতে হবে, আদল-ইনসাফ, প্রতিশ্রুতি পূরণ ইত্যাদি গুণ থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুরাইশরা যতক্ষণ আল্লাহর দীন কায়েম রাখবে ততক্ষণ তাদের হাতে নেতৃত্ব থাকবে (বুখারী)। তিনি আরো বলেন ঃ নেতৃত্ব ততক্ষণ কুরাইশদের হাতে থাকবে যতক্ষণ তারা ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা করে, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করে। (আবু দাউদ তায়ালিসী, মুসনাদে আহমাদ, আবু ইয়ালা, তাবারানী, বাযযার, নাসায়ী, হাকেম)

এসব হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, কুরাইশদের মধ্যে উল্লিখিত শর্তগুলো না পাওয়া গেলে বা তারা ঐ সব গুণ হারিয়ে ফেললে নেতৃত্ব অ-কুরাইশ বরং অনারব মুসলমানদের হাতে চলে যেতে পারে (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন : মাওলানা মওদূদীর 'রাসায়েল ও মাসায়েল,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৯। একই লেখকের রচিত 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত', পৃঃ ২৩৫-৩৬)। (স)

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ

৪৫৫৪। হামাম ইবনে মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জনগণ কুরাইশদের অনুগামী। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার মুসলমানরা তাদের মধ্যকার মুসলমানদের অনুগামী এবং তাদের মধ্যকার কাফিররা তাদের মধ্যকার কাফিরদের অনুগামী।

وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

৪৫৫৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (জাহেলী এবং ইসলামী যুগের) ভাল এবং মন্দ সব ব্যাপারে জনগণ কুরাইশদের অনুসারী।

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ

৪৫৫৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই দায়িত্ব (খিলাফতের) চিরকাল কুরাইশদের হাতেই থাকবে, এমনকি দুনিয়াতে দুইজন লোকও অবশিষ্ট থাকলে (অর্থাৎ দু'জনের একজন যদি কুরাইশী হয়, তবে কুরাইশী লোকটি হবে শাসক আর অপরজন হবে শাসিত)।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا خَالِدٌ «يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الطَّحَّانَ» عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

৪৫৫৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ এ দায়িত্ব (খিলাফত) শেষ হবে না, যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে বারজন খলীফা (শাসক) অতিবাহিত না হয়। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আরো কিছু কথা বললেন, তা আমার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। পরে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বলেছেন? আমার পিতা বললেন, 'তারা সবাই হবে কুরাইশী।'

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

৪৫৫৮। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শাসন কর্তৃত্বের এ দায়িত্ব বরাবরই চলতে থাকবে, যে পর্যন্ত তাদের থেকে বারজন লোক অতিবাহিত না হবে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কিছু কথা বলেছেন, যা আমি শুনতে পাইনি। আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ

সময়) কি বলেছেন? তিনি বললেন, (তিনি বলেছেন) তারা সবাই হবে কুরাইশী।

টীকা ঃ আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর চলবে, তার পর হবে রাজতন্ত্র।' খোলাফায়ে রাশেদার পর হযরত হাসানের (রা) ছয় মাস শাসনসহ সেই ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। কিন্তু এ ত্রিশ বছর বার জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) হলেন প্রথম, আর ইমাম মাহদী হবেন সর্বশেষ খলীফা। এর মধ্যবর্তী সময়ে সর্বমোট বারজন হবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর থেকেই একনাগাড়ে বারজন খলিফা অতিবাহিত হবেন এমন কথা নয়, তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশেও হতে পারে। অথবা একই সময়ে একই দেশেও কয়েকজন হতে পারেন। যেমন স্পেনে (Spain) একই সময়ে তিনজন শাসক ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই 'খলিফা' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। অথচ নবীর ওফাতের ৪৩০ বছর পরের ঘটনা। আর তারা সবাই ছিলেন কুরাইশী।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا

৪৫৫৯। জাবির ইবনে সামুরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে "জনগণের মাঝে খিলাফত চলতে থাকবে"– অংশটুকুর উল্লেখ নেই।

حدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

৪৫৬০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "বারজন খলীফা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত দীন-ইসলাম বিজয়ী বা শক্তিশালী থাকবে।" পরে তিনি একটা কথা বলেছেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। সুতরাং আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরে কি বলেছেন ? তিনি বললেন, তিনি বলেছেন ঃ "তারা সবাই হবে কুরাইশী।"

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

৪৫৬১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'বারজন খলিফা পর্যন্ত বরাবরই এ শাসন কর্তৃত্ব শক্তিশালী থাকবে।" তিনি (জাবির) বলেন, অতঃপর তিনি কিছু কথা বলেছেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। তাই আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি পরে কী কথা বলেছেন? জবাবে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তারা সবাই হবে কুরাইশ থেকে।"

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

৪৫৬২। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমার সঙ্গে আমার পিতাও ছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ বারজন খলীফা হওয়া পর্যন্ত এ দীন (ইসলাম) অপরাজেয় ও শক্তিশালী থাকবে। পরে তিনি আরো একটি কথা বলেছেন, তা লোকজনের শোরগোলে বুঝতে পারিনি। অতঃপর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি বলেছেন? জবাবে তিনি বলেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তারা (খলীফাগণ) সবাই হবেন কুরাইশ বংশ থেকে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ «وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الْأَسْلَمِيُّ يَقُولُ لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ

بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلَ كِسْرَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ انَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ فَاحْذَرُوهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَعْطَى اللّٰهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ

৪৫৬৩। আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরাকে (রা) একটি চিঠি লিখলাম এবং আমার গোলাম নাফে'কে তা নিয়ে তার কাছে পাঠালাম। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল ঃ "আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন, এমন কিছু হাদীস আমাকে অবহিত করুন। উত্তরে তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন ঃ (মায়েয ইবনে মালিক) আসলামীকে যে জুমআর দিন (যেনার স্বীকারোক্তিতে) পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেদিন বিকেলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের আগমণ পর্যন্ত অথবা (তিনি বলেছেন) তোমাদের ওপর বারজন খলীফার শাসন অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত এই দীন (ইসলাম) কায়েম থাকবে। তাঁরা সবাই হবে কুরাইশ বংশ থেকে। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি ঃ "মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটি দল শ্বেত প্রাসাদ (পারস্য সম্রাটের), কিসরার রাজ প্রাসাদ অথবা কিসরার উত্তরাধিকারীদের প্রাসাদ দখল করবে।[১] আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি ঃ "কিয়ামত আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনেক মিথ্যাবাদীর (ভণ্ড নবীর) আবির্ভাব ঘটবে।[২] তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবে।" আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহ যদি তোমাদের কাউকে মাল-সম্পদ দান করেন তাহলে সে তা সর্বপ্রথম নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করবে (পরে অন্যদের দেবে)।" আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি ঃ "আমি তোমাদের আগেই হাউযে কাউসারে পৌঁছে যাব (এবং তোমাদের আগমনের অপেক্ষা করব)।[৩]

টীকা ঃ ১. হযরত উমারের খেলাফতকালে হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে মাত্র ত্রিশ হাজার মুসলমান পারস্য জয় করেন। অথচ রুস্তমের নেতৃত্বে পারস্য সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৩ লক্ষ। এখানেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মু'জিযা প্রমাণিত হয়।

২ মুসাইলামা, আসওয়াদ আনিসী, সাজা', মালিক-এরা নবুয়তের মিথ্যা দাবীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। আর বিংশ শতাব্দীতে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও ছিল তাদের পদাঙ্কানুসারী।

৩. নবী (সা) হবেন হাউযে কাউসারের একমাত্র অধিনায়ক ও পানি বিতরণকারী।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُهَاجِرِ ابْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِمٍ

৪৫৬৪। আমের ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে সামুরা আদাবীর (রা) নিকট (লোক বা পত্র) পাঠিয়ে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আপনি যে হাদীস শুনেছেন তা বর্ণনা করুন... হাতেমের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করে যাওয়া বা তা বর্জন করা।

حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ قَالُوا اسْتَخْلِفْ فَقَالَ أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي «يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ» وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ

৪৫৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (উমার রা.) যখন (আততায়ীর হাতে) আহত হলেন, আমি তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করল এবং বললো, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। জবাবে তিনি বললেন, আমি (আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার) আশা রাখি এবং তাঁর (অসন্তুষ্টির ভয়ে) ভীতসন্ত্রস্ত।[১] লোকেরা বলল, আপনি কাউকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন, আমি কি আমার জীবদ্দশায় এবং মৃত অবস্থায়ও তোমাদের বহন করব? আমি আশা করি আমি যেন নিজেকে (আল্লাহর সামনে) নির্দোষ বলে দাবী করতে পারি। আমার ওপর কারো দাবী থাকবে না এবং কারো কাছে আমারও কোন দাবী থাকবে না। আমি যদি আমার উত্তরসূরী নিয়োগ করে যেতে চাই, তাও করতে পারি। কেননা যিনি আমার চেয়ে অনেক উত্তম ছিলেন, অর্থাৎ আবু বাক্‌র (রা) খলীফা নিযুক্ত করে গেছেন। আর আমি যদি তা পরিহার করি এবং তোমাদের কাজ তোমাদের ওপর ছেড়ে যাই, তাও করতে পারি। কেননা যিনি আমার চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খলীফা নিযুক্ত করে যাননি। ব্যাপারটি তোমাদের ওপরই ছেড়ে দিয়ে গেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, উমার (রা) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের নীতির কথা উল্লেখ করলেন, তখনই আমি বুঝতে পারলাম, তিনি খলীফা নিযুক্ত করে যাবেন না।[২]

টীকা ঃ ১. হযরত উমারের এই বক্তব্যে একজন সত্যিকার মুমিনের মনের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। যে কোন মুমিন আল্লাহর ক্ষমা-অনুগ্রহের প্রতি অত্যন্ত আশাবাদী, অপরদিকে নিজের দোষত্রুটির জন্য তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। নবী (সা) একবার ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'আল-ঈমান বাইনাল খাওফি ওয়ার্-রিয়া'– ভয় ও আশার মাঝখানেই হচ্ছে ঈমান। (স)

২. ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা নির্বাচনে ইসলামী শরীআতের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই যে, তিনি জনগণের সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে নিযুক্ত হবেন। বিদায়ী খলীফা তার উত্তরাধিকারীর মনোনয়ন দিতে পারেন। অতঃপর মুসলিম জনগণ তা অনুমোদন করতে পারে। যেমন হযরত আবু বাক্‌র (রা) তাঁর উত্তরাধিকারীর মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

বিদায়ী রাষ্ট্রপ্রধান তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন নাও করতে পারেন এবং পুরা ব্যাপারটি জনগণের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। যেমন নবী (সা) কাউকে মনোনয়ন দিয়ে যাননি। বিদায়ী রাষ্ট্রপ্রধান তার পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করার জন্য একটি মনোনীত কমিটি গঠন করে যেতে পারেন এবং মনোনয়ন দান করার পর জনগণ তার হাতে বাইআত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের আস্থা ব্যক্ত করতে পারে। যেমন হযরত উমার (রা) মনোনয়ন কমিটি গঠন করেছিলেন।

হযরত আলীও (রা) জনগণের সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি যখন ঘাতক কর্তৃক মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তার অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তার পুত্র হযরত হাসানকে (রা) পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি উত্তর দেন, "আমি তোমাদের এরূপ করতেও বলছি না এবং নিষেধও করছি না। তোমরা নিজেদের বিবেক খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে" (তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১২)। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই অনুমান করা যায় ঃ

(ক) কোন ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর ভিত্তিশীল। কোন ব্যক্তি জোরপূর্বক তাদের আমীর হতে পারে না।

(খ কোন বংশ বা শ্রেণীর এই পদের ওপর কোন একচেটিয়া অধিকার নেই।

(গ) মুসলিম জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা উৎপীড়ন চলবে না। (*Islamic Law & Constitution*, P. 225-26)। (স)

حدثنا إسحق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قال إسحق وعبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف قال قلت ما كان ليفعل قالت إنه فاعل قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك زعموا أنك غير

مُسْتَخْلِفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ قَالَ فَوَافَقَهُ قَوْلِي فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ

৪৫৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আমার বোন) হাফসার কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি কি অবগত আছ যে, তোমার পিতা (উমার রা.) তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে যাচ্ছেন না? আমি বললাম, তিনি এরূপ করবেন না (অর্থাৎ পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন করে যাবেন)। হাফসা (রা) বললেন, তিনি তাই করতে যাচ্ছেন (অর্থাৎ খলীফা মনোনয়ন না করেই যাচ্ছেন)। ইবনে উমার বলেন, তখন আমি শপথ করলাম যে, অবশ্যই আমি এ ব্যাপারে তার সাথে আলাপ করব। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি ভোর পর্যন্ত নীরব রইলাম এবং তখন পর্যন্তও তাঁর (উমারের) সাথে কোন আলাপ করতে পারিনি। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার ডান হাতে করে একটি পাহাড় বহন করছি (অর্থাৎ খুব উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটাচ্ছি)। অবশেষে আমি তার কাছে আসলাম এবং তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। (আমাকে দেখেই) তিনি আমার কাছে লোকদের অবস্থা বা অভিমত জানতে চাইলেন এবং আমি তাকে তা জানালাম। অতঃপর আমি তাকে বললাম, লোকমুখে কিছু কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। তখন আমি শপথ করেছি যে, তা আমি আপনাকে অবহিত করব। লোকেরা অনুমান করছে, "আপনি কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে যাচ্ছেন না। আপনি কাউকে উট অথবা মেষ পালের রাখাল নিয়োগ করলেন। সে ঐগুলি আসল। অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে আপনার কাছে চলে আসল। তখন আপনি (নিশ্চয়ই) ভাববেন, পশুগুলো হারিয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ মানুষের রাখালের দায়িত্ব কত নাজুক এবং গুরুত্বপূর্ণ।" রাবী বলেন, (মুমূর্ষু খলীফা আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করলেন। তিনি কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চিন্তা করলেন, অতঃপর আমার দিকে মাথা তুলে বললেন ঃ "মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ নিজেই তাঁর দীনকে হেফাযত করবেন। আমি যদি খলীফা নিয়োগ না করি (তাহলে আমার সামনে এরূপ দৃষ্টান্ত বর্তমান রয়েছে); যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

খলীফা নিয়োগ করে যাননি। আর যদি আমি খলীফা নিয়োগ করতে চাই, তাও করতে পারি। কেননা আবু বাক্‌র (রা) খলীফা নিয়োগ করে গেছেন। রাবী বলেন, আল্লাহর শপথ! যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌রের (রা) নাম উল্লেখ করলেন, সাথে সাথে আমি বুঝে নিলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাউকে সমকক্ষ স্থাপন করবেন না (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. যা করেননি, তিনিও তা করবেন না)। অতএব তিনি কাউকে খলীফা নিয়োগ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

নেতৃত্ব চাওয়া এবং তার আকাঙ্ক্ষা রাখা নিষিদ্ধ।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَاتَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

৪৫৬৭। আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুর রাহমান! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা যদি তোমাকে তা চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া হয়, তাহলে তোমাকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেয়া হবে (দায়িত্ব পালনে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।) আর যদি তা তোমাকে না চাইতেই দেয়া হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ

৪৫৬৮। আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ

نِى عَمِّى فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللّٰهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هٰذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

৪৫৬৯। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার দুই চাচাত ভাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মহামহিম আল্লাহ্ আপনাকে যে ক্ষমতা (রাজত্ব) দান করেছেন, তাতে আমাকে কোনো একটি কাজে নিয়োগ করুন। অপর লোকটিও অনুরূপ আরজি পেশ করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা এ কাজের দায়িত্বে এমন কাউকে নিয়োগ করি না যে তা চায়, এবং এমন কাউকেও নিয়োগ করি না যে তা পাওয়ার লালসা করে।

حدثنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَاتِمٍ ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنِى أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِى وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِى فَكِلاَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِى عَلَى مَا فِى أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ قَالَ وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ وَقَدْ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلٰكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَ الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذٌ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِى نَوْمَتِى مَا أَرْجُو فِى قَوْمَتِى

৪৫৭০। আবু মূসা আশ্‌য়ারী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমার সঙ্গে ছিল আশ্‌আরী গোত্রের দু'জন লোক। একজন ছিল আমার ডানে এবং অপরজন ছিল আমার বামে। তারা উভয়ে (তাঁর কাছে) কাজ (চাকরী) চাইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মিসওয়াক করছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু মূসা, অথবা বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (আবু মূসার নাম)! তুমি কি বল? আবু মূসা (রা) বললেন, আমি বললাম, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তাদের অন্তরে কি উদ্দেশ্য ছিল তা আমাকে অবহিত করেনি। আর আমিও জানতাম না যে, তারা আপনার কাছে চাকরী চাইবে। আবু মূসা বলেন, আমি যেন তাঁর দুই ঠোঁটের মাঝখানে মেসওয়াকটি দেখতে পাচ্ছি এবং তাঁর ঠোঁট উপরের দিকে সংকুচিত হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ আমরা এমন লোককে কখনো কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি না যে তা চায়। বরং হে আবু মূসা, অথবা বলেছেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস, তুমিই (একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে) চলে যাও। তিনি তাকে ইয়ামন দেশের গভর্নর করে পাঠালেন। তার অব্যবহিত পরেই তিনি মুআয ইবনে জাবালকে (রা) তার সহায়তা করার জন্য পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছলে আবু মূসা (রা) বললেন, তশরিফ রাখুন। তার জন্যে তিনি একখানা চাদর বিছিয়ে দিলেন। এ সময় সেখানে এক ব্যক্তি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর কি হয়েছে? আবু মূসা (রা) বললেন, এ ছিলো ইহুদী ধর্মাবলম্বী। সে ইসলাম গ্রহণ করে। পুনরায় সে তার মিথ্যা দীনে ফিরে গিয়ে ইহুদী হয়ে যায়। মুআয (রা) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানানুযায়ী তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসব না। আবু মূসা (রা) বললেন, হাঁ তাই করা হবে, আপনি আগে বসুন। মুআয (রা) আবারও বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসব না। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। অতঃপর আবু মূসা (রা) নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাকে হত্যা করা হল।* অতঃপর তাদের উভয়ের মধ্যে রাতে নফল নামায পড়ার ব্যাপারে আলোচনা হল। তাদের একজন অর্থাৎ মুয়ায (রা) বললেন, আমি কিছুক্ষণ ঘুমাই এবং কিছুক্ষণ নামায পড়ি। আমি আশা করি আমার নিদ্রার মধ্যেও আমি সে পরিমাণ (সাওয়াব) পাব যে পরিমাণ (সওয়াব) নামাযের মধ্যে পাওয়ার আশা রাখি।**

টীকা ঃ * অন্য এক হাদীসে নবী (সা) ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ – যে ব্যক্তি দীন পরিবর্তন করে তাকে কতল কর।" তবে তাকে প্রথমে কয়েদ করতে হবে। অতঃপর সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। এ জন্যে তিন দিন সময়ই যথেষ্ট। নারী বা পুরুষ উভয়ের জন্যে এই একই বিধান। সে সংশোধন না হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। (অ)

** হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) ছিলেন মুফতী সাহাবীদের একজন। তাই তিনি বলেছেন ঃ সারারাত নফল পড়ার চেয়ে শরীরের হক অর্থাৎ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করাটাও ইবাদত। অন্যথা রোগাক্রান্ত হয়ে ফরয

ইবাদত থেকেও বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। কাজেই শরীরের হক আদায় করাও ওয়াজিব। আর এজন্যও সওয়াব রয়েছে। (অ)

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

প্রয়োজন ছাড়াই দায়িত্বপূর্ণ পদ নেয়া অবাঞ্ছিত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

৪৫৭১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোন পদে নিয়োগ করবেন না? আবু যার (রা) বলেন, (আমার কথার জবাবে) তিনি আমার কাঁধের ওপর স্বহস্তে আঘাত করে বললেন ঃ হে আবু যার! তুমি হচ্ছো দুর্বল প্রকৃতির লোক। আর এটা হচ্ছে একটা আমানত, কিয়ামতের দিন এটা (পদাধিকারীর জন্য) অপমান ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই পদের হক যথাযথভাবে আদায় করবে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করবে তার কথা স্বতন্ত্র।

টীকা ঃ আবু যার গিফারী (রা) নিঃসন্দেহে একজন উচ্চ স্তরের সাহাবী ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন প্রশাসনিক পদের উপযুক্ত মনে করেননি বা তার জন্য এটা কল্যাণকর মনে করেননি। ইসলামী রাষ্ট্রের একজন দায়িত্বশীল প্রশাসকের কি কি গুণ থাকতে হয়- এ সম্পর্কে ইবনে খাল্লাদুন বলেন ঃ (ক) ইসলাম সম্পর্কে তার ব্যাপক জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা এই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ছাড়া ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। (খ) শাসককে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী হতে হবে। কারণ ইমামতের এই পদটি হচ্ছে একটি ধর্মীয় পদ। (গ) ইসলাম নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা, তার মধ্যে থাকতে হবে দেশের সার্বভৌমত্বের হেফাজত করা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার মত যোগ্যতা ও সাহসিকতা এবং (ঘ) তাকে শারীরিক এবং মানসিক যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে। ইমাম আবুল হাসান মাওয়ার্দীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

কতিপয় বিশেষজ্ঞ উল্লিখিত শর্তগুলোর সাথে আরো কয়েকটি শর্ত যোগ করেছেন। (ক) রাষ্ট্রপ্রধানকে স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। কেননা একজন গোলাম কখনো স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। (খ) তাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে।

উল্লিখিত গুণগুলোর প্রায় সবগুলোই আবু যার গিফারীর (রা) মধ্যে বর্তমান ছিল। কিন্তু তার মধ্যে দৈহিক শক্তি, দৃঢ় সংকল্প এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ছিল- যা একজন মুসলিম শাসকের মধ্যে বর্তমান থাকা

খুবই প্রয়োজন। আবু যার (রা) ছিলেন আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক। তিনি নামায এবং গভীর ধ্যানেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ার চিন্তা পরিত্যাগ করতে বলেন। কারণ একজন প্রশাসকের দায়িত্ব অত্যন্ত ভারী এবং কঠিন প্রকৃতির। (স)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِى، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

৪৫৭২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু যার! আমি দেখছি তুমি দুর্বল এবং আমি নিজের জন্যে যা পছন্দ করি, তোমার জন্যও তাই পছন্দ করি। (এমনকি) তুমি দু'ব্যক্তির ওপরেও কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব গ্রহণ করো না এবং ইয়াতীমের মালেরও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো না।

টীকা ঃ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে উল্লিখিত হাদীস দু'টিতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে যারা দায়িত্ব পালনে দুর্বল ও ন্যায়ভিত্তিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম এবং স্বার্থপরতার পূজারী তাদের জন্যেই কিয়ামতের দিনের লাঞ্ছনা ও লজ্জা-অপমান অপেক্ষা করছে। কিন্তু যারা এই পদের যোগ্য এবং ব্যক্তিস্বার্থের কাছে পরাভূত নয়, তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট বিরাট পুরস্কার রয়েছে। ইয়াতীমের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের বেলায়ও একই পরিণাম। (অ)

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদা, অত্যাচারী শাসকের পরিণাম, জনগণের প্রতি সহনশীল হওয়ার জন্য উৎসাহ দান এবং তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা নিষেধ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

৪৫৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসক মহান আল্লাহর নিকট নূরের উচ্চ মিনারায় অবস্থান করবে, যা থাকবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ডান পাশে। তবে আল্লাহর (কুদরতের) উভয় হাতই ডান দিক। যেসব শাসক ন্যায়-ইনসাফ ও সততার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করবে, নিজেদের পরিজনদের সাথে ইনসাফ করবে এবং তাদের উপর ন্যস্ত প্রতিটি দায়িত্বের ক্ষেত্রে আদলের পরিচয় দেবে– কেবল তারাই এই মর্যাদার অধিকারী হবে।

টীকা ঃ 'উচ্চ মিনারা' অর্থ হচ্ছে বুলন্দ মর্যাদা। আর সেসব দায়িত্ব হলো যেমন– শাসন, বিচার-আচার, বদান্যতা, ইয়াতীমের প্রতি দয়ার দৃষ্টি, সাদকা-খায়রাত এবং মানুষের যে সমস্ত কাজ তাদের ওপরে ন্যস্ত ইত্যাদি। (অ)

حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هٰذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هٰذَا اللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

৪৫৭৪। আবদুর রাহমান ইবনে শুমাসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিছু কথা জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে আয়েশার (রা) নিকট আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার লোক? আমি বললাম, আমি মিসরের অধিবাসী। আয়েশা (রা) বললেন, তোমাদের বর্তমান শাসক তোমাদের এই যুদ্ধে তোমাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করে? আবদুর রাহমান বললেন, তার দ্বারা আমাদের কোনো প্রকারের ক্ষতি হয় না। যদি আমাদের কারো উট মারা যায়, তিনি তাকে উট দিয়ে দেন, কারো গোলাম মারা গেলে তিনি তাকে গোলাম দান করেন এবং কেউ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে পড়লে তিনি তাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করেন। অতঃপর আয়েশা (রা) বলেন, আমার ভাই

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রের (রা) সাথে যে (নির্দয়) ব্যবহার করা হয়েছে, তা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনা কথা তোমার কাছে বর্ণনা করতে বিরত রাখবে না। তিনি আমার এই ঘরে অবস্থানকালেই এই দু'আ করেছেন ঃ "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের কোন কাজের দায়িত্বশীল হয় এবং সে তাদের সাথে কঠোরতা করে তুমিও তার প্রতি নির্দয় ও কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের শাসক হয় এবং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করে, তুমিও তার সাথে সদয় ব্যবহার কর।"

টীকা ঃ এই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রই ছিলেন হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের নায়ক। মক্কা বিজয়ের বছর ৮ম হিজ্‌রীতে 'যুল্ হুলাইফা' নামক স্থানে হযরত আস্‌মা বিনতে উমাইসের গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মিসরবাসীরা ছিলো হযরত মুআবিয়া তথা উমাইয়াদের সমর্থক। হযরত উসমান (রা) ছিলেন উমাইয়া খান্দানের লোক। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রের মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকলেও আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, ৩৮ হিজরীতে মিসরীরা তাকে হত্যা করে গাধার পেটের মধ্যে পুরে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। এ মর্মান্তিক ও অমানুষিক ঘটনার দিকে ইংগিত করে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, মিসরীরা আমার ভাইয়ের সাথে যে অমানুষিক ব্যবহার করেছে, তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে রাসূল (সা) থেকে শুনা হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকব না। (অ)

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৪৫৭৫। আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

৪৫৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের রাখাল (শাসক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজের

রাখালী (শাসন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম জনগণের রাখাল (শাসক বা নেতা), সে তার শাসিত অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের রাখাল বা অভিভাবক)। সুতরাং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও তার সন্তানের রাখাল (রক্ষণাবেক্ষণকারিণী)। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম বা দাস তার মালিকের অর্থ-সম্পদের রাখাল (পাহারাদার), সুতরাং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা সবাই রাখাল (শাসক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ রাখালী (দায়িত্ব ও কর্তব্য) সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

টীকা ঃ ইসলাম সমাজের প্রতিটি মানুষের ওপর সমাজকে সুন্দর করে গড়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এ দায়িত্ব প্রতিটি ব্যক্তি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পালন করলেই সুন্দর সমাজ গঠিত হতে পারে। নির্বোধ বা পাগল ব্যতীত দায়িত্ব থেকে কেউই মুক্ত নয়, বরং আমরা দায়িত্বের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই বলা হয়েছে, মানুষ 'মুকাল্লাফ' বা দায়িত্বশীল। তাই ইসলাম বলছে ঃ ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকের ওপর কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যার কর্তৃত্ব যত বিস্তৃত তার দায়িত্বও তত বেশী। দায়িত্বে ফাঁকি দেয়া বা দায়িত্বে থেকে দুর্নীতি করা ইসলামের পরিপন্থী কাজ। তাই নবী (সা) সেই দায়িত্বের কথাই প্রত্যেককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তার জন্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং জবাবদিহি সন্তোষজনক না হলে আল্লাহর শাস্তি অবশ্যই তাকে গ্রাস করবে। (অ)

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي الْقَطَّانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ ، يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ . قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ

৪৫৭৭। ইমাম মুসলিম বলেন, ইবনে উমার (রা) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

৪৫৭৮। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে উমার (রা) থেকে নাফে কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক। যুহরীর বর্ণনায় আরো আছে, রাবী বলেন, "আমার মনে হয় তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এও বলেছেন ঃ 'ব্যক্তি (ছেলে) তার পিতার সম্পদের রক্ষক, এবং তাকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে'।"

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى

৪৫৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... পূর্বের হাদীসের সমার্থক।

وحَدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ

عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

৪৫৮০। হাসান (বসরী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) যে রোগে ইনতিকাল করেন তাতে আক্রান্ত হলে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাকে দেখতে যায়।* তখন মাকিল (রা) বললেন, আমি তোমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। যদি আমি জনতে পারতাম আমার হায়াত এখনও বাকী আছে, তাহলে আমি তোমার কাছে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ জনগণের শাসক নিযুক্ত করেন এবং সে তাদের সাথে প্রতারণাকারী বা খেয়ানতকারী রূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন।

টীকা ঃ এই উবাইদুল্লাহ হচ্ছে আবু সুফিয়ানের ব্যভিচারজাত সন্তান যিয়াদ ইবনে আবীহির পুত্র। উবাইদুল্লাহর নির্দেশে ইমাম হুসাইনকে (রা) সপরিবারে কারবালার ময়দানে নিরস্ত্র অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় (১০ মুহাররম, ৬১ হিজরী)। তাঁর ছিন্ন মস্তক কুফার দুর্গে নিয়ে গেলে এই পাষণ্ড উবাইদুল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডলে বেত্রাঘাত করে। এই দৃশ্য দেখে একজন বৃদ্ধ মুসলমান চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে, "আফসোস! আমি এই ওষ্ঠদ্বয়ের ওপর আল্লাহর রাসূলের (সা) ওষ্ঠদ্বয় সংস্থাপিত হতে দেখেছি।" (স)

وحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ وَزَادَ قَالَ أَلَّا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأُحَدِّثَكَ

৪৫৮১। হাসান (বস্‌রী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) কঠিনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে ইবনে যিয়াদ তাকে দেখতে গেলেন। হাদীসের বাকী অংশ আবুল আশহাব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে, ইবনে যিয়াদ বললেন, আপনি এ কথাটি এর পূর্বে আমাকে বলেননি কেন? জবাবে মা'কিল (রা) বললেন, আগে তো বলিনি এবং এখনো বলার ইচ্ছা ছিল না।

وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ

وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زِيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ أَمِيرٍ يَلِى أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

৪৫৮২। আবুল মালীহ (রা) থেকে বর্ণিত। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাঁকে দেখতে আসে। মা'কিল (রা) তাকে বললেন, আজ আমি তোমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করব। যদি আমি এখন মৃত্যুশয্যায় না থাকতাম, তাহলে তোমার কাছে তা কখনো বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত হয়, অতঃপর সে তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা না করে এবং নিঃস্বার্থভাবে তাদের সেবা না করে, তাহলে সে ঐ সমস্ত লোকের (শাসিত) সাথে সাথে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

وحدثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحٰقَ أَخْبَرَنِى سَوَادَةُ بْنُ أَبِى الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَ فَأَتَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ

৪৫৮৩। সাওয়াদা ইবনে আবুল আসওয়াদ বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাঁকে দেখতে আসে।... হাদীসের বাকী অংশ মা'কিলের সূত্রে হাসান বসরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَىْ بُنَىَّ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِى غَيْرِهِمْ

৪৫৮৪। হাসান বসরী বলেন, আয়েয ইবনে আমর (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছে গিয়ে বললেন,

হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "অত্যাচারী শাসক হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট রাখাল।" সুতরাং তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাক।

এ কথা শুনে যিয়াদ (ক্রোধান্বিত হয়ে) বলল, তুমি বস। তুমি তো হলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যকার ভূষিগুলোর (অপদার্থ) অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ তুমি তো বিজ্ঞ আলেম, ফাযেল বা শরীফ-সম্ভ্রান্ত কেউ নও; বরং তুমি হচ্ছ একটা অপদার্থ)। উত্তরে আয়েয (রা) বললেন, তাদের (সাহাবীদের) মধ্যেও কি কেউ ভূষি (অপদার্থ) ছিলেন? কখনও নয়। বরং তাদের পরে এবং তাদের বাইরের লোকদের মধ্য থেকেই ভূষির (অপদার্থ) আবির্ভাব হয়েছে।

টীকা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সাহাবাদের সম্পর্কে ধৃষ্ট উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের এই হচ্ছে অশিষ্ট মন্তব্য। অথচ হাদীসে রাসূল (সা) বলছেন, "আমার সাহাবীগণ তারকাপুঞ্জ সদৃশ।" তাদের প্রত্যেকেই এক একটি আলোক স্তম্ভ স্বরূপ। তাদের প্রত্যেকেই লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম। তাদের কেউই অকর্মণ্য বা অপদার্থ ছিলেন না। বরং যারা সাহাবীদের সম্পর্কে এ ধরনের অপমানজনক মন্তব্য করে মূলত তারাই অপদার্থ এবং ভূষি। (স)

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

খেয়ানত বা আত্মসাৎ করা চরম অপরাধ।

وحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى حَيَّانَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

৪৫৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি (অপরের সম্পদ) আত্মসাৎ করার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি এটাকে ভয়ংকর ব্যাপার এবং কঠিন গুনাহের কাজ ঘোষণা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন চিৎকাররত উট কাঁধে বহন করে নিয়ে আসা অবস্থায় আমি না দেখি। আর সে বলতে থাকবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন (আমার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন)। আমি বলবো ঃ তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে চিৎকাররত ঘোড়া নিজের কাঁধে বহন করা অবস্থায় আসতে না দেখি। সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সাহায্য করুন! আর আমি বলব ঃ তোমার ব্যাপারে কিছুই করার এখতিয়ার আমার নেই। আমি ইতিপূর্বেই আল্লাহর বিধান তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে চিৎকাররত বকরী নিজের কাঁধে বহন করা অবস্থায় নিয়ে আসতে না দেখি। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সাহায্য করুন! আর আমি বলব ঃ তোমার ব্যাপারে কিছুই করার এখতিয়ার আমার নেই। আমি তো আগেই আল্লাহর হুকুম তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি।

কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে চিৎকাররত মানুষ নিজের কাঁধে বহন করে নিয়ে আসতে না দেখি। সে চিৎকার করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সাহায্য করুন! আর আমি বলব ঃ আমি আজ তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারব না। আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন আমি এমন অবস্থায় আসতে না দেখি যে, তার ঘাড়ে কাপড়ের গাইট পেঁচানো রয়েছে। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব ঃ আজ আমি তোমার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে অবহিত করেছি।

তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় না আসে যে, আমি তার ঘাড়ে করে সোনা-রূপার বোঝা বহন করে নিয়ে আসতে দেখব। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সাহায্য করুন! আর আমি বলব ঃ আজ আমি তোমার কোনো উপকারই করতে পারবো না। আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

টীকা ঃ এ হাদীসটি আল্লাহর বাণী ঃ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- "(দুনিয়াতে) কোন ব্যক্তি যা কিছু অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন তা নিজ কাঁধে বহন করে আসবে"- এরই ব্যাখ্যা। (অ)

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ وَعُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ

৪৫৮৬। আবু যুরআ, আবু হুরায়রা (রা) থেকে, আবু হাইয়ানের সূত্রে ইসমাইল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ « يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ » عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ

৪৫৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেয়ানত বা আত্মসাৎ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি এটাকে ভয়ংকর অপরাধ বলে উল্লেখ করলেন। আবু হুরায়রা (রা) গোটা হাদীস বর্ণনা করলেন।

وحدثني أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

৪৫৮৮। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন... এ সূত্রেও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

সরকারী কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ করা হারাম।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ « وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ » قَالُوا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ

৪৫৮৯। আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তার নাম ছিল লুতবিয়া। আমর এবং আবু উমার বলেন, তাকে যাকাত বিভাগের কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। সে (মদীনায়) ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনাদের জন্যে (অর্থাৎ এগুলো যাকাতের মাল), আর এগুলো আমার। এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন ঃ কি হলো কর্মচারীর! আমি তাকে (যাকাত সংগ্রহের জন্যে) প্রেরণ করি। সে ফিরে এসে বলে, 'এটা তোমাদের জন্যে আর ওটা আমার জন্যে।' সে তার পিতার ঘরে অথবা তার মায়ের ঘরে বসে থাকছে না কেন? তারপর দেখুক তাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা? সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিজ ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে। সে চিৎকাররত উট, অথবা হাম্বা হাম্বা রবে চিৎকাররত গরু, অথবা ভ্যাঁভ্যাঁ রবে চিৎকাররত ছাগল কাঁধে বহন করে নিয়ে আসবে। অতঃপর তিনি (নবী সা.) হস্তদ্বয় এমনভাবে উপরের দিকে উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর বগলের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। তিনি দু'বার বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনার বিধান আমি যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছি।"

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ

اللُّتْبِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ

৪৫৯০। আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয্দ গোত্রের ইবনে লুতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত বিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। সে যাকাতের মাল সংগ্রহ করে নিয়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা অর্পণ করে। অতঃপর সে বলে, এগুলো আপনাদের জন্য (যাকাতের মাল), আর 'এগুলো উপঢৌকন– যা আমাকে উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছে।' তার কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তোমার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকলে না কেন? তারপর দেখতে তোমাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কি না? অতঃপর খুৎবা (ভাষণ) দানের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন... হাদীসের বাকী অংশ সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

টীকা ঃ কর্মচারীকে তার কর্মরত অবস্থায় উপঢৌকন দেয়া হলে তা তার পদের বদৌলতেই দেয়া হয়। উমার ইবনে আবদুল আযীয বলেন, এক সময় তা উপঢৌকন ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ঘুষ বা উৎকোচে পরিণত হয়েছে। অতএব বর্তমান যুগে তা হারাম কিন্তু কর্মচারী ব্যতীত অন্য কাউকে দেয়া হলে তা মুস্তাহাব। (অ)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْأُتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللّٰهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللّٰهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا

شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي

৪৫৯১। আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে বনী সুলাইম গোত্রের যাকাত সংগ্রহ করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাকে ইবনুল উতুবিয়া নামে ডাকা হত।* সে কাজ সমাধা করে ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকলে না কেন, এখানেই তোমার জন্য উপঢৌকন আসে কিনা দেখা যেত? অতঃপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে যে রাষ্ট্রের অভিভাবক বানিয়েছেন, আমি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে এর কোন গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে নিযুক্ত করি। পরে সে আমার নিকট এসে বলে, এগুলো আপনাদের সম্পদ, আর ঐগুলো উপঢৌকন যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (এখন আমি বলি) সে তার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকল না কেন? যদি সে সত্যবাদী হয়, তা হলে সেখানেই তার জন্য এ সব তোহ্‌ফা এসে যায় কিনা দেখা যেত। আল্লাহর শপথ! যদি তোমাদের কেউ এসব সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে কিছু ভোগ করে, তবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। আমি অবশ্যই তোমাদের যে কোন ব্যক্তিকে চিনতে পারব সে তার ঘাড়ে চিৎকাররত উট, অথবা হাম্বা হাম্বা রবে চিৎকাররত গরু, অথবা ভ্যাঁ ভ্যাঁ রবে চিৎকাররত বকরী বহন করে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। অতঃপর তিনি হস্তদ্বয় এতো ওপরের দিকে তুললেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি কি (আপনার বিধান ঠিক ঠিকভাবে) পৌছে দিয়েছি? বর্ণনাকারী বলেন, আমার দুচোখ তাঁর দাঁড়ানোর বিশেষ ভংগী লক্ষ্য করেছে এবং আমার দুই কান তাঁর কথা শুনেছে।

টীকা ঃ* ইবনুল 'লুতবিয়া' ও 'উতুবিয়া' হাদীসে উভয় শব্দ ব্যবহার হয়েছে। বনী আসাদ ও বনী আযদ উভয়টি একই গোত্র। অবশ্য উভয়টি আযদে শানুয়া নামক বড় গোত্রের শাখা গোত্র। লোকটির নাম আবদুল্লাহ। (অ)

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ

فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ تَعْلَمُنَّ وَاللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنَايَ وَسَلُوا زَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي

৪৫৯২। আবু মুয়াবিয়া, আবদুর রহীম ইবনে সুলাইমান ও সুফিয়ান– সবাই উক্ত সিলসিলায় হিশাম থেকে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদাহ ও ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় আছে, "যখন সে যাকাত আদায় করে ফিরে আসল, তিনি (রাসূল সা.) তার কাছ থেকে হিসাব নিলেন" যেমন আবু উসামার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে নুমাইরের হাদীসে আছে ঃ "আল্লাহর শপথ! তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের যে কেউ এই সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে যা-কিছু গ্রহণ করবে।" সুফিয়ানের বর্ণনায় আরো আছে ঃ "রাবী বলেন, আমার দুই নয়ন তাঁকে দেখেছে, যখন তিনি উল্লিখিত কথাগুলো বলেছেন, এবং আমার দু'কান তা শুনেছে। তোমরা যায়েদ ইবনে সাবিতের (রা) কাছে গিয়েও এ কথাগুলো জিজ্ঞেস করতে পার। তিনিও তখন আমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।"

وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ «وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي

৪৫৯৩। আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে যাকাত বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন। সে বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর মালপত্র নিয়ে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে) ফিরে এসে বলতে লাগল, এগুলো আপনাদের জন্য আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। উরওয়া বলেন ঃ আমি আবু হুমাইদকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমার কান তাঁর মুখ থেকে শুনেছে।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي ابن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال فقام اليه رجل أسود من الانصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال ومالك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى

৪৫৯৪। আদী ইবনে আমীরা আল-কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আমি তোমাদের কাউকে কোন দয়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করি। আর যদি সে আমাদের থেকে একটি সূঁচ বা তার চেয়ে অধিক কিছু লুকিয়ে রাখে তবে তা হবে খেয়ানত বা আত্মসাৎ। কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে নিয়ে আসবে।" রাবী বলেন, এ সময় আনসারদের মধ্যকার এক কাল ব্যক্তি উঠে তাঁর সামনে দাঁড়াল। আমি যেন এখনও তাকে দেখছি। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দেয়া কাজের দায়িত্বটি আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিন। তিনি বললেন ঃ "কেন, তোমার কি হয়েছে?" সে বলল, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমি এখনো তাই বলছি, আমরা তোমাদের কাউকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করি। সে ছোট-বড় বা কম-বেশী সবকিছু নিয়ে এসে জমা দেবে। তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে সে তা গ্রহণ করবে এবং যা তার জন্য নিষিদ্ধ করা হবে, সে নিজেকে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবে।"

وحدثناه محمد ابن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا إسماعيل بهذا الاسناد بمثله

৪৫৯৪(ক)। ইসমাঈল থেকে উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثناه إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا الفضل بن موسى حدثنا إسماعيل بن أبي خالد

أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

৪৫৯৫। কায়েস ইবনে আবু হাযেম বলেন, আমি আদী ইবনে আমীরা আল-কিন্দীকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... এ হাদীসের বর্ণনা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

ন্যায়ানুগ কাজে সরকারের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক এবং পাপ ও অন্যায় কাজে সরকারের আনুগত্য করা হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ)।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

৪৫৯৬। ইবনে জুরাইজ বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দানের অধিকারী (শাসক, তাদের আনুগত্য কর)"– এ আয়াতটি আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা ইবনে কায়েস ইবনে আদী আল্-সাহমীর (রা) প্রসঙ্গে নাযিল হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়েছিলেন। রাবী বলেন, এ হাদীসটি ইয়ালা ইবনে মুসলিম আমাকে সাঈদ ইবনে জুবাইরের সূত্রে, তিনি ইবনে আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

৪৫৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার শাসকের নাফরমানী করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই নাফরমানী করল।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

৪৫৯৮। আবু যিনাদ থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে "যে ব্যক্তি শাসকের নাফরমানী করল, সে আমারই নাফরমানী করল" বাক্যটির উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

৪৫৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমার নিয়োগকৃত আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করল, সে আমারই নাফরমানী করল।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً

৪৬০০। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান বলেন যে, তিনি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এই সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিবরণ উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنى أبو كامل الجحدرى حدثنا أبو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبى علقمة قال حدثنى أبو هريرة من فيه إلى فى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثنى عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم

৪৬০১। আবু আলকামা বলেন, আমি আবু হুরায়রার (রা) মুখে সরাসরি শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।... আবু আলকামা বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... অতঃপর হাদীসের বিবরণ উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم

৪৬০২। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبى هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أميرى وكذلك فى حديث همام عن أبى هريرة

৪৬০৩। আবু হুরায়রার (রা) আযাদকৃত গোলাম আবু ইউনুস বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এই সূত্রে আছে– 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল',

কিন্তু 'আমার আমীরের' কথাটি নেই। আবু হুরায়রার (রা) সূত্রে হাম্মাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ উল্লেখ আছে।

وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ

৪৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুঃখে-সুখে, খুশী-অখুশীতে এবং যদিও অন্য কাউকে তোমার ওপরে প্রাধান্য দেয়া হয় তবুও সর্বাবস্থায় আমীরের নির্দেশ শোনা এবং তার আনুগত্য করা তোমার জন্য বাধ্যতামূলক।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ

৪৬০৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমীরের আদেশ শ্রবণ করি এবং তার আনুগত্য করি– সে পঙ্গু গোলাম হলেও।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ

৪৬০৬। আবু ইমরান থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় "পঙ্গু হাবশী গোলাম" উল্লেখ আছে।

وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ

৪৬০৭। আবু ইমরান থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে– যেরূপ ইবনে ইদরীসের বর্ণনায় আছে– "পঙ্গু ক্রীতদাস"।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

৪৬০৮। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার দাদীকে বলতে শুনেছি, তিনি বিদায় হজ্জের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাষণ দিতে গিয়ে বলতে শুনেছেন ঃ যদি তোমাদের ওপর কোন গোলাম শাসক নিযুক্ত হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালিত করে তবে তার নির্দেশ শোন এবং আনুগত্য কর।

টীকা ঃ ইমাম যদি কোনো গোলামকে অধিনায়ক নিযুক্ত করেন তখন তার আনুগত্য ওয়াজিব। কিন্তু যদি সে জোরপূর্বক ক্ষমতায় আসে তবে তার আনুগত্য জায়েয নেই।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

৪৬০৯। শো'বা থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আছে, "সে যদি হাবশী গোলামও হয়"।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا

৪৬১০। শো'বা থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে "পঙ্গু হাবশী গোলাম" উল্লেখ আছে।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ

৪৬১১। শো'বা থেকে এ সূত্রেও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই সূত্রে "পঙ্গু হাবশী গোলাম" কথাটুকুর উল্লেখ নেই। এ সূত্রে আরো আছে– তিনি (অর্থাৎ

ইয়াহ্‌ইয়ার দাদী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিনায় অথবা আরাফাতে এই কথা বলতে শুনেছেন।

وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا

৪৬১২। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হুসাইন থেকে তাঁর দাদী উম্মুল হুসাইনের (রা) সূত্রে বর্ণিত। ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, তাঁকে আমি বলতে শুনেছি ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জ পালন করি। উম্মুল হুসাইন আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর ভাষণে) অনেক কথাই বলেছেন, অতঃপর আমি তাকে (একথাও) বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামও তোমাদের ওপর শাসক নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, তবে তোমরা তার নির্দেশ শোন এবং তার আনুগত্য কর।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

৪৬১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য আমীরের (শাসকের) কথা শোনা এবং আনুগত্য করা– চাই তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক। তবে যদি গুনাহের কাজের নির্দেশ দেয়া হয় (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। যদি গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না।

وحدثناه زهير بن حرب ومحمد ابن المثنى قالا حدثنا يحيى «وهو القطان» ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله

৪৬১৪। উবাইদুল্লাহ থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ « وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى » قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

৪৬১৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদল যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করলেন। এক ব্যক্তিকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি (সেনাপতি) আগুন জ্বালিয়ে লোকদেরকে বললেন, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। কিছুসংখ্যক লোক তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে মনস্থ করেছিল। আর কিছু লোক বলল, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারটি উল্লেখ করা হল। যারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তাতেই পড়ে থাকতে। আর অপর লোকদের সম্পর্কে তিনি উত্তম কথাই বললেন। তিনি আরো বললেন ঃ আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে আনুগত্য করা জায়েয নেই। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য কেবল ন্যায় এবং সৎ কাজেই।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى قَالَ

فَادْخُلُوهَا قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

৪৬১৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্ষুদ্র বাহিনী (কোন এক অভিযানে) প্রেরণ করলেন। জনৈক আনসারীকে তিনি তাদের অধিনায়ক নিয়োগ করলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তার নির্দেশ শুনে এবং তার আনুগত্য করে। তাদের অধিনায়ক কোন ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের বলল, আমার জন্যে লাকড়ি জড়ো কর। তারা তা জড়ো করল। অতঃপর সে বলল, আগুন জ্বালাও। সুতরাং তারা আগুন জ্বালাল। অতঃপর অধিনায়ক বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদের এই নির্দেশ দেননি যে, তোমরা আমার নির্দেশ শুনবে এবং আমার আনুগত্য করবে? তারা উত্তরে বললো, হাঁ। তখন সে বলল, তাহলে তোমরা এই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। তার কথা শুনে লোকেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। অতঃপর তারা বলল, আগুন থেকে বাঁচার জন্যেই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পালিয়ে এসেছি। তাদের পরস্পরের মধ্যে এমনি বাক্যালাপ চলছিল। ইত্যবসরে অধিনায়কের ক্রোধও প্রশমিত হল এবং আগুনও নিভে গেল। তারা (অভিযান থেকে) ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনাটি বর্ণনা করল। তিনি বলেন ঃ যদি তারা আগুনে ঝাঁপ দিতো তবে কখনও তারা সে আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না। আনুগত্য কেবল ন্যায় ও সৎ কাজের ক্ষেত্রেই।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪৬১৬(ক)। আ'মাশ থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

৪৬১৭। উবাদা ইবনে অলীদ ইবনে উবাদা থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উবাদা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুখে-দুঃখে, সন্তোষে-অসন্তোষে, এমনকি আমাদের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া হলেও (নেতার কথা) শ্রবণ করা এবং তাঁর আনুগত্য করার শপথ করেছি। আমরা আরো শপথ করেছি যে, (নেতার দৃষ্টিতে) কোন যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হলে আমরা তাতে আপত্তি করব না বা বাধা দেব না এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন সর্বাবস্থায় হক কথা বলব, আল্লাহর (নির্দেশ মানার) ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করব না।

টীকা ঃ এই অনুচ্ছেদে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। এক, 'উলিল আমর (Men of Authority) অর্থ কী? দুই, উলিল আমরের প্রতি আনুগত্যের প্রকৃতি কি? তিন, কোন্ পরিস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয?

এক. উলিল আমর ঃ মুসলমানদের সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও সামগ্রিক কাজ-কর্মের দায়িত্বসম্পন্ন লোকদের উলিল আমর (কর্তৃপক্ষ) বলা হয়। তারা চিন্তা, মনন ও আদর্শবাদের ক্ষেত্রে আলেমগণই হোন, অথবা রাজনৈতিক নেতা, দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালক, আদালতের বিচারপতি হোন, অথবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ে বংশ, গোত্র, মহল্লা বা এলাকার নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিগণই হোন– তারা সবাই এই পরিভাষার অর্থের মধ্যে গণ্য। উলিল আমরের আনুগত্য করা মুসলিম জনগণের অবশ্যকর্তব্য।

দুই. মুসলমানদের আনুগত্য পাবার জন্য উলিল আমরকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের একান্ত অনুগত হতে হবে। এই দুটি বিষয় হচ্ছে মুসলমানদের আনুগত্য দাবী করার জন্য অত্যন্ত জরুরী শর্ত। উলিল আমর যতক্ষণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে, ততক্ষণ তার আনুগত্য করা মুসলমানদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু উলিল আমর যখনই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ লংঘন করবে, মুসলিম জনতা তার আনুগত্য করতে মোটেই বাধ্য নয়। কর্তৃপক্ষ যদি কোন গুনাহের কাজের বা শরীয়াত বিরোধী কাজের নির্দেশ দেয়– তা অধীনস্থরা মানতে বাধ্য নয়। বরং এই ধরনের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করা তাদের ওপর ফরয। কেবল শরীআত অনুমোদিত কাজের ক্ষেত্রেই আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক।

তিন. কোন্ পরিস্থিতিতে মুসলিম জনতা তাদের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারবে? এই বিষয়টির দুটি দিক রয়েছে ঃ (ক) কোন ব্যক্তির প্রশাসনিক দক্ষতা বিবেচনা করে এবং তার নৈতিক ও ধর্মীয় মানকে বিবেচনা না করে তাকে শাসকের পদে অভিষিক্ত করা মুসলমানদের জন্য জায়েয কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিতরূপেই 'না'। কোন ব্যক্তির হাতে মুসলমানদের শাসনভার অর্পণ করার সময় সর্বাগ্রে তার যে গুণটি বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে তার নৈতিক চরিত্র ও ধর্মীয় অবস্থা। অন্য কোন গুণ তার এই গুণের সমতুল্য হতে পারে না। আবু বকর আল-জাসসাস তার 'আহকামুল' কুরআন নামক তফসীর গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যোগ্য নয় তাকে মুসলিম রাষ্ট্রের খলীফা, বিচারক এক কথায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা মুসলমান জনগণের জন্য জায়েয নয়। "আমার এই প্রতিশ্রুতি যালেমদের জন্য বর্তায় না"– এই আয়াত প্রমাণ করে যে, একমাত্র ধার্মিক এবং চরিত্রবান লোকই ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব লাভের যোগ্য। এ আয়াত আরো প্রমাণ করে যে, যালেমদের নৈতৃত্ব বৈধ নয়। যালেম ব্যক্তিকে খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করা জায়েয নয় এবং সে যদি কোনভাবে এই পদ দখল করে বসে তাহলে তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক নয় (আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০)।

(খ) দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে এই যে, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ কিনা? প্রায় সকল আহলে-হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে কোন অবস্থায়ই সশস্ত্র বিদ্রোহ করা জায়েয নয়। মুসলমানরা কেবল তার ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করবে এবং তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। ইমাম আবু হানীফার মতে, কতগুলো শর্তের অধীনে অত্যাচারী মুসলিম

শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয। যেমন, বিদ্রোহ করার মত পরিবেশ থাকতে হবে, বিদ্রোহ সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে, বেশী জীবন নাশ ও সম্পদের ক্ষতির আশংকামুক্ত হতে হবে এবং অত্যাচারী শাসকের পরিবর্তে ন্যায়পরায়ণ শাসকের ক্ষমতায় আসার একান্ত সম্ভাবনা থাকতে হবে। (আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮১)। (স)

وحدثناه ابن نمير حدثنا عبد الله « يعنى ابن إدريس » حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد فى هذا الاسناد مثله

৪৬১৮। উবাদা ইবনে অলীদ থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا ابن أبى عمر حدثنا عبد العزيز « يعنى الدراوردى » عن يزيد « وهو ابن الهاد » عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه حدثنى أبى قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس

৪৬১৯। উবাদা ইবনে অলীদ ইবনে উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (উবাদা ইবনে সামিত) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত করেছি।... হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ ইবনে ইদ্রিস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم

حدثنا عمى عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث حدثنى بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبى أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

৪৬২০। জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাদা ইবনে সামিতের কাছে গেলাম। তিনি তখন রোগগ্রস্ত ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ আপনার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিন! আমাদের একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন এবং আল্লাহ তাআলা (আমাদের জন্য) তা উপকারী প্রমাণ করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডাকলেন এবং আমরা তাঁর নিকট আনুগত্যের বাইআত করলাম। তিনি যেসব বিষয়ে আমাদের থেকে বাইআত নিয়েছেন তা হচ্ছে ঃ সুখে-দুঃখে, দুর্দিনে-সুদিনে, দুর্ভিক্ষে প্রাচুর্যে, এমনকি কোন ব্যক্তিকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দেয়াও হলে আমরা নেতার আনুগত্য করে যাব এবং (নেতার দৃষ্টিতে) যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হলে আমরা তাতে বাধা দেব না। তিনি আরো বলেছেন ঃ (যে কোন অবস্থায় তার আনুগত্য করতে হবে) কিন্তু তোমরা যদি তাকে প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত দেখ, যে সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ বর্তমান রয়েছে (তখন কোন আনুগত্য নেই)।

টীকা ঃ যদি ইমাম বা শাসক প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত হয়, যা প্রত্যেক লোকের কাছে কুফরী বলে স্বীকৃত, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অনস্থার দাবী তোলা ওয়াজিব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

শাসক বা ইমাম হচ্ছে ঢাল-স্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِى وَرْقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذٰلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

৪৬২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম বা নেতা হচ্ছে ঢাল-স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং (দেশ ও জাতিকে শত্রু থেকে) নিরাপদে রাখা যায়। যদি সে খোদাভীতির আদেশ করে এবং ন্যায়পরায়ণভাবে কাজ করে তাহলে এর বিনিময়ে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। যদি সে এর বিপরীত আদেশ করে তাহলে তাকে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

সর্বাগ্রে যে খলীফার হাতে বাইআত করা হয়েছে তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

৪৬২২। আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একনাগারে পাঁচ বছর আবু হুরায়রার (রা) সাহচর্যে ছিলাম। আমি তাকে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাইলগণ নবীদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। যখনই তাদের এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন, তাঁর পেছনে আরেক নবীর আগমন হত। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। তবে আমার পরে খলীফা হবে এবং তাদের সংখ্যা হবে অনেক। সাহাবাগণ বললেন, আপনি আমাদের কি নির্দেশ দেন। (একাধিক খলীফার অধীনে এসে গেলে আমরা কি করব)? তিনি বললেন ঃ সর্বাগ্রে যার আনুগত্যের বাইআত গ্রহণ করেছ– তার বাইআত পূর্ণ কর (অন্যদের ওপর তার প্রাধান্য রয়েছে) এবং অন্যদের প্রাপ্য হক তাদের দিয়ে দাও। আল্লাহ তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন– সে সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪৬২৩। হাসান ইবনে ফুরাত তার পিতার সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا

إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذٰلِكَ قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ

৪৬২৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি এবং এমন সব কাজ-কারবার দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের কেউ সেই সময়টা পায় তাহলে তাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে। অথবা তোমাদের ওপর অন্যের যে হক রয়েছে তা আদায় করে দেবে। আর নিজের প্রাপ্য অধিকারের জন্যে তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ

تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ هٰذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللّٰهَ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللّٰهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ

৪৬২৫। আবদুর রাহমান ইবনে আবদে রব্বিল কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (হারামে) প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) কা'বা শরীফের ছায়ায় বসে আছেন। আর লোকজন তার চারপাশে সমবেত হয়ে আছে। আমিও তাদের কাছে গেলাম এবং তাঁর নিকটেই বসে পড়লাম। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বললেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা কোন এক মনযিলে অবতরণ করলাম। আমাদের কেউ তাঁবু খাটাতে শুরু করেছিল, কেউ তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করছিল এবং অন্যরা নিজেদের পশুকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল।

এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করল, নামাযের জন্যে সমবেত হও। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে সমবেত হলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ "আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর দায়িত্ব ছিল যে, তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য যা কল্যাণকর জানতে পারতেন সেদিকে তাদের পথ প্রদর্শন করতেন এবং যা তাদের জন্য ক্ষতিকর বলে জানতে পারতেন, সে সম্পর্কে তাদের সতর্ক করতেন। কিন্তু তোমরা এই উম্মাত! তোমাদের প্রথমভাগের লোকেরা সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ ছিল। কিন্তু অচিরেই তাদের পরবর্তী লোকেরা বিভিন্ন বিপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং এমন কিছু কাজ কারবার তোমরা দেখতে পাবে যা

তোমরা পছন্দ করবে না। আর এমন ফিৎনার আবির্ভাব হবে যে, একটি আরেকটিকে তুলনামূলকভাবে হালকা করে দেখাবে। আবার এক ফিৎনার আবির্ভাব হবে, তাতে মুমিন অস্থির হয়ে বলে উঠবে, এই ফিৎনা আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে। পরে তা কেটে যাবে, পুনরায় আরেক ফিৎনা দেখা দেবে। তখন মুমিন ব্যক্তি বলে উঠবে, এই ফিতনা আমাকে শেষ করে দেবে। সুতরাং যে কেউ জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করার বাসনা রাখে, সে যেন আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখা অবস্থায় মারা যায় এবং সে মানুষের কাছে যেরূপ ব্যবহার আশা করে, সেও যেন তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। আর যে ব্যক্তি কোন শাসকের আনুগত্য করার বাইআত করেছে সে যেন মনেপ্রাণে তাঁর আনুগত্য করে। অতঃপর যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে শাসক বলে দাবী করে প্রথম ইমামের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তোমরা এই শেষোক্ত দাবীদারকে হত্যা কর।"

বর্ণনাকারী (আবদুর রাহমান) বলেন, এ কথা শুনে আমি তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে আমরের) আরো কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনাকে আল্লার শপথ করে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন? তিনি হাত দিয়ে নিজের দু'কান ও অন্তরের দিকে ইংগিত করে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার এই দু'কান ও আমার অন্তর শুনেছে। অতঃপর আমি বললাম, আপনার চাচাতো ভাই মুআবিয়া! তিনি যে আমাদেরকে অন্যায়ভাবে একে অপরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার এবং পরস্পরকে হত্যা করার নির্দেশ দিচ্ছেন? অথচ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করা বৈধ। তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" (সূরা নিসা ঃ ২৯)

রাবী বলেন, আমার কথা শুনে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, অতঃপর বললেন, আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে তার (মুআবিয়ার) আনুগত্য কর এবং আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে তার অবাধ্যাচরণ কর।

টীকা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) মুখে এই হাদীস শুনে রাবী আবদুর রাহমান ইবনে আবদে রব্বী ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। হযরত আলীর (রা) বিরুদ্ধে আমীর মুআবিয়া (রা) যে অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তা সমর্থন করার কোন যুক্তিগ্রাহ্য উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি আবদুর রাহমানের বিক্ষুব্ধ মনকে কোনরূপেই শান্ত করতে পারেননি। আমীর মুআবিয়ার তুলনায় হযরত আলী (রা) ছিলেন প্রথম খলীফা। তার বর্তমানে আমীর মুআবিয়া কোনক্রমেই খিলাফতের দাবী তুলতে পারেন না। আবদুর রাহমানের মতে, আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমীর মুআবিয়া জাতীয় সম্পদের যে অপচয় করেন তা ছিল জনগণের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করার শামিল এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা ছিল অসংখ্য মুসলমানের জীবন সংহারের নামান্তর। আবদুল্লাহ (রা) এর কোন সদুত্তর না দিতে পেরে সংক্ষেপে বলে দিলেন, "আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে

তার আনুগত্য কর এবং আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে তার বিরোধিতা কর।" আবদুল্লাহর বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি এই হাদীসটি আলীর (রা) মৃত্যুর পর এবং মুআবিয়ার শাসনামলে আবদুর রহমানের কাছে বর্ণনা করেন। (স)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الاسناد نحوه

৪৬২৬। ওয়াকী ও আবু মুআবিয়া উভয়ে উক্ত সিলসিলায় আ'মাশ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر حدثنا يونس ابن أبي إسحق الهمداني حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر نحو حديث الأعمش

৪৬২৭। আবদুর রাহমান ইবনে আবদে রাব্বিল কা'বা আস-সায়েদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'বা শরীফের নিকটে একদল লোক দেখতে পেলাম।... হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ আ'মাশ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

৪৬২৮। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নির্জনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে বলল, আপনি অমুককে যেভাবে চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন, অনুরূপভাবে আমাকে কি চাকরীতে নিযুক্ত করবেন না? জবাবে তিনি বললেন ঃ অচিরেই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি বা স্বার্থপরতা দেখতে পাবে। তখন ধৈর্য ধারণ করবে যতক্ষণ না হাউযে কাওসারে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয়।

وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد «يعني ابن الحارث» حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

৪৬২৯। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একান্ত সাক্ষাত করল... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنيه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم

৪৬৩০। মুয়ায বলেন, এই সিলসিলায় শো'বা আমাদেরকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নির্জনে সাক্ষাত করার কথা" তিনি বর্ণনা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

শাসকের নির্যাতন ও স্বজনপ্রীতির ক্ষেত্রেও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ।

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يانبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم

৪৬৩১। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল আল-হাদরামী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামা ইবনে ইয়াযীদ আল-জু'ফী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী আপনার কি মত, যদি আমাদের ওপর

এমন শাসক চেপে বসে যারা আমাদের থেকে তাদের হক (অধিকার) পুরাপুরি দাবী করে কিন্তু আমাদের হক প্রতিরোধ করে রাখে– এ অবস্থায় আমাদের কি করার আদেশ করেন? তার কথা শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করল। আশআস ইবনে কায়েস (রা) তাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাদের কথা শ্রবণ কর এবং তাদের আনুগত্য কর। প্রকৃতপক্ষে তাদের বোঝা তাদের ওপরই চাপবে, আর তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপর চাপবে।"

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

৪৬৩২। সিমাক ইবনে হারব থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে উল্লেখ আছে– আশআস ইবনে কায়েস (রা) তাকে টেনে সরিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তাদের (শাসকদের) কথা (বা আদেশ) শ্রবণ কর এবং তাদের আনুগত্য কর। তাদের বোঝা তাদের ওপরই চাপবে এবং তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপর চাপবে (অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের জন্য স্বতন্ত্রভাবে দায়ী)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

ফিতনা-ফাসাদ, বিপর্যয় ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ার সময় সর্বাবস্থায় মুসলিম জামাআতকে আকড়ে ধরা ওয়াজিব এবং আনুগত্য প্রত্যাহার করে জামাআতকে দ্বিধাবিভক্ত করা হারাম।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ

بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

৪৬৩৩। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করত। কিন্তু আমি তাঁর কাছে অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, এই আশংকায় যে, তা আমার নাগালে পেয়ে বসতে পারে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক সময় আমরা মূর্খতা, অন্ধকার ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এই কল্যাণ (ঈমান) নিয়ে এসেছেন। এই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসতে পারে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পরে কি পুনরায় কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আসবে। তবে তার মধ্যে সুপ্ত অকল্যাণ নিহিত থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই সুপ্ত অকল্যাণ কি? তিনি বললেন ঃ "সেই সময় এমন লোকের আবির্ভাব হবে যারা আমার পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে এবং আমার হেদায়াত পারিত্যাগ করে অন্যত্র পথনির্দেশ খোঁজ করবে। এদেরকে তুমি ভাল কাজও করতে দেখবে এবং মন্দ কাজও করতে দেখবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন ঃ "হাঁ, (এমন একটি সময় আসবে যখন একদল লোক জনগণকে জাহান্নামের দরজাগুলোর দিকে আহ্বান করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে তারা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে এদের পরিচয় বলে দিন। তিনি বললেন ঃ "তারা আমাদের গোত্রীয় লোক (মুসলমান) এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই সময়টা যদি আমাকে পায় তাহলে আমি কী করব? এ সম্পর্কে আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বললেন ঃ "তখন তুমি অবশ্যই মুসলমানদের জামায়াত (সংগঠন) এবং মুসলমানদের ইমামকে (নেতা) আঁকড়ে

ধরবে।" আমি বললামঃ সে সময় যদি কোন মুসলিম জামায়াত (সংগঠন) ও মুসলিম ইমাম না থাকে? তিনি বললেন ঃ "গাছের শিকড় ভক্ষণ করে হলেও তুমি সমস্ত ক্ষুদ্র দলাদলী থেকে নিজেকে মুক্ত রাখ, যদিও তোমাকে (জংগলে) গাছের শিকড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয় এবং এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায়।"

وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي حدثنا يحيى ابن حسان ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى «وهو ابن حسان» حدثنا معاوية «يعني ابن سلام» حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قلت يارسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع

৪৬৩৪। আবু সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক সময় আমরা অকল্যাণ ও মন্দের মধ্যে (কুফরীর মধ্যে) ডুবে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে কল্যাণের (ঈমানের) মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এখন আমরা সেই কল্যাণের মধ্যে বহাল আছি। তবে এই কল্যাণের পরে কি আবার অকল্যাণের যুগ আসবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি আবার বললাম, সেই অকল্যাণের যুগের পর কি পুনরায় কল্যাণের যুগ আসবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, সেই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণের যুগ আসবে? তিনি বললেন ঃ আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ "আমার পরে এমন কিছু ইমামের (শাসক) আবির্ভাব ঘটবে, তারা আমার প্রদর্শিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত (জীবন বিধান) গ্রহণ করবে না। (অর্থাৎ তারা নিজেদের খোয়াল-খুশী মত চলার পথ আবিষ্কার করে নেবে।) অচিরেই তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক সমাজের নেতৃত্ব নিয়ে দাঁড়াবে যাদের মানব দেহে থাকবে শয়তানের অন্তর।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি সেই যুগে উপনীত হই তাহলে

আমি কী করব? তিনি বললেন ঃ "তুমি আমীরের নির্দেশ শোন এবং আনুগত্য কর। যদিও তোমার পৃষ্ঠে আঘাত (নির্যাতন) করা হয় এবং তোমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয় তবুও শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর।"

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ «يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ» حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

৪৬৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমীরের (শাসকের) আনুগত্য তুলে নেয় এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়– অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, সে অবশ্যই জাহেলী মৃত্যুবরণ করলো। আর যে ব্যক্তি স্বার্থপরতার পতাকার নীচে যুদ্ধ করে চাই তা গোষ্ঠীপ্রীতির খাতিরে হোক, বা স্বজনপ্রীতির আহ্বানে কিংবা স্বজনপ্রীতির সহযোগিতায় হোক (মোটকথা দীনের জন্যে নয় বরং নিজের খান্দানের জন্যে) এ অবস্থায় তার নিহত হওয়াটা জাহেলী অবস্থায় নিহত হওয়ার শামিল। আর আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের ওপর আক্রমণ করে, তাদের নেক্‌কার ও বদকার সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে, এমনকি তাদের ঈমানদারদেরও রেহাই দেয় না এবং তাদের প্রতি প্রদত্ত (নিরাপত্তার) চুক্তিও পূরণ করে না– আমার সাথে এই ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই এবং এই ব্যক্তির সাথেও আমার কোন সম্পর্ক নেই।

وحدثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا

৪৬৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এ হাদীসের বিবরণ জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِىْ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِىْ عَلَى أُمَّتِىْ يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِىْ بِذِىْ عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّىْ

৪৬৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে সরে দাঁড়ায় এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয় সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। যে ব্যক্তি বংশের গৌরব রক্ষার্থে, বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যক্তিস্বার্থের পতাকাতলে যুদ্ধ করল সে আমার উম্মাতভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাত থেকে বেরিয়ে আমার উম্মাতের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের নেক্‌কার ও বদকার সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে, এমনকি তাদের ঈমানদারদের রেহাই দেয় না এবং তাদের প্রতি প্রদত্ত শাসকের আনুগত্যের (নিরাপত্তার) চুক্তিও পূরণ করে না– এই ব্যক্তিও আমার উম্মাতভুক্ত নয়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَدِيْثِ وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ

৪৬৩৮। গাইলাম ইবনে জারীর থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে মুসান্না তার বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ করেননি। তবে ইবনে বাশ্‌শার তাঁর বর্ণনায় বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... যেমন অন্য রাবীদের বর্ণনায় আছে।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

৪৬৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে, তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামাআত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যায় এবং এ অবস্থায় মারা যায়– এটা জাহেলী মৃত্যু বলে গণ্য হয়।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

৪৬৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার আমীরের কোন কাজ অপছন্দ করলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি সরকারের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যায় এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে যেন জাহেলী মৃত্যুবরণ করল।

টীকা ঃ 'সরকার' শব্দের মূলে রয়েছে 'সুলতান'। কুরআন এবং হাদীসে শব্দটি প্রথমত ব্যবহার হয়েছে– 'প্রমাণ' অথবা 'অকাট্য যুক্তি' অর্থে। দ্বিতীয়ত, এটা কর্তৃপক্ষ (Authority), ক্ষমতা, শক্তি, প্রভাবশালী সংস্থা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানেই এ শব্দটি জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, আধুনিক পরিভাষায় এর অর্থ হবে সরকার (Government)। সাহাবীগণও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করতেন। যদিও শব্দটিকে দীর্ঘকাল যাবত ইসলামী স্পিরিটের পরিপন্থী 'রাজা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে– কিন্তু এটা তার বৈধ ব্যবহার নয়। (স)

حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

৪৬৪১। জুনদব ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ব্যক্তিস্বার্থের পতাকাতলে (যুদ্ধ করে) নিহত হল এবং এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল বংশগৌরব বৃদ্ধি অথবা নিজ বংশের সমর্থন– সে জাহেলী অবস্থায় নিহত হল।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

ابْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَاصِمٌ «وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ» عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لأَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

৪৬৪২। নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার রাজত্বকালে যখন (মদীনার) হার্‌রার দুর্ঘটনা[১] ঘটলো সে সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আবদুল্লাহ ইবনে মুতীর[২] নিকট গেলেন। ইবনে মুতী' (লোকদের) বললেন, আবু আবদুর রাহমানের জন্য একটি বালিশ নিয়ে আস। ইবনে উমার (রা) বললেন, আমি আপনার কাছে বসার জন্য আসিনি। বরং একটি হাদীস বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই এসেছি, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য থেকে দূরে সরে দাঁড়ায় (আনুগত্য তুলে নেয়), কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার কাছে কোন সংগত প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার ঘাড়ে আনুগত্যের বাইআত নেই সে জাহেলী মৃত্যুবরণ করল।

টীকা ঃ ১. ৬৩ হিজরীতে ইয়াযীদের সমর্থক সিরিয়ায় ১২ হাজার সৈন্য মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে মদীনার অনতিদূরে 'হাররা' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে এবং মদীনা আক্রমণ করে অনেক লোক শহীদ করে এবং লুঠতরাজ করে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে। ইসলামের ইতিহাসে ইয়াযীদের এটা আর এক কলংকময় ঘটনা। (অ)

২. আবদুল্লাহর পিতার নাম ছিলো اَلْعَاصُ – আস্। নবী (সা) তার নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন مُطِيْعٌ – 'মুতী'। মদীনাবাসীরা ইয়াযীদের থেকে তাদের আনুগত্য তুলে নেয়ার পর আবদুল্লাহ্ ইবনে মুতী'কে নিজেদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। ইবনে উমার তাই তার কাছে গিয়ে হাদীস শুনিয়ে বললেন, যুলুমের দরুন ইমামের বাইআত তুলে নেয়া যায় না। (অ)

وحدثنا ابن نمير حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه

৪৬৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে মুতী'র নিকট আসলেন। অতঃপর তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (উপরের) হাদীস বর্ণনা করে শুনালেন।

حدثنا عمرو بن على حدثنا ابن مهدى ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا بشر ابن عمر قالا جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر

৪৬৪৪। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

যে ব্যক্তি মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে তার হুকুম।

حدثنى أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان

৪৬৪৫। যিয়াদ ইবনে ই'লাকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরফাজাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই বিভিন্ন রকমের ফিৎনা ও বিপর্যয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মাতের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার পাঁয়তারা করবে, তাকে যেখানে পাও তার ঘাড়ে তরবারির আঘাত হানো।

وحدثنى أحمد بن خراش حدثنا حبان حدثنا أبو عوانة ح وحدثنى القاسم بن زكرياء حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمى حدثنا إسرائيل ح وحدثنى حجاج حدثنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن فى حديثهم جميعا فاقتلوه

৪৬৪৬। আরফাজা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই সূত্রে সব রাবীর বর্ণনায় আছে ঃ "তাকে হত্যা কর।"

وحدثنى عثمان بن أبى شيبة حدثنا يونس بن أبى يعفور عن أبيه عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

৪৬৪৭। আরফাজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে এসে তোমাদের ঐক্য-সংহতির লাঠি ভেঙ্গে দিতে চায় অথবা তোমাদের জামাআতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায় অথচ তোমরা এক ব্যক্তির মধ্যে নিজেদের যাবতীয় কাজ কেন্দ্রীভূত করে রেখেছ (অর্থাৎ তোমরা এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে রয়েছে), এমতাবস্থায় তাকে হত্যা কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

যদি দু'জন ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষে বাইআত নেয়া হয়।

وحدثنى وهب بن بقية الواسطى حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

৪৬৪৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন দু'জন খলিফার পক্ষে বাইআত নেয়া হয় তখন তাদের দ্বিতীয়জনকে হত্যা কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

শরীআত বা ইসলামী বিধানের পরিপন্থী বিষয়সমূহে সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করা অপরিহার্য। মুসলিম সরকারের উদ্যোগে যতক্ষণ নামায ইত্যাদি কায়েম করে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা থেকে বিরত থাকা।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

৪৬৪৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই এমন ধরনের শাসকের আবির্ভাব হবে যাদের ভাল কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং খারাপ কাজ অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের খারাপ কাজ দেখবে (এবং শক্তি প্রয়োগে অথবা মুখের কথায় তার প্রতিরোধ করবে) সে দায়িত্বমুক্ত বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি তাদের এই কুকর্ম (আন্তরিকভাবে) ঘৃণা করবে, সেও (আল্লাহর গযব থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শাসকদের এই গর্হিত কাজ সমর্থন করবে এবং তার অনুসরণ করবে সে ধ্বংস হবে। লোকেরা বলল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না? তিনি বললেন ঃ না, যতদিন তারা নামায পড়ে।

টীকা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখে অথবা শক্তিবলে অন্যায়কে রোধ করতে সক্ষম নয়, তার উচিত অন্তর থেকে তা ঘৃণা করা বা অসমর্থন জ্ঞাপন করা। আর যদি শক্তি দ্বারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হয় তাহলে তাই করতে হবে। অন্যথায় পাপে পতিত হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যালেম বা ফাসেক শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না, যদি সে ইসলামী বিধানের পরিবর্তন না করে। (অ)

وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ «وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ» حَدَّثَنَا مُعَاذٌ «وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ» حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا «أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ»

৪৬৫০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের ওপর এমনসব শাসকের কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে যে, তোমরা তাদের ভাল কাজ পছন্দ করবে, কিন্তু তাদের গর্হিত কাজ অপছন্দ করবে। তারা ভালো ও মন্দ উভয় কাজই করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজকে খারাপ জানবে সে নাজাত পাবে। যে ব্যক্তি (প্রতিবাদ করার শক্তি না থাকার কারণে) তাদের (মনে মনে) ঘৃণা করবে, সেও (আল্লাহর গযব থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা সানন্দে গ্রহণ করবে এবং অনুকরণ করবে সে ধ্বংস হবে।

লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন ঃ "না, যতদিন তারা নামায পড়ে।" অর্থাৎ সে ব্যক্তি মনে মনে তা খারাপ জানবে এবং ঘৃণা করবে।

وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ» حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذٰلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ

৪৬৫১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি তাদের (শাসকদের) মন্দ কাজ প্রত্যাখ্যান করবে সে নাজাত পাবে, আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করবে সে (আল্লাহর গযব থেকে) নিরাপদ থাকবে।

وحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ لَمْ يَذْكُرْهُ

৪৬৫২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন... এই সূত্রেও ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– "যে ব্যক্তি তাদের এই গর্হিত কাজ সমর্থন করবে এবং অনুসরণ করবে"– কথাটুকু উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

সু-শাসক ও কু-শাসকের পরিচয়।

حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

৪৬৫৩। আওফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের উত্তম ইমাম (শাসক বা সরকারী কর্তৃপক্ষ) হচ্ছে, যাদের তোমরা ভালোবাসো আর তারাও তোমাদের ভালোবাসে। তারাও তোমাদের জন্যে দোয়া করে এবং তোমরাও তাদের জন্যে দোয়া কর। আর তোমাদের নিকৃষ্ট ইমাম (শাসক) হচ্ছে, যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদের অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়।" বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তরবারির সাহায্যে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করব না? তিনি বললেন ঃ "না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে (সরকারী উদ্যোগে) নামায কায়েম করে। যখনই তোমরা তোমাদের শাসকদের কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত দেখ, তাদের প্রশাসনকে ঘৃণা কর, কিন্তু আনুগত্য প্রত্যাহার কর না।"

حدثنا دَاوُدُ ابْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ «يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي

مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ «وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ» أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ
عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا قُلْنَا
يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ
أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ
وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ «يَعْنِي لِرُزَيْقٍ» حِينَ حَدَّثَنِي بِهٰذَا الْحَدِيثِ
آللهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّثَكَ بِهٰذَا أَوْ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَثَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ إِي وَاللهِ
الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৬৫৪। রুযাইক ইবনে হাইয়ান বলেন, তিনি আওফ ইবনে মালিকের চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে কারাযাকে বলতে শুনেছেন, তিনি আওফ ইবনে মালিক আল-আশযায়ীকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের উত্তম শাসক হচ্ছে– যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। তোমাদের দুষ্ট শাসক হচ্ছে, যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। তোমরা তাদের অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন অবস্থার উদ্ভব হলে আমরা কি তাদের ক্ষমতাচ্যুত করব না? তিনি বললেন : না, যতদিন তারা (সরকারী উদ্যোগে) তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে। জেনে রাখ, যদি কেউ তোমাদের কারো ওপর শাসক নিযুক্ত হয়, এবং সে তাকে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত দেখে তাহলে সে যেন তাদের এই আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের নিন্দা করে। কিন্তু সে যেন আনুগত্য তুলে না নেয়।

ইবনে জাবির বলেন, রুযাইক আমার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আমি তাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বললাম, "হে আবুল মিকদাম! আপনার এ হাদীসটি কি আপনি মুসলিম ইবনে কারাযাকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আমি আওফকে (রা) বলতে শুনেছি...? বর্ণনাকারী বলেন, আমার কথা শুনে তিনি হাঁটু গেড়ে কিবলার দিকে মুখ করে বসে আমাকে উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আমি এ হাদীস ইবনে কারাযাকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।

وحدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد وقال رزيق مولى بني فزارة. قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

৪৬৫৫। আওফ ইবনে মালিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

যুদ্ধের প্রাক্কালে সৈন্যদের থেকে ইমামের বাইআত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করা মুস্তাহাব এবং বৃক্ষের নীচে বাইআতে রিদওয়ান গ্রহণ করার বর্ণনা।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت

৪৬৫৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার (সন্ধির) দিন আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ'। আমরা নবীর (সা) হাতে বাইআত হলাম। বাবলা গাছের নীচে উমার (রা) তাঁর হাত ধরে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার বাইআত করেছিলাম, কিন্তু মৃত্যুর জন্য বাইআত করিনি।

টীকা ঃ বাইআতে রিদওয়ান ও হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা 'ফাতাহর' ভূমিকা এবং এই সূরার ১৮-২৬ নং আয়াত ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট টীকাগুলো পাঠ করুন। (স)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا سفيان عن

أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَنَفِرَّ

৪৬৫৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হুদাইবিয়ার দিন) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মৃত্যুর জন্য বাইআত করিনি। প্রকৃতপক্ষে আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন না করার বাইআত করেছি।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ

৪৬৫৮। আবু যুবাইর জাবিরের (রা) কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, তারা হুদাইবিয়ার দিন সংখ্যায় কত লোক ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা চৌদ্দশ' লোক ছিলাম এবং সে দিন আমরা তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতে বাইআত করেছি। এ সময় উমার (রা) তাঁর হাত ধরে রেখেছিলেন। তিনি বাবলা গাছের নীচে বসে বাইআত গ্রহণ করছিলেন। জাদ্দ ইবনে কায়েস আনসারী ব্যতীত আমরা সকলেই বাইআত করেছি। সে তার উটের পেটের নীচে লুকিয়ে ছিল।

• حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لاَ وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلاَّ الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ

৪৬৫৯। আবু যুবাইর বলেন, তিনি জাবিরের (রা) কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফায় বাইআত গ্রহণ করেছেন কিনা? উত্তরে তিনি বলেছেন, না। তিনি সেখানে নামায পড়েছেন, তিনি কেবলমাত্র হুদাইবিয়ার ঐ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের নীচেই বাইআত গ্রহণ করেছেন। ইবনে জুরাইজ বলেন, আবু যুবাইর আমাকে বলেছেন যে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার কূপের (পানি বৃদ্ধির) জন্য দু'আ করেছেন। (ফলে পানি কূপের তলদেশ থেকে মুখ পর্যন্ত কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল।

حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ «وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ» قَالَ سَعِيدٌ وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَالَ جَابِرٌ لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ

৪৬৬০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা চৌদ্দশ' লোক উপস্থিত ছিলাম। সেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ আজ তোমরাই হচ্ছো এই পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম অধিবাসী। পরে জাবির বলেছেন, যদি আমার দৃষ্টিশক্তি বর্তমান থাকতো তাহলে আমি সে বৃক্ষের স্থানটি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারতাম।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ

৪৬৬১। সালিম ইবনে আবুল জা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, বৃক্ষের নীচে (বাইআতে রিদওয়ান গ্রহণকারী) কতজন লোক ছিলেন? তিনি বললেন, যদি আমরা সংখ্যায় এক লাখ হতাম তাও আমাদের জন্যে যথেষ্ট হতো। তবে আমরা ছিলাম পনেরশ' জন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ «يَعْنِي الطَّحَّانَ» كِلَاهُمَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً

৪৬৬২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমরা (হুদাইবিয়ার দিন) এক লক্ষ হতাম তাও আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমরা সংখ্যায় ছিলাম পনেরশ' জন লোক।

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال ألفا وأربعمائة

৪৬৬৩। সালিম ইবনে আবুল জা'দ বলেন, আমি জাবিরকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, সেদিন (হুদাইবিয়ার দিন) আপনারা কতজন লোক উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা চৌদ্দশ' জন লোক ছিলাম।

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو «يعني ابن مرة» حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة وكانت أسلم ثمن المهاجرين

৪৬৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আসহাবে শাজারার (বাইআতে রিদওয়ান গ্রহণকারী) সংখ্যা ছিলো তেরশ'। এবং আসলাম গোত্রের লোক ছিল মুহাজিরদের এক-অষ্টমাংশ।

وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود ح وحدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله

৪৬৬৫। আবু দাউদ ও নযর ইবনে শুমাইল উভয়ে শো'বা থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر

৪৬৬৬। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্মরণ আছে হুদাইবিয়ার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বাইআত করান আর আমি তাঁর মাথার ওপর গাছের একটি ডাল ধরে রেখেছি। আমরা চৌদ্দশ' জন লোক ছিলাম। তিনি বলেন, আমরা তাঁর কাছে মৃত্যুর জন্যে বাইআত করিনি। বরং আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার শপথ গ্রহণ করেছি।

وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الاسناد

৪৬৬৭। ইউনুস থেকে এ সূত্রে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم.

৪৬৬৮। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হুদাইবিয়ার দিন) বৃক্ষের নীচে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন, আমার পিতাও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি (আমার পিতা) বলেছেন, পরের বছর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে সেখান দিয়ে অতিক্রম করাকালে স্থানটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায় (অর্থাৎ স্থানটি আমরা চিনতে পারিনি)।* সুতরাং এখন যদি ঐ স্থানটি তোমাদের কাছে প্রকাশ পায় তাহলে তোমরাই তা অধিক অবগত থাকবে।

টীকা ঃ* যদি সে বৃক্ষের স্থানটি সকলের জানা থাকতো তাহলে সেখানে পরবর্তী কালের লোকেরা নানা বিদআত ও শির্‌কী কাজ করতো, তাই আল্লাহ সকলের অন্তর থেকে তা মুছে ফেলে তাদেরকে হেফাযত করেছেন।

وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل

৪৬৬৯। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তারা বৃক্ষের নীচে (বাইআতের) বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলেন। পরের বছর তারা সেখানে গেলে, বৃক্ষটির প্রকৃত স্থানটি তারা সকলেই ভুলে যান।

وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قالا حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها

৪৬৭০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই বৃক্ষটি আমি দেখেছি। কিন্তু পরে আমি যখন সেখানে আসলাম, তখন তা আর চিনতে পারলাম না।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت

৪৬৭১। ইয়াযিদ ইবনে আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, হুদায়বিয়ার দিন আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন জিনিসের ওপর বাইআত করেছিলেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর ওপর।

টীকা ঃ অর্থাৎ মরে যাওয়ার জন্যে বাইআত করিনি। বরং মৃত্যু আসলেও আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করবো না, এই কথার ওপর বাইআত করেছি।

وحدثناه إسحق بن إبراهيم حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا يزيد عن سلمة بمثله

৪৬৭২। হাম্মাদ ইবনে মাস্‌আদাহ বলেন, ইয়াযীদ আমাদের সালামা (রা) থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحي عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا قال على الموت قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

৪৬৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আগন্তুক তার কাছে এসে বলল, ঐ যে দেখছেন ইবনে হানযালাকে, তিনি লোকদের থেকে বাইআত নিচ্ছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কিসের ওপর বাইআত নিচ্ছেন? সে বলল, মৃত্যুর ওপর। ইবনে যায়েদ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কারোর হাতে মৃত্যুর ওপর বাইআত গ্রহণ করবো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

মুহাজিরের জন্য তার পূর্বেকার বাসস্থানে ফিরে এসে পুনরায় বসতি স্থাপন করা নিষিদ্ধ।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لاَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِى فِى الْبَدْوِ

৪৬৭৪। সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি হাজ্জাজের কাছে গেলেন। হাজ্জাজ তাকে বলল, হে ইবনুল আকওয়া আপনি কি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলেন? কেননা আপনি তো পুনরায় বেদুইনদের সাথে বসবাস করার জন্য ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বেদুইনদের এলাকায় বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা ঃ হিজরাত করে চলে যাওয়ার পর পুনরায় হিজরাত-পূর্ব স্থানে বসতি স্থাপন করলে হিজরাত বাতিল হয়ে যায়। তাই হাজ্জাজ সালামাকে উক্ত কথাটি বলেছেন, তবে সালামা সম্ভবতঃ এমন স্থানে বসবাস স্থাপন করেছেন, যেটা তার হিজরাত-পূর্ব বসতি ছিল না। অথবা নবী (সা) বিশেষ কোনো কারণে তাকে আরবের কোনো এক পল্লীতে বসবাসের অনুমতি দিয়েছেন, যা হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের ওপর অবিচল থাকা, জিহাদ করা ও কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার ওপর বাইআত করা এবং 'মক্কা বিজয়ের পর হিজরাত নেই' কথাটির তাৎপর্য।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ حَدَّثَنِى مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِىُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ

৪৬৭৫। মুজাশি ইবনে মাসউদ আস-সুলামী (রা) বলেন, আমি হিজরাতের ওপর বাইআত করার উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি বললেন ঃ হিজরাতের সময় শেষ হয়ে গেছে (এবং হিজরাতকারীগণ এর পুরস্কারও পেয়ে গেছে)। এখন তুমি ইসলামের ওপর অবিচল থাকা, জিহাদে যাওয়া এবং কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য বাইআত হতে পারো।

وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها قلت فبأي شيء تبايعه قال على الاسلام والجهاد والخير قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق

৪৬৭৬। আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাশি ইবনে মাসউদ আস-সুলামী (রা) আমাকে এ হাদীস অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি আমার ভাই আবু মা'বাদকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! একে (আবু মা'বাদ) হিজরাত করার ওপর বাইআত করুন। তিনি বললেন ঃ হিজরাতকারীদের জন্যে হিজরাত শেষ হয়ে গেছে। আমি বললাম, তাহলে এখন আপনি তাকে কিসের ওপর বাইআত করবেন? তিনি বললেন, ইসলামের ওপর অবিচল থাকা, জিহাদ করা এবং কল্যাণমূলক কাজ করার ওপর। আবু উসমান বলেন, পরে আমি আবু মা'বাদের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং মুজাশি'র বর্ণিত হাদীসটি তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন, তিনি সত্যই বলেছেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الاسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد

৪৬৭৭। আসেম (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আছে ঃ আমি মুজাশির ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, হাঁ, মুজাশি' সত্যই বলেছেন।

حدثنا يحيى بن يحيى وإسحق بن إبراهيم قالا أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا

৪৬৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ এখন আর হিজরাত নেই। কিন্তু জিহাদ এবং নিয়াত অবশিষ্ট আছে।[১] তোমাদের যখনই জিহাদে যাওয়ার জন্য ডাক দেয়া হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।[২]

টীকা ঃ ১. কোন এলাকা থেকে হিজরাত করার প্রয়োজন দু'টি কারণে দেখা দেয়। প্রথমতঃ যদি মুসলমানদের জান-মাল সে এলাকায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ দীন ও ঈমান রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে যায়। নবী (সা) বলেছেন ঃ "প্রাণ ও দীনের ওপর বিপর্যয় নেমে আসার আশংকা হলে সে এলাকা থেকে যদি কোন ব্যক্তি হিজরাত করে, আল্লাহ তাকে সিদ্দীক হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর সময় তাকে শহীদ হিসেবে গণ্য করেন।" এই হিজরাত কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। কোন এলাকায় ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে, তখন মুসলমানদের দীন ও জান-মালের ওপর কোন হুমকিই অবশিষ্ট থাকে না। তাই সে এলাকা থেকে হিজরাত করার কোন প্রয়োজন থাকে না। মক্কা বিজয়ের পর হিজরাত নেই– অর্থাৎ নবীর (সা) জীবদ্দশায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশে হিজরাত করা যেমন ফরয ছিল– এই ফরজিয়াত এখন অবশিষ্ট নেই।

২. জিহাদের মত পরিস্থিতি না থাকলে মুসলমানগণ অন্তরে জিহাদের নিয়ত ও অনুপ্রেরণা পোষণ করবে। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামই একটি আদর্শকে টিকিয়ে রাখতে পারে। অবশ্য মানসিক প্রস্তুতি থাকতেই হবে, যেন অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দিলেই আদর্শের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। (অ)

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ «يَعْنِي ابْنَ مُهَلْهِلٍ» ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪৬৭৯। সুফিয়ান, ইবনে মুহালহাল ও ইসরাইল থেকে বর্ণিত। তারা সবাই উক্ত সিলসিলায় মানসুর থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

৪৬৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর

হিজরাত নেই; বরং জিহাদ এবং নিয়াত (কিয়ামত পর্যন্ত) অবশিষ্ট থাকবে। যখনই তোমাদের জিহাদে যাওয়ার জন্যে আহ্বান করা হবে তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي حدثني ابن شهاب الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا

৪৬৮১। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ তুমি হিজরাতের কথা জিজ্ঞেস করছ! হিজরাত অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তোমার কি উট আছে? সে বলল, হাঁ, আছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এর যাকাত আদায় করেছ? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি সমুদ্রের ওপারে (দূরদেশে) থেকেই নেক আমল করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার নেক আমলের পুরস্কার না দিয়ে রাখবেন না।

وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها قال نعم

৪৬৮২। আওযাঈ থেকে এই সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমার আমল থেকে কিছুই কমাবেন না। এ হাদীসে আরো আছে, তিনি বলেছেন ঃ তুমি কি সেগুলোকে পানি পান করানোর দিন দুধ দোহন করো? সে বলল, হাঁ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

মহিলাদের বাইআত করার নিয়ম।

حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن

يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ وَلَا وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا.

৪৬৮৩। উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ কোনো ঈমানদার মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরাত করে আসলে, তিনি তাকে আল্লাহর কালামের এ আয়াতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন ঃ "হে নবী! যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট এসে এই শর্তে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুই শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত। আয়েশা (রা) বলেন, যে ঈমানদার মহিলা এইসব শর্ত মানতে রাজী হয় বা স্বীকার করে নেয় তাতেই তার বাইআত সমাপ্ত হয়ে যায়। এবং তাদের স্বীকারোক্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলতেন ঃ এবার তোমরা যেতে পারো, আমি তোমাদের (কথার মাধ্যমে) বাইআত করে নিয়েছি। (আয়েশা রা. বলেন) আল্লাহর শপথ! বাইআত গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত কখনো কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তাদেরকে তিনি শুধুমাত্র কথার দ্বারাই বাইআত করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছাড়া নারীদের থেকে অন্য কোন ব্যাপারে বাইআত করেননি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের তালু কখনো কোনো নারীর হাতের তালু স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের বাইআত গ্রহণ শেষ করে বলতেন ঃ "আমি তোমাদেরকে কথার দ্বারাই বাইআত করলাম।"

وحدثني هرون

ابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هرون حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فاذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك

৪৬৮৪। উরওয়া থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে মহিলাদের বাইআত করার পন্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের হাতে কোনো মহিলাকে স্পর্শ করেননি। তিনি কথার দ্বারা বাইআত করতেন। তিনি যখন অঙ্গীকার নিয়ে নিতেন, আর স্ত্রীলোকটিও আনুগত্যের স্বীকৃতি জানাতো তখন তিনি বলতেন ঃ এবার চলে যেতে পারো। আমি তোমাকে বাইআত করে নিয়েছি।

টীকা ঃ পুরুষদের বাইআত হাতে হাত ধরে এবং মুখের বাক্যে করা হয়। কিন্তু নারীদেরকে শুধু কথা বা মুখের বাক্যের দ্বারাই করতে হয়। এ হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, প্রয়োজনে অপরিচিত মহিলার সাথে কথা বলা ও তার কণ্ঠস্বর জানা না– জায়েয নয়। (অ)

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

সাধ্যমত নেতার কথা শুনা ও তার আনুগত্য করার ওপর বাইআত করা।

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر «واللفظ لابن أيوب» قالوا حدثنا إسماعيل «وهو ابن جعفر» أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت

৪৬৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (নেতার কথা) শুনা ও তাঁর আনুগত্য করার ওপর বাইআত করতাম। তিনি আমাদের বলতেন ঃ তোমরা এ কথাও বলো "আমার সামর্থ্য অনুযায়ী" (অর্থাৎ সামর্থ্যের বাইরে যে কাজ তা বাইআতের অন্তর্ভুক্ত নয়)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

বালেগ হওয়ার বয়স-সীমা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِى الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِى وَعَرَضَنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِى قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هٰذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذٰلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِى الْعِيَالِ

৪৬৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে পরিদর্শন করলেন। তখন আমি ছিলাম চৌদ্দ বছরের যুবক। কিন্তু তিনি আমাকে (যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি)। (পুনরায় তিনি) আমাকে খন্দকের যুদ্ধের দিন পরিদর্শন করলেন। তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর। এবার তিনি আমাকে (যুদ্ধে যাবার) অনুমতি দিলেন।

বর্ণনাকারী নাফে' বলেন, আমি উমার ইবনে আবদুল আযীযের (র) নিকট গেলাম। এ সময় তিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা। আমি তার সামনে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয় এটা হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যকার সীমারেখা। অতঃপর তিনি তার সমস্ত গভর্নরদের নিকট লিখে পাঠালেন, যে ছেলের বয়স পনের বছর হয়েছে তার নাম সৈনিকদের তালিকাভুক্ত করে নাও। আর যার বয়স এর চেয়ে কম তাকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত কর।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ «يَعْنِى الثَّقَفِىَّ» جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِهِمْ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِى

৪৬৮৭। উবাইদুল্লাহ (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এদের সকলের হাদীসের মধ্যে আছে ঃ এ সময় আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর, সুতরাং তিনি আমাকে বাচ্চাদের মধ্যে শামিল করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

কুরআন শরীফ নিয়ে কাফেরদের এলাকায় সফর করা নিষেধ, বিশেষ করে তা তাদের হস্তগত হওয়ার আশংকা থাকলে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

৪৬৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

৪৬৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুভূমিতে কুরআন মজীদ নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন এই ভয়ে যে, তা শত্রুর হাতে পড়ে যেতে পারে (ফলে তারা কুরআনের অবমাননা করবে)।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ قَالَ أَيُّوبُ فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ

৪৬৯০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কুরআন সাথে নিয়ে (শত্রু এলাকায়) ভ্রমণ করো না। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে তা শত্রুর হাতে পড়ে যেতে পারে। আইউব বলেন, তা শত্রুর হাতে পৌছে যেতে পারে এবং তারা একে কেন্দ্র করে তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে পারে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ» ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ ح

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ «يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ» جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَالثَّقَفِيِّ فَإِنِّي أَخَافُ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

৪৬৯০(ক)। ইবনে উলাইয়া, সুফিয়ান এবং সাকাফী সকলেই আইয়ুব থেকে; দাহ্হাক ইবনে উসমান নাফে' থেকে, তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন (এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে)। তবে ইবনে উলাইয়া ও সাকাফীর হাদীসে আছে, "আমি আশংকা করি"। আর সুফিয়ান ও দাহ্হাক ইবনে উসমানের হাদীসে আছে, 'এই ভয়ে যে, শত্রুর হাতে তা পৌছে যেতে পারে।'

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা এবং এ জন্য ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا

৪৬৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফইয়া থেকে সানিয়াতুল বিদা' পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের এবং সানিয়া থেকে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করিয়েছেন। ইবনে উমার (রা) ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

টীকা ঃ হাফইয়া এবং সানিয়াতুল বিদার মধ্যকার দূরত্ব হচ্ছে ছয় মাইল। সানিয়া এবং বনী যুরাইকের মসজিদের মধ্যকার দূরত্ব হচ্ছে মাত্র এক মাইল। (স)

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ»

عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى «وَهُوَ الْقَطَّانُ» جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ «يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ» كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجِئْتُ سَابِقًا فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ

৪৬৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত।... এ সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আইয়ুব, হাম্মাদ ও ইবনে উলাইয়ার বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেছেন, "ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় আমি সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলাম। আমার ঘোড়া আমাকে মসজিদের নিকট সকলের আগেই নিয়ে আসে।"

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

ঘোড়া পোষার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং এর কপালের লম্বা চুলের মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৪৬৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

টীকা ঃ এখানে ঘোড়ার কপালের লম্বা চুল বলে ঘোড়াকেই বুঝানো হয়েছে। ঘোড়াই ছিল তৎকালীন যুদ্ধের প্রধান বাহন। ঘোড়ার সংখ্যা ও শক্তিই যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয় মুখ্য বিষয় ছিল।

وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبد الله ابن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله ح وحدثنا هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع

৪৬৯৪। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... নাফে'র সূত্রে মালিক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة

৪৬৯৫। জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের আঙ্গুল দিয়ে একটি ঘোড়ার কপালের চুল মোড়াতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। জিহাদের জন্য লালন-পালনের সওয়াব এবং গনীমাত লাভ এর অন্তর্ভুক্ত।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله

৪৬৯৬। ইউনুস থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر عن عروة البار

قِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ معقودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

৪৬৯৭। উরওয়া আল-বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ معقوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَارَسُولَ اللّٰهِ بِمَ ذَاكَ قَالَ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৪৬৯৮। উরওয়া আল-বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলের মধ্যে কল্যাণ পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে? তিনি বললেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার এবং গনীমাত বা যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ পাওয়া যাবে।

وحدثناه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ

৪৬৯৯। হুসাইন থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় উরওয়া ইবনুল জা'দের নাম উল্লেখ আছে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৭০০। উরওয়া আল-বারেকী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে 'পুরস্কার ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের' কথা এই বর্ণনায় উল্লেখ নেই, কিন্তু সুফিয়ানের হাদীসে তা উল্লেখ আছে।

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم

৪৭০১। উরওয়া ইবনুল জা'দ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ, কিন্তু এই সূত্রে পুরস্কার ও গনীমাতের মালের কথাটি উল্লেখ নেই।

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا يحيي بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل

৪৭০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বারাকাত (কল্যাণ) ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

وحدثنا يحيي بن حبيب حدثنا «خالد يعني ابن الحارث» ح وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

৪৭০৩। আবু তাইয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি আনাসকে (রা) বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

কোন প্রকারের ঘোড়া অপছন্দনীয়।

وحدثنا يحيي بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال

يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ

৪৭০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শিকাল' ঘোড়া অপছন্দ করতেন।

وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى

৪৭০৫। সুফিয়ান থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় শিকাল ঘোড়ার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ যে ঘোড়ার পিছনের ডান পা এবং সামনের বাম পা সাদা অথবা সামনের ডান পা এবং পেছনের বাম পা সাদা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ «يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ» ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَفِي رِوَايَةِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ

৪৭০৬। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রে ওয়াকী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

জিহাদের ফযীলাত এবং আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়া।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ «وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ» عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ

أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ

৪৭০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, মহামহিম আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (মহান আল্লাহ বলেন :) "আমার পথে জিহাদই তাকে কেবল ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে এবং সে আমার ওপর ঈমান রাখে। এবং আমার রাসূলদের সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছে– তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো অথবা তার প্রাপ্য সওয়াব ও গনীমাতসহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার।" (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :) সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হয়, কিয়ামতের দিন সে ঠিক তেমনি তাজা ক্ষত অবস্থায় উত্থিত হবে, যেমনি প্রথম দিন ছিল। তা থেকে তাজা রক্ত ঝরতে থাকবে। এর রং হবে রক্তের রঙের মত কিন্তু সুগন্ধি হবে কস্তুরীর অনুরূপ। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসলমানদের জন্য কষ্টকর না হত তাহলে আমি আল্লাহর পথে বের হওয়া কোনও অভিযানকারী দলের পেছনে থেকে যেতাম না। কিন্তু আমি তাদের সবাইকে সওয়ারী সরবরাহ করতে পারি না, আর তারাও তা সংগ্রহ করার সামর্থ্য রাখে না। এই কারণে তারা আমার পেছনে থেকে যাওয়াটাই হবে তাদের জন্য কষ্টদায়ক (যদি এই অবস্থা না হতো তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেও আমি পেছনে থেকে যেতাম না। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিহত হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমার কাছে এটা বেশী প্রিয় যে, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করি এবং নিহত হই, পুনরায় জিহাদ করি এবং নিহত হই, আবার জিহাদ করি এবং নিহত হই।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ

৪৭০৮। উমারা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن الحزامى عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد فى سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه الى مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة

৪৭০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর কালেমার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য নিজের ঘর থেকে বের হয় এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানোর অথবা সে যে ঘর থেকে বের হয়েছে তাতে সওয়াব এবং গনীমাতসহ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়ে নেন।

حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد فى سبيل الله والله أعلم بمن يكلم فى سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك

৪৭১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হয়, আর আল্লাহই অধিক অবগত যে, কে তাঁর রাস্তায় আহত হয়েছে। কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তি এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার শরীর থেকে তাজা রক্ত পড়তে থাকবে। এর রং হবে রক্তের রঙের মতো এবং এর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর ঘ্রাণের অনুরূপ।

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي

৪৭১১। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে আহত হয়, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে, তা তাজা আঘাতের মতই দেখাবে। তা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকবে। এর রং হবে রক্তের রঙের মতো এবং এর গন্ধ হবে মৃগনাভীর ঘ্রাণের মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! যদি এটা মুসলমানদের জন্য কষ্টদায়ক না হতো তাহলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত যে কোনো ক্ষুদ্র সেনা দলেরও পেছনে আমি বসে থাকতাম না। কিন্তু তাদের প্রত্যেককে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্যে সওয়ারী সরবরাহ করতে আমি অক্ষম এবং মুসলমানদেরও সেই সামর্থ্য নেই যে, তারা নিজেদের সওয়ারীর ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাদের হৃদয় আদৌ চাইবে না যে, তারা আমার পেছনে থেকে যাক।

وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَى بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

৪৭১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মুমিনদের জন্য যদি কষ্টদায়ক না হত তাহলে

আমি ক্ষুদ্র সেনা অভিযানেও পেছনে থেকে যেতাম না।... হাদীসের বাকী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সনদে আরো বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, আবার জীবিত হই... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা আবু হুরায়রা (রা) থেকে আবু যুরআ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ «يَعْنِي الثَّقَفِيَّ» ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

৪৭১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমার উম্মাতের উপর কষ্টকর না হতো, তাহলে আকাঙ্ক্ষা যে, আমি কোন ক্ষুদ্র সেনা দলেরও পেছনে থেকে যেতাম না... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ إِلَى قَوْلِهِ مَا تَخَلَّفْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

৪৭১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়, আল্লাহ তাআ'লা তার দায়িত্ব নিয়ে নেন। "আমি জিহাদরত যে কোন ক্ষুদ্র সেনাদলেরও পেছনে থেকে যেতাম না।" পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফযীলত (মর্যাদা)।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَافِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

৪৭১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি যার মৃত্যু হয়েছে এবং আল্লাহর কাছ থেকে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে– সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে আনন্দ পাবে না। এমনকি তাকে গোটা পৃথিবী এবং এর মধ্যকার যাবতীয় সম্পদ দেয়া হলেও (সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে রাজী হবে না)। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি সে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে এবং শহীদ হতে আকাঙ্ক্ষা করবে। কেননা সে প্রত্যক্ষভাবে শহীদদের মর্যাদা দেখতে পেয়েছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَاعَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرُ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ

৪৭১৬। কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করার পর পুনরায় এ পৃথিবীতে ফিরে আসার কামনা করবে না, যদিও ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় সম্পদ তাকে দেয়া হয়। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি ছাড়া। সে শাহাদাতের বাস্তব মর্যাদা প্রত্যক্ষ করার পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসে দশবার আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَاتَسْتَطِيعُونَهُ قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَاتَسْتَطِيعُونَهُ وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَايَفْتُرُ

مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

৪৭১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজ আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে। তিনি বললেন ঃ কোন কাজই জিহাদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। রাবী বলেন, লোকেরা দুই কি তিনবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করলো। আর তিনি প্রত্যেকবারই বললেন, এর সমান মর্যাদাসম্পন্ন কোন কাজ নেই। তৃতীয়বারে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারী এমন এক ব্যক্তির সমতুল্য, যে অবিরাম (দিনের বেলায়) রোযা রাখে এবং (রাতের বেলায়) আল্লাহর কুরআনের মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আল্লাহ তাআ'লার পথে জিহাদকারী ফিরে না আসা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি রোযা ও নামাযে বিরক্তিবোধ করে না, বা তা থেকে বিরত হয় না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪৭১৮। আবু আওয়ানা, জারীর ও আবু মুআবিয়া সকলেই সুহাইল থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ وَقَالَ آخَرُ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا

৪৭১৯। নো'মান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের পাশেই বসা ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি যদি অন্য কোনো কাজ না করতে পারি তাহলে এর কোন পরোয়া করি না, কেবল হাজীদেরকে পানি সরবরাহ করার কাজ ব্যতীত। অপর ব্যক্তি বলল, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত অন্য কোনো কাজ না করতে পারলেও তার কোন পরোয়া করি না। আরেক ব্যক্তি বলল, তোমরা যা কিছু বললে, আল্লাহর পথে জিহাদ করাটাই হচ্ছে এই সবকিছুর চেয়ে উত্তম। তাদের কথাবার্তা শুনে উমার (রা) তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, আজ জুমআর দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের কাছে তোমরা কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না। জুমআর নামায শেষ হলে আমি তাঁর (নবী সা.) হুজরায় প্রবেশ করে তাদের বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করলেন– "যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাদেরকে ঐ সব লোকদের সমান মনে কর, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, আখিরাতের দিনের ওপর..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي تَوْبَةَ

৪৭২০। নো'মান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের কাছে বসা ছিলাম... হাদীসের বাকী অংশ আবু তাওবা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা সন্ধ্যা অতিবাহিত কারার ফযিলত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

৪৭২১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে একটা সকাল কিংবা একটা সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْغَدْوَةُ يَغْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

৪৭২২। সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর (দীনের) পথে বান্দার একটি সকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর মধ্যকার সমস্ত সম্পদ থেকে অধিক কল্যাণকর।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

৪৭২৩। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর পথে একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার যাবতীয় সম্পদ থেকে অধিক কল্যাণকর।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ذَكْوَانَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أُمَّتِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

৪৭২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক (জিহাদের কঠোরতা গ্রহণ না করত), এরপর তিনি (আবু হুরায়রা) অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে এক সকাল কিংবা এক বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ « وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَإِسْحَقَ » قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ

الآخران حدثنا المقرىء عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبى أيوب حدثنى شرحبيل ابن شريك المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى قال سمعت أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة فى سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت

৪৭২৫। আবু আবদুর রাহমান আল-হুবালী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু আইয়ুবকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা ঐ জিনিস থেকে অনেক কল্যাণকর যার মধ্যে সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। (অর্থাৎ দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ)।

حدثنى محمد بن عبد الله بن قهزاذ حدثنا على بن الحسن عن عبد الله بن المبارك أخبرنا سعيد بن أبى أيوب وحيوة بن شريح قال كل واحد منهما حدثنى شرحبيل ابن شريك عن أبى عبد الرحمن الحبلى أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء

৪৭২৬। আবু আবদুর রাহমান আল-হুবালী থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইয়ুব আনসারীকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... ওপরের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

আল্লাহ তাআ'লা জিহাদকারীদের জন্যে বেহেশতে যে উচ্চ মর্যাদার ব্যবস্থা করে রেখেছেন তার বর্ণনা।

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب حدثنى أبو هانىء الخولانى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة فعجب لها

أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَارَسُولَ اللهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

৪৭২৭। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু সাঈদ! যে কেউ আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে, তার জন্যে বেহেশ্‌ত অবধারিত হয়ে গেছে। এ কথা শুনে আবু সাঈদ (রা) আশ্চর্যবোধ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কথাটি আমাকে পুনরায় বলুন! সুতরাং তিনি কথাটি আবার বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এতদ্ভিন্ন আরো একটি কাজ আছে যা বেহেশতে বান্দার মর্যাদা একশো গুণ বৃদ্ধি করে দেয়। এর যে কোনো দু'টি স্তরের উচ্চতার মাঝখানে আসমান ও যমীনের সমান ব্যবধান। তখন আবু সাঈদ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই কাজটি কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, ঋণ ব্যতীত তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ

جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِى ذٰلِكَ

৪৭২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাকে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু কাতাদাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও আল্লাহর ওপর ঈমান সবচেয়ে উত্তম কাজ। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, তাতে কি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ হাঁ। যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্য ধারণ কর, সওয়াবের আশা রাখ, পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে বরং অবিচল থেকে, অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করে নিহত হও (তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি কথা বলেছিলে? সে বলল, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে নিহত হই, তাহলে কি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ। যদি তুমি অবিচল থেকে সওয়াবের আশায় অগ্রগামী হয়ে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে (যুদ্ধ করে) নিহত হও। কিন্তু ঋণ মার্জনা হবে না, কেননা জিবরাইল আলাইহিস সালাম (এই মাত্র) এ কথাটি আমাকে বলে গেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ

৪৭২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলল, আপনি কি মনে করেন যদি আমি আল্লাহর পথে নিহত হই?... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ

ابن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أرأيت إن ضربت بسيفي بمعنى حديث المقبري

৪৭৩০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, এ সময় তিনি মিম্বারের ওপরে ছিলেন। হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার তরবারী দিয়ে আঘাত করি... হাদীসের পরবর্তী বর্ণনা মাকবুরীর বর্ণনার অনুরূপ।

حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل « يعني ابن فضالة » عن عياش « وهو ابن عباس القتباني » عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين

৪৭৩১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়, কিন্তু ঋণ।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين

৪৬৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর পথে নিহত হওয়া সমস্ত গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, কিন্তু ঋণ (মাফ হয় না)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

শহীদদের আত্মা বেহেশতে থাকে, তারা সেখানে জীবিত এবং নিজেদের প্রভুর নিকট থেকে তারা রিযিক পেয়ে থাকে।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية ح وحدثنا إسحق ابن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش ح وحدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير، واللفظ له، حدثنا أسباط وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا

৪৭৩৩। মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত ধারণা করো না, বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নিকট থেকে তারা রিযিক লাভ করে থাকে।" উত্তরে ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আমি এ সম্পর্কে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ তাদের রূহ (আত্মা) সবুজ বর্ণের পাখির পেটের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর আরশের নীচে ঝুলানো দীপাধারের মধ্যে তাদের বাসা। এরা বেহেশতের যে কোন জায়গায় অবাধে বিচরণ করতে পারে। পুনরায় তারা এই দীপাধারে ফিরে ফিরে আসে। অতঃপর তাদের রব তাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে বলেন, তোমরা কি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা রাখো? তারা বলে, আমরা আর কোন্ জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করবো? আমরা বেহেশতের যেখানে ইচ্ছা অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারি। তাদের রব এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করেন। যখন

তারা দেখলো যে, তাদের একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তখন তারা বলল, হে প্রভু! আমরা চাচ্ছি যে, আমাদের দেহের মধ্যে আমাদের আত্মা পুনরায় ফিরিয়ে দিন। আমরা আর একবার আপনার রাস্তায় শহীদ হই। অবশেষে আল্লাহ যখন দেখলেন যে, তাদের কোনো চাহিদাই নেই, তখন তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

জিহাদ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিয়ে সজাগ থাকার ফযীলত।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

৪৭৩৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, সবচেয়ে উত্তম লোক কে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তার জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, এর পর কে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গিরি-সংকটে বসবাস করে আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিজের অনিষ্টকারিতা থেকে মানুষকে নিরাপদে রাখে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

৪৭৩৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ যে মু'মিন ব্যক্তি নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তার পর যে ব্যক্তি লোকালয় ত্যাগ করে কোন গিরিগুহায় আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখে।

وحدثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ رَجُلٌ

৪৭৩৬। ইবনে শিহাব (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ

৪৭৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সর্বোত্তম জীবন যাপনকারী হচ্ছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখে, যে দিকেই ভয়ংকর আওয়াজ শুনতে পায় অথবা সাহায্যের আবেদন শুনতে পায় সেদিকেই সে এর পিঠে চড়ে উড়ে চলে। সে এর পিঠে চড়ে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিহত হয় অথবা মৃত্যুর দিকে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ধাবিত হয়। অথবা এমন ব্যক্তি যে তার মেষপাল নিয়ে নির্জনে কোনো পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে অথবা উপত্যকায় অবস্থান করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে মশগুল থাকে। এ অবস্থায় তার মৃত্যু এসে যায়, এই দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কোন উত্তম লোক নেই।

وحدثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبُ « يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ » كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ وَقَالَ فِي شِعْبَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ خِلَافَ رِوَايَةِ يَحْيَى

৪৭৩৮। আবদুল আযীয ইবনে আবু হাযেম ও ইয়াকুব ইবনে আবদুর রাহমান আল কারী’ উভয়ে আবু হাযেম থেকে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة وقال في شعب من الشعاب

৪৭৩৯। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও আবু হাযেম বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

দুই ব্যক্তির একজন অপরজনকে হত্যা করে উভয়ে বেহেশতে প্রবেশ করার বর্ণনা।

حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة فقالوا كيف يارسول الله قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد

৪৭৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই ব্যক্তির কার্যকলাপে আল্লাহ তায়ালা হাসবেন। তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে উভয়েই বেহেশতে প্রবেশ করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ এই ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে। পরে হত্যাকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করবেন। সে মুসলমান হয়ে মহান আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শাহাদাত বরণ করবে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله

৪৭৪১। আবু যিনাদ থেকে এই সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا

مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ اللهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالُوا كَيْفَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ يُقْتَلُ هٰذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ

৪৭৪২। হাম্মাম ইবনে মুনাববিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরাইরা (রা) আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা দুই ব্যক্তির ব্যাপারে হাসবেন। তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়েই জান্নাতে যাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ একজন আল্লাহর পথে জিহাদ করে নিহত হবে। তাই সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হত্যাকারীর তওবা কবুল করবেন এবং তাকে ইসলামের দিকে হেদায়েত দান করবেন। অতঃপর সেও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করবে (এবং জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

যে ব্যক্তি কোনো কাফিরকে হত্যা করল অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করল।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا

৪৭৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো কাফির ও তার হত্যাকারী (মু'মিন) কখনো দোযখে একত্রিত হবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قِيلَ مَنْ هُمْ

يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

৪৭৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দুই ব্যক্তি জাহান্নামে একত্র হবে না, যাদের একজন অন্য জনকে আঘাত করেছে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কারা? তিনি বললেন ঃ কোন মু'মিন কোনো কাফিরকে হত্যা করল অতঃপর ঠিক পথে থাকল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

আল্লাহর পথে সদকা করার ফযীলত এবং বহুগুণে বর্ধিত হওয়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ

৪৭৪৫। আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি লাগামযুক্ত উষ্ট্রী নিয়ে এসে বললো ঃ এটা আল্লাহর পথে সদকা (হিসাবে প্রদান করলাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাকে কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে সাতশ' উষ্ট্রী দেয়া হবে এবং এর প্রত্যেকটিই লাগাম যুক্ত হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ « يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ » حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

৪৭৪৬। আ'মাশ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীকে সওয়ারী ও অন্য কোনো যুদ্ধোপকরণ দিয়ে সাহায্য করা এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করার ফযীলত।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ « وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ » قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

৪৭৪৭। আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমার সওয়ারী ধ্বংস হয়ে গেছে, সুতরাং আমাকে একটি সওয়ারী দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (তোমাকে দেয়ার মত) সওয়ারী আমার কাছে নেই। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে এমন লোকের কথা বলে দিতে পারি যে তাকে সওয়ারীর পশু দিতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ পুরস্কার রয়েছে।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

৪৭৪৮। ঈসা ইবনে ইউনুস, শো'বা ও সুফিয়ান সবাই আ'মাশের সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ قَالَ ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلَانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللّٰهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ

৪৭৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক যুবক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার মত রসদপত্র আমার কাছে নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি অমুকের কাছে যাও, সে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছিল, কিন্তু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর সে তার কাছে এসে বললে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনি জিহাদে যাওয়ার জন্য যে রসদপত্র সংগ্রহ করেছেন তা আমাকে দিতে বলেছেন। সে তার স্ত্রীকে বলল হে অমুক! আমি যুদ্ধের জন্যে যা- কিছু সংগ্রহ করেছি তা একে দিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! তা থেকে কিছুই রেখে দিও না। আল্লাহ তোমাকে এর মাধ্যমে বরকত দান করবেন।

وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

৪৭৫০। যায়েদ ইবনে খালিদুল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে দিল সেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের ভালোভাবে তত্ত্বাবধান করল, সেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ «يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ» حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا

৪৭৫১। যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করে দিল

সেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের ভালোভাবে তত্ত্বাবধান করল সেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا

إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما.

৪৭৫২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। হুযাইল গোত্রের উপগোত্র বনী লিহইয়ানের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সৈন্য পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ (মুসলমানদের) প্রত্যেক পরিবারের প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন যেন অবশ্যই এ অভিযানে অংশগ্রহণ করে। তবে সওয়াব বা পুরস্কার উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে।

وحدثنيه إسحق بن منصور أخبرنا عبد الصمد «يعني ابن عبد الوارث» قال سمعت أبي يحدث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني أبو سعيد مولى المهري حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعناه

৪৭৫৩। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দল সৈন্য পাঠালেন... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপই।

وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا عبيد الله «يعني ابن موسى» عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله

৪৭৫৪। ইয়াহইয়া থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا سعيد بن منصور

حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد

ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ

৪৭৫৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী লিহইয়ানের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক পরিবারের প্রতি দুইজন লোকের মধ্যে একজন অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। অতঃপর তিনি পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের বললেন ঃ তোমাদের যে কেউ যুদ্ধরত লোকদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ভালভাবে তত্ত্বাবধান করবে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াবের অধিকারী হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

মুজাহিদদের স্ত্রীগণের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের কঠিন গুনাহ হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ

৪৭৫৬। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুজাহিদদের (জিহাদে রত সৈন্যদের) স্ত্রীগণ পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের কাছে তাদের মায়ের ন্যায় হারাম বা তাদের ন্যায় মর্যাদার অধিকারী। পেছনে রয়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তি যুদ্ধরত মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থেকে যদি তাদের কোন খেয়ানত করে তাহলে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় পতিত হবে যে, মুজাহিদ তার নেক আমল থেকে যা যা চাইবে নিয়ে যাবে। এ সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা (সে কি তার আমলের কিছু রেখে দেবে)?

وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال «يعني النبي صلى الله عليه وسلم» بمعنى حديث الثوري

৪৭৫৭। ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... হাদীসের গোটা বর্ণনা সাওরী বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক।

وحدثنيه سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الاسناد فقال فخذ من حسناته ماشئت فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم

৪৬৫৮। আলকামা ইবনে মারসাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন), 'তুমি ঐ ব্যক্তির (খেয়ানতকারীর) নেক আমল থেকে যতটা চাও নিয়ে যাও।' এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন ঃ তোমরা একবার ভেবে দেখ তো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

অক্ষম ব্যক্তির ওপর জিহাদ ফরয নয়।

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار «واللفظ لابن المثنى» قالا حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكا اليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية لايستوى القاعدون من المؤمنين بمثل حديث البراء وقال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت

৪৭৫৯। আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারা'আ ইবনে আযিবকে (রা) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলতে শুনেছেন ঃ "পেছনে পড়ে থাকা লোক এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ কখনো সমান হতে পারে না।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে সাবিতকে (রা) (অহী লিখক) ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি হাড় নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং এ আয়াতটি তাতে লিখে নিলেন। (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাক্তুম (রা) তাঁকে তার অক্ষমতার কথা জানালেন। তখন নাযিল হলো ঃ "যারা কোনো প্রকার অক্ষমতা ও ওযর ছাড়া বাড়িতে বসে থাকে তারা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের সমান হতে পারে না।" শো'বা বলেন, আমাকে সা'দ ইবনে ইবরাহীম এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে বলেছেন, তিনি আল্লাহর বাণী ঃ 'লা-ইয়াসতাবিল কায়েদুনা' প্রসঙ্গে যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে বারা'আ ইবনে আযিবের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে বাশ্শার তার রেওয়ায়েতের মধ্যে বলেছেন, তিনি সা'দ ইবনে ইবরাহীম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি এক ব্যক্তির সূত্রে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر حدثني أبو إسحق عن البراء قال لما نزلت
لا يستوى القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولى الضرر

৪৭৬০। বারা'আ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর বাণী ঃ 'লা-ইয়াসতাবিল কায়েদুনা-মিনাল মু'মিনীনা' নাযিল হলো, ইবনে উম্মে মাকতুম এসে তার অক্ষমতার কথা জানালো। তখন 'গাইরু উলিদ দাররে' বাক্যাংশটুকু নাযিল হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

শহীদদের জন্য বেহেশত অবধারিত।

حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد، واللفظ لسعيد، أخبرنا سفيان
عن عمرو سمع جابرا يقول قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال فى الجنة فألقى
تمرات كن فى يده ثم قاتل حتى قتل وفى حديث سويد قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم
يوم أحد

৪৭৬১। আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি (আল্লাহর পথে) নিহত হই, তাহলে আমি কোথায় অবস্থান করবো? তিনি বললেন ঃ বেহেশতে। ঐ লোকটির হাতে কতগুলো

খেজুর ছিল। সে তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দিয়ে জিহাদে লিপ্ত হল এবং শহীদ হয়ে গেল। সুয়াইদের বর্ণনায় আছে, ওহুদের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল...।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زكرياء عن أبي إسحق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا أحمد ابن جناب المصيصي حدثنا عيسى «يعني ابن يونس» عن زكرياء عن أبي إسحق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا

৪৭৬২। বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নাবীত গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। এবং আপনি নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। এ কথা বলে সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ লোকটি আমল করলো সামান্য কিন্তু সওয়াব পেয়ে গেল অনেক বেশী।

حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهرون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان «وهو ابن المغيرة» عن ثابت عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره

حَاضِرًا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هٰذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

৪৭৬৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বুসাইসা' নামক এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। সে ফিরে এসে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করল)। এ সময় ঘরের ভেতর আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ ছিল না।

সাবিত বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কেউ ঐ ঘরে ছিলেন কিনা, আনাস (রা) তা বলেছেন কিনা তা আমার স্মরণ নেই। সাবিত বলেন, অতঃপর আনাস (রা) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে এসে (লোকনজকে) বললেন ঃ আমাদের লোক দরকার। যার কাছে সওয়ারী (ঘোড়া) প্রস্তুত আছে সে যেন আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। লোকেরা মদীনার উচ্চভূমি থেকে তাদের সওয়ারীগুলো নিয়ে আসার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন ঃ না, বরং যাদের সওয়ারী এখন উপস্থিত আছে কেবল তাদেরই আমার প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ বদরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং (মক্কার) মুশরিকদের আগেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। যখন মুশরিকরাও সেখানে এসে পৌঁছল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুসলমানদের) বললেন ঃ "আমার আগে তোমাদের কেউ যেন সামনে একটুও অগ্রসর না হয়।" মুশরিকরা (আমাদের দিকে) অগ্রসর হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের) বললেন ঃ

"বেহেশত প্রবেশ করার জন্য ওঠো, যার বিস্তৃতি আসমান থেকে জমীন পর্যন্ত।" উমাইর ইবনে হুমাম আন্সারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাত কি আসমান থেকে জমীন পর্যন্ত প্রশস্ত? তিনি বললেন ঃ হাঁ। এ কথা শুনে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল। মারহাবা! মারহাবা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোন্ জিনিস তোমাকে মারহাবা, মারহাবা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ঃ আল্লাহর শপথ! আর কিছুই নয়, কেবল এই জিনিস যে, আমিও তার বাসিন্দা হব। তিনি বললেন ঃ "নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী হবে।" সে তার থলি থেকে খেজুর বের করে খেতে লাগল। সে বলল, যদি আমি আমার এইসব খেজুর খাওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে তা হবে একটা দীর্ঘজীবন। (রাবী বলেন, এ কথা বলে) সে তার সব খেজুর ফেলে দিল এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ، قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

৪৭৬৪। আবু বাক্র ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে (আবু মূসা আশআরী রা.) বলতে শুনেছি, তিনি (বদরের দিন) শত্রুর মুকাবিলায় উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "জান্নাতের দরজাসমূহ (মুজাহিদের) তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।" এ সময় জীর্ণ-শীর্ণকায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আবু মূসা! আপনি কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথাটি বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে তার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললো, আস্সালামু আলাইকুম! অতঃপর সে তার তরবারির খাপ ভেংগে ছুড়ে ফেলে দিল, খোলা তরবারি নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ فَقَالُوا اللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا قَالَ وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا اللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا

৪৭৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, যদি আমাদের সাথে কিছুসংখ্যক লোক পাঠান তারা (আমাদের) কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেবে। তিনি তদনুযায়ী সত্তরজন আনসারী সাহাবাকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তারা সবাই 'কারী' নামে পরিচিত ছিলেন। আনাস বলেন, আমার মামা হারামও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা কুরআন মজীদ পাঠ করতেন এবং রাতের বেলায় পরস্পরের মধ্যে এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আর লোকদের তা শিক্ষা দিতেন। দিনের বেলায় তারা কাঠ সংগ্রহ করতেন। পানি এনে মসজিদে রেখে দিতেন, লাকড়ি বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে আহলে সুফ্ফা ও গরীব মুসলমানদের জন্যে খাদ্যসামগ্রী খরিদ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কারীদের তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌছার পূর্বেই ('বীরে মউনা' নামক স্থানে) এরা তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হত্যা করে ফেলে। মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁরা আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের নবীর কাছে আমাদের এ সংবাদটি পৌছিয়ে দিন যে, আমরা এমন অবস্থায় আপনার সাথে (আল্লাহর সাথে) মিলিত হয়েছি যে, আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।" আনাস (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি আমার মামা হারাম ইবনে মিলহানের পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে যা তার শরীর ভেদ করে যায়। সাথে সাথে তিনি বলে উঠলেন ঃ "আমার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের বললেন ঃ তোমাদের ভাইদের

হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর সময় তারা বলে গেছে, “হে আল্লাহ! আমাদের নবীর কাছে এ সংবাদটি পৌঁছিয়ে দিন যে, আমরা এমন অবস্থায় আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি যে, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।”

টীকা ঃ ইতিহাসে এটা ‘বীরে মাউনার ঘটনা’ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع قال فهاب أن يقول غيرها قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد قال فقاتلهم حتى قتل قال فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه

৪৭৬৬। সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, আমার এক চাচা, যার নামানুসারে আমার নাম রাখা হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ‘বদরের’ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। সুতরাং তার এই অনুপস্থিতি তার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক অনুভব হচ্ছিল। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং প্রথম যে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, আমি তাতে অনুপস্থিত ছিলাম। সুতরাং এখন যদি আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে আল্লাহ তাআ’লা অবশ্যই দেখবেন তাতে আমি কি করি। কিন্তু পরে তিনি ভীত হলেন (যে, এমন একটা অহংকারী কথা বলা ঠিক হয়নি)। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ওহুদের যুদ্ধে শরীক হলেন। তিনি সা’দ ইবনে মুয়াযের সাক্ষাত পেলেন (তখন তিনি পিছু হটছিলেন)। আনাস ইবনে নযর, তাকে বললেন, হে আবু আমর! (আপনার

জন্য দুঃখ হয়) আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি তো ওহুদ পাহাড়ের দিক থেকে বেহেশতের সুবাস পাচ্ছি। (সা'দকে এভাবে তিরস্কার করে) তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন। (রাবী বলেন), তার সারা শরীরে তীর, বর্শা ও তরবারির আশিটির বেশী আঘাত পাওয়া গেছে। (আনাস ইবনে মালিক বলেন), তার বোন, আমার ফুফু রুবাই বিন্‌তে নযর বলেন, (তীর, বর্শা ইত্যাদির আঘাতে আমার ভাইর শরীর এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল যে,) তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ ছাড়া আর কোন অংগের মাধ্যমে আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। এই প্রসংগে কুরআনের আয়াত নাযিল হল ঃ 'মুমিনদের মধ্যে কিছুলোক এমনও রয়েছে– আল্লাহর সাথে তারা যে ওয়াদা করেছিল, তাতে তারা সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজেদের মানত পুরা করেছে এবং কিছু লোক তা পুরা করার জন্যে অপেক্ষা করছে।* আর তারা তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কিছুমাত্রও পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহ্যাব ঃ ২৩)। আনাস (রা) বলেন, লোকদের ধারণা, আমার চাচা আনাস ইবনে নযর ও তাঁর সংগীদের প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা ঃ* বদরের যুদ্ধ ছিল কাফের মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলাফলের ওপর ইসলামী আন্দোলনের সফলতা ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। এ দিক থেকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হযরত আনাস ইবনে নযর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারায় খুবই অনুতপ্ত ছিলেন। তাই তিনি মানত করেছিলেন, ভবিষ্যতে কাফির মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি প্রাণপণে লড়াই করবেন। শেষ পর্যন্ত ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি তাঁর এ প্রতিজ্ঞা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। (অ)

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্যে যে ব্যক্তি লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ « وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى » قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

৪৭৬৭। আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) বলেন, এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি গণীমতের সম্পদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি খ্যাতি বা সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে এবং এক ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্যে লড়াই করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্যে লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করে" (কাজেই তুমি যে কয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছ তাদের কেউ-ই আল্লাহর পথে জিহাদকারী নয়)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذٰلِكَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

৪৭৬৮। আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তি লড়াই করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে, আর এক ব্যক্তি লড়াই করে বংশমর্যাদা রক্ষার বশবর্তী হয়ে এবং আর এক ব্যক্তি লড়াই করে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির জন্যে– এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে (দীন ইসলামকে) সমুন্নত করার জন্যে লড়াই করে সে-ই কেবল আল্লাহর পথে জিহাদ করছে।"

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجَاعَةً فَذَكَرَ مِثْلَهُ

৪৭৬৯। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ বীরত্ব প্রদশর্নের জন্যে লড়াই করে... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل فقال الرجل يقاتل غضبا و يقاتل حمية قال فرفع رأسه اليه وما رفع رأسه اليه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

৪৭৭০। আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। সে বলল, কোন ব্যক্তি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে লড়াই করে। আবার কেউ নিজের পরিবারের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য লড়াই করে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটির কথা শুনে, তিনি তার দিকে মাথা উত্তোলন করে তাকালেন, সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকার কারণেই তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

যে ব্যক্তি দাম্ভিকতা প্রদর্শনের জন্য এবং যে ব্যক্তি সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে লড়াই করে সে জাহান্নামে যাওয়ার উপযোগী হল।

حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جريج حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت

وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِىءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ

৪৭৭১। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আবু হুরায়রার (রা) চারপাশ থেকে সরে পড়ল। 'নাতেল' নামে সিরিয়ার এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে মহামান্য বুযুর্গ! অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা হবে যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে এবং তাকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল তাও তার সামনে পেশ করা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি যে সমস্ত নিয়ামত তোমাকে দিয়েছিলাম, তার বিনিময়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, আমি তোমার পথে লড়াই করে শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছে। বরং তুমি এ জন্য লড়াই করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে! আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, সে ইল্‌ম অর্জন করেছে, তা লোকদের শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দেয়া সুযোগ-সুবিধাগুলোও তার সামনে তুলে ধরা হবে। সে তা দেখে চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তোমার নিয়ামতের কি সদ্ব্যবহার করেছো? সে বলবে, আমি 'ইলম' (বিদ্যা) অর্জন করেছি, লোকদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্যে কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যা অর্জন করেছিলে যে, লোকেরা তোমাকে আলেম বা বিদ্বান বলবে, এবং কুরআন এ জন্যে পাঠ করেছিলে যে, তোমাকে 'কারী' বলা হবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে মুখের ওপর উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে আনা হবে, তাকে অজস্র ধন-দৌলত দান করেছেন এবং নানা প্রকারের ধন-সম্পদ দিয়েছেন। তাকে দেয়া

সুযোগ-সুবিধাগুলো তার সামনে তুলে ধরা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এ সম্পদ দ্বারা তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, যেখানে ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন কোনো খাত আমি বাদ দেইনি বরং সেখানেই খরচ করেছি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বরং তুমি এ জন্যেই দান করেছ যে, লোকেরা তোমাকে দাতা বলবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে এবং তদনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

وحدثناه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ «يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ» عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ

৪৭৭২। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন আবু হুরায়রার (রা) নিকট থেকে এদিক ওদিক সরে গেল। সিরিয়ার নাতেল তাঁকে বলল... হাদীসের বাকী অংশ খালিদ ইবনে হারিসের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

যে ব্যক্তি জিহাদ করে গণীমাতের মাল পেয়েছে আর যে ব্যক্তি গণীমাতের অধিকারী হয়নি– তাদের সওয়াবের পরিমাণ।

حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

৪৭৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন সৈনিক আল্লাহর পথে জিহাদ করে গণীমাতের অধিকারী হয়েছে, তারা তাদের আখেরাতের দুই-তৃতীয়াংশ পুরস্কার নগদ পেয়ে গেছে এবং তাদের এক-তৃতীয়াংশ সওয়াব অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কিন্তু যারা গণীমাত লাভ করতে পারেনি, তাদের পুরস্কার পরিপূর্ণ রয়ে গেছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

أَبْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ وَمَامِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ

৪৭৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন বড় কিংবা ছোট সেনাদল লড়াই করে গণীমাত লাভ করেছে এবং নিরাপদে ফিরে এসেছে তারা তাদের পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ নগদ পেয়ে গেছে। কিন্তু যে কোনো বড় কিংবা ক্ষুদ্র সেনাদল খালি হাতে ফিরেছে এবং কিছু আঘাত ও কষ্টও তাদের সাথে পৌঁছেছে, তাদের পুরস্কার পরিপূর্ণ রয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ সব কাজই নিয়ত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। জিহাদ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ

৪৭৭৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাবতীয় কাজের ফলাফল (সংকল্প) অনুযায়ী হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যার সে নিয়াত করেছে। কাজেই যার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরাত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকেই (গণ্য) হবে। আর যার হিজরাত দুনিয়ার (সম্পদ) লাভের বা কোনো মহিলাকে বিয়ে

করার নিয়াতে হবে, তার হিজরাত সেই উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে গণ্য হবে।

টীকা ঃ 'কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে হিজরাত করা'– এ কথাটি সম্পর্কে ছোট একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। 'উম্মু কায়েস নামের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদীনায় চলে যায়। মক্কায় থাকাকালে জনৈক ব্যক্তি তাকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল। মহিলাটি এই শর্ত আরোপ করেছিল, যদি সে মদীনায় হিজরাত করে তবে সে তার কাছে বিয়ে বসতে রাজী আছে। সুতরাং পরে সে লোকটিও হিজরাত করে মদীনায় চলে আসে। তাকে দেখে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে হিজরাত করেনি। বরং ঐ মহিলার জন্যই হিজরাত করেছে। ফলে তাকে মুহাজিরে উম্মু কায়েস বলা হত। (অ)

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ «يَعْنِي الثَّقَفِيَّ» ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ «يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ» وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৭৭৬। লাইস, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, আবদুল ওহাব আল-সাকাফী, সুলাইমান ইবনে হাইয়ান, ইয়াযীদ ইবনে হারুন, ইবনুল মুবারক ও সুফিয়ান সবাই ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ থেকে মালিকের সনদেই তার বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা মুস্তাহাব।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ

৪৭৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে শাহাদাত কামনা করে তাকে এর পুরস্কার দেয়া হবে যদিও সে শহীদ না হয়ে থাকে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ بِصِدْقٍ

৪৭৭৮। সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নিকট শহীদী মৃত্যু কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদার পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

যে ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং জিহাদের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে না রেখে মৃত্যুবরণ করল, সে মন্দ কাজ করল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৭৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ জিহাদ করেনি এমনকি জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেনি, সে মুনাফিকের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল।" ইবনে সাহ্ম বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিষয়টি এ রকমই ছিলো বলে আমাদের ধারণা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

যে ব্যক্তি রোগ অথবা অন্য কোন অসুবিধার দরুন জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তার সওয়াব।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا
وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ

৪৭৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই মদীনাতে এমন কিছু লোক রয়েছে, যখন তোমরা কোন সফর অভিযানে বের হও এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম কর, তারাও তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে। রোগ-ব্যাধিই তাদেরকে তোমাদের সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত রেখেছে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ
الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ
الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ

৪৭৮১। আবু মুয়াবিয়া, ওয়াকী ও ঈসা ইবনে ইউনুস সবাই উক্ত সিলসিলায় আ'মাশ থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াকীর বর্ণিত হাদীসে আছে; "কিন্তু তারা (রোগগ্রস্ত লোকেরা) সওয়াব ও পুরস্কারের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে অংশীদার রয়েছে।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

নৌ-যুদ্ধের ফযীলাত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ
فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ
وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ
« يَشُكُّ أَيَّهُمَا قَالَ قَالَتْ » فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ
رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ
أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ
فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

৪৭৮২.। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু হারাম বিন্‌তে মিল্‌হানের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতে গেলে তিনি তাঁকে খাওয়াতেন। উম্মু হারাম ছিলেন উবাদাহ ইবনে সামিতের (রা) স্ত্রী।* একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতে গেলেন। তিনি তাঁকে খেতে দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথার উকুন বেছে দিতে বসলেন। এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসির কারণ কী? তিনি বললেন, এই মাত্র স্বপ্নে আমার উম্মাতের কিছুসংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে নৌ-যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় আমার সম্মুখে পেশ করা হল। তারা বাদশাহী জাঁকজমকে এই সমুদ্রের মাঝে সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আবির্ভূত হয়। বর্ণনাকারী ইসহাকের সন্দেহ যে, এ দুটি বাক্যের কোনটি তিনি বলেছেন। উম্মু হারাম বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ' করুন, যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার জন্যে দু'আ করলেন। তিনি মাথা নীচু করে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মু হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কী কারণে হাসছেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ এই মাত্র স্বপ্নে আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে নৌ-যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিলো। তিনি এবারও ঠিক তেমনিই বললেন, যেমন

প্রথমবার বলেছিলেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি প্রথম দলের মধ্যে আছ। অতঃপর উম্মু হারাম বিনতে মিলহান (রা) মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের (রা) রাজত্বকালে জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করেন। তিনি নৌ-যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে নিজের সওয়ারীর পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

টীকা ঃ* উম্মু হারাম বিনতে মিলহান ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহ্‌রিম। ইবনে আবদুল বারের মতে, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ সম্পর্কের খালা। আবার কারো মতে, তিনি ছিলেন তাঁর পিতা বা দাদার খালা। কেননা আবদুল মুত্তালিবের মা ছিলেন বনী নাজ্জার গোত্রের কন্যা। (অ)

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهِيَ خَالَةُ أَنَسٍ قَالَتْ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكِ مِنْهُمْ قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا

৪৭৮৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর খালা উম্মু হারাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের বাড়িতে বিশ্রাম করলেন (ঘুম গেলেন)। অতঃপর হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান (উৎসর্গ) হোক! কী কারণে আপনি হাসছেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মাতের কিছুসংখ্যক লোককে স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে; যারা বাদ্‌শাহী জাঁকজমকে সমুদ্র পথে নৌ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনি আমার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ

করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমিও তাদের সাথে থাকবে। উম্মু হারাম বলেন, তিনি আবারও ঘুমিয়ে পড়লেন এবং হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আগের মতই জবাব দিলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কাছে আপনি দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি প্রথম দলের সাথেই থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, পরে তাকে (উম্মু হারামকে) উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা) বিবাহ করেন। উবাদাহ (রা) নৌ-অভিযানে রওয়ানা হলেন এবং স্ত্রী উম্মু হারামকেও সঙ্গে নিলেন। যখন উম্মু হারাম অভিযান শেষে ফিরে আসলেন, তার সওয়ারীর জন্যে একটি খচ্চর আনা হলো। তিনি তাতে আরোহণ করলেন, এবং অল্পক্ষণ পরই তিনি তার পিঠ থেকে নীচে পড়ে গেলেন, অমনি তার ঘাড় মটকে গেল এবং তিনি ইন্তিকাল করলেন।

وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قالا أخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد

৪৭৮৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) তার খালা উম্মু হারাম বিনতে মিলহান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছেই (দুপুরে) ঘুম গেলেন। তিনি হাসিমুখে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। উম্মু হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার হাসার কারণ কী? তিনি বললেন ঃ এই মাত্র স্বপ্নে আমার উম্মাতের কিছুসংখ্যক লোক আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। তারা জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্র অভিযানে বের হয়েছে।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر

قالوا حدثنا إسماعيل «وهو ابن جعفر» عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس ابن مالك يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس فوضع رأسه

عِنْدَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحٰقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ

৪৭৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাসের (রা) খালা বিনতে মিলহানের নিকট গেলেন। তিনি তাঁর মাথা তার দিকে এগিয়ে দিলেন।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইসহাক ইবনে আবু তাল্হা ও মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর পথে পাহারা দেয়ার ফযীলত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ «يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ» عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ

৪৭৮৬। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একদিন ও এক রাত সীমান্ত পাহারা দেয়া এক মাস নফল রোযা রাখা এবং প্রতি রাতে (নফল) নামায পড়ার চেয়ে অনেক উত্তম। আর যদি সে পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে যে কাজে নিয়োজিত ছিল অনবরত তার সওয়াব পেতে থাকবে এবং কবরের বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকবে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

৪৭৮৭। সালমানুল খাইর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রে লাইস বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

শহীদদের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ وَقَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৪৭৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার সময় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ্ তার এ কাজটি পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকারের। মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, গৃহের ছাদ বা ধ্বংস্তূপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তি।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ

৪৭৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মধ্যে কোন্ লোকদের শহীদ বলে গণ্য কর? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রাণ দেয় সে-ই শহীদ। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমার উম্মাতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা তো খুব কমই হবে। তারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তারা কারা? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ,

যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায় সেও শহীদ, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। ইবনে মিক্‌সাম সুহাইলকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি এ হাদীস সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষ্য করে বলছি, আপনার পিতা (আবু সালেহ্) বলেছেন, যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ।

টীকা ঃ শহীদ তিন প্রকার। (এক) দুনিয়া ও আখেরাতে শহীদ, যেমন কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে মারা যায়। দুনিয়াতে তাকে শহীদী কায়দায় দাফন কাফন করতে হবে। (দুই) দুনিয়াতে শহীদ নয়, বরং সে আল্লাহর নিকট পরকালে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। তাকে সাধারণ মৃত লাশের ন্যায় দাফন কাফন করতে হবে। উল্লিখিত হাদীসে তাদেরই বর্ণনা করা হয়েছে। (তিন) দুনিয়াতে একদল লোককে শহীদ বলা যাবে, আখেরাতে তারা শহীদ বলে গণ্য হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি গণীমাতের মাল আত্মসাৎ করেছে, কিংবা সুনামের জন্য জিহাদ করেছে, অথবা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার সময় নিহত হয়েছে ইত্যাদি। (অ)

وحدثني عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُهَيْلٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَخِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ

৪৭৯০। সুহাইল থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুহাইল বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে মিকসাম বলেন, আমি আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি এই হাদীসে আরো উল্লেখ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ। (এখানে যদিও اَخِيكَ বলা হয়েছে কিন্তু এটা ভুল, বরং اَبِيكَ হওয়াই সহীহ)।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ

৪৭৯১। সুহাইল থেকে এই সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তিও শহীদ।

حدثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِمَ مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَتْ قُلْتُ بِالطَّاعُونِ قَالَتْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

৪৭৯২। হাফসা বিনতে সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু আমরাহ কি রোগে মারা গেছেন? হাফসা বলেন, আমি বললাম, মহামারীতে। তিনি (আনাস) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহামারী হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যে শাহাদাতের মৃত্যু।

وحَدَّثَنَاه الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

৪৭৯৩। আসেম থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

ধনুবিদ্যার ফযীলাত, তা শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং যে ব্যক্তি তা শেখার পর ভুলে গেছে সে মন্দ কাজই করেছে।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

৪৭৯৪। উক্‌বা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি ঃ তাদের (শত্রুদের) মোকাবিলার জন্যে যথাসাধ্য সামরিক শক্তি সঞ্চয় কর। জেনে রাখ, তীরন্দাজীই শক্তি। জেনে নাও, তীরন্দাজীই শক্তি। খবরদার! তীরান্দাজীই শক্তি।

وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ

৪৭৯৫। উক্‌বা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই বিভিন্ন এলাকা তোমাদের

দখলে এসে যাবে এবং আল্লাহ তোমাদের তুষ্ট করবেন (তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে)। কিন্তু তোমাদের কেউ যেন তার তীর-ধনুক নিয়ে খেলা করা পরিত্যাগ না করে।

وحَدَّثَنِيهِ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৪৬৯৬। আবু আলী হাম্‌দানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উকবা ইবনে আমেরকে (রা) বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এ সূত্রেও ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةُ لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أُعَانِهِ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِابْنِ شُمَاسَةَ وَمَا ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ قَالَ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

৪৭৯৭। আবদুর রাহমান ইবনে শুমাসাহ থেকে বর্ণিত। ফুকাইম লাখ্‌মী উকবা ইবনে আমের (রা) বললেন, দু'টি লক্ষ্যস্থানের মাঝখানে আপনার তীরগুলো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আপনি একজন বৃদ্ধ মানুষ। এ কাজটি আপনার জন্য বড়ই কষ্টকর। উক্‌বা (রা) বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একটি কথা না শুনতাম তাহলে আমি এর অনুশীলন করতাম না। হারিস বলেন, আমি ইবনে শুমাসাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কথাটি কী? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ধনুবিদা শিক্ষা করার পর তা পরিত্যাগ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, অথবা সে অবশ্যই পাপ করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ এ উম্মাতের এক দল লোক সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা এদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ» عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَهُمْ كَذَلِكَ .

৪৭৯৮। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের একদল লোক সর্বদা সত্যের (দীনে হকের) ওপর বিজয়ী হয়ে থাকবে। যারা তাদের সহায়তা করা ছেড়ে দেবে তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত তারা এভাবেই হকের ওপর অবিচল থাকবে। কিন্তু কুতাইবার হাদীসে 'ওয়াহুম কাযালিকা' বাক্যাংশটুকুর উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا مَرْوَانُ «يَعْنِي الْفَزَارِيَّ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ .

৪৭৯৯। মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের একটি দল মানুষের (দীন-বিরোধীদের) ওপর বিজয়ী হয়ে থাকবে। এ অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) এসে যাবে কিন্তু তারা বিজয়ী রয়ে যাবে।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاءً .

৪৮০০। ইসমাইল ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবনে শো'বাকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... এ সূত্রেও মারওয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة

৪৮০১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ দীন (ইসলাম) সর্বদা কায়েম থাকবে। কিয়ামত আসা পর্যন্ত মুসলমানদের একটি দল এই দীনের সংরক্ষণের জন্য লড়াই করতে থাকবে।

حدثني هرون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

৪৮০২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের একদল লোক কিয়ামত (কায়েম হওয়া) পর্যন্ত সত্য দীনের সংরক্ষণের জন্য জিহাদ করতে থাকবে এবং তারা বিজয়ী থাকবে।

حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس

৪৮০৩। উমাইর ইবনে হানী (রা) বলেন, আমি মুয়াবিয়াকে (রা) মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর হুকুমের ওপর অবিচল থাকবে। যারা তাদের সাহায্য করা পরিত্যাগ করবে অথবা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এ অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ এসে যাবে এবং তারা মানুষের (বিরোধীদের) ওপর বিজয়ী হয়ে থাকবে।

وحدثنى إسحق بن منصور أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر «وهو ابن برقان» حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبى سفيان ذكر حديثا رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة

৪৮০৪। ইয়াযীদ ইবনে আসেম (রা) বলেন, আমি মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এটা ছাড়া আর কোন হাদীস আমি তাকে বর্ণনা করতে শুনিনি। মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন। মুসলমানদের একটি দল সর্বদা হকের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে এবং তাদের বিরোধীদের ওপর কিয়ামাত পর্যন্ত বিজয়ী হতে থাকবে।

حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمى عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث حدثنى يزيد بن أبى حبيب حدثنى عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشىء إلا رده عليهم فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا

فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

৪৮০৫। আবদুর রাহমান ইবনে শুমাসাহ্ আল মাহরী বলেন, আমি মাস্‌লামা ইবনে মাখ্‌লাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আসও (রা) তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম লোকগুলো যখন পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকবে তখনই কিয়ামত হবে। তারা জাহেলী যুগের লোকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। তারা আল্লাহর কাছে যা-ই চাইবে তাই তাদের দেয়া হবে। আবদুর রাহমান ইবনে শুমাসাহ বলেন, তারা এই আলোচনায় রত ছিলেন এমন সময় উক্‌বা ইবনে আমের (রা) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মাস্‌লামা তাকে বললেন, হে উক্‌বা! আবদুল্লাহ কি বলেন তা শুনুন। জবাবে উকবা বললেন ঃ তিনি অনেক অভিজ্ঞ। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের ওপর অবিচল থাকার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এ অবস্থায় তাদের কাছে কিয়ামতের মুহূর্ত এসে যাবে এবং তারা হকের প্রতিষ্ঠায় শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকবে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ এমন এক বায়ু প্রবাহিত করবেন যা কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত এবং রেশমের ন্যায় মোলায়েম হবে। অতঃপর তা এমন কোন ব্যক্তিকে অবশিষ্ট রাখবে না। যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে, তা তাদের সবাইকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দেবে। অতঃপর পৃথিবীতে কেবল নিকৃষ্টতম লোকগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। আর তাদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

৪৮০৬। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমের লোকেরা অবিচল ভাবে সত্যের অনুসরণ করতে থাকবে।

টীকা ঃ পশ্চিমের অর্থ নির্ধারণে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন, মুসলমানরা পারস্যবাসী ও হিন্দুদের ওপর বিজয়ী হবে। কেউ বলেন, 'আহলে গারব' অর্থ হচ্ছে আরববাসী। আবার কেউ বলেন, সিরিয়া। অর্থাৎ একসময় তাদের প্রাধান্য স্থাপিত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

সফরে সওয়ারী পশুর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং চলাচলের পথের ওপর রাত কাটানো নিষেধ।

حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

৪৮০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোনো উর্বর এলাকা অতিক্রম করবে তখন উটকে যমীন থেকে তার অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবে (অর্থাৎ তাকে ঘাস খেতে দেবে)। আর যখন কোনো শুষ্ক মরুভূমি সফর করবে তখন তাড়াতাড়ি তা অতিক্রম করে যাবে। আর যখন তোমরা রাতে কোথাও যাত্রাবিরতি করবে, তখন চলাচলের পথ (তাঁবু খাটানো) পরিহার করবে। কেননা তা হচ্ছে, পোকা-মাকড় অর্থাৎ জমীনে বসবাসকারী প্রাণী রাতে অস্থানের পথ।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ «يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ» عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

৪৮০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা কোন উর্বর ভূমি অতিক্রম করবে তখন ধীর গতিতে যাবে, উটদেরকে জমীন থেকে তাদের অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেবে (অর্থাৎ তাদেরকে কিছুক্ষণ বিচরণের জন্যে ছেড়ে দেবে।) আর যখন কোনো শুষ্ক মরুভূমিতে সফর করবে তখন তড়িৎ গতিতে তা অতিক্রম করবে। আর যখন তোমরা কোথাও যাত্রাবিরতি করবে চলাচলের পথ (তাঁবু খাটানো) পরিহার করবে। কেননা তা হচ্ছে জীব-জন্তুর চলাচলের পথ ও পোকা-মাকড়ের অবস্থানের জায়গা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

সফর হচ্ছে আযাবের একটা অংশ। প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করে মুসাফিরের তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে আসা বাঞ্ছনীয়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ نَعَمْ

৪৮০৯। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া তামিমী বলেন, আমি মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, সুমাই আপনাকে আবু সালেহর সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফর হচ্ছে আযাবের (কষ্টের) একটা অংশ। কেননা তাতে তোমাদের কাউকে ঘুম-নিদ্রা, খাওয়া-দাওয়া ও পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ উদ্দিষ্ট কাজ সমাধা করে, সে যেন তাড়াতাড়ি তার বাড়িঘরে ফিরে আসে। জবাবে মালিক বললেন, হাঁ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

সফর থেকে রাতের বেলায় প্রত্যাবর্তন করে পরিবারের কাছে যাওয়া অবাঞ্ছনীয়।

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً .

৪৮১০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে) রাতের বেলায় পরিবারের নিকট যেতেন না। তিনি তাদের কাছে সকালে অথবা বিকালে যেতেন।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لَا يَدْخُلُ

৪৮১১। আনাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

৪৮১২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধে ছিলাম। যখন আমরা মদীনায় ফিরে আসলাম, নিজ নিজ বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ রাত, অর্থাৎ সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। ইত্যবসরে তারা (স্ত্রীগণ) মাথার চুল আঁচড়িয়ে সাজ-গোজ করে পরিপাটি হতে পারবে এবং অবাঞ্ছিত (গুপ্তস্থানের) পশম দূর করে নিতে পারবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.

৪৮১৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ (সফর থেকে) রাতের বেলায় ফিরে আসে, সে যেন রাতের বেলায়ই বাড়িতে না পৌঁছে। তাদের স্ত্রীগণ অবাঞ্ছিত (গুপ্তস্থানের) পশমে ক্ষৌর কাজ করে এবং সাজ-গোজ করে পরিপাটি হওয়ার সুযোগ পায়।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪৮১৪। শো'বা বলেন, সাইয়ার এই সনদে আমাদের কাছে উপরের হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ «يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ» حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ طُرُوقًا

৪৮১৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি বাড়ি থেকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকে এমতাবস্থায় ফিরে এসেই রাতের বেলায় স্ত্রীদের কাছে হাজির হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ

৪৮১৬। রাওহ্ বলেন, শো'বা উক্ত সিলসিলায় আমাদেরকে উপরের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ.

৪৮১৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তি রাতের বেলায় সফর থেকে ফিরে এসে পরিবারের লোকদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে অথবা তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করার মতলবে অতর্কিতভাবে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِى هٰذَا فِى الْحَدِيثِ أَمْ لَا يَعْنِى أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

৪৮১৮। সুফিয়ান থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রাহমান বলেন, সুফিয়ান বলেছেন ঃ أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ বাক্যটি

হাদীসের অংশ কিনা (কিংবা বর্ণনাকারীর নিজস্ব কথা) তা আমার জানা নেই।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قالا جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم

৪৮১৯। জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'সফর থেকে ফিরে এসে) রাতের বেলা পরিবারের লোকদের কাছে উপস্থিত হওয়া খারাপ' সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই সূত্রে "পরিবারের লোকদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে অথবা তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানের মতলবে" কথাগুলোর উল্লেখ নেই।

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُوْكَلُ مِنَ الْحَيْوَانِ

শিকার এবং যবেহ প্রসংগ

অনুচ্ছেদ ঃ ১

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে শিকার করা।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ مَالَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ

৪৮২০। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে শিকারের উদ্দেশ্যে) ছেড়ে থাকি।[১] সেগুলো আমার জন্যে শিকার ধরে রাখে (নিজেরা কিছুই খায় না) এবং তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার সময় আমি আল্লাহর নাম নিয়েই ছাড়ি। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে থাকো তাহলে (শিকার) খেতে পারো। জিজ্ঞেস করলাম, যদি এরা (শিকারকে) মেরে ফেলে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, মেরে ফেললেও, তবে যদি অন্য কোন কুকুর সেগুলোর সাথে শরীক না থাকে। আমি আবারও তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তীরের ভোঁতা ফলকও শিকারের দিকে নিক্ষেপ করে থাকি এবং শিকার ধরে থাকি। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তীরের ভোঁতা ফলক নিক্ষেপ করে শিকার করো এবং তাতে শিকারের শরীর ক্ষত হয়ে কেটে যায়, তা খেতে পারো কিন্তু যদি ফলকের চেপ্টা দিকের আঘাতে শিকার মারা যায় তাহলে তা খেও না।

টীকা ঃ 'কিলাব' বলতে শিকারী কুকুর, রাজপাখি, চিতাবাঘ এবং যে কোন শিকারী প্রাণী এর অন্তর্ভুক্ত। 'কোন কুকুর যদি শিকার ধরে একাধারে তিনবার তা মালিকের কাছে নিয়ে আসে তাহলে এটাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলা হবে। আর বাজ পাখি যদি তার মনিবের নির্দেশে শিকারের জন্য উড়ে চলে এবং ডাক দিলে ফিরে আসে, তাহলে এটাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী পাখি গণ্য করা হবে'– (হেদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ঃ ৮৬)। (স)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ

৪৮২১। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা এমন এক সম্প্রদায় যে, আমরা এ কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি।* তিনি বললেন ঃ তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়ে থাকো, তাহলে সে শিকার করে যা তোমার জন্যে রেখে দেয় তুমি তা খেতে পারো, যদি সে তা মেরেও ফেলে থাকে। হাঁ, যদি সে তা থেকে কিছু খায় তাহলে তুমি তা খেও না। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে, সে নিজের জন্যেই শিকার ধরেছে। আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কোনো কুকুর শরীক থাকে তখনও তুমি তা খেওনা। (কারণ তুমি তো আল্লাহর নাম নিয়েছিলে তোমার নিজের কুকুরের ওপর)।**

টীকা ঃ * প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পশুপাখী শিকার করা জায়েয। এ ব্যাপারে ফিকহবিদদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু শিকারের ব্যাপারটি যদি খেলায় পরিণত করা হয় এবং চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে পরিণত করা হয়– তাহলে এ ধরনের শিকার জায়েয নয়। কেননা আনন্দ-ফূর্তি ও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কোন প্রাণীর জীবন নষ্ট করার অনুমতি ইসলামে নেই।

টিকা ঃ ** শিকারের প্রতি বন্দুকের গুলী নিক্ষেপ এবং শিকারী পশু ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা বাধ্যতামূলক। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে– "যে প্রাণীর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা খাও... যে প্রাণী আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তা খেও না।" (সূরা আনআম ১১৮ এবং ১২১ নম্বর আয়াত)। ইমাম আবু হানীফার মতে, শিকার ধরার জন্য শিকারী পশু বা পাখি ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে গেলে সে শিকার খাওয়া যাবে। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবেই আল্লাহর নাম না নেয়া হয় তাহলে এ শিকার খাওয়া হারাম (হেদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৬)। (স)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلْبِ

فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ

৪৮২২। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মেরায' (পালক-বিহীন তীরের ভোঁতা ফলক) দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তীরের ধারাল অংশ শিকার ভেদ করে তাহলে তা খেতে পারো। আর যদি তীরের চ্যাপটা দিকের আঘাতে শিকার মারা যায়, তাহলে সেটা 'ওয়াকীয' (পিটিয়ে হত্যা করার শামিল), সুতরাং তা খেওনা। আমি আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুকুর দিয়ে শিকার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে কুকুর ছেড়ে থাকো তাহলে তার শিকার খেতে পারো। কিন্তু যদি কুকুর তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে তুমি তা খেওনা, কেননা তখন বুঝতে হবে সে নিজের জন্যেই তা শিকার করেছে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, যদি আমি আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাই এবং কুকুর দু'টির কোনটি শিকার ধরেছে তা আমার জানা নেই? তিনি বললেন ঃ এমতাবস্থায় তুমি তা খেওনা। কেননা তুমি তো আল্লাহর নাম নিয়েছ তোমার নিজের কুকুরের ওপর, অন্যটির ওপর নয়।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

৪৮২৩। শা'বী বলেন, আমি আদী ইবনে হাতেমকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তীরের ভোঁতা ফলক দিয়ে আঘাত করে শিকার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ بِمِثْلِ ذَلِكَ

৪৮২৪। শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আদী ইবনে হাতেমকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পালকবিহীন ভোঁতা তীর দিয়ে শিকার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره

৪৮২৫। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তীরের ভোঁতা ফলক দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তীরের ধারাল অংশ দ্বারা কেটে যায় তাহলে খেতে পারো। আর যদি তীরের ফলকের পার্শ্বদেশের আঘাতে মারা যায় তাহলে শিকার 'ওয়াকীয' বলে গণ্য হবে। সুতরাং তা খেওনা।* অতঃপর আমি তাঁকে কুকুর দিয়ে শিকার ধরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি সে তোমার জন্যে শিকার ধরে রাখে এবং তা থেকে কিছুই না খায়, তাহলে তুমি তা খেতে পারো। কেননা তার ধরাটাই হবে (শিকার) যবেহ করা। কিন্তু যদি তুমি সেখানে আরেকটি কুকুর দেখতে পাও, তখন আমার আশংকা যে, তোমার কুকুরটির সাথে সে কুকুরটিও শিকার ধরার মধ্যে শরীক ছিলো এবং এ সম্ভাবনাও আছে যে, ঐ কুকুরটিই শিকার ধরেছে। কাজেই সেটা খেওনা, কেননা তুমি তো তোমার নিজের কুকুরটির ওপরই আল্লাহর নাম নিয়েছ, অন্যটির ওপর তো পড়োনি।**

টীকা ঃ * যে কোনো আঘাতে (শিকার) পশু মারা গেলে তা খাওয়া হারাম। কিন্তু বিসমিল্লাহ্ বলে তীর, বর্শা, তলোয়ার কিংবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানলে সে জানোয়ার খাওয়া হালাল। বন্দুকের গুলীতে শিকার করা পশু-পাখী খাওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ আছে। কেউ বলেন, গুলীর মধ্যে ধার নেই। সুতরাং তাতে শিকার কাটা যায় না বরং থেতলিয়ে যায়, কাজেই তা খাওয়া জায়েয নেই। বরং জীবিত পাওয়া গেলে, যবেহ করতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বলেন, ধারাল অস্ত্রের চেয়ে গুলীর ধার কোন অংশেই কম নয় বরং বেশী এবং তাতে রক্তও প্রবাহিত হয়। তাই বিসমিল্লাহ্ বলে গুলী ছুড়লে তাতে শিকার মারা গেলেও খাওয়া জায়েয হবে বলে তাঁরা মনে করেন। (অ)

টিকা ঃ ** হিংস্র মাংসাশী জন্তুর দংশনকৃত জানোয়ার জীবিত পাওয়া গেলে এবং যবেহ করতে পারলে তা

খাওয়া জায়েয। এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত পশু-পাখী ছেড়ে দিলে এবং ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ পড়লে তাদের হামলায় শিকার মরে গেলেও তা খাওয়া জায়েয। কিন্তু লাঠি বা পাথর বা ভারী কোনো জিনিসের আঘাতে যে জন্তু মারা হয় তা 'ওয়াকীয' (নাপাক)। এ ধরনের মৃত জানোয়ার খাওয়া হারাম।

ইসলামে দু' রকমের যবেহর বিধান আছে, (এক) স্বাভাবিক নিয়মে ঃ গলা অর্থাৎ বুক ও হলকুমের মধ্যবর্তী কোন স্থানের বিশেষ চারটি রগের অন্তত তিনটি রগ 'বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার' বলে ধারাল অস্ত্র দ্বারা কেটে দেয়া। (দুই) সংকটাপন্ন অবস্থায় যবেহ করা। অর্থাৎ জানোয়ারের দেহের যে কোনো স্থান ধারাল অস্ত্র দ্বারা বিস্‌মিল্লাহ্ বলে কেটে রক্ত প্রবাহিত করে দেয়া। (অ)

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا زكرياء ابن أبي زائدة بهذا الإسناد

৪৮২৬। ঈসা ইবনে ইউনুস বলেন, যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদাহ্ থেকে এই সনদসূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره

৪৮২৭। শা'বী বলেন, আমি আদী ইবনে হাতেম (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমাদের প্রতিবেশী, সহ-অংশীদার এবং নাহ্‌রাইনে আমাদের সহকর্মী। একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ আমি (শিকারের উদ্দেশ্যে) আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে থাকি। আবার আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরকেও দেখতে পাই, এবং এর সাথে শিকারও দেখতে পাই। কিন্তু আমি বলতে পারি না যে, কুকুর দু'টির মধ্যে কোনটি শিকার ধরেছে। (এমতাবস্থায় আমি কি করবো?) তিনি বললেন ঃ এমন শিকার তুমি খেতে পারবে না। কেননা, তুমি তোমার কুকুর ছাড়তে আল্লাহর নাম পড়েছো কিন্তু অন্য কুকুরটির ওপর তো পড়োনি।

وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك

৪৮২৮। শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ

ابْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ

৪৮২৯। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি (শিকারের উদ্দেশ্যে) তোমার কুকুর ছাড়বে তখন আল্লাহর নাম পড়েই ছাড়বে। যদি সে শিকারটি তোমার জন্যে ধরে রাখে আর তুমি তা জীবিত পাও, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে তা যবেহ করো। আর যদি এমন অবস্থায় পাও যে, সে ওটাকে হত্যা করে ফেলেছে কিন্তু তা থেকে নিজে কিছুই খায়নি, তাহলে তুমি ওটা খেতে পার। আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাও এবং শিকারও মেরে ফেলা হয়েছে, তখন তা খেও না। কেননা তোমার জানা নেই যে, কুকুর দু'টির মধ্যে কোনটি এটা হত্যা করেছে। আর তুমি তীর নিক্ষেপ করার সময় আল্লাহর নাম নাও। অতঃপর যদি তীরের আঘাত খেয়ে ঐ শিকার একদিন তোমার থেকে অদৃশ্য থাকার পর তাকে এমন অবস্থায় (মৃত) পেয়েছো যে, তোমার তীরের আঘাত ছাড়া তার গায়ে অন্য কোনো (আঘাতের) চিহ্ন নেই, এমতাবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে তা খেতে পারো। আর যদি তুমি তা পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাও তাহলে তা খেও না। (কেননা একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, শিকারটি তীরের আঘাতে মরেছে না কি পানিতে ডুবে মারা গেছে)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ

أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ الصَّيْدِ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ

৪৮৩০। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিকার (খাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তীর নিক্ষেপ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। যদি এটাকে নিহত অবস্থায় পাও তবে তা খেতে পার। কিন্তু যদি তুমি তা পানিতে পতিত অবস্থায় পাও তাহলে তা খেতে পারবে না। কেননা তোমার জানা নেই, পানিই তাকে হত্যা করেছে না কি তোমার তীর?

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ أَوْ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا اصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ

৪৮৩১। আবু সা'লাবা আল খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাদের এলাকায় যাই। আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি? আমি আরো বললাম, আমরা এমন এলাকায় শিকার করি যেখানে শিকার পাওয়া যায়। আর আমি ধনুক দ্বারা শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণ-বিহীন কুকুর দিয়েও শিকার করে থাকি। সুতরাং আমার জন্যে কোন্‌টি হালাল তা বলে দিন। তিনি বললেন, তুমি যে বললে আহ্‌লে কিতাবদের এলাকায় যাও এবং তাদের পাত্রে

খাওয়া-দাওয়া করো, সে সম্পর্কে হুকুম হলো এই যে, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পেয়ে যাও তাহলে তাদের পাত্রে খেওনা। আর যদি না পাও তাহলে সেগুলো ধুয়ে নাও এবং তাতে খাও। আর তুমি যে উল্লেখ করলে, তোমরা শিকার পাওয়া যায় এমন ভূমিতে যাও সে সম্পর্কে বিধান হলো এই যে, তোমার তীর-ধনুক দ্বারা যে শিকার পাও, তা ছুড়বার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ে নিক্ষেপ করো, অতঃপর তা খেতে পারো। আর তোমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা যদি শিকার করে থাকো এবং তা বিস্‌মিল্লাহ পড়ে ছাড়ো, এ শিকার খেতে পারো। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, এমন কুকুর দিয়ে শিকার করলে, যদি তা যবেহ্ করার সুযোগ পাও, তবে তা যবেহ করার পর খেতে পারো।

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا المقرىء كلاهما عن حيوة بهذا الاسناد نحو حديث ابن المبارك غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس

৪৮৩২। ইবনে ওহাব ও মুকরি, উভয়ে হাওয়াত থেকে উক্ত সিলসিলায় ইবনুল মুবারাক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে ওহাবের হাদীসে তীর-ধনুক দ্বারা শিকার করার কথাটির উল্লেখ নেই।

حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله مالم ينتن

৪৮৩৩। আবু সালাবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তুমি তীর নিক্ষেপ করার পর শিকার অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পরে তা পেয়ে যাও, তবে দুর্গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা খেতে পারো।

وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف حدثنا معن بن عيسى حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله مالم ينتن

৪৮৩৪। আবু সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পরে পাওয়া শিকার সম্পর্কে বলেন, তা পঁচে না যাওয়া পর্যন্ত খেতে পারো।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه

৪৮৩৫। মাকহুল আবু সা'লাবা খুশানীর সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিকার সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর যুবাইর ইবনে নুফাইর আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে, আ'লা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে, এ বর্ণনায় দুর্গন্ধ হয়ে যাওয়ার কথাটি উল্লেখ নাই। আর কুকুরের শিকার ধরা সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ তিন দিন পরেও তা খেতে পারো, কিন্তু যদি তা দুর্গন্ধ হয়ে যায় তবে পরিহার করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
সর্বপ্রকার মাংসাশী হিংস্র জন্তু এবং সর্বপ্রকার থাবাযুক্ত পাখি খাওয়া হারাম।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع زاد إسحق وابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام

৪৮৩৬। আবু সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের মাংসাশী হিংস্র জন্তু (শিকারী দাঁতবিশিষ্ট পশু) খেতে নিষেধ করেছেন। ইসহাক ও ইবনে আবু উমারের বর্ণিত হাদীসে আরো আছে যে, যুহরী বলেছেন, আমরা এ হাদীসটি সিরিয়া আগমন করার পরই জানতে পেরেছি।

টীকা ঃ পশু সম্পর্কে সাধারণ নীতিমালা হচ্ছে এই যে, ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে এমন পশুর গোশত খাওয়া হালাল। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, যেমন হাতীর গোশত খাওয়া হারাম। পবিত্র কুরআনে 'বাহীমাতুল আন'আম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ গৃহপালিত ধরনের চতুষ্পদ জন্তু। অর্থাৎ যেসব জন্তুর শিকারী দাঁত নেই। যা জান্তব খাদ্যের পরিবর্তে উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে এবং অন্যান্য পাশব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আরবের চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল তা সবই হালাল। হেদায়ার গ্রন্থকার বলেন, যেসব চতুষ্পদ জন্তু দাঁতের সাহায্যে শিকার ধরে এবং যেসব পাখি পায়ের থাবা দিয়ে শিকার ধরে– তা খাওয়া হারাম। (স)

وحدثني حرملة بن يحيي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام

৪৮৩৭। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইদ্রিস খাওলী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু সা'লাবা খুশানীকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক প্রকারের মাংসভোজী হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। ইবনে শিহাব বলেন, আমি এ হাদীসটি হেজাযের কোনো আলেম থেকেই শুনতে পাইনি। আবু ইদ্রিসই আমাকে তা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন সিরিয়ার ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত।

وحدثني هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو «يعني ابن الحارث» أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع

৪৮৩৮। আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রকারের মাংসাশী হিংস্র জন্তু (যেসব জন্তু দাঁত দ্বারা শিকার ধরে) খেতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق

عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرٍو كُلُّهُمْ ذَكَرَ الأَكْلَ إِلاَّ صَالِحًا وَيُوسُفَ فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ

৪৮৩৯। যুহরী থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সালেহ এবং ইউসুফ বর্ণিত হাদীসে 'খাওয়া' শব্দের উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ «يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ» عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

৪৮৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বপ্রকারের মাংসভোজী হিংস্র জানোয়ার খাওয়া হারাম।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪৮৪১। ইবনে ওহাব বলেন, মালিক ইবনে আনাস আমাকে উক্ত সিলসিলায় পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

৪৮৪২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের মাংসভোজী হিংস্র জন্তু ও সব রকমের থাবাবিশিষ্ট শিকারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي بشر ح وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى ح وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم

৪৮৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছে... হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ হাকামের সূত্রে শো'বা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

সমুদ্রে (পানিতে) বসবাসকারী প্রাণী খাওয়া জায়েয, তা মৃত হলেও।

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو قدر الثور فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم

فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ

৪৮৪৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কুরাইশ ব্যবসায়ী কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। তিনি আবু উবাইদাকে (রা) আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি আমাদের এক থলে খেজুর দিলেন। আমাদেরকে এর অধিক রসদ দেয়ার মত তিনি কিছু পেলেন না। সেনাপতি আবু উবাইদাহ্ (রা) আমাদের প্রত্যেককে দৈনিক একটি করে খেজুর দিতেন। বর্ণনাকারী আবু যুবাইর বলেন, আমি (জাবিরকে) জিজ্ঞেস করলাম, এ একটি খেজুর দিয়ে আপনারা কি করতেন? জাবির (রা) বললেন ঃ আমরা তা চুষে খেতাম যেমন ছোট শিশুরা চুষে থাকে। অতঃপর পানি পান করে নিতাম। এতটুকু খাদ্যেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গোটা দিন আমাদের চলে যেতো। আর আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে গাছ থেকে পাতা ঝেড়ে নিতাম এবং তা পানিতে কচলিয়ে খেয়ে নিতাম। জাবির বলেন, আমরা সমুদ্রের তীরে গেলাম। এমন সময় সমুদ্রের তীরে আমাদের সামনে টিলার ন্যায় একটি বিরাটকায় প্রাণী ভেসে উঠলো, আমরা এর নিকটে গেলাম একং দেখতে পেলাম এটা একটা প্রাণী যাকে আম্বর (তিমি) বলা হয়। জাবির বলেন, আবু উবাইদাহ (রা) বললেন ঃ এটা মৃত প্রাণী। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন ঃ না বরং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত দূত। তদুপরি আমরা আল্লাহর পথে মুজাহিদ। আর তোমরা ভীষণ খাদ্য-সংকটের মধ্যে আছো। কাজেই তোমরা এটা খাও। জাবির (রা) বলেন, আমরা সেখানে একমাস অবস্থান করলাম আর আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিনশ' জন। শেষ পর্যন্ত তা খেয়ে আমরা মোটাতাজা হয়ে গেলাম। তিনি আরো বলেন, আমরা এই মাছের চোখের গর্ত থেকে কলসি ভরে ভরে চর্বি তুললাম। এবং আমরা এর শরীর থেকে এক একটি ষাঁড়ের সমান টুক্রো (খণ্ড) কেটে নিয়েছি। আবু উবাইদাহ আমাদের তেরজন লোককে ডেকে মাছটির চোখের গর্তের মধ্যে বসিয়ে দিলেন এবং তিনি এর পাঁজরের একটি হাড় তুলে নিয়ে দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাথের সবচেয়ে বড় উটটির পিঠে হাওদা উঠালেন এবং এটাকে হাড়ের বৃত্তের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিলেন। আর উটটি অনায়াসেই এর নীচ দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলো। আমরা এর সিদ্ধ গোশত আমাদের রসদের জন্য সঞ্চয় করলাম। যখন আমরা মদীনায় ফিরে আসলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনাটি বললাম, আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন ঃ এটা তোমাদের রিযিক। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যেই

তা তুলে দিয়েছিলেন। আচ্ছা! এখন তোমাদের কাছে এর গোশ্‌ত আছে কি যা আমাকে দিতে পারো? জাবির বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার কিছু গোশ্‌ত পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা খেলেন।

টীকা ঃ এখানে 'বাহরুন' (সমুদ্র) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা সাগর, মহাসাগর, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, প্রভৃতি সর্বপ্রকার জলাশয় বুঝানো হয়েছে। জলজ প্রাণীর হারাম-হালালের সীমারেখা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে, জলজ প্রাণীর মধ্যে কেবল মাছই হালাল। এছাড়া আর কোন প্রাণী খাওয়া হালাল নয়। জমহুরের মতে, পানির মধ্যেকার যাবতীয় প্রাণীই খাওয়া হালাল। ইমাম মালিকের মতে ব্যাঙ ছাড়া পানির আর সব প্রাণীই হালাল। ইমাম আহমাদের মতে ব্যাঙ, কুমির এবং করাত মাছ ছাড়া পানির যাবতীয় প্রাণীই হালাল। তার অনুসারী আবু আলী নাজ্জারের মতে সামুদ্রিক কুকুর (Shark Fish), শুকর, ইঁদুর, বিছা এবং স্থলের হারাম প্রাণীর সাথে জলচর যেসব প্রাণীর সাদৃশ্য রয়েছে– তা হারাম। ইমাম আহমাদের মতে সামুদ্রিক কুকুর, সামুদ্রিক শুকর এবং সামুদ্রিক ওরাংওটাং ও সিম্পাঞ্জী যবেহ করার পর খাওয়া হালাল। ইমাম শাফেঈর তিনটি মত পরিলক্ষিত হয় ঃ (ক) ব্যাঙ ছাড়া পানির সব প্রাণীই হালাল, (খ) মাছ ছাড়া আর কিছুই হালাল নয়, এবং (গ) আবু আলী নাজ্জারের মতের অনুরূপ। আবু তাবীব তাবারীর মতে, সামুদ্রিক ওড়াংওটাং ও সিম্পাঞ্জী খাওয়া জায়েয নয়। কারণ মানুষের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে।

"আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা), আবু হুরায়রা (রা) এবং যায়েদ ইবনে সাবিতের (রা) মতে, সমুদ্রের ঢেউ বা স্রোত যেসব প্রাণীকে উপকূলে নিক্ষেপ করে তা খাওয়া হালাল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা) মতে, যেসব মাছ পরস্পরকে হত্যা করে অথবা শীতে মারা যায় তা খাওয়া জায়ে"– (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃঃ ১৮৪)।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, "জলজ প্রাণীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়– (১) মাছ এবং শ্রেণীভুক্ত সমস্ত প্রাণীই হালাল। (২) ব্যাঙ এবং এই শ্রেণীভুক্ত সকল প্রাণীই হারাম। (৩) অবশিষ্টগুলোর ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফার মতে তা হারাম, কিন্তু ইবনে আবু লাইলা ও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তা হালাল"– (তাফসীরে কবীর, খণ্ড ১২, পৃঃ ৯৭)।

"হাসান বসরী কাছিম খাওয়া দূষণীয় মনে করেন না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জলজ প্রাণী তোমাদের জন্য হালাল। তা তোমরা খেতে পার যদি তোমাদের রুচির পরিপন্থী না হয়। সাপের মত এক প্রকারের মাছ ইহুদীরা খায় না, কিন্তু আমরা খাই। হাসানের মতে সামদ্রিক কুকুর হালাল (হাসান বসরীরও হতে পারে বা হাসান ইবনে আলীও হতে পারে)"– বুখারী, কিতাবুল যাবায়েহ।

ইমাম আবু হানীফার মতে পানিতে যত প্রকারের মাছ আছে তা হালাল। কিন্তু যে মাছ পানির মধ্যে মরে উপরিভাগ ভেসে ওঠে তা খাওয়া মাকরূহ। হাদীসের পরিভাষায় এর নাম হচ্ছে الطافى। (তাফী)। "সাহাবী জাবির (রা), তাউস, ইবনে সীরীন, হাসান বসরী ও জাবির ইবনে যায়েদের মতেও তাফী খাওয়া নাজায়েয"– (আলমুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭২)। কিন্তু জাবের (রা) থেকে তাফী খাওয়া জায়েয সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত আছে। অপরদিকে আবু বাক্‌র (রা), আবু আইউব আনাসারী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা), আলী (রা), উমার (রা), উসমান (রা), আতা, মাকহুল, সুফিয়ান সাওরী, নাখঈ, মালিক, শাফেঈ, আহমাদ– এক কথায় জমহুর সাহাবা, মুহাদ্দিসীন ও ফিকহ্‌বিদদের মতে তাফী খাওয়া হালাল।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) যে হাদীসের ভিত্তিতে তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেছেন তা হচ্ছে ঃ জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন ঃ "সমুদ্র যা ঢেলে দেয় অথবা নিক্ষেপ করে তা খাও। আর যা তাতে মরে উপরিভাগে ভাসতে থাকে তা খেওনা' (আবু দাউদ)। কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে ইমাম ইবনে মাজাহ ও দারু কুতনী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, এটা মওকুফ হাদীস, অর্থাৎ জাবিরের (রা) বক্তব্য, রাসূলের বক্তব্য নয়। তাছাড়া এর সনদ দুর্বল এবং এটা দলীল হিসাবে গ্রহণের অযোগ্য। ইমাম দারু কুতনীর মতেও এটা মওকুফ হাদীস। একটি সনদে এটা মরফু হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তা সঠিক নয়।

অপরদিকে যারা তাফী খাওয়া হালাল বলেছেন তাদের দলীল হচ্ছে ঃ "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং এর খাদ্যদ্রব্য হালাল করা হয়েছে" (সূরা মায়িদ ঃ ৯৬)। তাদের পক্ষের হাদীসগুলো হচ্ছে ঃ "সমুদ্রের পানি পাক এবং এর মৃত জীব হালাল"– (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক এবং মুসনাদে আহমাদ)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আবু বাক্‌র (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি খেতে চায় তার জন্য মরে ভেসে ওঠা মাছ হালাল"– (দারু কুতনী)। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, আমি আবু বাক্‌র (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "তিনি পানির ওপর মরে ভেসে ওঠা মাছ খেয়েছেন"– (দারু কুতনী)। এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। (স)

حدثنا عبد الجبار بن العلاء . حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته قال وجلس في حجاج عينه نفر قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك قال وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فلما فني وجدنا فقده

৪৮৪৫। আমর থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এক অভিযানে পাঠালেন। আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিনশ' জন সওয়ারী। আবু উবাইদাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ (রা) ছিলেন আমাদের সেনাপতি। আমরা কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে ছিলাম। আমরা সমুদ্রের উপকূলে অর্ধ মাস অবস্থান করলাম। আমাদের ভীষণ দুর্ভিক্ষে পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা গাছের পাতা খেতে বাধ্য হলাম। ফলে আমাদের এ বাহিনীর নাম 'জাইশুল খাবাত' রাখা হয়েছিল। এ সময় একদিন, সমুদ্র আমাদের জন্যে একটি বিরাট প্রাণী তীরে নিক্ষেপ করলো, তাকে আম্বর (তিনি) মাছ বলা হতো। আমরা তা অর্ধ মাস পর্যন্ত খেলাম এবং তার চর্বি তেল হিসাবে আমরা গায়ে মেখেছি, ফলে আমাদের দেহ সুস্থ ও সতেজ হয়ে গেলো। জাবির (রা) বলেন, সেনাপতি আবু উবাইদাহ্ (রা) এর পাঁজরের একটি হাড় নিয়ে খাড়া করলেন। পরে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে

ফৌজের সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে সবচেয়ে উঁচু উটটির ওপরে তুলে দিলেন। আর সে অনায়াসে এই হাড়ের বৃত্তের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলো। জাবির (রা) বলেন, এক সময় (কৌতুক করে) আমাদের এক দল লোক এই বস্তুটির চোখের খাদের মধ্যেও বসে ছিলো। তিনি আরো বলেন, আমরা তার চোখের গর্ত থেকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ (অনেকগুলো মশক ভর্তি) চর্বি তুলেছি। আমাদের সঙ্গে ছিলো খেজুরের থলি। সেনাপতি আবু উবাইদাহ্ (রা) প্রথমে আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক মুষ্ঠি করে খেজুর দিতেন। পরে দিয়েছেন, এক একটি করে। কিন্তু পরে এক সময় যখন সব শেষ হয়ে গেলো, তখন আর কিছুই পেলাম না।

وحدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ

৪৮৪৬। আমর (রা) জাবিরকে (রা) বলতে শুনেছেন, খাবাত বাহিনীর এক ব্যক্তি তিনটি উট যবেহ করল, অতঃপর তিনটি, অতঃপর তিনটি। এরপর সেনাপতি আবু উবাইদাহ তাকে উট যবেহ্ করতে নিষেধ করে দিলেন।

وحدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ «يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ» عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا

৪৮৪৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিনশ' জন। আমাদের সঙ্গে এতো সামান্য পরিমাণে রসদ ছিলো যে, তা আমরা নিজেদের কাঁধে করে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَفَنِيَ زَادُهُمْ فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ

৪৮৪৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশ' জন লোকের একটি ক্ষুদ্র সেনাদল কোনো এক অভিযানে পাঠালেন। তিনি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ্‌কে (রা) তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তাদের খাদ্যদ্রব্য প্রায় শেষ হয়ে আসল। আবু উবাইদাহ্ (রা), যার কাছে যা অবশিষ্ট ছিলো একটি পাত্রে সবগুলোকে একত্রিত করে নিলেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে দৈনিক একটি করে খেজুর প্রদান করতেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ «يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ» قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ ابْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً

৪৮৪৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্র-সৈকতের দিকে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠালেন। আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ আমর ইবনে দীনার ও আবু যুবাইরের বর্ণনার অনুরূপ। কিন্তু ওহাব ইবনে কাইসান তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন, সমগ্র সেনাবাহিনী এই আম্বর বা তিমি মাছটি আঠার দিন খেলেন।

টীকা ঃ পূর্বের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এক মাস খেয়েছেন, আবার কোনোটিতে আছে অর্ধ মাস। আর এ হাদীসে আঠার দিন। এর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে কাযী আয়ায বলেন, সম্ভবত অর্ধমাস বা আঠার দিন খেয়েছেন তাজা তাজা, আর বাকী দিনগুলো রেখেছেন শুকনো শুট্‌কী করে।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

৪৮৫০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহাইনা গোত্রের এলাকায় ক্ষুদ্র একটি সেনাদল পাঠালেন এবং এক ব্যক্তিকে তাদের নেতা নিযুক্ত করলেন। অবশিষ্ট বিবরণ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

৪৮৫১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের সময় নারীদের সাথে মুতয়া বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ গাধা দু'প্রকারের ঃ গৃহপালিত ও জংলী। গৃহপালিত গাধা খাওয়া হারাম। আর জংলী গাধা, এটাকে "হেমারুল অহাশী" বলা হয়, তা খাওয়া হালাল।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

৪৮৫২। সুফিয়ান, উবাইদুল্লাহ, ইউনুস ও মা'মার থেকে বর্ণিত। তাঁরা সবাই উক্ত সিলসিলায় যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইউনুসের হাদীসের মধ্যে রয়েছে, "আর গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতেও তিনি নিষেধ করেছেন।"

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

৪৮৫৩। আবু ইদ্রিস (রা) বলেন, আবু সা'লাবা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত (খাওয়া) হারাম করে দিয়েছেন।

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية

৪৮৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

وحدثني هرون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع قال قال ابن عمر ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا اليها

৪৮৫৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিন লোকদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فان قدورنا لتغلي إذ نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس

৪৮৫৬। শাইবানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফকে (রা) গাধার গোশ্‌ত খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, খাইবারের দিন আমরা ভীষণ ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। এ সময় আমরা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই ছিলাম। আমরা মদীনার বাইরে কতগুলো গাধা পেয়ে গেলাম। সুতরাং তা যবেহ করে দিলাম। আমাদের হাঁড়িগুলোতে গোশ্‌ত টগ্‌বগ করে সিদ্ধ হচ্ছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক এসে ঘোষণা করলেন, "তোমরা তোমাদের ডেগ্‌চিগুলো উল্টিয়ে ফেলে দাও, এবং গাধার গোশ্‌ত থেকে সামান্য পরিমাণও খেওনা।" শাইবানী বলেন, আমি ইবনে আবু আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম, গাধার গোশ্‌ত কি ধরনের হারাম? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমরা নিজেদের মধ্যেও এ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের কেউ কেউ বলল, এটা নিশ্চিত হারাম, হারাম হওয়ার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। আবার কেউ কেউ বলল, তা থেকে গণীমাতের এক পঞ্চমাংশ না নেয়া পর্যন্ত হারাম।

وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد «يعني ابن زياد» حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها ألبتة

৪৮৫৭। সুলাইমান আশ্‌ শাইবানী বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে (রা) বলতে শুনেছি, খাইবারের দিনগুলোতে আমরা দুর্ভিক্ষে পড়ে ছিলাম। খাইবারের যুদ্ধের দিন আমরা অনেকগুলো গৃহপালিত গাধা পেয়ে গেলাম। সুতরাং আমরা তা যবেহ্‌ করলাম। আমাদের ডেগচিতে এই গোশ্‌ত পাকানো হচ্ছিলো, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করল, "গোশতের হাঁড়িগুলো উল্টিয়ে ফেলে দাও এবং গাধার গোশত সামান্য পরিমাণও ভক্ষণ করো না।" এ ঘোষণার পর একদল লোক বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেতে এজন্য নিষেধ করেছেন যে, তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করা হয়নি। অপর দল বলল, তিনি চিরকালের জন্য তা নিষিদ্ধ করেছেন।

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي «وهو ابن ثابت» قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْفِؤُا الْقُدُورَ

৪৮৫৮। আদী ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ' ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে (রা) বলতে শুনেছি, আমরা গণীমাতের মালের মধ্যে কিছু গাধাও পেয়েছিলাম। আমরা তা যবেহ করে পাকাচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের ঘোষক ঘোষণা দিলেন, তোমরা তোমাদের ডেগ্‌চিগুলো উল্টে ফেলে দাও।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

৪৮৫৯। সাবিত ইবনে উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ'কে (রা) বলতে শুনেছি ঃ আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ

৪৮৬০। বারাআ' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা গৃহপালিত গাধার কাঁচা এবং রাঁধা গোশত যেটাই হোক, যেন ফেলে দেই। এরপর তিনি কখনো আর তা খাওয়ার আদেশ (অনুমতি) দেননি।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪৮৬১। হাফস ইবনে গিয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি আসেম থেকে এই সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثني أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَدْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

৪৮৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলতে পারি না, গাধা মানুষের ভারবাহী পশু হওয়ার দরুন এবং তাদের সওয়ারী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকায় তা যবেহ করে খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, না কি তিনি খাইবারের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়াটা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ «وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ ثُمَّ إِنَّ اللّٰهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمٍ قَالُوا عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ

৪৮৬৩। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে খাইবার অভিমুখে রওয়ানা হলাম। আল্লাহ তাআ'লা খাইবারবাসীদের ওপর (মুসলমানদের) বিজয় দান করলেন। যেদিন মুসলমানরা জয় করলো সেদিন সন্ধ্যায় তারা অনেকগুলো চুলায় আগুন ধরাল। এতগুলো চুলায় আগুন জ্বলতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কিসের আগুন এবং তা কেন জ্বালানো হয়েছে। লোকেরা বললো, গোশ্‌ত রাঁধা হচ্ছে। তিনি জানতে চাইলেন, কিসের গোশত? তারা বললো, গৃহপালিত গাধার গোশত। তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তা সম্পূর্ণ ফেলে দাও এবং হাঁড়ি-পাতিলগুলোও ভেঙে ফেলো। এ সময় এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! গোশ্‌তগুলো ঢেলে ফেলে হাঁড়িগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে কি আমরা তা ব্যবহার করতে পারবো না? তিনি বললেন, হাঁ! অবশ্য তা করতে পারো।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى ح وحدثنا أبو بكر بن النضر حدثنا أبو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد

৪৮৬৪। হাম্মাদ ইবনে মাসআদাহ, সাফওয়ান ইবনে ঈসা ও আবু আসেম আন্ নাবীল থেকে বর্ণিত। তারা সবাই ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ (রা) থেকে এই সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها

৪৮৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার জয় করলেন, আমরা জনপদের বাইরে কতগুলো গাধা পেয়ে গেলাম। আমরা তা যবেহ করে পাকাতে লাগলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করলেন ঃ "সাবধান! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা শয়তানের ঘৃণ্য কাজ।" অতএব হাঁড়িগুলো গোশত সমেত উল্টিয়ে ফেলে দেয়া হল। তখন পাত্রের মধ্যকার গোশত টগবগ করে ফুটছিল।

حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس قال فأكفئت القدور بما فيها

৪৮৬৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার বিজয়ের দিন জনৈক আগমনকারী এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! গাধাগুলো যবেহ্ করে সব

খাওয়া হচ্ছে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বললো! হে আল্লাহর রাসূল! গাধাগুলো শেষ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তাল্‌হাকে (রা) আদেশ করলেন এবং তদনুযায়ী তিনি ঘোষণা করলেন ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল উভয়ে তোমাদের গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা ঘৃণ্যবস্তু বা নাপাক। রাবী বলেন, অতঃপর হাঁড়ি-পাতিলগুলো গোশ্‌ত সমেত উল্টে ফেলে দেয়া হল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد ، واللفظ ليحيى ، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.

৪৮৬৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা ঃ ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে । ইমাম শাফেঈ ও জমহুরের মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পূর্ণ জায়েয এবং এতে কোন দোষ নেই। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) ফাযালা ইবনে উবায়েদ (রা), আনাস ইবনে মালিক (রা), আস বিনতে আবু বাক্‌র (রা), সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা), আলকামা, আসওয়াদ, আতা, শুরাইহ, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক, আবু সাওর, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, দাউদ যাহেরী এবং জমহুর মুহাদ্দিসগণও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অপর একদল এটাকে মকরূহ বলেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে আব্বাস (রা), হাকাম, মালিক ও আবু হানীফা। ইমাম আবু হানীফা বলেন, ঘোড়ার গোশত ভক্ষণকারী গুনাহগার হবে। কিন্তু তিনি এটাকে হারাম বলেননি। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং হিংস্র জন্তুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।"

কিন্তু এ হাদীসের যথার্থতা সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। এটা যঈফ হাদীস হওয়ার ব্যাপারে হাদীসবেত্তাগণ একমত। কতেকে এটাকে মানসূখ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এটা যঈফ হাদীস এবং এর রাবী সালেহ এবং তার পিতা ইয়াহ্‌ইয়া পরিচিত ব্যক্তি নন। ইমাম বুখারী বলেছেন, এ হাদীস সম্পর্কে আপত্তি আছে। বায়হাকী বলেছেন, এর সনদে গরমিল আছে। খাত্তাবী বলেছেন, এর সনদ সম্পর্কে কথা আছে। তিনি আরো বলেছেন, সালেহ, তার পিতা ইয়াহইয়া এবং তার দাদা-পরম্পরের কাছে এ হাদীস শুনেছেন বলে জানা যায়নি। আবু দাউদ বলেছেন, এটি মানসুখ হাদীস। নাসাঈ বলেছেন, জায়েয সম্পর্কিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ– (ইমাম নববী-কৃত মুসলিমের শরাহ; মিরকাত, খণ্ড ৮, পৃঃ ১২৯-৩০)। (স)

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي .

৪৮৬৮। আবু যুবাইর বলেন যে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, খাইবারের যুদ্ধের যামানায় আমরা ঘোড়ার গোশত ও জংলী গাধার গোশত খেয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب ح وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قالا حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد

৪৮৬৮ (ক)। ইবনে জুরাইজ থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه

৪৮৬৯। আস্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘোড়া যবেহ করেছি এবং তার গোশত খেয়েছি।

وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الاسناد

৪৮৭০। আবু মুয়াবিয়া ও আবু উসামা উভয়ে হিশাম থেকে এই সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

গুইসাপ খাওয়া জায়েয।

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن اسماعيل قال يحيى

ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ

৪৮৭১। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি বললেন ঃ ঐটা আমি খাইও না এবং তা হারাম হওয়ার প্রবক্তাও নই।

টীকা ঃ ইমাম নববী বলেন, গুইসাপের গোশত যে হালাল এবং তা মাকরূহ নয়, এ ব্যাপারে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার সংগীদের মতে তা মাকরূহ বলে বর্ণিত আছে– (নববীকৃত মুসলিমের শরাহ)। শাহ ওলীউল্লাহর মতে, হারাম শব্দটি শরীআতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়– গুইসাপের গোশত সে অর্থে হরাম নয়। নবী (সা) তা খাননি বলে একদল বিশেষজ্ঞের মতে তা খাওয়া নিষেধ। কিন্তু এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং মাকরূহ তানযিহির পর্যায়ভুক্ত) (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য়, পৃঃ ১৮১)। (স)

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ.

৪৮৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি তা খাইও না এবং তা হারামও বলি না।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

৪৮৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন তিনি মিম্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমি তা খাইও না এবং তাকে হারামও বলি না।

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

৪৮৭৪। উবাইদুল্লাহ থেকে এই সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول ح وحدثني هرون بن عبد الله أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا هرون بن عبدالله حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة ح وحدثنا هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر

৪৮৭৫। ইবনে উমার (রা) তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন... নাফের সূত্রে লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে আইয়ূব বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গুইসাপের গোশত আনা হলো। কিন্তু তিনি তা খেলেন না এবং হারামও বলেননি।" আর উসামা বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ "মসজিদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়ালো এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ওপর উপবিষ্ট ছিলেন।"

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبي سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي

৪৮৭৬। শাবী ইবনে উমারের কাছে শুনেছেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর কতিপয় সাহাবী ছিলেন। সা'দ (রা)ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের সম্মুখে গুইসাপের গোশত পেশ করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী আওয়াজ দিয়ে জানালেন, এটা গুইসাপের গোশত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা খাও, কেননা তা হালাল; কিন্তু তা আমার খাদ্য নয়।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبرى قال قال لى الشعبى أرأيت حديث الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ

৪৮৭৭। তাওবাতুল আন্‌বারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে শা'বী বললেন, আপনি কি হাসান বসরীর সূত্রে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে অবগত আছেন? আমি ইবনে উমারের (রা) সাথে দু'বছর কিংবা দেড় বছর ছিলাম। কিন্তু আমি (গুইসাঁপ সম্পর্কিত) একটি হাদীস ব্যতীত তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আর কিছুই বর্ণনা করতে শুনিনি। ইবনে উমার বলেছেন ঃ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত সা'দও তঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ মুয়াযের হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يارسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه قال خالد

فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ

৪৮৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (নবী-পত্নী) মায়মুনার (রা) গৃহে প্রবেশ করলাম। এ সময় তেলে-ভাজা গুইসাপ (আমাদের সম্মুখে) হাজির করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। মায়মুনার ঘরে উপস্থিত কোন এক মহিলা বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা খেতে চাচ্ছেন সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে দাও। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার থেকে হাত তুলে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি হারাম? জবাবে তিনি বললেন ঃ না কিন্তু আমার এলাকার প্রাণী নয় এবং এর প্রতি আমার রুচিও নেই। খালিদ (রা) বলেন, এরপর আমি এটা টেনে নিয়ে তা খেয়েছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখছিলেন।

وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ

جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوْذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتّٰى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمّٰى لَهُ فَأَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُوْرِ أَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِيْ

৪৮৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) যিনি 'আল্লাহর তরবারি' উপাধিতে ভূষিত, তাকে বলেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মায়মুনার (রা) গৃহে প্রবেশ করলেন। মায়মুনা (রা) ছিলেন খালিদ এবং ইবনে আব্বাসের (রা) খালা। তিনি তাঁর কাছে তেলে-ভাজা গুইসাপ দেখলেন। তার (মায়মুনার) বোন হুফাইদা বিনতে হারেস নাজ্‌দ থেকে তা নিয়ে আসেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ করলেন। খুব কমই এরূপ ঘটতো যে, তাঁর সামনে খাবার পেশ করা হত এবং তার নাম উল্লেখ করা হত না (অর্থাৎ খাবার পেশ করার সাথে সাথে তাঁর কাছে এর বর্ণনাও দেয়া হত)। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপ খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তখন উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে একজন নারী বললেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা খেতে দিয়েছ তার নাম বলে দাও। মহিলারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা গুইসাপের গোশত। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত তুলে নিলেন। এ সময় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল গুইসাপ খাওয়া কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না, তবে এটা আমার জনপদের জীব নয়। তাই এর গোশত আমার রুচিসম্মত নয়। খালিদ (রা) বললেন, অতঃপর আমি তা নিজের দিকে টেনে নিয়ে নির্দ্বিধায় খেয়ে ফেললাম, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু আমাকে নিষেধ করেননি।

وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد أخبرني. وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها

৪৮৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মায়মুনা

বিনতুল হারিসের গৃহে প্রবেশ করলেন। মায়মুনা ছিলেন তার খালা। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গুইসাপের গোশত পেশ করা হলো। উম্মু হুফাইদা বিনতে হারিস নাজদ থেকে তা নিয়ে আসেন। আর তিনি ছিলেন বনী জা'ফর গোত্রের এক ব্যক্তির স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ছিলো, কোন জিনিস সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত তিনি তা খেতেন না। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনার শেষে আরো আছে ঃ ইবনুল আসামিন এ হাদীস মায়মুনার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (ইবনুল আসাম্মি) মায়মুনার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছেন।

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة

৪৮৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দু'টি ভুনা গুইসাপ আনা হলো, এ সময় আমরা মায়মুনার (রা) গৃহে ছিলাম। হাদীসের বাকী অংশ পূর্ববতী হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু ইয়াযীদ ইবনুল আস মায়মুনা থেকে বর্ণনা করার কথাটি এখানে উল্লেখ নেই।

وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب فذكر بمعنى حديث الزهري

৪৮৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে গুইসাপের গোশত পেশ করা হলো। এ সময় তিনি মায়মুনার (রা) ঘরে ছিলেন।... খালিদ ইবনে ওয়াদিও তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিলেন।... হাদীসের বাকী অংশ যুহরী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس

يَقُولُ أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৮৮৩। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ একবার আমার খালা উম্মু হুফাইদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘি, পনীর এবং গুইসাপ তোহফাস্বরূপ পেশ করলেন। তিনি ঘি ও পনীর খেলেন কিন্তু রুচিসম্মত না হওয়ায় গুইসাপের গোশত খেলেন না। বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাওয়ার মজলিসে গুইসাপ খাওয়া হল। যদি তা হারাম হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানে তা খাওয়া যেত না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَآكِلٌ وَتَارِكٌ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِئْسَ مَا قُلْتُمْ مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ هٰذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ وَقَالَ لَهُمْ كُلُوا فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٍ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৮৮৪। ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্মি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মদীনার কোনো এক নব দম্পতির বিবাহ অনুষ্ঠানে আমাদের দাওয়াত দেয়া হলো। আমাদের সামনে তেরটি গুইসাপের গোশত পেশ করা হলো, সুতরাং আমাদের কেউ তা খেলো

আবার কেউ তা খেলো না। পরদিন আমি ইবনে আব্বাসের (রা) সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং এই ঘটনাটি তাকে জানালাম। এ সময় অনেক লোক তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল। তাদের কেউ বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি এটা খাইও না কাউকে খেতে নিষেধও করি না এবং তা হারামও বলি না।" তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তোমরা যা বলেছো তার জন্য দুঃখ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিষ্কারভাবে কোনো জিনিস হালাল অথবা হারাম করার জন্য পাঠানো হয়েছে। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনার (রা) গৃহে ছিলেন এবং তাঁর কাছে ফয্ল ইবনে আব্বাস, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও অন্য এক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সম্মুখে খাবার একটি পাত্র পেশ করা হলো, তাতে ছিলো, কিছু গোশত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাবার ইচ্ছা করলেন, মায়মুনা (রা) তাঁকে বললেন, এটা গুইসাপের গোশত। একথা শুনে তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ এ গোশত আমি কখনো খাই না। তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন ঃ তোমরা খেতে পারো। ফযল, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও ঐ মহিলাটি তা খেলেন। কিন্তু মায়মুনা (রা) বললেন ঃ আমি কেবলমাত্র সেই জিনিসই খাবো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খান।

حدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت

৪৮৮৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে গুইসাপের গোশত পেশ করা হলো। কিন্তু তিনি তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন ঃ আমার জানা নেই, অতীতের কোনো জাতির (শাস্তিস্বরূপ) আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছিল– এগুলো সে অভিশপ্ত জাতি নাকি?

টীকা ঃ এ হাদীসের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো ইমামের অভিমত যে, বনী ইসরাইলদের এক সম্প্রদায়কে হনুমান ও বানরে রূপান্তর করে দেয়া হয়েছিলো এবং অন্য এক সম্প্রদায়কে গুইসাপে পরিণত করা হয়েছিল। প্রথম সম্প্রদায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু অপর সম্প্রদায় এ অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের অনুমান সে দিকেই ইংগিত করছে।

وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء

مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ

৪৮৮৬। আবু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবিরকে (রা) গুইসাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, তোমরা তা খেওনা এবং তিনি এটাকে ঘৃণ্য জীব বলে উক্তি করেছেন। আর তিনি (আবু যুবাইর) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে হারাম বলেননি। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা অনেককে উপকৃত করেছেন। এটা রাখালদের খাবার। এটা যদি এখন আমার নিকট থাকতো তাহলে আমি তা ভক্ষণ করতাম।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا أَوْ فَمَا تُفْتِينَا قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৮৮৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন এক এলাকায় বাস করি যেখানে প্রচুর গুইসাপ পাওয়া যায়। সুতরাং সেগুলোর (খাওয়ার) ব্যাপারে আপনার কি নির্দেশ? অথবা সে জিজ্ঞেস করলো আপনি আমাদের কি ফতোয়া দেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ "আমাকে জানানো হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল বংশের একদল লোকের আকৃতি বিকৃত করে দেয়া হয় (এগুলো সে সম্প্রদায়ও হতে পারে!)।" সুতরাং তিনি এগুলো খাওয়ার অনুমতিও দেননি এবং নিষেধও করেননি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, অতঃপর এক সময় উমার (রা) বললেন, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একাধিক ব্যক্তিকে উপকৃত করেন। তাছাড়া এটা মেষপালকদের সাধারণ খাবার। যদি তা এখন আমার নিকট থাকতো তাহলে অবশ্যই আমি খেতাম। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অরুচির কারণে তা খাননি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْنَا عَاوِدْهُ

فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثالثة فقال يا أعرابى إن الله لعن أو غضب على سبط من بنى إسرائيل فمسخهم دواب يدبون فى الأرض فلا أدرى لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها

৪৮৮৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি প্রচুর গুইসাপে পরিপূর্ণ নিম্নভূমিতে বাস করি। এটা আমার পরিবারের সাধারণ খাদ্যও বটে (আমাদের জন্যে তা খাওয়া হালাল কি না?)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি কোনো জবাব দিলেন না। তখন আমরা লোকটিকে বললাম, কথাটি তাঁকে পুনরায় বলো। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো উত্তর দিলেন না। লোকটি এভাবে তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলো। কিন্তু তিনবারই তিনি কোনো জবাব দিলেন না। পরে তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, হে বেদুইন! অবশ্যই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছিলেন বনী ইসরাঈলদের এক দল লোকের ওপর। তিনি তাদের আকৃতি বিকৃত ও পরিবর্তন করে জন্তুতে পরিণত করে দিয়েছেন। তারা জীব-জন্তুর আকারে যমীনের ওপর চলাফেরা করছে। কাজেই আমার জানা নেই, হয়তোবা এগুলো সেই নবী ইসরাঈলদের অভিশপ্ত জাতি। অতএব এগুলো আমি নিজে খাই না এবং তা খেতে কাউকে নিষেধও করি না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

টিডডি (পঙ্গপাল) খাওয়া জায়েয।

حدثنا أبو كامل الجحدرى حدثنا أبو عوانة عن أبى يعفور عن عبد الله بن أبى أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد

৪৮৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি জিহাদে শরীক হয়েছি। আর আমরা (তাঁর সাথে) টিড্ডি খেয়েছি।

টীকা ঃ টিড্ডি আকৃতিতে অনেকটা ফড়িং এর মতো। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে চলে। মরু এলাকায় সাধারণত অধিক পরিমাণে দেখা যায়। কোনো এলাকায় শস্যক্ষেতে নেমে পড়লে সবকিছু খেয়ে শেষ করে দেয়। এটা খাওয়া হালাল এর হুকুম মাছের মতো। যবেহ করতে হয় না। চিংড়ি মাছের ন্যায় তেলে ভাজা করে খাওয়া যায়। কীট-পতঙ্গের মধ্যে কেবল এই টিড্ডি খাওয়াই জায়েয।

وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم وابن أبى عمر جميعا عن ابن عيينة

عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَقَالَ إِسْحٰقُ سِتَّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ سِتَّ أَوْ سَبْعَ

৪৮৯০। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও ইবনে আবু উমার থেকে বর্ণিত। তাঁরা সবাই ইবনে উইয়াইনা থেকে, তিনি আবু ইয়াফুর থেকে উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবু বাক্‌রের রেওয়ায়েতে সাতটি জিহাদে ইসহাকের বর্ণনায় ছয়টি এবং ইবনে আবু আওফার বর্ণনায় ছয় অথবা সাতটি জিহাদে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ আছে।

وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ

৪৮৯১। আবু ইয়া'ফুর থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনায় সাতটি যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

খরগোশ খাওয়া হালাল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ.

৪৮৯২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোথাও যাচ্ছিলাম এমন সময় 'মারয যাহ্‌রানে। (মক্কার নিকটে একটি উপত্যকা' একটি খরগোশ দেখে তার পেছনে ধাওয়া করলাম। আমার সঙ্গের লোকেরাও অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আনাস বলেন, কিন্তু আমি তার পেছনে দৌড়াতে থাকলাম এবং শেষ পর্যন্ত এটাকে ধরে ফেললাম। এটা আমি আবু তাল্‌হার নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তা যবেহ করলেন এবং এর নিতম্ব ও পিছনের পা দুটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্ল'হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। আমিই তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেঈ, আহমাদ এবং অন্য সব বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, খরগোশের গোশত হালাল। এ সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীস পাওয়া যায়নি। তবে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) এবং ইবনে আবু লাইলার মতে তা মাকরূহ –(নববী)।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ «يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ» كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا

৪৮৯৩। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও খালিদ ইবনে হারিস উভয়ে উক্ত সিলসিলায় শো'বা থেকে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়ার হাদীসে "পিছনের পা অথবা উভয় রান" উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

যে জিনিস শিকার করা এবং শত্রুর ওপর আক্রমণ করার জন্য সহায়ক হয় তা ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু ক্ষুদ্র পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করা অপছন্দনীয় কাজ।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ أَوْ قَالَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ فَإِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا

৪৮৯৪। ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) তাঁর এক সঙ্গীকে পাথরকুচি নিক্ষেপ করতে দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, কাঁকর নিক্ষেপ করো না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁকর নিক্ষেপ করা অপছন্দ করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন। কেননা এতে না কোনো শিকার ধরা যায়। আর না কোনো দুশমনকে প্রতিহত করা যায়। তবে এটা দাঁত ভেংগে দেয় এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি নির্বাপিত করে দেয়। এরপর তিনি আবার তাকে কাঁকর ছুড়তে দেখলেন। তিনি তাকে শাসিয়ে বললেন ঃ আমি তোমাকে বলেছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করা অপছন্দ করতেন কিংবা নিষেধ করেছেন। অথচ এরপরও আমি তোমাকে নুড়ি পাথর ছুড়তে দেখছি। আমি যদি তোমাকে পুনরায় এটা করতে দেখি তাহলে তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না।

حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪৮৯৫। কাহ্‌মাস থেকে এই সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ إِنَّهَا لاَ تَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْقَأُ الْعَيْنَ

৪৮৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুড়ি পাথর ছুড়তে নিষেধ করেছেন। ইবনে জাফর তার বর্ণনায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর দ্বারা দুশমনের ওপর আঘাত হানাও হয় না এবং শিকারও হত্যা করা যায় না। বরং এতে কারো দাঁত ভাঙ্গে এবং চোখ নষ্ট হয়। আর ইবনে মাহ্‌দী বলেছেন ঃ এর দ্বারা শত্রুর ওপর আঘাত করা যায় না। কিন্তু তার বর্ণনায় 'চোখ নষ্ট করে' কথার উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ قَالَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا

৪৮৯৭। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফালের নিকটস্থ এক ব্যক্তি নুড়ি পাথর ছুড়ে মারলো। আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।" তিনি আরো বলেছেন "এর দ্বারা কোনো শিকার ধরা যায় না এবং কোনো দুশমনের ওপর আঘাতও হানা যায় না। বরং এর দ্বারা দাঁত ভাঙ্গা যায় এবং চোখ নষ্ট করে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে নিষেধ করার পরও সে পুনরায় কংকর নিক্ষেপ করলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) তাকে বললেন ঃ

আমি তোমাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর ছুড়তে নিষেধ করেছেন। তারপরও তুমি তা নিক্ষেপ করছ! আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না।

وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪৮৯৮। আইয়ুব থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

যবেহ এবং হত্যা করার সময়ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা এবং ছুরিকে উত্তমরূপে ধারাল করে নেয়ার নির্দেশ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

৪৮৯৯। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে দু'টি কথা মুখস্থ করে রেখেছি। তিনি বলেছেন আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের সাথে কোমল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, অতএব যখনই তোমরা হত্যা করবে (যেমন কিসাস-স্বরূপ) তখন হত্যার মধ্যে সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করো। আর যখন যবেহ্ করবে তখন সহজভাবে যবেহ্ কর এবং ছুরি, তরবারি ইত্যাদিকে ভালোভাবে ধারাল করে নেবে যেন যবেহ্কৃত জানোয়ার সহজভাবে যবেহ্ করা যায়।

وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ

৪৯০০। হুশাইম, আবদুল ওহাব সাকাফী, শো'বা, সুফিয়ান ও মানসুর থেকে বর্ণিত। তারা সবাই খালিদ হায্যা থেকে উক্ত সিলসিলায় ইবনে উলাইয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

কোনো প্রাণীকে বেঁধে তীর ছুড়ে চাঁদমারী করা নিষিদ্ধ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

৪৯০১। হিশাম ইবনে যায়েদ ইবনে আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন একদা আমি আমার দাদা আনাস ইবনে মালিকের (রা) সাথে হাকাম ইবনে আইয়ুবের কাছে গেলাম। তখন দেখলাম একদল তীর নিক্ষেপ করার জন্য একটি মুরগী বেঁধেছে। হিশাম বলেন, তা দেখে তখনই আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু-পাখীকে এভাবে বেঁধে তার প্রতি ছুড়তে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ

৪৯০২। আবদুর রাহমান ইবনে মাহ্দী খালিদ ইবনে হারিস ও আবু উসামা সকলে শোবা থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

৪৯০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো প্রাণীকে চাঁদমারী করা (লক্ষ্যস্থলে বসিয়ে হত্যা করা) নিষেধ।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪৯০৪। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর ও আবদুর রাহমান ইবনে মাহ্দী উভয়ে শো'বা থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ «وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ» قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا

৪৯০৫। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তারা একটি মুরগীকে তীর নিক্ষেপের জন্য বাঁধছিল। যখন তারা ইবনে উমারকে দেখতে পেলো, সবাই সেখান থেকে এদিক ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। ইবনে উমার জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ কে করলো? যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিসম্পাত করেছেন।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

৪৯০৬। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) কুরাইশের কয়েকটি কিশোর ছেলের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন তারা একটি পাখিকে বেঁধে তাকে লক্ষ্য বস্তু *(TARGET)* বানিয়ে তীর ছুড়ে চাঁদমারী করছে। আর তারা পাখির মালিকের সাথে এ শর্ত করেছে যে, তীর নিক্ষেপ যতবার লক্ষভ্রষ্ট হবে তার পরিবর্তে একটা পরিমাণ কিছু সে পাবে (সেটা তীরও হতে পারে বা অন্য কোন জিনিসও হতে পারে)। তারা ইবনে উমারকে (রা) দেখতে পেয়ে, এদিক ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। ইবনে উমার বললেন, এ কাজ কে করলো? যে ব্যক্তি এমন কাজ করে তার

ওপর আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির ওপর অভিশাপ করেছেন, যে কোনো প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তার ওপর তীর ছুড়ে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا

৪৯০৭। আবু যুবাইর (রা) বলেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রাণীকে বেঁধে তার প্রতি তীর ছুড়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।